গ্রীসদেশের ইতিহাস।

গ্রীস ও ম্যাসডোনিয়ার ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

গ্রীস দেশের স্থান সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত।

গ্রীস দেশ ইউরোপ খণ্ডের অন্তঃপাতী। আসিয়া হইতে ইউ-রোপ খণ্ডে প্রবেশ করিতে হইলে ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে প্রথমেই গ্রীস দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীসের আদি নাম হেলাস। এক্ষণে যত স্থান গ্রীস দেশ বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে, পূর্ব্বতন গ্রীস দেশীয়েরা তত স্থানকে হেলাস নামে নির্দ্দেশ করিত না। থেসেলির অন্তঃপাতী এক ক্ষুদ্র প্রদেশ পূর্ব্বকালে হেলাস বলিয়া উল্লিখিত হইত। কালক্রমে উহার সীমা বৃদ্ধি হয়। হেলেনিক জাতি যে যে স্থানে বসতি করে, শেষে সে সমুদয় স্থানই হেলাস নাম দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। রোমকেরা হেলাসের গ্রীসিয়া এই নাম দেয়। গ্রীসিয়া শব্দ হইতে গ্রীস এই শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে।

হেলাসের উত্তরে ক্যাম্বিউনিয় নামে এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে। ঐ পর্ব্বত শ্রেণী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে। ঐ পূর্ব্বাভিমুখী পর্ব্বত শ্রেণীর সব পূর্ব্বধারের পর্ব্বতকে অলিম্পাস বলে। অলিম্পাস অতি প্রসিদ্ধ পর্ব্বত। থেসেলির পশ্চিমে পিণ্ডস পর্ব্বত। পিণ্ডস পর্ব্বত গ্রীস দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা উচ্চ। ঐ পর্ব্বত উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে অথ্রিস ও ইটা নামক অপর পর্ব্বত শ্রেণী বিনির্গত হইয়াছে। ইটা পর্ব্বত থেসেলির দক্ষিণ দিকের সীমা।

ইটা পর্ব্বত থেসেলির দক্ষিণ সীমায় থাকাতে থেসেলি প্রদেশকে গ্রীস দেশের অন্য অন্য প্রদেশ হইতে পৃথক্ বোধ হয়। অপর, ঐ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইবার যে কয়েকটী পথ আছে, তাহা উত্তমরূপে রক্ষা করিতে পারিলে বিপক্ষগণ উত্তর হইতে আর দক্ষিণাভিমুখে যাইতে পারে না। অ-

অতএব, গ্রীস দেশের দক্ষিণাংশে যে সকল প্রদেশ আছে, ঐ পর্ব্বত শ্রেণী তৎসমুদয় রক্ষার এক বিলক্ষণ উপায়। পর্ব্বতের মধ্য দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যত গুলি পথ গিয়াছে তন্মধ্যে থর্ম্মপিলি নামে যে পথ, সেইটী অতি প্রসিদ্ধ। ঐ পথটী প্রায় আড়াই ক্রোশ দীর্ঘ। ইটা পর্ব্বত এবং ইজিয় সমুদ্র এই উভয়ের মধ্য স্থল দিয়া ঐ পথ বরাবর দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে সৈন্যগণের গমনাগমন কারবার ঐ একমাত্র পথ। স্থানে স্থানে উহা অতি সঙ্কীর্ণ। অতএব ঐ পথে বিপক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করা কষ্টসাধ্য নহে। গ্রীস দেশের মধ্যে যত নদী আছে, পিনিউস এবং একিলোয়স এই দুই নদী তৎসমুদয় অপেক্ষা বৃহৎ। পিনিউস নদী থেসেলির অন্তর্ব্বর্ত্তী, এবং একিলোয়স নদী ইটোলিয়া এবং আকার্ণেনিয়া এই উভয় প্রদেশের মধ্য স্থানে আছে। অলিম্পস ও অসা এই দুই পর্ব্বতের মধ্যস্থলে পিনিউস নদী মুখের নিকটে যে উপত্যকা আছে, তাহা অতি মনোহর।

থেসেলির দক্ষিণে অনেক উন্নতানত মনোহর পর্ব্বত আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের কতগুলি হরিতবর্ণ তরু লতাদি দ্বারা সুশোভিত আর কত গুলি পর্ব্বতে তরু লতাদি কিছুই নাই। ইটা পর্ব্ব এবং করিন্থীয় হ্রদ এই উভয়ের মধ্যস্থলে হেলাসের যে অ আছে, তাহার একরূপ ভাব নহে। তাহা দেখিলে চমৎকার বে ধ হয়। ঐ স্থানে সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত এবং উর্ব্বর ক্ষেত্র পর্য্যায় ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইতে থাকে। ঐ স্থানের ভাব এবং ভিন্ন যে পাশাপাশি দুটী প্রদেশ একরূপ বোধ হয় না। এক প্রদেশের নদী সকল নিয়তকাল জলে পরিপূর্ণ থাকে, আর অপর প্রদেশের নদী সকল প্রায়ই শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্ম কালে প্রায় সমুদায় নদী শুকাইয়া যায়। কিন্তু অত্যন্ত হিমপাত হওয়াতে জল বিরহে অনুভব হয় না। ঐ প্রদেশ অধিকতর আয়ত নহে, তত্র সকলও প্রশস্ত নহে। ঐ প্রদেশের প্রায় চতুর্দ্দিকে সমুদ্র অ সমুদ্র দেশমধ্যে প্রবিষ্ট হওয়াতে অনেক স্থলেই বিস্তর বৃহৎ হ্রদ হইয়াছে।

গ্রীস দেশের ঐ অংশের জল বায়ু উৎকৃষ্ট, ভূমি সকলও উর্ব্বর; তত্রত্য লোক সকলও অতিশয় পরিশ্রমী ছিল। ঐ অংশের পর্ব্বত সকল প্রায় বার মাস হিমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। গ্রীষ্ম কালে সেই সকল পর্ব্বত এবং সমুদ্র হইতে মন্দ মন্দ বাতাস বহিতে থাকে, তাহাতে গ্রীষ্ম কালে উষ্ম নিবন্ধন অধিক কষ্ট হয় না। ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশ যেমন প্রায় নিয়ত কাল নীহার জালে জড়িত থাকে, গ্রীস দেশের ঐ অংশ সেরূপ নীহার জাল জড়িত নহে। নভোমণ্ডল অতি স্বচ্ছ। অতএব সূর্য্যকে বিলক্ষণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে ঐ স্থানের পদার্থ সকল যেমন সুন্দর ও উজ্জ্বল দেখায়, ইউরোপখণ্ডের উত্তরাংশের পদার্থ সকল সেরূপ দেখায় না। ঐ প্রদেশের অধিকাংশ স্থলেই নানাবিধ শস্য সম্পত্তি এবং নানাপ্রকার ফল পুষ্পাদি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

যে স্থান প্রকৃত রূপে হেলাস বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত, তাহার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে অন্য অন্য প্রদেশের স্থান সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। থেসেলির দক্ষিণে থর্ম্মপিলি নামে যে পথ আছে, ঐ পথ ধরিয়া গমন করিলে প্রথমে লক্রিস দেশে উপস্থিত হওয়া যায়। উহার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ফোসিস দেশ। ফোসিস দেশে পার্ণেসস নামে এক প্রসিদ্ধ পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে ডেলফিনামে এক নগর ছিল। তথায় আপোলোদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই স্থানে দৈববাণী হইত। তন্নিমিত্ত ডেলফি নগর অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়। ফোসিসের পশ্চিমে ডোরিস দেশ। পশ্চিমাংশে আরো কিয়দ্দূর গমন করিলে ইটোলিয়া ও আকার্ণেনিয়া এই দুই দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইটোলিয়া দেশ অতিশয় বন্ধুর। ইটোলিয়া ও আকার্ণেনিয়া এই উভয় দেশের মধ্যস্থলে একিলোয়স নদী আছে। আকার্ণেনিয়া দেশ আইয়োনিয় সমুদ্রের জলদ্বারা সিক্ত হইয়া থাকে। অপর প্রদেশ গ্রীসদেশের পশ্চিম দিকের শেষ সীমা।

কয়ে কোর্ম্মিস দেশ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে বিয়োশিয়া পক্ষাংশে প্রবেশ করা যায়। বিয়োশিয়া দেশ হেলিকন পর্ব্বত দ্বারা

দুই অংশে বিভাজিত হইয়াছে। উত্তরাংশ পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। ঐ অংশ অতিশয় নিম্ন। তথায় কোপেইস নামে একটী জলাশয় আছে। উহা শীতকালের শেষেই প্রকৃত জলাশয় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু অন্য সময়ে বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে উহা জলাশয় বোধ না হইয়া জলাভূমি জ্ঞান হয়। ঐজলাশয়ের জল নির্গমার্থ মৃত্তিকার অভ্যন্তরীণ কয়েকটী পথ আছে। তদ্দ্বারা জল নির্গত হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়। অতি পূর্ব্বকালে ঐ জলাশয়ের ধারে অর্কোমিনস নামে নগর ছিল। বিয়োশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ অতিশয় উর্ব্বর। ঐঅংশে থিবিস নামে নগর ছিল। থিবিস নগরীয়েরা সাতিশয় বিলাস পরায়ণ ছিল। বিয়োশিয়ার বায়ু স্বচ্ছ ও নির্ম্মল নহে। তদানীন্তন লোকদিগের এই প্রকার সংস্কার ছিল যে, বিয়োশিয়ায় বুদ্ধিমান্ লোক জন্মে না। বিয়োশিয়ার দক্ষিণে সিথিরন এবং পার্ণেস নামে দুই পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত দ্বয়ের দক্ষিণাংশে আটিকাদেশ। আটিকায় অনেক বুদ্ধিমান্ লোক জন্ম গ্রহণ করেন। এই নিমিত্ত ঐ দেশ অতিশয় প্রসিদ্ধ হয়। হেলাসের অন্য অন্য অংশের ভূমি সকল যেমন উর্ব্বর, আটিকার ভূমি সেরূপ নহে। আটিকাদেশ সমুদ্রের অতিশয় সন্নিহিত, এবং তত্রত্য সমুদ্র কূলও অন্য অন্য স্থানের অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত; এই নিমিত্ত তত্রত্য লোকদিগের সমুদ্রপথে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সবিশেষ অনুরাগ ছিল। আটিকার পশ্চিমাংশে যে স্থলে সেরোনীয় হ্রদ আছে, ঐ স্থানেই এথেন্স ও পিরিউস নামে দুই নগর দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এথেন্স আটিকার রাজধানী। পিরিউস নগর সমুদ্রতীরবর্ত্তী। আটিকা আর পিলপনিসস এই উভয়ের মধ্যস্থলে সমুদ্র এবং মেগারিস নামে এক ক্ষুদ্র প্রদেশ ব্যবধান আছে।

গ্রীস দেশের চতুর্দ্দিকেই প্রায় সমুদ্র; এই নিমিত্ত ইহাকে প্রায়োদ্বীপ কহে। ইহার দক্ষিণ প্রান্তে পিলপনিসস নামে আর একটী ক্ষুদ্র প্রায়োদ্বীপ আছে। ঐ ক্ষুদ্র প্রায়োদ্বীপটী গ্রীস দেশ হইতে স্বতন্ত্র নহে। পিলপনিসস প্রায়োদ্বীপ বলিয়া পরিগণিত হয় বটে, কিন্তু উহাকে উপদ্বীপ বলিয়া গণনা করাই অধিকতর

সঙ্গত হয়। উহার প্রায় চতুর্দ্দিকে জল, উহা কেবল গ্রীবাকৃতি এক খণ্ড ভূমি দ্বারা মূল দেশের সহিত সংলগ্ন আছে। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায় প্রদেশই পর্ব্বতময়। ঐ দেশে কতগুলি উচ্চতর পর্ব্বত আছে। উহার মধ্যস্থলের নাম আর্কেডিয়া। আর্কেডিয়ার ভূমি সকল উচ্চ ও বন্ধুর। তথায় উৎকৃষ্ট পশুচর স্থান আছে, এই নিমিত্ত তত্রত্য লোকেরা পশুপালন কার্য্যে সাতিশয় আসক্ত ছিল। আর্কেডিয়ার জল বায়ু উৎকৃষ্ট ও অনুকূল নহে; এই হেতু তত্রত্য লোকদিগের স্বভাবের ও অবস্থার সবিশেষ পরিবর্ত্ত হয় নাই; উহারা চিরকাল প্রায় একবিধভাবেই অবস্থান করিয়াছিল। আর্কেডিয়ার চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত আছে।

পিলপনিসসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য প্রদেশ সকল আর্কেডিয়ার উচ্চতর ভূমি খণ্ডের চতুর্দ্দিকে সংলগ্ন। উত্তরাংশে একেইয়া, সিসিয়ন, এবং করিন্থ এই তিনটী প্রদেশ আছে। ঐ তিনটী প্রদেশই সমুদ্রকূলবর্ত্তী। পূর্ব্বাংশে আর্গলিস। আর্কেডিয়ার দক্ষিণে টেজিটস নামে পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়াছে। উহার পশ্চিমে মেসিনিয়া এবং পূর্ব্বে লেকোনিয়া দেশ। লেকোনিয়ার রাজধানী স্পার্টা। স্পার্টার অতি নিকটেই ইয়ুরোটাস নদী। লেকোনিয়ার অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতময়, সুতরাং তথায় সুন্দর রূপে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই। লেকোনিয়ার মধ্যে কেবল ইয়ুরোটাস নদীর তীরবর্ত্তী কতিপয় প্রদেশ অতিশয় উর্ব্বর। মেসিনিয়া দেশে অনেক গুলি উর্ব্বর প্রদেশ আছে। মেসিনিয়া এবং একেইয়া এই উভয়ের মধ্যস্থলে ইলিস দেশ। ইলিসের ভূমিসকল অতিশয় উর্ব্বর এবং উহার জল বায়ু উৎকৃষ্ট। ইলিস দেশে আল্‌ফিউস নামে নদী আছে। ঐ নদীর তীরে ওলিম্পিয়া নামে যে স্থান আছে, তাহা অতিশয় প্রসিদ্ধ। ঐ স্থানে গ্রীস দেশীয়দিগের নানা দেবালয়, বেদি, নিকুঞ্জ এবং সুসমৃদ্ধ অট্টালিকা ছিল। চারি বৎসর অন্তর এক এক বার ঐ স্থানে নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি হইত।

পক্ষ

হেলেনিক জাতীয়েরা উৎসব কালে পরস্পর শত্রুভাব পরিত্যাগ করিয়া পরম কুতুহলে ক্রীড়া কৌতুকাদি দর্শন করিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

হেলেনিক জাতির বিবরণ।

প্রথম অধ্যায়ে থেসেলি প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশের স্থান সন্নিবেশাদি বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল প্রদেশে কোন্ জাতির বসতি ছিল এবং সেই জাতির আচার, ব্যবহার এবং ধর্ম্মাদি কিরূপ ছিল, এ সকল বিষয়ের উল্লেখ করা হয় নাই, এক্ষণে তৎসমুদায় উল্লিখিত হইতেছে।

প্রায় কোন দেশের, কোন জাতির আদ্য কালের বিশুদ্ধ ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রায় সমুদায় জাতির আদ্যকালের ইতিহাস কল্পিত অলীক উপাখ্যানে পরিপূর্ণ। গ্রীস দেশীয়দিগের আদ্যকালের উপাখ্যান অতিশয় অদ্ভুত ও অলৌকিক, কেবল কল্পিত দেবগণের কাণ্ড লইয়া পরিপূরিত হইয়াছে। গ্রীসদেশীয়দিগের আদ্য কালের উপাখ্যান এমন অদ্ভুত যে, তদ্গত একটী বাক্যও লৌকিক ও শ্রদ্ধেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ঐ অদ্ভুত উপাখ্যান হইতে যথার্থ বৃত্তান্ত সঙ্কলন করা কোন রূপে সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব, গ্রীসদেশে প্রথমে কোন্ জাতির বসতি ছিল এবং সেই জাতির আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম প্রভৃতিই বা কিরূপ ছিল, অধুনা তাহার নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। যাহা হউক, ইউরোপীয় ইতিহাস লেখকেরা ঐসকল বিষয়ের যেরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

সর্ব্ব প্রথম থেসেলির এক অংশে হেলেনিক জাতির বসতি ছিল। পশ্চাৎ ঐ জাতি প্রবল হইয়া প্রায় গ্রীসদেশের সর্ব্বস্থান ব্যাপী হয়। হেলেনিক জাতি যৎকালে থেসেলিতে বসতি করে, তৎকালে উহাদিগের চতুর্দ্দিকে পিলাস্জিয় জাতির বসতি ছিল। ঐ উভয় জাতি এক মূল হইতে উৎপন্ন। হেলেনিক জাতি পিলাস্জিয় জাতির শাখা স্বরূপ। কেহ কেহ কহেন পিলাসজিয়

জাতি গ্রীসদেশের আদিম নিবাসী। কিন্তু অন্য পণ্ডিতগণ এই মীমাংসা করিয়াছেন যে, পিলাস্‌জিয় জাতি আসিয়া খণ্ডের লোক। এই জাতি আসিয়াখণ্ড হইতে ইউরোপে আসিয়া বসতি করে। এই শেষোক্ত মীমাংসা সমধিক প্রামাণিক বোধে অনেকেই গ্রাহ্য করিয়াছেন। পিলাস্‌জিয় জাতি কোন্ সময়ে ইউরোপে গিয়া বসতি করে, নিশ্চয় নাই। যে সময়ে হউক, ঐ জাতি ইউরোপে গমন করিয়া কতক গ্রীসদেশে, কতক ইটালিতে, কতক অন্য অন্য স্থানে বসতি করে সন্দেহ নাই।

হেলেনিক ও পিলাস্‌জিয় এই উভয় জাতিই যে এক, ও এক মূল হইতে উৎপন্ন, ইহা সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত নব্য পণ্ডিতগণ ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন। সেই প্রমাণ প্রয়োগ দর্শন করিলে তদ্বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে না। ঐ উভয় জাতি গ্রীস্‌দেশে কিয়ৎকাল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া পরিগণিত ছিল; কিন্তু কাল ক্রমে একতা প্রাপ্ত হইয়া যায়।

হেলেনিক জাতির সহিত একতা প্রাপ্তির পূর্ব্বে পিলাস্‌জিয় জাতি কিরূপ অবস্থায় অবস্থিত ছিল, এই বিষয় লইয়া অনেকে অনেক প্রকার কহিয়া থাকেন। কেহ কেহ কহেন পিলাস্‌জিয় জাতি তৎকালে অত্যন্ত অসভ্য ছিল। কিন্তু অন্য অন্য পণ্ডিতগণ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা ঐ বাক্যের খণ্ডন করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পিলাস্‌জিয় জাতি হেলেনিক জাতির সহিত একতা প্রাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বে সভ্যতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছিল।

পিলাস্‌জিয় জাতি সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি স্বাভাবিক পদার্থ সমূহেরই প্রধান রূপে পূজা ও আরাধনা করিত; কিন্তু কল্পিত দেবগণের পূজা বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে পরাঙ্মুখ ছিল না। উহাদিগের প্রধান উপাস্য দেবের নাম জিউস। এপিরসের অন্তঃপাতী ডডোনা নগর জিউস দেবের প্রধান পূজা স্থান। ঐ স্থানে দৈববাণী হইত। তত্রত্য দৈববাণী প্রথম প্রথম অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ডেল্‌ফির দৈববাণী অমোঘ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলে ডডোনার স্থান মাহাত্ম্য এবং তত্রত্য দৈববাণীর গৌরব হ্রাস হইয়া

যায়। জিউসদেবের ডায়োন নামে স্ত্রী এবং আফ্রোডাইট নামে কন্যা ছিলেন। ইজিয় সমুদ্রের উত্তরে স্যামোথ্রেস, ইম্ব্রস, এবং লেমনস এই কয় উপদ্বীপে পিলাসজিয় জাতির পরম গুহ্য পূজা বিধি বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। অলিম্পস পর্ব্বতের উত্তরে সমুদ্রের ধারে ম্যাসিডোনিয়ার অন্তঃপাতী যে জনপদ আছে তথায় পিলাসজিয় জাতীয় যে সমস্ত লোক বসতি করে, তাহারাই অতিশয় বিখ্যাত ছিল। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, অর্ফিউস মিউসিউস প্রভৃতি আদি কবিগণ ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। উপাখ্যানমধ্যে অর্ফিউস প্রভৃতি কবিগণের নাম দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাদৃশ কবিগণ বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। ঐ নাম গুলি কল্পিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, উক্ত কবিগণ বিষয়ক উপাখ্যান পাঠ করিলে এই বোধ হয়, তদানীন্তন গ্রীসদেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল, যে, পাইরিয়াবাসী পিলাসজিয়-জাতীয়েরাই কাব্য শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন করে এবং দেবতা স্তোত্রাদি রচনায় কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করে।

পিলাসজিয় জাতি হেলেনিক জাতির মূল, একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু হেলেনিক জাতির বীজ পুরুষ কে, তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। এক্ষণে সেই বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, হেলেন নামে এক বীর পুরুষ ছিলেন। ঐ বীর পুরুষ হেলেনিক জাতির বীজ পুরুষ। হেলেনের পিতার নাম ডিউকেলিয়ন এবং মাতার নাম পির্হা। হেলেনের তিন পুত্র ছিল। একের নাম ডোরস, দ্বিতীয়ের নাম জিউথস, তৃতীয়ের নাম ইয়োলস। হেলেনের তিন পুত্রই জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া যান এবং গ্রীস দেশের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লন। গ্রীস দেশে ডোরিয়, আয়োনিয়, একিয় এবং ইয়োলিয় নামে চারি প্রধান জাতি ছিল। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, হেলেনের পুত্র পৌত্রগণের নামে ঐ চারি জাতির নাম করণ হয়। ডোরসের সন্তানদিগকে ডোরিয় এবং ইয়োলসের সন্তানদিগকে ইয়োলিয় বলে। জিউথসের নামে কোন জাতির নাম করণ হয় নাই। জিউথসের আইয়ন ও একিউস না

দুই পুত্র ছিল। ঐ দুই পুত্রের নামেই আয়োনিয় ও একিয় এই দুই জাতির নাম করণ হয়। উপাখ্যানে হেলেন এবং হেলেনের পুত্র পৌত্রদিগের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে তাহা উল্লিখিত হইল। কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা ঐ বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া প্রত্যয় করেন না।

পিলাস্জিয় জাতি হইতে গ্রীসদেশে যে সভ্যতার প্রথম আরম্ভ হয়, হেলেনিক জাতির শ্রীবৃদ্ধি কালে ঐ সভ্যতার সবিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছিল। হেলেনিক জাতি যেমন গ্রীস দেশের নানা স্থান ব্যাপী হইতে লাগিল, সভ্যতাও তেমনি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের বহুকাল পূর্ব্বের উপাখ্যান পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, হেলেনিক জাতি প্রথমে থেসেলিতে বাস করে। উহাদিগের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অসভ্য লোক ছিল। ঐ অসভ্য লোকদিগের উপদ্রবে হেলেনিক জাতি পূর্ব্ব বাস স্থান পরিত্যাগ করিয়া গ্রীস দেশের নানাস্থানে ছড়িয়া পড়ে। তদানীন্তন গ্রীস দেশবাসী সমুদায় জাতি অপেক্ষা হেলেনিক জাতির যুদ্ধ বিষয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য ছিল। অতএব ঐ জাতি যে যে স্থানে গমন করে, তত্রত্য যুদ্ধানভিজ্ঞ জাতি সকল পরাস্ত হইয়া উহাদিগের পরতন্ত্রতা স্বীকার করে। কোন কোন জাতি দাসবৎ উহাদিগের নিতান্ত অধীন হয়, আর কোন কোন জাতি উহাদিগের সহিত একজাতিতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে দিন দিন হেলেনিক জাতির যেমন প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গ্রীসদেশের সভ্যতাও দিন দিন তেমনি বাড়িতে লাগিল। ফলতঃ হেলেনিক জাতি হইতেই গ্রীস দেশীয়দিগের সবিশেষ উন্নতি হয়।

অতি প্রাচীন কালে গ্রীস দেশে যে যে জাতির বসতি ছিল, সংক্ষেপে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। এরূপ কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, যে, দূর দেশ হইতে বিদেশীয় লোক সকল আসিয়া গ্রীস দেশে বসতি করিয়াছিল। ঐ সমস্ত বিদেশীয় লোক যে যে জনপদে এবং যে যে নগরে বাস করে, উহাদিগের নামেই সেই সেই জনপদের এবং সেই সেই নগরের নাম প্রসিদ্ধ হয়। যে সকল ব্যক্তি বিদেশ হইতে আসিয়া গ্রীস দেশে বসতি করেন, তন্মধ্যে সিক্রপস্

ক্যাড্‌মস, ড্যানেয়স এবং পিলপ্‌স এই কয় ব্যক্তির নামই অতিশয় বিখ্যাত। এই চারি ব্যক্তির যিনি যে দেশ হইতে আসিয়া গ্রীস দেশে বাস করেন এবং গ্রীস দেশে বাস করিয়া যে যে কর্ম্ম করেন, ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। সিক্রপ্‌স ইজিপ্ট হইতে এথেন্স নগরে গিয়া বাস করেন এবং তথায় এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ক্যাড্‌মস ফিনিসিয়া দেশীয় রাজা এজিনরের পুত্র। ঐ রাজপুত্র নিজ ভগিনী ইয়ুরোপার অন্বেষণার্থ গ্রীস দেশে গমন করেন এবং বিয়োশিয়ায় বাস করিয়া থিবিস নগরের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার নামেই ঐ দুর্গের ক্যাড্‌মিয়া এই নাম হয়। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহার নিকট বর্ণমালা শিক্ষা করে। ড্যানেয়স ইজিপ্ট দেশীয় লোক। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, তাঁহার পঞ্চাশটী কন্যা ছিল। তিনি নিজ ভ্রাতা ইজিপ্‌টসের উপদ্রবে স্বদেশ হইতে পলাইয়া পঞ্চাশৎ কন্যার সহিত গ্রীস দেশে গমন করেন। পিলপ্‌স লিডিয়া দেশীয় লোক। তাঁহার পিতার নাম ট্যান্টালস। তিনি গ্রীস দেশে গমন করিয়া পিলপনিসসে বাস করেন এবং পিলপনিসসের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করিয়া লন। পিলপসের নামেই ঐ স্থানের পিলপনিসস এই নাম হয়। উপাখ্যানোল্লিখিত বিবরণানুসারে বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের গ্রীস দেশে সমাগমাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল। কিন্তু অধুনাতন ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ঐ সকল বৃত্তান্ত অলীক বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। সিক্রপ্‌স প্রভৃতির গ্রীস দেশে গমন ও অবস্থানাদিবৃত্তান্তের যাথার্থ্য বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন বটে, কিন্তু অতি প্রাচীনকালে আসিয়া খণ্ডের লোকেরা যে, গ্রীস দেশে গিয়া বাস করিয়াছিল, একথার প্রামাণ্য বিষয়ে কেহই সন্দেহ করেন না।

গ্রীস দেশীয় ইতিহাস লেখকেরা গ্রীস দেশের আদ্য কালের উপাখ্যান হইতে সার সঙ্কলন পূর্ব্বক হেলেনিক জাতির গ্রীস দেশে অবস্থানাদি বিষয়ক যে সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে ঐ জাতির অন্য অন্য বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। হেলেনিক জাতীয় লোকগণের বংশাবলী বর্ণনা বিষয়ক উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে হেলেনের

পুত্র অবধি ট্রয় দেশ বিনাশ পর্য্যন্ত (খৃষ্টের পূর্ব্ব ১৪০০ শ অবধি ১২০০শ পর্য্যন্ত) দুই শত বৎসর কালের মধ্যে ঐ জাতির ছয় পুরুষ গত হয়। ঐ দুই শত বৎসর কাল বীরপুরুষদিগের সময় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ঐসময়ে(১)হিরাক্লিজ এবং(২)থিসিউস প্রভৃতি অনেক বীর পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বীর পুরুষদিগের বীরত্বের বর্ণনাতেই তৎকালের উপাখ্যান পরিপূর্ণ হইয়াছে। তদানীন্তন বীরগণ আশ্রিত প্রতিপালন এবং আতিথেয়তা ধর্ম্মের সমধিক গৌরব করিতেন। কেহ শরণাগত হইলে বীরগণ প্রাণপণে তাহার রক্ষা করিতেন। কেহ আতিথেয়তা ধর্ম্মের উল্লঙ্ঘন করিলে কিম্বা শরণাগত ব্যক্তির আশ্রয় দানে পরাঙ্মুখ হইলে সে অতিশয় নিন্দিত হইত। বীরগণ অনাথ ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের রক্ষণ কার্য্যে সদা উদ্যত ও ব্যগ্র ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রভাবে দেশ মধ্যে দস্যু তস্করাদির ভয় ছিল না। তৎকালে বন্য জন্তুর অতিশয় উৎপাত ছিল, বীরগণ নিজ বাহু বলে সেই হিংস্র জন্তুদিগকে বধ করিয়া প্রজাগণকে পরম সুখে রাখিয়াছিলেন। বীরগণের স্বভাব অতিশয় উদ্ধত ছিল; তাঁহারা আপন আপন বিষয় ভোগে চিত্তকে নির্ব্বৃত ও সুস্থির রাখিতে না পারিয়া অন্য অন্য জাতি ও অন্য অন্য ব্যক্তিদিগের অধিকৃত

[১] হিরাক্লিজের জন্ম বৃত্তান্ত অতি অদ্ভুত। ঐ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে কোনরূপেই এরূপ বোধ হয় না, হিরাক্লিজ নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, হিরাক্লিজ জিউস দেবের ঔরসে আল্‌কমিনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। থিবিস নগর তাঁহার জন্মস্থান। হিরাক্লিজের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত জুনোদেবীর বহুতর চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। হিরাক্লিজ যখন আটমাসের বালক, তখন জুনোদেবী তাহার প্রাণ সংহারার্থ দুই ভয়ঙ্কর সর্প পাঠাইয়া দেন। বালক সর্পদর্শনে ভীত না হইয়া দুই সর্পকে দুইহাতে অতিশয় জোরে টিপিয়া ধরিল। সর্পদ্বয় তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। হিরাক্লিজের বিষয়ে এইরূপ নানা অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। হিরাক্লিজ মৃত্যুর পর দেবমধ্যে পরিগণিত হন।

[২] থিসিউস আটিকাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ইজিউস এবং মাতার নাম ইথ্‌রা। হিরাক্লিজের ন্যায় থিসিউসও অনেক অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন বলিয়া উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে।

নানা নগর ও জনপদ বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিতেন। তাঁহারা বিলুণ্ঠন লভ্য দ্রব্যের আশয়ে সদা সমুদ্র পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন এবং উপকূলবর্ত্তী জনপদ হইতে পশুগণ ও মানবগণকে বল পূর্ব্বক লইয়া আসিতেন। যে সকল ব্যক্তি বলদ্বারা আনীত হইত, বীরগণ তাহাদিগকে দাস বলিয়া বিক্রয় করিতেন। এই সকল কার্য্যের দ্বারা বীরগণের উৎসাহ শক্তি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তাঁহারা এই সকল কার্য্য গর্হিত ও নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তাঁহাদিগের স্বাভাবিক এই সকল দোষ ছিল বটে, কিন্তু অতিশয় দয়া এবং দেবগণের প্রতি অচলা ভক্তি থাকাতে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক দোষের অনেক নিবারণ হইয়াছিল। কেহ সম্মুখে কাতর ভাব প্রদর্শন করিলে তাঁহাদিগের হৃদয়ে করুণা সঞ্চার হইত, সুতরাং তাঁহারা তাহাকে আর পীড়ন করিতে পারিতেন না। আর দেবগণের প্রতি ভক্তি থাকাতে তাঁহাদিগের মনে এই ভয় ছিল, অন্যায় ও পাপ কর্ম্ম করিলে দেবগণের নিকটে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, অতএব তাঁহারা অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণে সহসা প্রবৃত্তি বিধান করিতে সাহসী হইতেন না। ফলতঃ বীরগণের স্বভাব যে প্রকার উদ্ধত ছিল, তাঁহাদিগের দয়া এবং দেবগণের প্রতি ভক্তি না থাকিলে তাঁহাদিগের হইতে বহু অনর্থ ঘটনা হইত সন্দেহ নাই।

বীরগণ সমর কণ্ডূ বিনোদনের নিমিত্ত নানা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইতেন। তাঁহারা স্বদেশ মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়াই যে, যুদ্ধ কার্য্য সম্পাদন করিতেন এমত নহে, যুদ্ধার্থী হইয়া বিদেশেও গমন করিতেন। বিদেশীয়দিগের সহিত তাঁহাদিগের যে যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, তন্মধ্যে ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম অতিশয় বিখ্যাত। ট্রয় দেশীয়দিগের সহিত যে কারণে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, উপাখ্যানানুসারে সেই কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক যুদ্ধের স্থূল বৃত্তান্ত মাত্র সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

ট্রয় দেশীয় রাজা প্রায়ামের পুত্র প্যারিস একদা গ্রীস দেশে গমন করিয়াছিলেন। স্পার্টা নগরের রাজা মেনেলেয়স তাঁহাকে পরম সমাদর করিয়া আপন আলয়ে বাস স্থান প্রদান করি-

লেন। মেনেলেয়সের হেলেন্ নামে এক পরমা সুন্দরী স্ত্রী ছিল। প্যারিস কৃতঘ্নতা করিয়া বহুমূল্য বহুরত্ন সহ সেই স্ত্রীরত্ন হরণ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন। গ্রীস দেশীয় বীরগণ প্যারিসের অসদাচরণ দর্শন করিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন এবং সকলে একবাক্য হইয়া হেলেনের উদ্ধারার্থ যত্নবান্ হইলেন। বীরগণ প্রথমে ট্রয় দেশে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইলে যুদ্ধের অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। বার শত জাহাজ প্রস্তুত হইল। মাইসিনির অধিপতি আগামেমনন্ মেনেলেয়সের ভ্রাতা। তিনিই সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। বীরগণ ট্রয় দেশে গমন করিয়া দশ বৎসর কাল অবিচ্ছেদে নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। যাবদবরোধ কাল বহুবার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ কালে উভয় পক্ষই অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিল। প্রথমে কোন পক্ষই জয়ী হইতে পারে নাই। দশ বৎসরের পর (খৃষ্টের পূর্ব্ব ১১৮৪ অব্দে) গ্রীস দেশীয়েরা জয়ী হইল এবং নগর বিনাশিত হইল।

ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম বৃত্তান্ত উপাখ্যানে সবিস্তর উল্লিখিত আছে, এস্থলে তাহার তাৎপর্য্য মাত্র সংগৃহীত হইল। গ্রীস দেশীয় মহাকবি হোমর ইলিয়েড নামক গ্রন্থে ঐ যুদ্ধের বাহুল্য বর্ণন করিয়াছেন। মেনেলেয়সের পত্নী হেলেনের জন্মাদি ট্রয়দেশ নিধনান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত উপাখ্যানে যাদৃশ অদ্ভুতাকারে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক সমুদয় বৃত্তান্ত অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ট্রয় দেশীয়দিগের সহিত গ্রীস দেশীয়দিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হইয়াছিল, তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কেহই সংশয় করেন না। কিন্তু কবিগণ ঐ যুদ্ধের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং ঐ যুদ্ধ সংক্রান্ত যে সমস্ত অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রত্যয় যোগ্য নহে। গ্রীস দেশীয়েরা বিলুণ্ঠন লভ্য দ্রব্যের আশয়ে আসিয়া খণ্ডের লোকদিগের সহিত মধ্যে মধ্যে বিবাদ উপস্থিত করিত। সেই বিবাদ উপলক্ষে প্রায় যুদ্ধ ঘটনা হইত। বোধ হয় তন্মূলক ট্রয় দেশীয় সংগ্রাম ঘটনা হয়; কেবল কবিগণ শ্রোতৃগণের চিত্ত চমৎ-

কার করিবার উদ্দেশে অদ্ভুত কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক নানাবিধ স্বকপোল কল্পিত অলীক রচনা দ্বারা ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের সমুদায় বৃত্তান্ত কল্পনা এবং তাদৃশ অদ্ভুতাকারে বর্ণনা করিয়াছেন।

ট্রয়দেশ উৎসন্ন হইলে পর বীরগণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে তাঁহাদিগের বিপদের পরিসীমা ছিল না। পথি মধ্যে অনেকেই দেহত্যাগ করেন। যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদিগের পৈতৃক রাজ্যপদ অন্য লোকে অধিকার করিয়াছে, কাহার বা রাজ্যে অতিশয় অরাজকতা হইয়াছে।

কবিগণ ট্রয়দেশীয় যুদ্ধ বৃত্তান্ত যেরূপে বর্ণনা করুন, তাঁহাদিগের গ্রন্থ পাঠ করিলে তদানীন্তন গ্রীসদেশীয়দিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের রীতি, রাজ্য শাসন প্রণালী এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। বীর পুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহুতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। প্রায় প্রতি রাজ্যেই দাস, অদাস ও ভূস্বামী এই ত্রিবিধ লোক ছিল। যে সকল ব্যক্তি জয় লাভ দ্বারা যে যে প্রদেশ অধিকার করিয়া তথায় বসতি করিত, তাহারা সেই সেই প্রদেশের ভূস্বামী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং সেই সকল ব্যক্তি পৌর প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। তাহারা রণানুরাগ সাহস এবং পুরুষকার এই কয় গুণ দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিল। তাহাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রধান হইতেন, তিনিই রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন। যে সকল ব্যক্তি সমরে বন্দীকৃত ও অন্যের নিকট হইতে ক্রীত হইত, তাহারা দাস বলিয়া পরিগণিত হইত। দাসত্ব অবস্থায় জাত দাসগণের সন্তান সন্ততিও দাসমধ্যে নিবেশিত হইত। দাসগণ আপন আপন প্রভুর উদ্যানের কর্ম্ম, পশুযূথ চারণ এবং গৃহ কর্ম্ম সম্পাদন করিত। জেতৃগণ যে যে প্রদেশ জয় করিয়া লইতেন, তত্রত্য সমুদায় ব্যক্তিকে দাসত্বে নিয়োজিত করিতেন না। যাহারা দাসত্বে নিয়োজিত না হইত, তাহারা অদাস বলিয়া পরিগণিত হইত। ঐ সকল ব্যক্তি বেতন লইয়া ভূস্বামীদিগের কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। যাহাকে প্রকৃত রাজকীয় ব্যবস্থা বলিয়া উল্লেখ করা যা-

য়, বীরগণের সময়ে গ্রীসদেশে সে রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল না। পূর্ব্বতন আচার ব্যবহারানুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ এবং সমুদায় বিষয়ের মীমাংসা হইত। গ্রীসদেশের মধ্যে বহুতর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল বটে, কিন্তু দেশ সাধারণ কোন বিপদ ঘটনা হইলে সকলে একবাক্য হইয়া তাহার নিবারণ চেষ্টা করিত এবং বিদেশীয় লোকে কোন রাজ্যের অপকার ও অপমান করিলে সকলে একমত হইয়া বৈর নির্যাতন করিত।

বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের বড় পারিপাট্য ছিল না। উহারা অতি সামান্যরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। বড় বড় ঘরের স্ত্রীগণও জল আনয়ন ও গৃহ মার্জ্জন প্রভৃতি অতি সামান্য গৃহ কর্ম্ম স্বয়ং সম্পাদন করিত। উত্তর কালের গ্রীসদেশীয়েরা স্ত্রীগণের আবরণ বিষয়ে যত যত্নবান হইয়াছিল, বীরগণের সময়ে তত যত্নবান ছিল না। হোমর নিজ গ্রন্থে বীরপুরুষদিগের সময়ের কতগুলি স্ত্রীলোকের যেরূপ চরিত্র বর্ণন করিয়াছেন, তৎপাঠে তদানীন্তন স্ত্রীগণের প্রতি সমধিক ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু তদানীন্তন সম্‌দায় স্ত্রীলোকেরই যে তত উৎকৃষ্ট চরিত্র ছিল, ইহা কোন রূপে বিশ্বাস হয় না। কন্যা সম্প্রদান বিষয়ে পিতার সম্পুর্ণ প্রভুত্ব ছিল। পিতা কন্যার মতগ্রহণ নিরপেক্ষ হইয়া স্বেচ্ছানুসারে কন্যা দান করিতেন। বিবাহকালে বর কর্ত্তা ও কন্যা কর্ত্তা উভয়ে উভয়কে উপহার প্রদান করিত। গ্রীসদেশীয়েরা অতি যৎসামান্য দ্রব্য আহার করিত। উহারা নৃত্য গীত বিষয়ে সমধিক রত ছিল। পাঁচ জন একত্র হইলে সেই স্থানে নৃত্যগীত লইয়া অধিক আমোদ এবং আনন্দে কাল হরণ হইত। গ্রীসদেশীয়দিগের মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু উহারা অধিক মদ্য সেবন করিত না। গ্রীসদেশীয়েরা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি সমধিক সদয় ব্যবহার করিত। উহারা রণস্থলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করিত। অধিকতর নিষ্ক্রয় লাভের প্রত্যাশা না থাকিলে উহারা প্রায়ই পরাজিত শত্রুগণকে ক্ষমা করিত না। স্বজাতির মধ্যে কেহ যুদ্ধ স্থলে নিহত হইলে গ্রীস দেশীয়েরা সমধিক সমারোহে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিত। যে সমস্ত নগর জয়দ্বারা

লব্ধ হইত, তত্রত্য লোকের প্রতি গ্রীসদেশীয়েরা সাতিশয় ক্রূরাচরণ করিত; পুরুষদিগকে বধ করিয়া স্ত্রী ও বালকদিগকে আপনারা বিভাগানুসারে লইয়া দাসত্বে নিয়োজিত করিত।

১৮। পূর্ব্বে পিলাসজিয় জাতির যে ধর্ম্মের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, বীরপুরুষদিগের সময়েও সেই ধর্ম্মই প্রবল ছিল, কেবল কোন কোন অংশে কিছু কিছু পরিবর্ত্ত হয় এই মাত্র বিশেষ। গ্রীসদেশীয়েরা অগ্নি বায়ু প্রভৃতি নৈসর্গিক পদার্থ সমূহের পূজা করিত। ঐ সকল পদার্থের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছে বলিয়া উহাদিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস ছিল; সেই বিশ্বাসমূলক উহারা বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবিত করিয়া দেবগণের নানাবিধ মূর্ত্তি কল্পনা করে, তাহাতেই উহাদিগের দেববিষয়ক উপাখ্যানের সমধিক প্রাদুর্ভাব এবং সমধিক বাহুল্য হয়। গ্রীসদেশীয়দিগের এই রূপ সংস্কার ছিল মনুষ্যের ন্যায় দেবগণেরও হস্তপদাদি সমুদায় অবয়ব আছে। মানুষ যেমন ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হয়, দেবগণেরও সেই রূপ ক্রোধাদি চিত্তবিকার হইয়া থাকে। কেহ যদি কোন বিষয়ে দেবগণের নিকটে অপরাধী হয়, ইহ লোকেই হউক, পর লোকেই হউক, দেবগণ তাহার অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু স্তব পাঠ করিলে এবং নৈবেদ্য প্রদান করিলে তাঁহাদিগের ক্রোধের শান্তি হয়। নৈবেদ্য যত উৎকৃষ্ট হয়, ততই দেবগণ অধিক তুষ্ট হন। নরবলিতে দেবগণের অধিক প্রীতি জন্মে এই বিবেচনা করিয়া গ্রীস দেশীয়েরা দেবগণের উদ্দেশে নর বলি প্রদান করিত। বীরপুরুষদিগের সময়ে দেবগণের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যবিধ প্রতিমা নির্ম্মাণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। কিন্তু তদানীন্তন লোকেরা সেই সকল প্রতিমায় দেবগণের পূজা কর্ম্ম সম্পাদনে পরাঙ্মুখ ছিল। ইহার বহুকাল পরে গ্রীস দেশে প্রতিমা পূজা আরম্ভ হয়।

প্রতিগৃহস্থই সকলের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আপন আপন পরিবারের কল্যাণার্থ স্বয়ং দেবগণের পূজা কর্ম্ম করিত এবং রাজগণ সমুদায় প্রজার প্রতিনিধি হইয়া সকলের মঙ্গলকামনায় দেব পূজা নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেবতার

স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পূজক নির্দ্দিষ্ট ছিল। পূজকতা কর্ম্মে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের তুল্য অধিকার ছিল। দেবোদ্দেশে নৈবেদ্য নিবেদন করাই পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের প্রধান কর্ম্ম ছিল। গ্রীস দেশীয়েরা দেবগণের অনুমতি না লইয়া কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না। তাহাদিগের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে, পূজক ও পূজয়িত্রীগণ দেবগণের ইচ্ছা জানিতে পারেন, অতএব নূতন কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে হইলে অগ্রে উহারা পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের নিকটে গমন করিত। পূজক ও পূজয়িত্রীগণ দেবগণের অভিপ্রেত জানিয়া যেরূপ আদেশ করিতেন, উহারা তদনুরূপ আচরণ করিত। যে বিষয় দেবগণের অনভিমত হইত, উহারা তদ্বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিত না। পূজক ও পূজয়িত্রীগণ দেবগণের ইচ্ছা জানিতে পারেন, এবং দেবগণ পূজক ও পূজয়িত্রীগণের নিকটে আপনারদিগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া থাকেন, গ্রীস দেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার থাকাতেই সে কালে দৈববাণী হইত বলিয়া কথা রটনা হয় এবং ডডোনা, ডেলফি প্রভৃতি কতিপয় স্থানে দৈববাণী হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি ছিল।

বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীস দেশে ভূগোল বিদ্যার চর্চ্চা ছিল না। গ্রীস দেশের চতুঃসীমা, ইজিয় সমুদ্রস্থ কয়েকটী উপদ্বীপ, এবং আসিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাংশস্থিত কয়েকটী প্রদেশ, এতাবন্মাত্র তৎকালে গ্রীস দেশীয়েরা অবগত ছিল, এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্য অন্য দেশের বিষয় কিছুই জানিত না। গ্রীস দেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল পৃথিবী সমতল, বর্ত্তুল নহে; ওসিয়ানস নামে এক নদী পৃথিবীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আছে; ডেলফিনগর পৃথিবীর ঠিক্ মধ্যস্থলে; পৃথিবীতে হেডিস নামে এক বৃহৎ বিবর আছে, যে সকল ব্যক্তির মৃত্যু হয় তাহাদিগের জীবাত্মা সেই স্থানে অবস্থান করে; পৃথিবীর অনেক নীচে অতিশয় ভয়ঙ্কর বৃহত্তর এক অন্ধকারময় বিবর আছে তাহার নাম (১) টার্টারস; থেসেলিতে অলিম্পস নামে যে পর্ব্বত আছে ঐ

(১) প্রাচীন কালের গ্রীসদেশীয়দিগের এইরূপ সংস্কার ছিল. ঈশ্বর পাপী ব্যক্তিদিগের দণ্ডবিধানের নিমিত্ত নানাবিধ নরক সৃষ্টি করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন নরকের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ও ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। যাহার

পর্ব্বত পৃথিবীর সমুদায় পর্ব্বত অপেক্ষা অধিকতর উচ্চ, ঐ পর্ব্বতে দেবগণ বাস করেন; আটলাস্ নামে এক দৈত্য আছে, সে স্বর্গকে পৃথিবী হইতে পৃথক করিয়া মস্তক দ্বারা বহন করিতেছে।

বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীস দেশীয়েরা নৌবিদ্যায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিল না। তৎকালে উহাদিগের নৌবিদ্যার প্রথম আরম্ভ বলা যাইতে পারে। উহারা সমুদ্র পথে অধিক দূরে গমনে সমর্থ ছিল না; কেবল দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে গমন এবং সমুদ্রের উপকূলে ভ্রমণ করিত। উহারা বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে অসমর্থ ছিল। ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম কালে যে সকল জাহাজ গ্রীসদেশ হইতে ট্রয়দেশে যায়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, উহার এক এক জাহাজে এক শত কুড়ি জন করিয়া লোক গমন করে। কিন্তু অধুনাতন পণ্ডিতগণ অনুমান করেন উহার এক এক জাহাজে পঞ্চাশতের অধিক লোকের স্থান সমাবেশ হইত না। তদানীন্তন গ্রীসদেশীয়দিগের সমুদ্র যুদ্ধের কথা কুত্রাপি বর্ণিত হয় নাই, অতএব বোধ হইতেছে উহারা সমুদ্রযুদ্ধ অবগত ছিল না। ভূগোল বিদ্যার ন্যায় খগোল বিদ্যাতেও গ্রীসদেশীয়েরা তৎকালে পারদর্শী হইতে পারে নাই। গ্রীসদেশীয়েরা বাণিজ্য ব্যবসায় করিত বটে, কিন্তু তদ্বিষয়ে উহাদিগের অধিকতর অনুরাগ ছিল না; বোধ হয়, উহারা যুদ্ধ বিষয়ে সমধিক অনুরক্ত এবং বিলুণ্ঠন দ্বারা অর্থোপার্জ্জনে আসক্ত ছিল, এই হেতু বাণিজ্য কার্য্যে উপেক্ষা করিত। এক্ষণে যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে তৎকালে মুদ্রা প্রচলন ছিল না, ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার পরস্পর দ্রব্য বিনিময় দ্বারা নির্ব্বাহ হইত। যে সকল বীরপুরুষের সমধিক ধন সম্পত্তি ছিল, তাঁহারা সাতিশয় বিলাসপরায়ণ ছিলেন। কবিবর হোমর তাঁহাদিগের বিলাস পরতার বিষয় বাহু-

---

যেমন পাপ তাহার তেমনি নরক যন্ত্রণাভোগ হইয়া থাকে। যত গুলি নরক স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে টার্টারস্ তাহার মধ্যে একটী। টার্টারস অতি ভয়ঙ্কর স্থান। উহার চতুর্দ্দিকে পিত্তলের প্রাচীর বেষ্টন আছে। উহার প্রবেশ দ্বার অত্যন্ত অন্ধকার। যে সকল ব্যক্তি পিতৃহত্যাদি গুরুতর পাপে লিপ্ত হয়, তাহাদিগেরই ঐ স্থানে নরক যাতনা ভোগ হয়।

ল্য রূপে বর্ণন করিয়াছেন। বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশে শিল্পাদি বিদ্যার সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই।

হোমরকৃত ইলিয়েডে প্রধান প্রধান বীরগণের পরস্পর যুদ্ধের কথাই সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু সামান্য সেনাগণের যুদ্ধের বিষয় কিছুমাত্র বর্ণিত হয় নাই। তাহাতে এই অনুমান হইতেছে বীরপুরুষদিগের সময়ে গ্রীসদেশীয়েরা অন্য অন্য বিদ্যার ন্যায় যুদ্ধ বিদ্যাতেও সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। নগর, অবরোধ পূর্ব্বক শত্রুগণকে পর্য্যুদস্ত করিয়া কিরূপে হস্তগত করিতে হয়, তাহা তৎকালে অপরিজ্ঞাত ছিল, হোমরের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। হোমরের গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, গ্রীসদেশীয় বীরগণ অবাধে দশ বৎসর কাল ট্রয়দেশে বাস করিয়া নগর অবরোধ করিয়াছিলেন এবং নগর স্ববশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত বহুতর প্রয়াস পাইয়াছিলেন, অবশেষে কৌশলক্রমে নগর অধিকার করিয়া লন। ইহাতে এই অনুমান হইতেছে নগর অবরোধ করিয়া কিরূপে গ্রহণ করিতে হয়, তাহা তদানীন্তন বীরগণ জানিতেন না। তাঁহারা যদি তদ্বিষয়ে বিজ্ঞ হইতেন, তাহা হইলে কখনই অবরুদ্ধ নগর গ্রহণে তাঁহাদিগের তত কষ্ট ও তত কাল বিলম্ব হইত না।

যে সমস্ত কাব্য গ্রন্থ হোমর প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমুদায় অতিশয় প্রাচীন, সন্দেহ নাই। কিন্তু হোমরই যে আদি কবি, তাঁহার পূর্ব্বে ইউরোপ খণ্ডে কেহ কোন কাব্য গ্রন্থ রচনা করেন নাই ইহা সম্ভাবিত বোধ হয় না। নব্য ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেন হোমরের পূর্ব্বেও কাব্য শাস্ত্রের অনুশীলন ছিল, হোমরের গ্রন্থেই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বীরগণ কবিদিগকে দেবানুগৃহীত বোধ করিয়া অতিশয় সমাদর করিতেন এবং উৎসব স্থলে তাঁহাদিগের কৃত কাব্য পাঠ শ্রবণ করিতেন। কবিগণও বীরপুরুষদিগের বীরত্ব ও পৌরুষ বর্ণনা করিয়া আপনারদিগের গ্রন্থ রচনা করিতেন; তন্নিমিত্ত বীরগণ তাঁহাদিগের প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন এবং সতত তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন; তাহাতে বীররস প্রধান কাব্য

গ্রন্থই অধিক রচিত হইত। বীররস প্রধান কাব্য গ্রন্থ ভিন্ন আর এক প্রকার পদ্যময় প্রবন্ধ ছিল। ঐ প্রবন্ধ দেবগণের স্তোত্র রচনা দ্বারা পরিপূর্ণ হইত। কবিতা পাঠ কালে বাদ্য এবং কখন কখন নৃত্য হইত।

বীরগণের সময়ে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছিল কি না, এ বিষয়ের কোন কথা হোমরের গ্রন্থের কোন অংশে স্পষ্ট রূপে নির্দ্দিষ্ট নাই। কিন্তু ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে হোমরের বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীসদেশীয়েরা অক্ষর লিখিবার রীতি অবগত হইয়াছিল। ফিনিসিয়া দেশীয়েরা উহাদিগকে ঐ বিষয়ে প্রথম শিক্ষা দেয়। হোমর গ্রন্থ রচনা করিয়া সমুদায় লিপি বদ্ধ করিয়াছিলেন কি কেবল মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই কথা লইয়া ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ বহু আন্দোলন করিয়া পরিশেষে স্থির করিয়াছেন কবিবর হোমর গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রথম লিপিবদ্ধ করেন নাই, মুখস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং শিক্ষার্থীদিগকে মুখে মুখেই শিখাইয়া দিতেন, এইরূপে হোমরের গ্রন্থ দীর্ঘকাল মুখে মুখেই চলিয়া আসিয়াছিল। হোমর ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের বহু কাল পরে জন্ম গ্রহণ করেন। ইলিয়েড ও অডিসি এই উভয় গ্রন্থ হোমর প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু ঐ উভয় গ্রন্থ এক লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে কি না তদ্বিষয়ে অনেকে সংশয় করেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

ডোরিয় জাতির পিলপনিসসে গমন এবং মেসিনিয় সংগ্রাম।

ট্রয়দেশ বিনাশিত হইলে প্রায় ষাটি বৎসর পরে গ্রীস দেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী এক প্রদেশের লোকেরা বাসার্থী হইয়া প্রদেশান্তরে গমন করাতে দেশ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। এপিরসের লোকেরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া থেসেলিতে গমন করাতেই ঐ গোলযোগের প্রথম আরম্ভ হয়। উহারা থেসেলি অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে। থেসেলিতে যে সকল

লোকের বসতি ছিল, আগন্তুক ব্যক্তিরা তাহাদিগের কতগুলিকে স্বপশে আনয়ন করিয়া দাসত্বে নিয়োজিত করে, আর কতগুলি জন্ম স্থান পরিত্যাগ করিয়া বিয়োশিয়ায় যায় এবং ঐ স্থান বল পূর্ব্বক অধিকার করিয়া লয়। ঐ স্থানে ক্যাড্মিয় ও মিনিয়দিগের বসতি ছিল। তাহারা তথা হইতে দূরীকৃত হয় এবং পিলপনিসসবাসী একিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া ইজিয় সমুদ্র পার হইয়া আসিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাংশে নূতন বাসস্থলী নিবেশিত করে।

ডোরিয় জাতির পিলপনিসসে গমন বৃত্তান্ত সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ ঐ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে নানা বিষয় অবগত হওয়া যায়। অতএব ঐ বৃত্তান্ত সবিস্তর উল্লিখিত হইতেছে। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, ডোরিয় জাতি খৃষ্টের পূর্ব্ব ১১০০ অব্দে ঘর্ণেসস পর্ব্বতের উত্তর দিগ্বর্ত্তী এক ক্ষুদ্রতর প্রদেশ হইতে পিলপনিসসে গমন করিয়া তত্রত্য উৎকৃষ্ট প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া লয় এবং তথায় বসতি করিয়া তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের কতগুলিকে দাসত্বে নিয়োজিত করে, আর কতগুলিকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী আর্কেডিয়া প্রদেশে বহুকালাবধি পিলাসজিয় জাতির বসতি ছিল। ডোরিয় জাতীয়েরা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে পারে নাই। কিন্তু উহারা চতুর্দ্দিকে বাস করাতে তাহাদিগের পূর্ব্ব স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

উপাখ্যান লেখকেরা ডোরিয় জাতির পিলপনিসসে গমনের এই কারণ নির্দ্দেশ করেন, আর্গসের অধিপতি ড্যানেয়সের বংশে হিরাক্লিজের জন্ম হয়। আর্গসের রাজত্বে হিরাক্লিজের সন্তান সন্ততিদিগের স্বত্ব ছিল। উহারা কয়েকবার ঐ রাজত্ব গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পরিশেষে আরিস্টডিমস, টিমিনস, এবং ক্রেস্ফন্টিস্ এই তিন ভ্রাতা ডোরিয়, ইটোলিয় এবং লক্রিয় এই তিন জাতির নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া করিন্থীয় হ্রদ পার হইয়া পিলপনিসসে গমন করেন এবং আগামেম্ননের পৌত্র টিসামিনসকে রণে পরাস্ত করিয়া পিলপনিসসের উৎকৃষ্ট প্রদেশ সকল অধিকার করিয়া লন।

হিরাক্লিজের সন্তান সন্ততিগণ যে সময়ে পিলপনিসস জয় করিতে যায়, ইটোলিয় জাতির অধিপতি অকসাইলস তৎকালে সেই সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনিই অগ্রসর হইয়া জয়ার্থীদিগকে পিলপনিসসে লইয়া গিয়াছিলেন। পিলপনিসস জয় হইলে তিনি অংশ ক্রমে ইলিস দেশ প্রাপ্ত হইলেন। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, অকসাইলস ইলিস দেশের আদিম নিবাসী দিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দেন নাই। ঐ দেশের কিয়দংশ ভূমি আপন সহচরদিগকে বিভাগ করিয়া দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় ভূমি আদিম নিবাসীদিগকে প্রদান করেন। অকসাইলস প্রজাপীড়ক ছিলেন না, তিনি উত্তম রূপে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

টিসামিনস রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া একিয়দিগের সমভিব্যাহারে পিলপনিসসের উত্তরাংশে আয়োনিয়দিগের দেশে গমন করিলেন এবং তথায় বাস করিবার অভিলাষ করিলেন। কিন্তু আয়োনিয়েরা স্বদেশ মধ্যে আগন্তুক ব্যক্তিদিগের বাস স্থান দানে সম্মত না হওয়াতে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। টিসামিনস যুদ্ধে জয়ী হইলেন এবং আয়োনিয়দিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। আয়োনিয়েরা আটিকা দেশে নিজ জ্ঞাতিগণের নিকটে প্রথমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু তথায় অধিক লোকের বাস সমাবেশ না হওয়াতে উহারা অন্য অন্য বহু লোক সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে সমুদ্রের ধারে নূতন বাস স্থান নিবেশিত করিল। ওদিকে হিরাক্লিজের সন্তানগণ জয়লব্ধ জনপদের অংশ গ্রহণে ব্যাপৃত হইলেন। ইউরিস্থিনিস ও প্রক্লিস নামে আরিস্টডিমসের দুই যমজ পুত্র লেকোনিয়া দেশ অংশ ক্রমে প্রাপ্ত হইলেন। টিমিনস আর্গস নগর এবং ক্রেসফন্টিস মেসিনিয়া দেশ গ্রহণ করিলেন।

পিলপনিসস প্রভৃতির জয়ের কথা উপাখ্যানে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইল। কিন্তু এককালে এরূপ ঘটনা হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। নব্য ইতিহাস লেখকেরা প্রমাণ প্রয়োগ প্রাপ্ত হইয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আ-

র্গসনগর দীর্ঘ কাল যুদ্ধের পর শত্রু হস্তে পতিত হয়; অপর, পিলপনিসসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য প্রদেশ ও অন্য অন্য নগর শত্রু হস্তে পতিত হইলেও মেসিনিয়ার অন্তঃপাতী প্যাইলস নগর বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত শত্রু হস্তগত হয় নাই। পূর্ব্বতন রাজা নিলিউসের বংশীয়েরাই ঐ স্থানে রাজত্ব করেন।

ইউরিস্থিনিস ও প্রক্লিস উভয়ে স্পার্টা নগরে অবস্থিতি করিয়া আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা তত্রত্য পরাজিত একিয়দিগকে এবং আগন্তুক জয়শীল ডোরিয়দিগকে সমান জ্ঞান করিতেন। জেতা ও বিজিত বলিয়া ইতর বিশেষ করিতেন না। তাঁহারা জয়শীল ডোরিয়দিগকে যে সকল ক্ষমতা দিয়াছিলেন, পরাজিত একিয়েরাও সেই সকল ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এজিসের রাজত্ব কালে একিয়দিগের সে সকল ক্ষমতা ও তাদৃশ স্বাধীনতা ছিল না। এজিস ইউরিস্থিনিসের পর স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ডোরিয় ও একিয় উভয় জাতিকে সমান জ্ঞান করিতেন না। তিনি একিয়দিগকে নিতান্ত অধীন করিয়া ফেলেন। হেলসনগরের লোকেরা তাদৃশ অধীনতা স্বীকারে সম্মত না হইয়া কিয়ৎকাল বিরোধাচরণ করিয়াছিল; পরিশেষে পরাস্ত হইয়া অধীনতা স্বীকার করে। জেতৃগণ তন্নিবন্ধন অতিশয় কুপিত হইয়া উহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিলেন। তদবধি উহারা (১) হেলট এই নিন্দনীয় নাম প্রাপ্ত হইল এবং সর্ব্বতোভাবে উহাদিগের স্বাধীনতা বিলোপিত হইল। অন্য অন্য অধীন একিয় প্রজাগণের রাজকীয় বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ ও হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না তাহারা রাজকীয় বিষয়ে রাজ পুরুষদিগের নিতান্ত পরাধীন ছিল। কিন্তু তাহাদিগের অন্য অন্য বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য ছিল। হেলটদিগের কোন বিষয়েই স্বাতন্ত্র্য ছিল না। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে,

---

(১) জয়শীল ডোরিয় জাতীয়েরা হেলস নগর অধিকার করিয়া তত্রত্য যাবতীয় ব্যক্তিকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে এবং ক্রোধ প্রযুক্ত সমুদয় লোকেরই হেলট এই অবজ্ঞাসূচক নাম দেয়। প্রথমে হেলট শব্দ যৌগিক ছিল। হেলট শব্দে হেলসবাসী দাসীকৃত প্রজাগণকেই বুঝাইত। পশ্চাৎ হেলট শব্দ রূঢ় হইয়া উঠে। যে স্থানে যত দাস ছিল, সে সমুদয়ই হেলট শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইত।

ডোরিয়জাতীয়েরা লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী সমুদায় নগর এককালে স্ববশে আনয়ন করিয়া তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে অধীন প্রজা করিয়া ফেলে। কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা এ কথায় প্রত্যয় করেন না। তাঁহারা বলেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী এমিক্লিনগরীয়েরা প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। অপর, যে সময়ে হেলস নগরের অধীনতার কথা উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, হেলসনগরীয়েরা সে সময়ে অধীনতা স্বীকার করে নাই। ফলতঃ একিয় জাতির অধিকৃত প্রদেশ সকল স্ববশে আনয়ন করিতে ডোরিয় জাতীয়দিগকে বহুতর প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল।

পিলপনিসস জয়ের অব্যবহিত পরে হিরাক্লিজ বংশীয় এলিটিস নামে এক ব্যক্তি ডোরিয় জাতীয়দিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া করিন্থনগর জয় করিতে যান। তৎকালে সিসিফস বংশীয় রাজা করিন্থ নগরের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তিনি সমরে পরাস্ত হইয়া রাজ্যচ্যুত হইলেন। ডোরিয় জাতীয়েরা সমর বিজয়ী হইয়া করিন্থ নগর অধিকার করিয়া লইল। করিন্থ নগরের জয় প্রসঙ্গে আটিকাবাসীদিগের সহিত ডোরিয় জাতির বিবাদ উপস্থিত হয়। করিন্থনগরে যুদ্ধমূলক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে ডোরিয় জাতির অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল। অতএব উহারা আটিকা আক্রমণ করিবার মানস করিয়া আটিকার অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিল এবং আপোলো দেবের অভিপ্রায় জানিবার জন্য ডেলফিতে লোক পাঠাইয়া দিল। ডেলফিতে এই দৈববাণী হইল, ডোরিয়জাতীয়েরা যদি এথেন্স নগরীয় রাজার প্রাণ বধ না করে তাহা হইলে জয়ী হইতে পারিবে। মিলান্থসের পুত্র কোডরস তৎকালে এথেন্সের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। দৈববাণীর কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইল। তিনি স্বদেশের হিতার্থ আপনার প্রাণ দান করিবেন, স্থির করিলেন। অনন্তর, ছদ্ম বেশে ডোরিয়জাতির শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক জন সৈনিক পুরুষের প্রাণ বধ করিলেন। তদ্দর্শনে কুপিত হইয়া অপর সৈনিকপুরুষ তাঁহাকে সংহার করিল। স্বদেশের হিতার্থ এথেন্সনগরীয় রাজার প্রাণ দানের কথা প্রচার

হইলে ডোরিয় জাতীয়েরা জয় লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়া সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিল।

ঐ সময়ে ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক করিন্থ হইতে উঠিয়া মেগারানগরে গিয়া বসতি করে এবং তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করে। ঐরূপ ইজিনা উপদ্বীপও ডোরিয় জাতির হস্তগত হয়। ফলতঃ ডোরিয় জাতীয়েরা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িয়াছিল। উহারা যত স্থানে নূতন বসতি করিয়াছিল, ক্রিট উপদ্বীপে উহাদিগের নিবেশিত বাসস্থলীই তন্মধ্যে অধিকতর প্রসিদ্ধ। পিলপনিসস জয়ের পর দুই পুরুষ গত হইলে ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক স্পার্টা ও আর্গস হইতে উঠিয়া ক্রিট উপদ্বীপে যায়। উহাদিগের কতগুলি রোড্‌স আর কতগুলি ক্রিট উপদ্বীপে বাস করে। ক্রিট উপদ্বীপ জয় করিতে উহাদিগের অধিক কষ্ট হয় নাই। ক্রিট উপদ্বীপে তৎকালে অতিশয় মারীভয় এবং দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন তত্রত্য প্রজাগণ নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব তাহারা কিয়ৎকাল উপদ্বীপ রক্ষার প্রয়াস পাইয়া শেষে আশা পরিত্যাগ করিল। বিপক্ষগণ অল্পায়াসে উপদ্বীপ হস্তগত করিয়া লইল।

ডোরিয় জাতি যে যে স্থানে বসতি করে, প্রায় সেই সেই স্থানে ঐ জাতির একবিধ রাজ্যশাসন প্রণালী এবং একবিধ রাজকীয় ব্যবস্থাদি প্রচলিত ছিল। ঐ জাতির এক স্থান প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং রাজকীয় ব্যবস্থাদি বর্ণিত হইলে ঐ জাতির অধিকৃত অপর স্থান প্রচলিত ঐ সকল বিষয় অনায়াসে পরিজ্ঞাত হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া ঐ জাতির অধিকৃত ক্রিট উপদ্বীপে প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং রাজকীয় ব্যবস্থাদির বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। ডোরিয় জাতি ক্রিট উপদ্বীপ অধিকার করিয়া সমুদায় রাজ্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ, নিয়মবিধান ও ব্যবহারদর্শন প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য আপনারদিগের হস্তেই রাখিয়াছিল। প্রজাগণের ঐ সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় উহাদিগের হস্তগত ছিল বটে, কিন্তু

উহাদিগের রাজ্যশাসন প্রণালী প্রজাগণের আত্যন্তিক উদ্বেগকর ও পীড়াদায়ক ছিল এরূপ বোধ হয় না। ডোরিয় জাতির ঐ উপদ্বীপ অধিকার করিবার পূর্ব্বে তথায় যে সকল লোকের বসতি ছিল তাহারা প্রজা বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ উপদ্বীপের ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী। ডোরিয় জাতির অধিকার হইলে উহারা আবৃত নগর মধ্যে বাস স্থান প্রাপ্ত না হইয়া অনাবৃত নগরে ও অনাবৃত গ্রামে বসতি করে। উহারা আপনা-রদিগের অধীনতার প্রমাণ স্বরূপ ডোরিয় জাতিকে কর প্রদান করিত। ক্রিট উপদ্বীপে ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী ভিন্ন কতগুলি দাস ছিল। যে সকল লোক ডোরিয় জাতির আক্রমণ কালে আত্যন্তিক বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল তাহারা জিত হইয়া দাসত্বে নিয়োজিত হয়। আর, যাহারা পূর্ব্বাবধি দাসত্ব অবস্থায় অবস্থিত ছিল, তাহারাও দাস শ্রেণী মধ্যে নিবেশিত হয়। ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামীগণ ডোরিয় জাতির অধীন ছিল বটে, কিন্তু তাহারা দাসগণের ন্যায় নিতান্ত পরাধীন ছিল না। দাসগণের উপরে ডোরিয় জাতির সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। ক্রিট উপদ্বীপে যত ভূমি ছিল, তাহার কিয়দংশ ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামীদিগকে প্রদত্ত হয়, আর কতক অংশ জেতৃগণ গ্রহণ করে। এই অংশদ্বয় ব্যতিরিক্ত ক্রিটের অন্তঃপাতী সমুদায় রাজ্যেই কিছু কিছু স্বতন্ত্র ভূমি ছিল। ঐ ভূমি রাজ্যতন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। দাসগণ ঐ ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ডোরিয়জাতি যুদ্ধ কার্য্যেই আসক্ত ছিল। উহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিত না। ক্রিটের ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামীগণ এবং দাসগণ সমুদায় ভূমির কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিত।

অন্য অন্য দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, এক এক ব্যক্তি রাজাসনে আসীন হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন, ডোরিয় জাতির অধিকার মধ্যে সেরূপ কেহ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রাজ কার্য্য দর্শন করিতেন না। অতি বিখ্যাত প্রধান বংশোদ্ভব দশ দশ ব্যক্তি বর্ষে বর্ষে প্রাড়্বিবাক পদে নিয়োজিত হইতেন। তাঁহারাই রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। প্রতিরাজ্যেই এক একটী প্রধান সভা

ছিল। অনেকে অনুমান করেন সেই সেই সভায় ত্রিশ জনের অধিক সভ্য নিয়োগের নিয়ম ছিল না। যাঁহারা প্রথমে প্রাড়্-বিবাকপদে অভিষিক্ত হইতেন তাঁহারা বৎসরান্তে প্রাড়্‌বিবাক পদ হইতে অবসৃত হইয়া সেই সেই সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতেন। প্রধান সভাব্যতিরিক্ত আর এক একটী সাধারণ সভা ছিল। (১) ডোরিয় জাতীয় যাবতীয় লোক সেই সেই সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট হইত। সভা স্থলে সভ্যদিগকে আহ্বান করিবার ভার প্রাড়্‌বিবাকদিগের উপরে সমর্পিত ছিল। প্রাড়্-বিবাকেরা সভ্যদিগকে আহ্বান করা পরামর্শ সিদ্ধ এবং আবশ্যক বোধ না করিলে তাহাদিগকে সভায় আহ্বান করিতেন না। সভ্যগণের অধিক ক্ষমতা ছিল না। যে সকল বিষয় তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত হইত, তাঁহারা কেবল সেই সেই বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতেন এই মাত্র।

ক্রিট্ উপদ্বীপবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগের অনন্য দেশ সাধারণ একটী চমৎকার নিয়ম ছিল। কি বালক কি বৃদ্ধ সমুদায় লোকই প্রতিদিন এক স্থানে আহার করিত। যাহারা একত্র ভোজন করিত, তাহাদিগের নিজের ব্যয় লাগিত না; রাজ্যের যে সাধারণ আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহা হইতেই সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। সকলের একত্র ভোজন করিবার নিয়ম থাকাতে দ্বিবিধ উপকার লাভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, প্রতিদিন সকলে একত্র উপবেশন ও ভোজন করাতে উত্তরোত্তর পরস্পরের প্রণয় বৃদ্ধি হইত। দ্বিতীয়তঃ, বালকগণ ভোজন কালে বৃদ্ধ ব্যক্তিদিগের নানাবিধ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া অনেক নূতন বিষয় অবগত হইতে পারিত। এই নিয়ম ক্রিট্ উপদ্বীপেই যে কেবল প্রচলিত ছিল এমত নহে, যে যে স্থানে ডোরিয় জাতির রাজত্ব ছিল, প্রায় সেই সেই স্থানেই প্রচলিত ছিল। ডোরিয় জাতীয়েরা অধীন প্রজাগণ এবং দাসগণের সহিত একত্র

---

[১] যে যে স্থানে ডোরিয় জাতির অধিকার হয়, ডোরিয়জাতীয়েরা সেই সেই স্থানের রাজ্য ভার স্বয়ং গ্রহণ করে। রাজ্য সংক্রান্ত কোন বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিবার আবশ্যকতা হইলে সভায় উপবেশন করিয়া আপনারাই কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিত। দাস ও প্রজাগণকে সভায় আহ্বান করিয়া তাহাদিগের মতগ্রহণ করিত না।

ভোজন করিত না। স্পার্টানগরে বালক ও যুবকদিগের শিক্ষাদানের যেরূপ ক্রূরতর কঠোর নিয়ম ছিল, ক্রিট্ উপদ্বীপেও সেইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল। বালক ও যুবকদিগের কে কিরূপ আচরণ করে, দেখিব'র নিমিত্ত স্বতন্ত্র লোক নিয়োজিত ছিল। সেই নিয়োজিত ব্যক্তিরা সর্দা সাবধান ও সতর্ক হইয়া বালক ও যুবকদিগের আচার ব্যবহার দর্শন করিত। স্পার্টা আর ক্রিট্ এই উভয় স্থানের রাজ্য শাসন প্রণালী ও রাজকীয় নিয়মাদি প্রায় সমান। উভয় স্থানের নিয়মাদি গত সাদৃশ্য দর্শন করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন ক্রিট্ উপদ্বীপে যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল তাহাই স্পার্টা নগরে নীত ও পরিগৃহীত হয়। কিন্তু অধুনা অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন স্পার্টা ও ক্রিট্ এই উভয়ের অন্যতর স্থানের নিয়মাদি অন্যতর স্থানে নীত হয় নাই; ডোরিয় জাতি যে যে স্থানে রাজত্ব করে সে সমুদায় স্থানেরই নিয়মাদি একরূপ; কেবল কোন কোন স্থানে কিছু ইতর বিশেষ ছিল এই মাত্র।

ডোরিয় জাতি পিলপনিসসে যত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল স্পার্টার রাজ্য তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। স্পার্টা রাজ্যেই ডোরিয় জাতির প্রণীত নিয়মাদি সমধিক শোভমান হয়। স্পার্টানগর কেবল যে, পিলপনিসসের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান ছিল এমত নহে, মেসিনিয়ার সংগ্রামে জয়লাভের পর সমুদায় গ্রীস দেশের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয় এবং ঐ নগরের গুণাধিককীর্ত্তি দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপিনী হয়। অতএব অগ্রে ঐ নগরের বৃত্তান্ত বর্ণন করা উচিত।

স্পার্টা নগরের আদ্য কালের যে সকল বৃত্তান্ত প্রসিদ্ধ আছে, তাহাতে বিশ্বাস জন্মে না। অতএব ঐ নগরের আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া লাইকর্গসের প্রণীত বলিয়া যে সমস্ত রাজকীয় নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তাহার বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন কি না প্রথমতঃ এ বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার প্রণীত বলিয়া যে সমস্ত নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় এক ব্যক্তির কৃত কি না এ বিষয় অধিকতর সন্দেহ স্থল। অধুনাতন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, লাইকর্গসের প্র-

ণীত বলিয়া যে সমস্ত নিয়মাদি প্রচলিত ছিল, তৎসমুদায় তাঁহার সৃষ্ট নহে। ডোরিয় জাতির কৃত যে সকল নিয়মাদি স্পার্টা নগরে প্রচলিত ছিল, লাইকর্গস তৎসমুদায় সঙ্কলন পূর্ব্বক শৃঙ্খলা বদ্ধ করিয়া মান এবং যে যে বিষয়ের অসদ্ভাব ছিল তৎসমুদায় যোগ করিয়া দেন।

লাইকর্গস কোন্ সময়ে কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কোন্ দেশে কোন্ সময়ে দেহ ত্যাগ করেন, অধুনা এ সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হইবার কোন উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন হিরাক্লিজের সন্তান সন্ততিগণ যে সময়ে পিলপনিসস আক্রমণ করে, লাইকর্গস সেই সময়ের লোক। কিন্তু অনেকে বলেন লাইকর্গস ইহার দুই শত বৎসর পরে জন্মেন। শেষোক্ত ব্যক্তিদিগের মতানুসারে লাইকর্গসের জন্মকাল নির্ণয় করিতে হইলে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৮৮৪ অব্দকে লাইকর্গসের জন্মকাল বলিয়া স্থির করিতে হয়। যাহা হউক, লাইকর্গসের জন্মাদিবিষয়ক যে উপাখ্যান প্রসিদ্ধ আছে, তদনুসারে তাঁহার জন্মাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইতেছে। অন্য অন্য দেশে এক এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন এই নিয়মই সচরাচর দৃষ্টি গোচর হইয়া থাকে। কিন্তু স্পার্টা নগরে কিয়ৎকাল এই নিয়ম অনুসৃত হয় নাই। আরিষ্টডিমসের পর অবধি কতক কাল দুই দুই ব্যক্তি স্পার্টা নগরের সিংহাসনে যুগপৎ আরোহণ করিয়াছিলেন। ইউরিস্থিনিস এবং প্রক্লিস নামে আরিষ্টডিমসের দুই পুত্র ঐ নূতন প্রথা স্পার্টানগরে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। অনেকে অনুমান করেন লাইকর্গস ঐ দুই ব্যক্তির অন্যতরের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। লাইকর্গসের পিতার নাম ইউনোমস। পলিডিকটিস নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। পিতার লোকান্তর গমনের পর পলিডিকটিস নৃপতিপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎকাল রাজত্ব করিয়া এক গর্ভবতী পত্নী রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। লাইকর্গস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে তাঁহার ভ্রাতৃপত্নী এক পুত্র প্রসব করিলেন। লাইকর্গস লোভপরবশ ছিলেন না। তিনি অতি ন্যায়পরায়ণ ও বিবেচক ছিলেন। ভ্রাতৃ পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলে

তিনি স্বয়ং রাজা হইবার বাসনা পরিত্যাগ করিয়া আপন ভ্রাতুস্পুত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া সমস্ত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল নিরুদ্বেগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারেন নাই। এক দিন তাঁহার ভ্রাতৃজায়া তাঁহার নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন, তুমি যদি আমাকে বিবাহ কর তাহা হইলে আমি আপন পুত্রের প্রাণবধ করিয়া তোমাকে সমুদায় রাজ্য অর্পণ করি। লাইকর্গস তাদৃশ অন্যায় ও নৃশংস প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তন্নিবন্ধন তাঁহার ভ্রাতৃভার্য্যার সহিত বিষম কলহ উপস্থিত হইল। শেষে তিনি দেশত্যাগ করিলেন।

লাইকর্গস স্বদেশ হইতে চলিয়া গেলে স্পার্টা নগরে অতিশয় অরাজক হইল। প্রধান প্রধান পুরবাসীগণ অরাজকতা হেতু অতিশয় অসুখী হইয়া লাইকর্গসকে আনিবার নিমিত্ত বিস্তর যত্ন করিতে লাগিল। কিন্তু লাইকর্গস সহসা আগমন করিলেন না। তিনি বিদেশে দীর্ঘকাল অবস্থান পূর্ব্বক নানা দেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানা বিষয় অবগত হইলেন। পশ্চাৎ স্বদেশীয় লোকদিগের যত্নাতিশয় দর্শন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। প্রত্যাগত হইয়া দেখিলেন স্পার্টা নগরে অতিশয় অরাজক হইয়াছে এবং প্রায় সকল বিষয়েই বিষম বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছে। অতএব তিনি প্রাণপণে যত্ন পাইয়া স্বদেশের অবস্থা সংশোধনে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রধান প্রধান পুরবাসীগণ সাধ্যানুসারে তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া নানা বিষয়ক নিয়ম নিরূপণ করিলেন। তিনি যৎকালে বিবিধ বিষয়ক ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তৎকালে অনেকেই আত্যন্তিক বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু বিপক্ষগণ তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। ব্যবস্থা প্রণয়ন ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে পর লাইকর্গস ডেল্‌ফিতে গমন করিলেন। তিনি ডেল্‌ফিতে যাইবার পূর্ব্বে স্বদেশীয় লোকদিগকে এই শপথ করাইয়াছিলেন যে, যাবৎ তিনি ফিরিয়া না আইসেন তাবৎ কেহ তৎকৃত নিয়মের কোন অংশের পরিবর্ত্ত না করেন।

স্বদেশীয় লোকদিগকে এইরূপে বচনবদ্ধ করিয়া তিনি ডেল্‌ফিতে গমন করিলেন, কিন্তু আর ফিরিয়া আইলেন না। তৎকালে ডেল্‌ফিতে এই দৈববাণী হয় যে, স্পার্টানগরের লোকেরা যাবৎ লাইকর্গসের কৃত নিয়মের অনুসরণ করিবে তাবৎ তাহারা সৌভাগ্যশালী হইবে। লাইকর্গস কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে কিরূপে দেহত্যাগ করেন তাহা কেহ অবগত নহেন। যাহা হউক, তাঁহার মৃত্যুর পর স্পার্টানগরের লোকেরা তাঁহাকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করে, দেবতার ন্যায় তাঁহার এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেয় এবং বর্ষে বর্ষে তাঁহার উদ্দেশে উৎসব করিতে আরম্ভ করে।

স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক বলিয়া যাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে, তাঁহার জন্মাদি বৃত্তান্ত উপাখ্যানে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা উল্লিখিত হইল। প্রাচীন কালের সমুদায় লোকই ঐ সকল বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া প্রত্যয় করিতেন। কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা উপাখ্যান বর্ণিত বলিয়া তাহাতে প্রত্যয় করেন না। লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি বাস্তবিক বিদ্যমান ছিলেন কি না অনেকে এরূপ সন্দেহ করেন। অপর, অধুনাতন পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, লাইকর্গসের প্রণীত বলিয়া যে সমস্ত নিয়ম প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় এক ব্যক্তির কৃত নহে। স্পার্টা নগরের ব্যবস্থাপক যিনি হউন, তাঁহার প্রণীত বলিয়া যে সকল নিয়মাদি প্রচলিত ছিল তৎসমুদায় তাঁহার কৃত হউক বা না হউক, তদ্দ্বারা স্পার্টা নগরের একদা মহোপকার সম্পাদিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ব্যবস্থা সংহিতা প্রস্তুত হইলে পর স্পার্টার অরাজকতা নিবারিত হয় এবং রাজ্যের সমুদায় উপদ্রবের ও উৎপাতের শান্তি হয়। ব্যবস্থাপকের এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে, লেকোনিয়ার সর্ব্বস্থলে স্পার্টার আধিপত্য বিস্তারিত হয় এবং স্পার্টা নগরের লোকেরা পরস্পর প্রণয় পাশে দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হয়, ব্যবস্থা সংহিতা প্রণীত হইয়া প্রচালিত হইলে তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল। প্রাচীন কালের যে সকল আচার ব্যবহার প্রচলিত ছিল, ব্যবস্থাপক তৎসমুদায় বিধিবদ্ধ করিয়া যান। লেকোনিয়ার ভূমি লইয়া স্পার্টানগরীয়দিগের সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হইত। ব্যব-

স্থাপক সেই বিরোধের উন্মূলন নিমিত্ত লেকোনিয়ার সমুদায় ভূমির নূতন অংশ কল্পনা করেন। অংশ কল্পনা কালে অনেকেই তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল। কিন্তু তিনি প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে বিরোধীগণ তাঁহার ইষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত করিতে শক্ত হয় নাই। ব্যবস্থাপক ভূমির যেরূপ অংশ কল্পনা করেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

কোন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, লেকোনিয়ার যত স্থান তৎকালে স্পার্টার অধিকৃত ছিল, লাইকর্গস তৎসমুদায়ের ঊনচল্লিশ হাজার অংশ কল্পনা করেন। ঊনচল্লিশ হাজারের মধ্যে নয় হাজার অংশ স্পার্টাবাসী জয়শাল ডোরিয় জাতিকে সমর্পণ করেন, আর, ত্রিশ হাজার অংশ লেকোনিয়াবাসী প্রজাগণকে বিভাগ করিয়া দেন। স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগকে লেকোনিয়ার ভূমির নয় হাজার অংশ প্রদানের কথা কোন কোন গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, কিন্তু অন্য অন্য গ্রন্থে চারি হাজার অংশ প্রদানের কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। অধুনাতন ইতিহাস লেখকেরা লাইকর্গসের সময়ে স্পার্টা নগরে নয় হাজার ঘর ডোরিয় জাতির বাস সদ্ভাব অসম্ভাবিত বোধ করিয়া ঐ উভয় কল্পের প্রথম কল্প অগ্রাহ্য করিয়া শেষ কল্প গ্রাহ্য করিয়াছেন। ভূমি বিভাগ কালে জেতৃগণ অগ্রে বাচিয়া বাচিয়া উৎকৃষ্ট উর্ব্বর ভূমি সকল আপনারা গ্রহণ করেন, পশ্চাৎ অপকৃষ্ট ভূমি সকল বিজিত অধীন প্রজাগণকে প্রদত্ত হয় একথা বলা বাহুল্য মাত্র। দুর্ব্বল ও প্রবল উভয়ে কোন বিষয় লইয়া বিভাগ করিতে উদ্যত হইলে দুর্ব্বলের ভাগ্যে প্রায়ই অপকৃষ্ট ঘটিয়া থাকে। লেকোনিয়ার ভূমির পূর্ব্বোক্ত অংশ ভিন্ন কতক ভূমি দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট ছিল। আর, কতক ভূমি স্বতন্ত্র ছিল, সেই স্বতন্ত্র স্থাপিত ভূমি রাজ্য তন্ত্রের সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত।

লেকোনিয়াবাসী সমুদায় লোক শ্রেণীত্রয়ে বিভাজিত ছিল। স্পার্টা নিবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা প্রথম শ্রেণীর, হেলটেরা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং যে সকল বিদেশীয় লোক ডোরিয় জাতির পিলপনিসস আক্রমণ কালে ঐ জাতির সমভিব্যাহারে গমন ক-

রিয়াছিল, সেই সকল ব্যক্তি এবং লেকোনিয়ার ভূতপূর্ব্ব ভূস্বামী একিয়জাতি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্নিবেশিত হয়। তৃতীয় শ্রেণীতেই অধিক লোক ছিল। প্রথম শ্রেণীর লোক, সংখ্যায় অতি অল্প। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা পাছে প্রবল হইয়া উঠে এই ভয়ে প্রথম শ্রেণীর লোকেরা সদা শঙ্কিত ছিল। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা প্রাকার পরিখাদি বেষ্টিত নগরে একত্র বাস স্থান প্রাপ্ত হইলে যদি সকলে এক পরামর্শী হইয়া রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত করে, এই শঙ্কায় প্রথম শ্রেণীর লোকেরা তৃতীয় শ্রেণীর লোকদিগকে আবৃত নগরে একত্র বাস করিতে দিত না। উহারা দেশের মধ্যে নানা স্থানে অনাবৃত নগরে ও গ্রামে বাস করিত। উহাদিগের রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু রাজ্যের আপদ উপস্থিত হইলে উহাদিগকে তাহার ফলভাগী হইতে হইত। রাজপুরুষদিগের অর্থের অনাটন হইলে কিম্বা অন্যবিধ সাহায্যের আবশ্যকতা হইলে উহাদিগকে সাহায্য দান করিতে হইত। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে যুদ্ধে যাইতে হইত। উহারা জয়শীল ডোরিয়দিগের অধীন প্রজা ছিল বটে, কিন্তু হেলটদিগের ন্যায় উহাদিগের উপরে জেতৃগণের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল না। ডোরিয় জাতীয়েরা যুদ্ধ কার্য্যেই আসক্ত ছিল। উহারা, শিল্প কর্ম্ম ও বাণিজ্য ব্যবসায় অবলম্বন অবমানকর জ্ঞান করিয়া তাহাতে প্রবৃত্তি বিধান করিত না। তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত লেকোনিয়া দেশীয়েরা নির্ব্বিঘ্নে শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিত।

তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত লেকোনিয়া দেশীয় প্রজাগণ এবং হেলট, ইহারা সকলেই একজাতীয় একদেশীয় একবিধ লোক, কিন্তু ডোরিয় জাতির অধিকার কালে ইহাদিগের নাম ভেদ এবং অবস্থাগত বহু বৈলক্ষণ্য হয়। নব্য ইতিহাস লেখকেরা অনুমান করেন লেকোনিয়া দেশীয় যে সকল ব্যক্তি ডোরিয় জাতির আক্রমণ কালে সহজে উহাদিগের অধীনতা স্বীকার না করিয়া আত্যন্তিক বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, ডোরিয় জাতি জয়ী হইয়া তাহাদিগকে দাসত্বে নিয়োজিত করে। তাহারাই হেলট এই নাম

দ্বারা নির্দ্দেশিত হয়। হেলটদিগের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। উহারা পাছে প্রবল হইয়া উঠে এই ভয়ে ডোরিয় জাতীয়েরা উহাদিগকে ভগ্নোৎসাহ করিয়া স্ববশে রাখিবার নিমিত্ত উহাদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করিত। একদা উহারা সাহস গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত শঙ্কিত হইয়া ডোরিয় জাতীয়েরা উহাদিগের দুই হাজার লোকের প্রাণ বধ করে। উহারা স্বদেশ মধ্যেই চির নিরুদ্ধ থাকিত। উহাদিগকে দেশান্তরে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ছিল। ডোরিয় জাতীয়েরা উহাদিগের দ্বারা গৃহকর্ম্ম এবং রাজ্যের কর্ম্ম করাইয়া লইত। ডোরিয় জাতীয়েরা যুদ্ধেই কেবল মত্ত ছিল। হেলটেরা উহাদিগের সমুদায় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত। উহারা যখন গৃহে থাকিত হেলটেরা তৎকালে উহাদিগের গৃহকর্ম্ম করিত, আর, যখন যুদ্ধে গমন করিত হেলটেরা উহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে যাইত। যুদ্ধ স্থলে যে লুণ্ঠিত দ্রব্য লব্ধ হইত, হেলটেরা তাহার অংশ প্রাপ্ত হইত। উহাদিগের অধিকৃত যে সকল ভূমি ছিল হেলটেরা তাহার কৃষিকার্য্য সম্পাদন করিত, কিন্তু ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যভোগে বঞ্চিত হইত। হেলটদিগের স্বাধীনতা লাভের এক মাত্র উপায় ছিল। যে সকল ব্যক্তি উৎসাহ প্রদর্শন পূর্ব্বক বিশিষ্ট পরিশ্রম করিয়া স্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত, ডোরিয় জাতীয়েরা তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিত।

স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা শ্রেণীত্রয়ে বিভাজিত ছিল। সেই শ্রেণীত্রয়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় লোক ত্রিশ অংশে বিভক্ত হয়। ঐ ত্রিশ অংশের লোকেরাই স্পার্টার প্রকৃত নাগরিক লোক। স্পার্টার রাজত্ব উহাদিগের হস্তগত ছিল এবং রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে উহাদিগের তুল্য অধিকার ছিল। ঐ ত্রিশ অংশের লোক ব্যতিরিক্ত স্পার্টা নগরে আর যত লোক ছিল, তাহারা অধীন প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইত। রাজ্য তন্ত্র সংক্রান্ত কোন বিষয়ে তাহাদিগের হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না। স্পার্টার রাজত্ব তত্রত্য ডোরিয় জাতীয়দিগের হস্তগত ছিল বটে, কিন্তু তথায় রাজনিয়োগ প্রথা অপ্রবর্ত্তিত ছিল না। প্রথম প্রথম দুই দুই ব্যক্তি স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করেন।

স্পার্টার লোকেরা পূর্ব্ব স্থাপিত রাজ্য শাসন প্রণালী এবং প্রাচীন আচার ব্যবহারাদির প্রতি দৃঢ়তর অনুরক্ত ছিল। উহারা ঐ সকল বিষয়ের পরিবর্ত্তনকল্পে নিতান্ত পরাঙ্মুখ ছিল। কিন্তু সংসারের এরূপ রীতি নয় যে, চির কাল এক ভাবে একবিধ নিয়মে মানুষের চলিতে পারে। কাল সহকারে মানুষের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। মানুষের অবস্থা পরিবৃত্তি সহকারে প্রাচীন আচার ব্যবহার ও প্রাচীন নিয়মাদির পরিবর্ত্তন করা অত্যন্ত আবশ্যক হয়। তাহা না করিলে কষ্টের সীমা থাকে না। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে নিয়ম এবং যে রাজ্য শাসন প্রণালী নিরূপিত ও স্থাপিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা তদানীন্তন লোকদিগের সবিশেষ উপকার দর্শিয়াছিল, কিন্তু সেই নিয়ম এবং সেই শাসন প্রণালী যদি এখন প্রচলিত থাকে তদ্দ্বারা ইদানীন্তন লোকদিগের উপকার না দর্শিয়া বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হয়। অতএব মানুষের অবস্থা পরিবৃত্তি সহকারে পূর্ব্ব নিরূপিত প্রাচীন নিয়মাদির পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক হয়, তদ্ব্যতিরেকে মানুষের অবস্থার উন্নতি ও শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। স্পার্টা নগরীয়েরা স্বভাবতঃ প্রাচীন নিয়ম পদ্ধতির রেখামাত্র অতিক্রম করিতে ইচ্ছু ছিল না। কিন্তু কাল সহকারে উহার পরিবর্ত্তন অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। কালান্তরীয় স্পার্টাবাসীদিগের মধ্যে অনেকে প্রাচীন নিয়মাদির দোষোপলব্ধি এবং তজ্জন্য অনিষ্ট দর্শন করিয়া তৎ পরিবর্ত্তনে যত্নবান হয়, কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাহারা দেশীয় লোকের কোপে পতিত হইয়া নিহত হয়।

ডোরিয়জাতীয়েরাই স্পার্টার প্রকৃত নাগরিক লোক। উহাদিগের একটী সাধারণ সভা ছিল। সমুদয় রাজশক্তি ঐ সভার অন্তর্গত লোকদিগেরই হস্তগত ছিল। সভা করিবার আবশ্যকতা হইলে রাজা সভ্যদিগকে সভাস্থলে আহ্বান করিতেন। সাধারণ সভার সভ্যগণ কোন বিষয়ের নূতন প্রস্তাব করিতে পারিতেন না। তাঁহাদিগের নিকটে যে সকল প্রস্তাব করা হইত, তাঁহারা তৎ সমুদায় গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করিতে পারিতেন। তাঁহারা যে সকল প্রস্তাব গ্রাহ্য করিতেন, তাহাই প্রচলিত ও অনুষ্ঠিত হইত।

সাধারণ সভা ভিন্ন স্পার্টা নগরে এক প্রধান সভা ছিল। ঐ সভার সমুদয়ে ত্রিশ জন সভ্য ছিল। স্পার্টার রাজদ্বয়ও ঐসভার সভ্য শ্রেণীর অন্তর্নিবেশিত ছিলেন। সভা স্থলে অন্য অন্য সভ্য অপেক্ষা রাজদ্বয়ের বিশেষ ক্ষমতা ছিল না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, স্পার্টা বাসী ডোরিয় জাতীয়েরা ত্রিশ অংশে বিভাজিত ছিল। সেই ত্রিশ অংশের প্রত্যেক অংশের প্রধানতম এক এক ব্যক্তি ঐ প্রধান সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইতেন। তাহাতেই প্রধান সভার সমুদায়ে ত্রিশ জন সভ্য হয়। ঐ ত্রিশ জন সভ্য ঐ ত্রিশ অংশের প্রত্যেক অংশের সমুদায় লোকের প্রতিনিধি স্বরূপ ছিলেন। রাজদ্বয় প্রধান সভার সভ্যদিগকে মনোনীত করিতেন। বিশেষ গুণ না থাকিলে এবং ষাটি বৎসর বয়স পূর্ণ না হইলে কেহ প্রধান সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন না। যাঁহারা প্রধান সভার সভ্য পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিতেন। প্রথম প্রথম প্রধান সভার সভ্যদিগের অতি বিশাল ক্ষমতা ছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ক্ষমতার হ্রাস হইয়া যায়। নূতন কিছু করিতে হইলে প্রধান সভার সভ্যগণ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া প্রথমে তাহার পাণ্ডুলেখ্য করিতেন, পশ্চাৎ সেই বিষয় সাধারণ সভার বিবেচনার্থ তত্রত্য সভ্যগণের নিকটে প্রেরিত হইত।

দুই দুই ব্যক্তি যুগপৎ স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতেন এ কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্য অন্য দেশের রাজগণের যেরূপ অত্যায়িত ক্ষমতা আছে, ঐ দুই রাজার প্রথমাবধিই সেরূপ অত্যায়ত ক্ষমতা ছিল না। যে কিছু ক্ষমতা ছিল ইফর নামে কতিপয় অধিকৃত পুরুষ নিয়োজিত হওয়াতে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া যায়। স্পার্টার রাজগণের দুই প্রধান কর্ম্ম ছিল। প্রথমতঃ, তাঁহারা প্রধান পৌরোহিত্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদিগের উপরে সৈনাপত্য কর্ম্মের ভার সমর্পিত ছিল। স্পার্টার রাজগণের অধিক ক্ষমতা ছিল না সত্য বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের সম্মান ও গৌরবের ক্রটি ছিল না। রাজগণের রাজসম্পত্তি বলিয়া স্বতন্ত্র ভূমি নির্দ্দিষ্ট ছিল। তদ্ভিন্ন

তাঁহারা প্রজাগণের নিকটে সমুদায় শস্যের কিছু কিছু অংশ প্রাপ্ত হইতেন। এই উভয়বিধ উপায় হইতে তাঁহাদিগের যে আয় হইত, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের সাংসারিক ও অন্যবিধ ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। স্পার্টার রাজগণ অতিথি সৎকারার্থ বহু বিত্ত ব্যয় করিতেন। স্পার্টা নগরে প্রতি বৎসর পাঁচ জন করিয়া ইফর নামে অধিকৃত পুরুষ নিয়োজিত হইতেন। তাঁহাদিগের উপরে রাজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল। ঐ কয় অধিকৃত পুরুষ কোন সময়ে প্রথম নিয়োজিত হন, তাহার নির্ণয় নাই। কেহ কেহ বলেন লাইকর্গসের ব্যবস্থাপন কালে তাঁহারা নূতন নিয়োজিত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন লাই-কর্গসের অনেক পরে; কিন্তু নব্য ইতিহাস লেখকেরা অনুমান করেন লাইকর্গসের পূর্ব্বাবধি ইফর নামক অধিকৃত পুরুষদিগের নিয়োগের প্রথা প্রচলিত ছিল।

স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগের এই দৃঢ়তর সংস্কার ছিল যে, তাহাদিগের জন্মলাভ এবং জীবনধারণ স্বরাজ্যের উপকারার্থ, অন্য নিমিত্ত নহে। স্বরাজ্যের শ্রেয়োলাভ এবং গৌরব বৃদ্ধি হইলেই তাহারা আপনারদিগকে সুখিত ও সম্মানিত জ্ঞান করিত। তাহাদিগের এই এক প্রকার সিদ্ধান্ত ছিল যে ধন, প্রাণ, বল, বুদ্ধি প্রভৃতি যে কিছু আমাদিগের আয়ত্ত আছে তৎসমুদায়ই আমাদিগকে স্বরাজ্যের কার্য্যে বিনিয়োজিত করিতে হইবে। এই-রূপ সংস্কার থাকাতেই ডোরিয় জাতীয়েরা দুর্জ্জয় হইয়া উঠে। ডোরিয় জাতীয়েরা সংখ্যায় অধিক ছিল না। তাহারা কেবল এই সংস্কারবলে নানা নগরের এবং নানা জনপদের অসংখ্য লোক-দিগকে পরাভূত করিয়া নানাস্থানে আপনারদিগের আধিপত্য বিস্তারিত করে। অন্য অন্য দেশের লোকেরা ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার নিমিত্ত যেরূপ অধিক মূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করিয়া থাকে, স্পার্টাবাসীরা সেরূপ অধিক মূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যব-হার করিত না। উহারা ক্রয় বিক্রয় স্থলে অমুদ্রিত লৌহখণ্ড ব্যবহার করিত। স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়দিগেরই কেবল বহু মূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু উহা-

দিগের অধীন লেকোনিয়াবাসী প্রজাগণের পক্ষে নিষেধ ছিল না। তাহারা অন্য অন্য রাজ্যের সহিত ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার কালে অধিকমূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার করিত। যিনি স্পার্টা নগরে অধিকমূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা ব্যবহার নিষেধ করেন, তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, অধিক মূল্য ধাতু দ্রব্য ব্যবহার নিষিদ্ধ হইলে লোকে অর্থ সঞ্চয় করিতে উৎসুক হইবেক না, তাহা হইলে লোকের অর্থ লোভের বৃদ্ধি না হইয়া ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া যাইবে। এই বিবেচনা করিয়া ক্রূরতর রাজকীয় নিয়ম দ্বারা বহুমূল্য ধাতু দ্রব্য ব্যবহার নিষেধ করিয়া যান। কিন্তু তাঁহার আশালতায় কাঙ্ক্ষিত ফল ফলিত না হইয়া বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। উত্তর কালের স্পার্টাবাসীরা অত্যন্ত অর্থ লোভী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয়। কঠোরতর নিয়ম দ্বারা কোন বিষয়ের নিবারণ করিতে গেলে প্রায়ই অভিপ্রায়ানুরূপ ফল লাভ না হইয়া বিপরীত ফললাভ হইয়া থাকে।

স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা বালকদিগের সুশিক্ষা সম্পাদন নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ ছিল। কিন্তু যাহাতে বালকদিগের বুদ্ধিবৃত্তির এবং দয়া প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ ছিল না। বালকদিগকে যুদ্ধ বিদ্যায় পরিপক্ব করাই স্পার্টাবাসীদিগের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। অতএব বালকেরা যাহাতে ক্লেশসহিষ্ণু হয় এবং বিপদ্ কাল উপস্থিত হইলে ব্যাকুল না হইয়া স্থিরচিত্তে বিপৎপ্রতীকার করিতে সমর্থ হয় সেইরূপ শিক্ষাই দেওয়া হইত। স্পার্টানগরে কাহারও কোন সন্তানের অঙ্গ হীন ও অঙ্গ বিকল হইলে সেই সন্তান টেজিটস্ পর্ব্বতের কন্দরে নিক্ষিপ্ত হইত। যে সকল শিশু চিররুগ্ন হইত তাহাদিগেরও ঐ প্রকার দুর্দ্দশা ঘটিত। যাঁহারা বীর প্রসব করিতেন স্পার্টার লোকেরা সেই বীরপ্রসূদিগের অতিশয় সম্মান করিত। স্পার্টা নগরে বীররস প্রধান কাব্যেরই সমধিক সমাদর এবং অনুশীলন ছিল। কি বালক কি বৃদ্ধ কি যুবা সকলেরই ব্যায়াম ও মৃগয়া বিষয়ে অধিক আমোদ ছিল। কবচ ধারণ যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে স্পার্টার লোকেরা সৈনিকপুরুষের পদে অধিষ্ঠিত

হইত, কিন্তু ষাটি বৎসর পূর্ণ না হইলে যুদ্ধ কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইত না।

স্পার্টাবাসীদিগের কোন বিষয়ে ঔদ্ধত্য ছিল না। উহারা সদা সাবধান হইয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিত। যুদ্ধ বিষয়ে উহাদিগের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। উহাদিগের যেরূপ স্বভাব ও অভ্যাস ছিল তাহাতে যুদ্ধই ভাল লাগিত। স্পার্টাবাসীরা রণস্থলে পাদাতিক সৈনিক পুরুষের পদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিত। উহারা পাদাতিক সৈনিক পুরুষের পদ গ্রহণই অধিক গৌরবকর বলিয়া বিবেচনা করিত। স্পার্টা নগরে পাদাতিক সেনাগণ যুদ্ধ বিষয়ে যেরূপ নৈপুণ্য লাভ করিয়াছিল, অশ্বারোহ সেনাগণ সেরূপ নৈপুণ্য লাভে সমর্থ হয় নাই। ফলতঃ স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা অশ্ব যুদ্ধের অধিক গৌরব করিত না। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে হেলটেরা আপন আপন প্রভুর সহিত যুদ্ধে গমন করিত। হেলটেরা যুদ্ধ স্থলে সামান্য শস্ত্রধারী হইয়া সৈনিক পুরুষের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ করিত। স্পার্টাবাসীরা নৌবিদ্যায় কখন খ্যাতি লাভ করিতে শক্ত হয় নাই। উহারা স্থলে যেরূপ যুদ্ধ করিতে পারিত সমুদ্রে সেরূপ পারিত না।

লাইকর্গস যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন তাঁহার বহু কাল পূর্ব্বে ডোরিয় জাতীয়েরা পিলপনিসসে গিয়া স্পার্টা প্রভৃতি নানা স্থানে বসতি করে। স্পার্টাবাসী ডোরিয়েরা প্রথমে সমুদায় লেকোনিয়া দেশ স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই। লাইকর্গসের পর শত বৎসরান্তে সমুদায় লেকোনিয়া দেশ উহাদিগের বশে আসিয়াছিল। স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা লেকোনিয়ার পূর্ব্বস্বামী একিয়দিগের সহিত কয়েক শত বৎসর কাল সমরে ব্যাপৃত থাকিয়া শেষে উহাদিগকে জয় করিয়াছিল। উহাদিগের সহিত যুদ্ধ শেষ হইলে পর স্পার্টাবাসীরা বিজয়কণ্ডু বিনোদনের নিমিত্ত অন্য অন্য প্রদেশের সহিত নূতন যুদ্ধ আরম্ভ করে। সর্ব্ব প্রথম আর্গস নগরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। লেকোনিয়ার পূর্ব্ব, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ আর্গসনগরবাসী দিগের অধিকারে ছিল। স্পার্টাবাসীরা ঐ প্রদেশ অধিকার করিয়া

লওয়াতে বিবাদ আরম্ভ হয়। বিবাদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, কিন্তু ধারাবাহিক হয় নাই। উভয় পক্ষই মধ্যে মধ্যে ক্ষান্ত থাকিত, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিত, কোন পক্ষই জয় লাভ করিতে শক্ত হইত না।

অপর, পশ্চিমাংশে মেসিনিয়া দেশের সহিত স্পার্টাবাসী ডোরিয়দিগের সংগ্রাম উপস্থিত হয়। মেসিনিয়ার ভূমি সকল স্পার্টার ভূমি অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর, এবং ঐ দেশের অবস্থাও উৎকৃষ্ট। তদ্দর্শনে স্পার্টাবাসী ডোরিয়দিগের ঈর্ষা ও তদ্দেশ গ্রহণে লালসা জন্মে। অপর, স্পার্টা নগরে যেরূপ যুদ্ধ বিদ্যার অনুশীলন ছিল মেসিনিয়ায় সেরূপ ছিল না। মেসিনিয়াবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা স্পার্টাবাসীদিগের অপেক্ষা ঐ অংশে অনেক ন্যূন ছিল। উহাদিগের ন্যূনতা দর্শন করিয়া স্পার্টাবাসী ডোরিয় জাতীয়েরা অধিকতর উৎসুক হইয়া মেসিনিয়া গ্রহণের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিল এবং যুদ্ধের ছলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। স্পার্টাবাসীরা মেসিনিয়া দেশীয়দিগের অপেক্ষা প্রবল ছিল। প্রবল ব্যক্তির ছল প্রাপ্তি প্রায় দুর্ঘট হয় না। যে কারণে স্পার্টার অপেক্ষা মেসিনিয়ার অবস্থার উৎকর্ষ হয়, এক্ষণে সেই কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে। ডোরিয় জাতীয়েরা যৎকালে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পিলপনিসসে বসতি করিতে যায় তৎকালে উহারা সকলে এক স্থানে বাস না করিয়া স্পার্টা, মেসিনিয়া প্রভৃতি নানা স্থানে ছড়িয়া পড়ে। ডোরিয় জাতীয় যে সকল ব্যক্তি মেসিনিয়া দেশে বাসের অভিলাষ করিয়া তদ্দেশ আক্রমণ করে, তাহাদিগের আত্যন্তিক বিপক্ষতাচরণ না করিয়া তদ্দেশবাসীরা অল্পে অল্পেই তাহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। তাহাতেই মেসিনিয়া আক্রমণকারী ডোরিয়েরা তত্রত্য আদিম নিবাসীদিগের প্রতি সমধিক সদয় ব্যবহার করে। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে ডোরিয় জাতীয় প্রথম রাজা ক্রেস্‌ফন্টিস ডোরিয় জাতির সহিত মেসিনিয়ার পূর্ব্ব নিবাসীদিগের একতা সম্পাদন করিবার সংকল্প করিয়া তৎসাধন বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান্‌ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী ডোরিয় জাতীয়দিগের মধ্যে অনেকে নিতান্ত অমত করাতে তিনি স্বকৃত সংকল্প সিদ্ধি করিতে সমর্থ হন

নাই। তাঁহার পুত্র ইপিটস্‌ও ঐ বিষয়ের চেষ্টা করেন। তিনি কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। ইপিটসের উত্তরাধিকারীগণ তদবলম্বিত পদ্ধতির অনুসরণ করাতে মেসিনিয়া দেশীয় আদিম নিবাসীদিগের সহিত তত্রত্য ডোবিয় জাতির একতা সম্পাদিত হয়। তদবধি তত্রত্য সমুদয় লোকই ঐক্যবাক্যে স্বদেশের উন্নতি সাধনে সবিশেষ যত্নবান্ হয়। তাহাতে মেসিনিয়া দেশে সৌভাগ্য লক্ষ্মী বিরাজমান হন এবং বিবিধ বিষয়ের শ্রীবৃদ্ধি হয়।

মেসিনিয়া দেশীয়দিগের সৌভাগ্যসম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া স্পার্টাবাসীদিগের মনে ঈর্ষ্যার উদয় হওয়াতে কিরূপে যুদ্ধ ঘটনা হয় স্পার্টাবাসীরা সর্ব্বদা সেই চেষ্টা করিত। তাহাতে উভয় দেশের লোকের সহিত উভয় দেশের লোকের প্রায়ই পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইত এবং পরস্পর পরস্পরের অপকারে প্রবৃত্ত হইত। একদা স্পার্টাবাসী এক ব্যক্তি মেসিনিয়া দেশীয় এক ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি ও অপকার করাতে যুদ্ধ ঘটনা হয়। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৭৪৩ অব্দে স্পার্টাবাসীরা শপথ পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইল, এবং অনতিবিলম্বে মেসিনিয়া দেশ আক্রমণ করিতে গেল। মেসিনিয়া দেশীয়েরা যুদ্ধে পরাস্ত হইল। স্পার্টাবাসীরা অশরণ প্রজাগণের প্রাণ বিনাশ করিয়া মেসিনিয়া দেশে শোণিত নদী বাহিত করিল এবং আম্ফিয়ানগর অধিকার পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করিল। এইরূপে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৭৪৩ অব্দে প্রথম মেসিনিয় সংগ্রাম আরম্ভ হয়। ঐ সংগ্রাম ৭২৪ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। স্পার্টা বাসীরা আম্ফিয়া নগরে অবস্থিতি করিয়া কতিপয় বৎসর প্রায় নিরত কালই মেসিনিয়া দেশ বিলুণ্ঠিত, তত্রত্য গৃহাদি দাহিত এবং ক্ষেত্রজাত শস্য সম্পত্তি উৎসাদিত করে। তাহাতে মেসিনিয়া দেশীয় দিগকে কতিপয় বৎসর যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। অনন্তর, মেসিনিয়া দেশীয়েরা আইথমি নামক পর্ব্বতের দুর্গ মধ্যে অবস্থিতি করিল। একদা এই দৈববাণী হইল মেসিনিয়া দেশীয়েরা যদি এক বিশুদ্ধচরিত্র কুমারীকে বলি দান করিতে পারে তাহা হইলে তাহাদিগের জয় লাভ হয়। এই দৈববাণীর কথা লোক পরম্পরা মেসিনিয়া দেশীয়দিগের কর্ণ গোচর

হইলে পর উহারা আরিষ্টডিমসের কন্যাকে বলি দান করিল। স্পার্টা বাসীরা ঐ সমাচার শ্রবণ করিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়া কিয়ৎকাল সমরে বিরত ছিল। কতিপয় বৎসর অতীত হইলে পর স্পার্টার অধিপতি থিয়োপম্পস এক দল সেনা লইয়া পুনর্ব্বার মেসিনিয়া দেশে যুদ্ধ করিতে গেলেন। মেসিনিয়া দেশীয়েরাও রণসজ্জা করিয়া রণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। উভয় সেনাদল রণ ক্ষেত্রে উপনীত হইলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ঐ যুদ্ধে মেসিনিয়া দেশীয় ভূপতি সমরশায়ী হইলেন। আরিষ্টডিমস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। আরিষ্টডিমস অতিশয় বিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালী দর্শন করিয়া প্রজাগণ অতিশয় প্রীত এবং তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল। আরিষ্টডিমস আর্কেডিয়া দেশীয়দিগের সহিত মৈত্রী করিলেন।

স্পার্টা নগরের সহিত মেসিনিয়া দেশীয়দিগের যুদ্ধের বিরাম ছিল না। স্পার্টা নগরীয় ডোরিয় জাতীয়েরা প্রায় প্রতি বৎসরই মেসিনিয়া দেশ আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করিত। আরিষ্টডিমসের রাজ্যাভিষেকের পর চারি বৎসর এই রূপে অতীত হইলে পঞ্চম বর্ষে এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়। মেসিনিয়া দেশীয়েরা আইথমি পর্ব্বতের দুর্গ মধ্যে ছিল। ঐ পর্ব্বতের নীচেই ঐ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধস্থলে মেসিনিয়া দেশীয়েরা জয়ী এবং স্পার্টা নগরীয়েরা সমিত্র পরাজিত হইল। স্পার্টা নগরীয়েরা আইথমি পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী সংগ্রামে পরাজিত হয় বটে, কিন্তু উহারা নানা প্রকার চাতুরী প্রয়োগ দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিপক্ষগণকে বিপাকে ফেলিতে লাগিল এবং আপোলোদেবের পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের সহিত যোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে মেসিনিয়া দেশীয়দিগের প্রতিকূল দৈববাণী করিয়া দিতে লাগিল। আরিষ্টডিমস এই সকল কারণে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করিলেন। মেসিনিয়া দেশীয়েরা জয় লাভের আশা পরিত্যাগ করিল, কিন্তু উহারা একবারে ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। আরিষ্টডিমসের মৃত্যুর পরও উহাদিগের প্রধান সেনাপতি ডেমিস স্বগণ সমভিব্যাহারে আইথমি পর্ব্বত হইতে একদা অতি বেগে বিনির্গত হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিয়া আশ্চর্য্য

পুরুষকার সহকারে শত্রু সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রধান প্রধান লোক নিহত হওয়াতে প্রজাগণ প্রাণ ভয়ে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। আইথমি পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ সকল বিপক্ষের হস্তগত হইল। এই রূপে মেসিনিয়া দেশীয় প্রথম সংগ্রাম শেষ হইল।

আইথমি পর্ব্বতের অনতিদূরে যে বিপদ ঘটনা হয়, তাহার পর মেসিনিয়া দেশীয়েরা দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন আলয়ে প্রস্থান করিল। উহাদিগের অনেকেই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করে। স্পার্টা নগরীয়েরা আইথমির দুর্গ ভগ্ন ও ভূমিসাৎ করিল এবং অন্য অন্য নগর অধিকার করিয়া লইল। ক্রমে ক্রমে সমুদায় মেসিনিয়া দেশই উহাদিগের হস্তগত হইল। যে সকল ব্যক্তি জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমনে অসমর্থ হইয়াছিল, স্পার্টা নগরীয়েরা তাহাদিগকে হেলটদিগের ন্যায় দাসত্বে নিয়োজিত করিল। মেসিনিয়া দেশে কৃষিকার্য্যোপযোগী যত ভূমি ছিল, জেতৃগণ তাহার কিয়দংশ দাসীভূত মেসিনিয়া দেশীয়দিগকে সমর্পণ করিয়া অবশিষ্টাংশ আপনারা বিভাগ করিয়া লইল। দাসীভূত মেসিনিয়দিগের হস্তে যে সমস্ত ক্ষেত্র সমর্পিত হয়, জেতৃগণ সেই সেই ক্ষেত্র জাত শস্যের অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিত।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে লেকোনিয়ার পূর্ব্ব, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকল প্রথমে আর্গস নগর বাসীদিগের অধিকৃত ছিল, কিন্তু স্পার্টা নগরীয়েরা তৎসমুদায় জয় করিয়া লয়। যে সময়ে মেসিনিয়া দেশের সহিত স্পার্টার প্রথম সংগ্রাম হয়, বোধ হয় সেই সময়ে আর্গস নগরের প্রসিদ্ধ ভূপতি ফাইডন সেই হস্তান্তরগত লেকোনিয়ার উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকলের উদ্ধার করিয়াছিলেন। ঐ রাজা হৃতপূর্ব্ব প্রদেশ সকলের উদ্ধার করিয়াই যে ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে, সিথিরা উপদ্বীপও জয় করিয়া লইয়াছিলেন। ফাইডনের যাবদধিকার কাল আর্গসের প্রতাপের পরিসীমা ছিল না। কিন্তু রাজার মৃত্যু হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সমুদায় গেল। অনন্তর, স্পার্টা নগরীয়েরা পিলপনিসসের

দক্ষিণাংশ সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লইল। স্পার্টা নগরী-য়েরা যে সকল স্থান অধিকার করিয়া লয়, নিরুপদ্রবে তাহা ভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই। মেসিনিয়া দেশীয়েরা পারতন্ত্র্য যোক্ত্র নি ক্ষেপ করিবার আশয়ে পুনরায় শস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে আইথমি পর্ব্বতের অনতিদূরবর্ত্তী সংগ্রামে পরাজয় হইলে পর মেসিনিয়া দেশীয় কতক লোক দেশান্তরে গমন করে, আর, কতক লোক স্বদেশেই থাকে। যে সকল ব্যক্তি স্বদেশে ছি ল, তাহাদিগের দুর্দ্দশার পরিসীমা ছিল না। আর, যাহারা দেশা-ন্তরিত হয়, তাহারা স্বদেশ পরিত্যাগ জন্য মনোদুঃখে সদা ম্রিয়-মাণ ছিল। ফলতঃ কি স্বদেশস্থিত কি বিদেশগত মেসিনিয়া দে-শীয় এক ব্যক্তিও স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রতি অনুরক্ত ছিল না। পরাজয় দিনাবধি উহাদিগের অন্তঃকরণ সদা দ্বেষানলে দহ্যমান হয়। কেহই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত সুখী ছিল না। কিরূপে বৈর-নির্যাতন করিব, কিরূপে পারতন্ত্র্য যোক্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিব, এই চিন্তাই নিরন্তর উহাদিগের অন্তরে উদিত হইত। আরিষ্ট-মিনিস বিবিধ অশ্বাসন বাক্যে সর্ব্বদা উহাদিগের যুদ্ধে প্রবৃত্তি বিধান করিতেন। উহারা আরিষ্টমিনিসের আশ্বাসন বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া পরিশেষে সমরে প্রবৃত্ত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৮৫ অব্দে সকলে একবাক্য হইয়া অস্ত্র গ্রহণ করিল।

আরিষ্টমিনিস্ মেসিনিয়াদেশে অতি প্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় সাহসবান্ ও ক্ষমতাবান্ ছিলেন। তিনি যত্নবান্ হইয়া প্রথমে আর্গস, আর্কেডিয়া এবং ইলিস এই কয়েক দেশের সহিত মিত্রতা করিলেন। পশ্চাৎ স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মেসিনিয়াবাসী স্পার্টা নগ-রীয়েরা আকস্মিক বিদ্রোহ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া সত্বর সসৈন্য রণ-স্থলে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হইল না। কিন্তু স্পার্টা নগরীয়েরা আকস্মিক বিদ্রোহ উপস্থিত দেখিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং মেসিনিয়দিগের মনে জয়াশা জন্মিল। যাহা হউক, উভয় পক্ষ কিয়ৎকাল সমরে বিরত ছিল। পশ্চাৎ

উভয় পক্ষই আপন আপন মিত্রগণের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল।

ষ্টেনিক্লিরসের অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। স্পার্টা-নগরীয়েরা রণস্থলে পরাভূত হইল। মেসিনিয়া দেশ কিয়ৎকাল শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত ছিল। অনন্তর, আরিষ্টমিনিস সেনাগণ সমভিব্যাহারে লেকোনিয়া দেশ আক্রমণ করিতে গেলেন এবং লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী কতিপয় নগর ও কতিপয় গ্রাম বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। আরিষ্টমিনিসের শরীরে যদি আঘাত না লাগিত তাহা হইলে তিনি স্পার্টানগরী-য়দিগের অধিকৃত বহুতর প্রদেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিতেন সন্দেহ নাই। দৈবাৎ তাঁহার শরীরে আঘাত লাগাতে তিনি সমর হইতে বিরত হইলেন। এইরূপে দুই বর্ষ অতীত হইয়া গেল। তৃতীয় বর্ষে স্পার্টা নগরীয়েরা পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে আর্কেডিয়া দেশের সহিত মেসিনিয়া দেশীয়দিগের মিত্রতা হয়। কিন্তু আর্কেডিয়া দেশীয়েরা যথার্থ মিত্রের কর্ম্ম করে নাই। উহারা বিশ্বাস ভঙ্গ করাতে স্পার্টা নগ-রীয়েরা তৃতীয় বর্ষের যুদ্ধে জয়ী হইল। আরিষ্টমিনিস কিঞ্চি-ন্মাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে একত্র করিয়া আইরা পর্ব্বতের দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া রহিল। আরিষ্টমিনিস মধ্যে মধ্যে দুর্গ হইতে বিনির্গত হইয়া আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। স্পার্টা নগরীয়েরা তদ্দর্শনে চতুষ্পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ উৎসাদিত করিয়া ফেলিল।

আরিষ্টমিনিস দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া যাহাতে সেনাগ-ণের আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী আহরণ করিতে না পারেন, স্পার্টা নগরীয়েরা সম্পূর্ণরূপে এই চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই। আরিষ্টমিনিস একদা রজনী যোগে কতি-পয় সহচর সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া এমিক্লিই নগর পর্য্যন্ত গমন করেন এবং তথায় অপর্য্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে দুর্গমধ্যে প্রত্যাগমন করেন। আরিষ্টমিনিস

দ্বিতীয় বার ঐরূপ লুণ্ঠিত দ্রব্য লাভের আশয়ে দুর্গ হইতে বহির্গত হন। কিন্তু এ বারে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। প্রত্যাগমন কালে সহচরগণের সহিত শত্রুহস্তে নিপতিত হইলেন। বিপক্ষগণ তাঁহাদিগকে বন্দীকৃত করিয়া সিয়াডাস নামে প্রসিদ্ধ এক গভীর বিবর মধ্যে নিক্ষেপ করিল। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে আরিষ্টমিনিস সেই বিবর হইতে (১) উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার আইরা পর্ব্বতে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। আরিষ্টমিনিস কিয়ৎকাল এইরূপ অদ্ভুত সাহসের কর্ম্ম করিয়া সকল লোকের চিত্ত চমৎকৃত করিয়াছিলেন এবং স্বদেশের মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। শেষে দেবগণের কোপে পতিত হইয়া পরাজিত হইলেন। দেবগণ মেসিনিয়া দেশীয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরূপ হওয়াতে তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন নিমিত্ত বহুতর যত্ন পাইয়াও ইষ্টলাভ করিতে পারিলেন না। শত্রুগণ একাদশ বৎসর কাল আইরা পর্ব্বত অবরোধ করিয়াছিল। একাদশ বৎসরের পর খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৬৮অব্দে এক পশুপালকের কৃতঘ্নতায় আইরার দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইল। আইরার দুর্গ যেরূপে শত্রু হস্তে পতিত হয়, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

স্পার্টা নগরীয় এক পশুপালক স্বপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া মেসিনিয়া দেশীয় এক গৃহস্থের ভবনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং মেসিনিয়া দেশীয়দিগের সমুদায় নিগূঢ় বৃত্তান্ত অবগত হয়। অনন্তর, ঐ ব্যক্তি কৃতঘ্নতা করিয়া স্পার্টা নগরীয়দিগের নিকটে সমুদায় বলিয়া দেয়। স্পার্টা নগরীয়েরা তৎপ্রদর্শিত পথ প্রাপ্ত হইয়া আইরার দুর্গ আক্রমণ করিল। অবরুদ্ধ মেসিনিয়েরা তিন দিন, তিন রাত্রি, প্রাণপণে যুদ্ধ করিল। শেষে হতাশ হইয়া দুর্গরক্ষণ প্রয়াস পরিত্যাগ করিল। আরিষ্টমিনিস কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অবরোধকারী শত্রুমণ্ডলীর মধ্যস্থান দিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়া গেলেন। তিনি মেসিনিয়া পরিত্যাগ

(১) উপাখ্যান লেখকেরা বলেন আরিষ্টমিনিস এক খেঁকশিয়ালির লেজ ধরিয়া গর্ত্ত হইতে উঠিয়াছিলেন।

করিয়া আর্কেডিয়ায় গমন করিলেন। আর্কেডিয়েরা আদর পূর্ব্বক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিল। তিনি কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় তেজস্বী এবং সাহসী ছিলেন। আর্কেডিয়া দেশে সুস্থির হইয়া থাকিতে না পারিয়া লেকোনিয়া দেশে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে গেলেন। তথায় বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আরিষ্টমিনিস রণস্থলে বিপুল পরাক্রম প্রকাশ করিয়া পঞ্চাশৎ সহচরের সহিত অস্ত্রশস্ত্রহস্ত সমরশায়ী হইলেন।

মেসিনিয়া দেশীয় সংগ্রাম এইরূপে শেষ হইল। এই সংগ্রাম দ্বিতীয় মেসিনিয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৮৫ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৬৬৮ অব্দে শেষ হয়। সংগ্রাম, সমুদয়ে সতর বৎসর কাল স্থায়ী হইয়াছিল। সংগ্রাম শেষ হইলে পর মেসিনিয়া দেশীয় অধিকাংশ লোক স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিল। যে সকল ব্যক্তি স্বদেশে ছিল স্পার্টা নগরীয়েরা তাহাদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া হেলট এই নিন্দনীয় সংজ্ঞা প্রদান করিল।

মেসিনিয়া দেশীয় কতগুলি লোক প্রথম যুদ্ধের পর ইটালির দক্ষিণাংশে রিজিয়ম নগরে গমন করিয়া তথায় বসতি করে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পরও অনেকে আরিষ্টমিনিসের পুত্রদিগের সমভিব্যাহারে ঐ নগরে গমন করিল এবং তথায় স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। উহারাই কালান্তরে সিসিলির অন্তঃপাতী জেঙক্লি নগর অধিকার করিয়া লয় এবং আপনারদিগের দেশের নামে ঐ নগরের মেসিনা এই নাম দেয়।

মেসিনিয়াদেশীয় সংগ্রাম জয়ের পর স্পার্টানগরীয়েরা গ্রীসদেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল। মেসিনিয়াদেশ চির কালের মত উহাদিগের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। বহুকালাবধি স্পার্টাবাসীদিগের, টিজিয়া নগর অধিকার করিয়া লইবার মানস ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাহাদিগের সেই মানস পূর্ণ হইল। স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমে ক্রমে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। উহারা এমনি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী

প্রায় সমুদায় রাজ্যেরই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিত। উহারা যাহাকে যেরূপ আদেশ করিত তাহাকে তদনুরূপ আচরণ করিতে হইত। উহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ করে, কাহারও এরূপ সাধ্য ছিল না। স্পার্টা নগরীয়দিগের নাম ক্রমে ক্রমে বহু দেশে বিখ্যাত হয়। উহাদিগের নাম এত বিখ্যাত হইয়াছিল যে, লিডিয়ার রাজা ক্রিসসও অনুগ্রহ লাভের বাসনা করিয়া উহাদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিবার নিমিত্ত একদা কতিপয় দূত প্রেরণ করেন।

মেসিনিয়া দেশীয় যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। উপাখ্যানে বর্ণিত বলিয়া নব্য ইতিহাস লেখকেরা তৎসংক্রান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত যথার্থ বলিয়া স্বীকার করেন না। কিন্তু স্পার্টা নগরের সহিত মেসিনিয়া দেশীয়দিগের যে দুইবার যুদ্ধ হয়, তাহার যাথার্থ্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই।

চতুর্থ অধ্যায়।

গ্রীসদেশ সাধারণ বৃত্তান্ত। আটিকার বিবরণ।
পারস্য দেশীয়দিগের সহিত সংগ্রাম।

গ্রীসদেশের মধ্যে যত গুলি নগর ছিল, প্রায় তত গুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। এক রাজ্যের লোক বাসার্থী এবং জয়ার্থী হইয়া অপর রাজ্যে গমন করাতে যে সমস্ত ঘটনা হয়, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রীসদেশীয়দিগের অন্য অন্য বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রীসদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বহুবিধ রাজ্য ছিল। সেই সকল রাজ্যের পরস্পর ঐক্য ছিল না। ট্রয়দেশীয় সংগ্রাম কালে গ্রীসদেশীয়েরা একবার সকলে একবাক্য এবং এক সেনাপতির আজ্ঞাবহ হইয়া যুদ্ধ করিতে যায় বটে, কিন্তু তাহাদিগের সেই ঐক্য স্বল্প কাল মাত্র স্থায়ী হয়, পশ্চাৎ তাহাদিগের যে চির কালের অনৈক্য সেই অনৈক্যই রাজ্য মধ্যে বিজৃম্ভমাণ হয়। ফলতঃ গ্রীসদেশীয়েরা এক ভাষা কহিত এবং এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, এতদ্ভিন্ন তাহাদিগের আর কোন বিষয়ে জাতিসাধারণ ঐক্য ছিল না।

গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী সমুদায় রাজ্যের সর্ব্বসাধারণ ঐক্য

বিধায়ক কোন নিয়ম ছিল না সত্য বটে, কিন্তু বিশেষ বিশেষ রাজ্যের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে একতাপ্রতিপাদক কতগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল। যে সকল রাজ্যের লোক সেই বিশেষ বিশেষ নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইত, তাহারা কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভা করিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত ও রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় বিশেষের বিবেচনা ও মীমাংসা করিত।

গ্রীসদেশের মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যের লোকদিগের ঐক্য বিধায়িনী যত সভা ছিল, আম্ফিক্‌টিয়নি নামে প্রসিদ্ধ সভাসকলই তাহার মধ্যে প্রধান। বিয়োশিয়া, ডেলস প্রভৃতি কতিপয় স্থানে ঐ সকল সভা হইত। কিন্তু বসন্ত কালে ডেলিফতে এবং শরৎকালে থর্ম্মপিলিতে যে সভা হইত, সেই সভাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। আয়োনিয়া প্রভৃতি দ্বাদশ রাজ্যের লোক একবাক্য হইয়া সেই সভা স্থাপন করে। পশ্চাৎ পিলপনিসসবাসী ডোরিয়জাতীয়েরা সেই সভার সভ্য শ্রেণী মধ্যে নিবিষ্ট হয়। তাহাতেই সভার অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি হয়। যে যে রাজ্যের লোক সভার নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইত, তাহারা নিজ নিজ রাজ্য হইতে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের বিবেচনা করিতেন। সভাস্থাপনের মুখ্য উদ্দেশ্য এই, যে যে নগরের লোক সভার নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইবে, তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি অত্যাচার না করে এবং ডেলফি নগরে যে দেবালয় আছে সকলে যত্নবান্ হইয়া তাহার রক্ষা করে। এই উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় নাই। যে যে রাজ্যের লোক সভার নিয়ম দ্বারা বদ্ধ হয়, তাহারা পরস্পরের প্রতি অত্যাচার করিতে ক্ষান্ত ছিল না। উপাখ্যান পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় তাহারা প্রায়ই পরস্পরের অপকারে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু ডেলফির দেবালয়ের স্বার্থহানি হইবার সম্ভাবনা হইলে তাহারা যত্নবান্ হইয়া তাহার নিবারণ করিত। যে সকল বিদেশীয় লোক ক্রিসা নগরের মধ্যস্থল দিয়া ডেলফি নগরের দেবালয়ে গমন করিত, ক্রিসাবাসীরা তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া অর্থ গ্রহণ করিত। তাহাতে বি-

দেশীয় লোকেরা অতিশয় বিরক্ত হয়। ডেল্‌ফির দেবালয়ে অধিক লোক গমন করিত না। তন্নিবন্ধন দেবালয়ের লাভক্ষতি হইতে লাগিল। এই সমাচার আম্ফিক্‌টিয়নি সভার কর্ণগোচর হইলে পর সভার নিয়মবদ্ধ সমুদায় রাজ্যের লোক একবাক্য হইয়া ক্রিসাবাসীদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৯৪ অব্দে ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দশ বৎসর কাল সমরানল প্রজ্বলিত ছিল। ৫৮৫ অব্দে এথেন্স নগরীয় ব্যবস্থাপক সোলনের (১) বুদ্ধি কৌশলে আম্ফিক্‌টিয়নি সভার নিয়মবদ্ধ লোকেরা জয়ী হইল। সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। ক্রিসা নগর সমভূমি হইল। ডেল্‌ফির দেবালয়ের লাভক্ষতির নিবারণ জন্য এই সংগ্রাম ঘটনা হয়। এই নিমিত্ত এই সংগ্রাম ধর্ম্ম্য সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ।

গ্রীস দেশের স্থানে স্থানে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম ছিল। যে কয়েক স্থানে উৎসবের অনুষ্ঠান হইত, ওলিম্পিয়া তন্মধ্যে অতিশয় প্রসিদ্ধ। চারি বৎসর অন্তর এক এক বার ওলিম্পিয়ায় উৎসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইত। গ্রীস দেশীয় কোন ব্যক্তিরই উৎসব স্থলে গমন নিষিদ্ধ ছিল না। কোন্‌ ব্যক্তি কোন্‌ সময়ে প্রথমে ওলিম্পিয়ায় উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম করিয়া দেন, তাহার নির্ণয় নাই। ডোরিয় জাতি যে সময়ে পিলপনিসস আক্রমণ করে, তৎকালে গ্রীস দেশের মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত

---

(১) ক্রিসা নগরীয় সংগ্রাম কালে এই দৈববাণী হয়, যাবৎ সমুদ্র ডেল্‌ফির দেবালয়ের সীমার মধ্যে প্রবিষ্ট না হইবে, তাবৎ ক্রিসা নগর শত্রু হস্তে পতিত হইবে না। এই দৈববাণীর কথা আম্ফিক্‌টিয়নি সভার নিয়মবদ্ধ লোকদিগের শ্রুতিগোচর হইলে পর তাহারা, সমুদ্রকে দেবালয়ের সীমা মধ্যে প্রবেশিত করা অসাধ্য বোধ করিয়া জয় লাভ বিষয়ে হতাশ্বাস হইল। সোলন তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন তোমরা সমুদ্র পর্য্যন্ত দেবালয়ের সীমা বৃদ্ধি করিয়া দাও, তাহা হইলেই দৈববাণীর অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধি হইবে এবং তোমাদিগের জয় লাভ হইবে। সোলন এইরূপ কৌশল করাতেই আম্ফিক্‌টিয়নি সভার নিয়মবদ্ধ লোকেরা সমুদ্র পর্য্যন্ত ডেল্‌ফির দেবালয়ের সীমা বৃদ্ধি করিয়া সোৎসাহ চিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জয় লাভ করে। ফলতঃ সোলন এইরূপ কৌশল না করিলে ক্রিসা নগর জয় হওয়া দুরূহ হইয়া উঠিত।

হয়। তন্নিবন্ধন ওলিম্পিয়ার উৎসব ক্রিয়া দীর্ঘকাল উপেক্ষিত ছিল, পশ্চাৎ ইফিটস এবং লাইকর্গস উভয়ে ঐ উৎসব ক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন করেন। যাহা হউক, খৃষ্টের পূর্ব্ব ৭৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত উহা বদ্ধমূল হইতে পারে নাই। ঐ বৎসর অবধি নিয়মিত কালে যথাবিধি উহার অনুষ্ঠান হইতে আরম্ভ হয়। ইলিস দেশের লোকেরা উৎসব স্থলে অধ্যক্ষতা করিত। উৎসব কালে গ্রীস দেশীয়েরা পরস্পর বৈরাচরণে বিরত হইত। তৎকালে কেহ কাহার প্রতি শত্রুতাচরণ না করাতে সকলেই নির্ব্বিঘ্নে উৎসব স্থলে গমন করিতে পারিত। উৎসব বিধির অনুষ্ঠান হইলে জিউস দেব প্রীত হন এবং তাঁহার সম্যক সম্মাননা করা হয়, এই বিবেচনা করিয়া গ্রীস দেশীয়েরা ধর্ম্মবুদ্ধিতেই উৎসব বিধির অনুষ্ঠান করিত। উৎসব স্থলে বিবিধ মল্লযুদ্ধ এবং নানা প্রকার ক্রীড়া কৌতুকাদি হইত। মল্লগণ উল্লম্ফন, প্রলম্ফন, মুষ্টামুষ্টি, বাহুযুদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ব্যায়াম ক্রিয়া করিত। কিন্তু মল্লগণের শস্ত্র গ্রহণ নিষিদ্ধ ছিল। মল্ল যুদ্ধ ব্যতিরিক্ত উৎসব স্থলে ঘোঁড়দৌড় প্রভৃতি নানা প্রকার দর্শনীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইত। যাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইতেন, তাঁহারা বন্য অলিব বৃক্ষের পত্রময় মালা পুরস্কার পাইতেন। গ্রীস দেশীয়েরা ওলিম্পিয়ার মল্লযুদ্ধে জয় লাভ অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিত। যে নগরের যে গ্রামের এবং যে বংশের লোক জয়ী হইত, সে নগরের সে গ্রামের এবং সে বংশের অতিশয় সম্মান বৃদ্ধি হইত। আপনারদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি ওলিম্পিয়ার উৎসব স্থলে মল্লযুদ্ধে জয়ী হইয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইলে, এথেন্স ও স্পার্টা নগরীয়েরা তাহাকে যাহার পর নাই সম্মান করিত। ওলিম্পিয়া প্রভৃতি কতিপয় স্থানে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম থাকাতে গ্রীস দেশীয়দিগের দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হইয়াছিল। প্রথমতঃ, উৎসব স্থলে যাঁহারা জয়লাভ করিত, তাহাদিগের প্রস্তরময় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত; দ্বিতীয়তঃ, কবিগণ তাহাদিগের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া কাব্য গ্রন্থ রচনা করিতেন; তাহাতে শিল্প ও কাব্য শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইত।

ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের পূর্ব্বে গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায় রাজ্যেই একনায়ক রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়া রাজ্য শাসন ও প্রজা পালন করিতেন। কিন্তু রাজা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে সমর্থ ছিলেন না। তাঁহাকে প্রাচীন আচার ব্যবহারের পরতন্ত্র হইয়া চলিতে হইত। বিশেষতঃ, তিনি পুরবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগের অমতে কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না। রাজা পুরবাসী প্রধান ব্যক্তিদিগের মতনিরপেক্ষ হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে পারিতেন না, এ কথা দ্বারা স্পষ্ট বোধ হইতেছে প্রধান ব্যক্তিদিগেরই রাজ্য বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব ছিল; তাঁহারা আপনারদিগের মধ্যে এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতেন। ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের পর নানা কারণ একত্র সংঘটন হওয়াতে গ্রীস দেশের অনেক স্থান হইতে রাজোপাধি অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাহাতে সমস্ত রাজশক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তেই সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়। ফলতঃ ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের পর গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী যে যে প্রদেশে রাজোপাধি রহিত হইয়া যায়, সেই সেই স্থানে (১) অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হয়। যে কারণে রাজোপাধি রহিত হইয়া অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হয়, অধুনা তাহার নির্ণয় হয় না। নব্য ইতিহাস লেখকেরা এই অনুমান করেন গ্রীস দেশীয়দিগের স্বভাবতঃ যেরূপ বুদ্ধি এবং যেরূপ মনের ভাব ছিল, তাহাতে তাহারা কোন রূপেই চির কাল এক ভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ ছিল না; তাহারা উৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষী ছিল; তাহাতেই উত্তরোত্তর তাহাদিগের সমুদায় বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

কোন দেশেই প্রায় রাজোপাধি রহিত হইয়া এক কালে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হয় না। কিয়ৎকাল রাজশক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত থাকে, পশ্চাৎ সেই রাজশক্তি ক্রমে ক্রমে রাজ্যান্তর্গত যাবতীয় ব্যক্তির হস্তগত হয়; গ্রীস দেশেও অনেক স্থলে ঐ রূপ ঘটনা হইয়াছিল। রাজোপাধি রহিত হইলে পর রাজশক্তি

(১) অভিজাত শব্দে মহাকুলীন এবং তন্ত্র শব্দে রাজ্যশাসন প্রণালী। যে রাজ্যে সমুদায় রাজশক্তি মহাকুলীন (প্রধান ব্যক্তি)দিগের হস্তগত থাকে, তাহাই অভিজাত তন্ত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

কিয়ৎকাল অভিজাত (প্রধান) দলের হস্তগত ছিল। পশ্চাৎ অভিজাত দলের লোক সংখ্যা কমিয়া গেলে এবং সামান্য প্রজাগণের সংখ্যা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হইলে তাহারা রাজ্যের স্বামিত্ব লাভে আকাঙ্ক্ষী হয়; তন্নিবন্ধন অভিজাত দলের লোকদিগের সহিত তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয়। অভিজাতদলের লোকেরা তাহাদিগকে দমন করিয়া রাখিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সামান্য প্রজাগণ শেষে স্বাতন্ত্র্য সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিল। তাহারা রাজত্বের অংশভোগী হইবার আকাঙ্ক্ষায় বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতেই যে কেবল রাজশক্তি অভিজাত দলের হস্ত পরিভ্রষ্ট হইয়া যায় এমত নহে, অভিজাতদল গৃহবিচ্ছেদ এবং পরস্পর বিরোধ প্রযুক্তও রাজশক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের পরস্পর বিরোধ কালে এরূপও ঘটিয়া উঠিত যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি নিজ বুদ্ধি, বল ও ক্ষমতা দ্বারা সামান্য প্রজাগণকে হস্তগত করিয়া সর্ব্বপ্রধান হইয়া রাজ্যেশ্বর হইয়া উঠিত। এইরূপে যাহারা রাজশক্তি হস্তগত করিত, তাহারা লোকেরা রাজ্যাপহারী দুরাত্মা বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। তাহাদিগের রাজ্য প্রায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। যে যে রাজ্যে ঐরূপ ঘটনা হইত, তত্রত্য ব্যক্তিরা প্রায়ই স্পার্টা নগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিত। স্পার্টা নগরীয়েরা সাহায্য দান করিয়া রাজ্যাপহারীদিগকে সেই সেই রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দিত। ফলতঃ আপনারদিগের প্রাধান্য লাভ হইবে বলিয়াই স্পার্টা নগরীয়েরা তাদৃশ সাহায্য দানে উন্মুখ হইত। কিন্তু রাজ্যাপহারীদিগকে দূরীভূত করা তাহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। যাহা হউক, ঐ প্রসঙ্গে গ্রীস দেশের প্রায় সর্ব্ব স্থলেই স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রাধান্য লাভ হয়। গ্রীস দেশীয়দিগের রাজ্যশাসন প্রণালী পরিবর্ত্তবিষয়ক যে সমস্ত কথা সামান্যতঃ উল্লিখিত হইল, আটিকার আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বৃত্তান্ত পাঠ করিলে তাহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

আটিকা দেশীয়েরা প্রথমে অতিশয় সামান্য ও অগণ্য ছিল।

উহারা কাল ক্রমে গ্রীস দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে আটিকা দেশে প্রথমে কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, প্রতি রাজ্যেই এক এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। সিক্রপস্ সেই সকল রাজ্যের একতা সম্পাদন করিয়া সমুদায় আটিকাদেশকে দ্বাদশ নগরে বিভক্ত করেন। এথেন্সনগর ঐ কয় নগররে মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল।

আটিকা দেশীয়েরা চারি শ্রেণীতে বিভাজিত ছিল। ঐ চারি শ্রেণীর নাম চির কাল সমান ছিল না। প্রথমে যিনি শ্রেণী বিভাগ করেন, তিনি ঐ চারি শ্রেণীর যে নাম দিয়াছিলেন, সে নাম ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। যখন যিনি রাজা হইতেন, তাঁহার অধিকার কালে ঐ চারি শ্রেণীর পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্ত হইয়া নূতন নাম হইত। এইরূপে বহু বার ঐ চারি শ্রেণীর নাম পরিবর্ত্ত হইয়া শেষে টিলিয়ন্টিস, হপ্‌লিটিস্, ইজিকরিস্ এবং আর্গেডিস্ এই চারি নাম হয়। এই চারি নাম বহু কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ছিল। উপাখ্যান লেখকেরা বলেন আয়োনিয় জাতির মূল পুরুষ আইয়ন ঐ চারি শ্রেণীর টিলিয়ন্টিস প্রভৃতি চারি নাম দেন। এই চারি নাম রূঢ় নহে, যৌগিক নাম। এই চারি নামের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অর্থ ছিল। এই চারি নাম দেখিয়া যে শ্রেণী যে ব্যবসায় করিত তাহা জানিতে পারা যায়। ব্যবসায়ানুসারেই ঐ চারি শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম করণ হয়। হপ্‌লিটিস শ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল। ইজিকরিস শ্রেণীর লোকেরা পশুপালন করিত এবং আর্গেডিস শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকার্য্য করিত। অভিজাত দলের লোকেরাই টিলিয়ন্টিস বলিয়া নির্দ্দেশিত হইত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারি বর্ণের যেরূপ পরস্পর ভেদজ্ঞান আছে, ঐ চারি শ্রেণীর সেরূপ ভেদজ্ঞান ছিল না। প্রথম প্রথম ঐ চারি শ্রেণীর যে কিছু ভেদজ্ঞান ছিল, কালক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইয়া যায়। ঐ চারি শ্রেণীর পরস্পর কন্যা আদান প্রদানাদি ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে থিসিউস আটিকা-

বাসী সমুদায় লোকের একতা সম্পাদিত করিয়া এথেন্স নগরের মহত্ত্ব স্থাপিত করিয়া যান।

আটিকার রাজত্ব তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত ছিল। রাজত্ব বিষয়ে সকলের সমান স্বামিত্ব ছিল। প্রধান ব্যক্তিরাই সমুদায় রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের নিয়মন ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতেন এবং সাধারণ লোকদিগকে ব্যবস্থা বলিয়া দিতেন। আটিকার রাজত্ব প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত ছিল বটে, কিন্তু তথায় রাজ নিয়োগ প্রথা অপ্রবর্ত্তিত ছিল না। প্রধান ব্যক্তিদিগের অন্যতম এক ব্যক্তি রাজপদে অভিষিক্ত হইতেন। প্রধান লোক ভিন্ন আটিকায় আর যত ছিল, তাহারা অধীন প্রজা বলিয়া পরিগণিত হইত। উহাদিগের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা ছিল না।

আটিকাবাসী প্রজাগণের অনৈক্য ছিল না। রাজা অথবা প্রধান ব্যক্তিরা অন্যায় ও অত্যাচার আরম্ভ করিলে প্রজাগণ একবাক্য হইয়া তাহার নিবারণ করিত। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে আটিকাবাসী সমুদায় প্রজা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। সেই চারি শ্রেণীর অবান্তর বিভাগ ছিল। প্রথমে প্রত্যেক শ্রেণী তিন তিন সম্প্রদায়ে পশ্চাৎ প্রত্যেক সম্প্রদায় ত্রিশ ত্রিশ অংশে বিভাজিত হয়। রাজ্য সংক্রান্ত এই সকল নিয়ম থিসিউসের কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু এই সকল নিয়ম এক সময়ে এক জনে করিয়াছিলেন, ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। নব্য ইতিহাস লেখকেরা স্থির করিয়াছেন পূর্ব্বোক্ত নিয়মসমূহ এক জনের কৃত নহে, আটিকাবাসীদিগের অবস্থা পরিবর্ত্ত সহকারে ক্রমে ক্রমে ঐ সকল নিয়মের সৃষ্টি হয়।

এথেন্স নগরে প্রধান ব্যক্তিদিগের একটী সভা ছিল। প্রধান লোকেরাই কেবল সেই সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতেন। সামান্য প্রজাগণ ঐ সভার সভ্যপদ প্রাপ্তি বিষয়ে নিরাকৃত ছিল। রাজকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে রাজা এবং রাজপুরুষদিগের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু রাজা কিম্বা রাজপুরুষগণ অন্যায় ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইলে অথবা প্রধান ব্যক্তিদিগের অনভিমত কর্ম্ম করিতে উদ্যত

হইলে প্রধান সভার সভ্যগণ বিরোধী হইতেন। প্রধান ব্যক্তি-দিগের সহিত রাজার সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হইত। রাজোপাধি বিলোপিত করাই প্রধান ব্যক্তিদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতএব, এথেন্সরাজ কোড্রসের মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্রগণ যৎকালে পৈতৃক রাজ্যাধিকার লইয়া পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হন, প্রধান ব্যক্তিরা সেই সময়ে সুযোগ পাইয়া রাজোপাধি বিলোপিত করিয়া দেন এবং রাজপদ পরিবর্ত্ত করিয়া (১) আর্কনপদ স্থাপন করেন। প্রথম প্রথম এক এক ব্যক্তি আর্কনপদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রথমে এই নিয়ম ছিল, যাঁহারা আর্কন পদে অধিষ্ঠিত হইতেন, তাঁহারা যাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু হইলে তাঁহাদিগের উত্তরাধিকারীগণ পৈতৃক আর্কন পদের অধিকারী হইতেন। আর্কন পদের প্রথম প্রতিষ্ঠা কালে যে সকল নিয়ম নিরূপিত হইয়াছিল, কালান্তরে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। যে সময়ে যে পরিবর্ত্ত হয় তাহার বিষয় ক্রমশঃ উল্লিখিত হইতেছে।

কোডরস বংশীয়েরাই প্রথম প্রথম আর্কন পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। কোডরসের পুত্র মিডন সর্ব্বপ্রথম আর্কন পদ প্রাপ্ত হন। তিনি জাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে এথেন্সনগরীয় প্রধান লোকেরা ঐ বংশের অপর এক ব্যক্তিকে তাঁহার পদে অভিষিক্ত করেন। এইরূপে কোডরসের বংশের বার জন একাদিক্রমে আর্কন পদ প্রাপ্ত হন। কোডরসের মৃত্যুর পর এথেন্স নগরে রাজোপাধি রহিত হইয়া নূতন প্রকার রাজ্য শাসন প্রণালী আরব্ধ হয়। কিন্তু পুরবাসী প্রধান লোকেরা ঐ অভিনব শাসন প্রণালীতে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁহাদিগের মনে মনে এই ইচ্ছা ছিল রাজশক্তি এক ব্যক্তির হস্তগত না থাকিয়া সকলের হস্তগত হয়। অতএব তাঁহারা আর্কন পদ রহিত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন কিন্তু একবারে রহিত না করিয়া প্রথমে ঐ পদের কাল পরিমাণ সংক্ষেপ করিয়া আনিলেন। পূর্ব্বে এই নিয়ম ছিল যিনি আর্কন

(১) আর্কন শব্দে বিচার কর্ত্তা প্রাড্ বিবাক বিশেষ।

পদ প্রাপ্ত হইতেন তিনি যাবজ্জীবন ঐ পদে থাকিতে পারিতেন। এক্ষণে সে নিয়ম রহিত হইয়া আর্কনপদ দশ বর্ষমাত্র স্থায়ী হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৭৫২ অব্দে এই নূতন নিয়ম হয়। তদবধি যিনি আর্কন পদ প্রাপ্ত হইতেন, তিনি দশ বৎসরের অধিক কাল ঐ পদে থাকিতে পারিতেন না। দশ বৎসর অতীত হইলে ঐ পদে অপর এক ব্যক্তি নিয়োজিত হইতেন। কিয়ৎকাল এই নিয়ম চলিয়া ছিল। এই নিয়মানুসারে চারি জন আর্কন পদ প্রাপ্ত হন। এই চারি জনই মিডনের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। চতুর্থ আর্কন হিপমিনিসের অসাধুতা নিবন্ধন আর্কন নিয়োগ বিষয়ক নিয়ম পুনর্ব্বার পরিবর্ত্তিত হইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৮৩ অব্দে নূতন নিয়ম হয়। তদবধি নয় জন করিয়া বর্ষে বর্ষে আর্কন পদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সমুদায় রাজশক্তি এক ব্যক্তির হস্তে ছিল। এক্ষণে সেই শক্তি নয় ব্যক্তির হস্তগত হইল। ঐ নয় ব্যক্তির প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র উপাধি এবং স্বতন্ত্র কার্য্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। নয় জনের মধ্যে যিনি সর্ব্ব প্রধান হইতেন, তাঁহার উপরে ব্যবহার দর্শন প্রভৃতি কতিপয় কর্ম্মের ভার সমর্পিত হইত। পূর্ব্বে রাজার উপরে যে সমস্ত পৌরোহিত্য ক্রিয়া নির্ব্বাহের ভার সমর্পিত ছিল, আর্কনপদস্থ দ্বিতীয় ব্যক্তি তৎসমুদায় নিষ্পাদন করিতেন। তৃতীয় ব্যক্তির উপরে সৈনাপত্য কর্ম্মের ভার ছিল। কিন্তু পারসীক সংগ্রামের পর ঐ ভার অন্যের উপরে সমর্পিত হয়। আর ছয় ব্যক্তি ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত ছিলেন।

রাজপদ উঠিয়া গেলে রাজশক্তি ফলে ফলে প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তেই পতিত হয়। প্রধান ব্যক্তিদিগের শাসন কালে প্রজাগণ অত্যন্ত অসুখী হইয়াছিল। তাঁহারা প্রজাগণের উপরে অত্যন্ত পীড়ন করিতেন। বিশেষতঃ আটিকা দেশে লিখিত ব্যবস্থাপদ্ধতি ছিল না, এবং প্রধান ব্যক্তিদিগের উপরেই ব্যবস্থাপন কর্ম্মের ভার সমর্পিত ছিল; এই উভয় কারণে প্রধান ব্যক্তিরা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন, তাহাতে প্রজাগণের কষ্টের পরিসীমা ছিল না। প্রজাগণ প্রধান ব্যক্তিদিগের উপরে নিতান্ত অসন্তুষ্ট ছিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচার নিবন্ধন প্রজাগণের যে কষ্ট হয়, সেই কষ্ট যথন

নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারা স্বতন্ত্র এক ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত আত্যন্তিক যত্ন করিতে লাগিল। তাহাদিগের যত্নেই ড্রেকো নামে এক ব্যক্তি খৃষ্টের পূর্ব্বে ৬২৪ অব্দে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত হইলেন। অসন্তুষ্ট প্রজাগণের সান্ত্বনা নিমিত্ত প্রধান ব্যক্তিদিগকে কাজেকাজেই ড্রেকোর নিয়োগ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিতে হইল। ড্রেকো ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া যে ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রস্তুত করিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ হইল। ব্যবস্থাপদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইলে প্রধান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কিন্তু ড্রেকো যে সমস্ত নিয়ম নিবদ্ধ করিলেন, তাহা প্রজাগণের নিতান্ত দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় গুরুতর অপরাধেই লোকের প্রাণ দণ্ড হইয়া থাকে; কিন্তু ড্রেকো যে নিয়ম করেন, তাহাতে সামান্য অপরাধেও প্রাণ দণ্ড হইত। ড্রেকোর এইরূপ সংস্কার ছিল, কি সামান্য অপরাধ, কি গুরুতর অপরাধ, সকল অপরাধেই প্রাণদণ্ড হইতে পারে; প্রাণ দণ্ড না করিলে অপরাধের সমুচিত দণ্ড করা হয় না। ফলতঃ তিনি ব্যবস্থাপকের কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া বহুতর নিষ্ঠুর নিয়ম করিয়া যান। এইরূপ কিম্বদন্তী প্রসিদ্ধ আছে, ড্রেকো যে যে নিয়ম করেন তাহা কালীতে লিখেন নাই, রক্তে লিখিয়াছিলেন। এই কিম্বদন্তী দ্বারা ড্রেকোর কৃত নিয়মাবলীর নিষ্ঠুরতার সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বোধ হয় তদানীন্তন লোকেরা ড্রেকোর কৃত নিয়মাবলীর নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা রটাইয়া দেয় যে, তৎকৃত নিয়মাবলী রক্তে লিখিত হইয়াছিল। কি কারণে তিনি তত নিষ্ঠুর নিয়ম করেন, অধুনা তাহা অবগত হওয়া যায় না। যাহা হউক, তৎকৃত নিয়মাবলী প্রজাগণের নিতান্ত বিদ্বিষ্ট হওয়াতে তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ইজিনা উপদ্বীপে প্রস্থান করেন এবং সেই স্থানে দেহ ত্যাগ করেন।

পূর্ব্বে প্রজাগণের মনে এই সংস্কার হয়, লিখিত ব্যবস্থাপদ্ধতি না থাকাতেই নগরীয় প্রধান ব্যক্তিরা আমাদিগের উপরে অত্যাচার করে; ব্যবস্থা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হইলে আর তাহারা

অত্যাচার করিতে পারিবে না। এই সংস্কার হওয়াতে তাহারা যত্নবান হইয়া ড্রেকোকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করে। কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদিগের অভীষ্ট লাভ হয় নাই। বরং প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচার পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচার উহাদিগের এত অসহ্য হইয়াছিল যে, রাজ্যভার যদি কোনরূপে প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তান্তরিত হইয়া কোন দুরাত্মার হস্তে পতিত হয়, তাহাও উহাদিগের অনভীষ্ট ছিল না। প্রধান দলের মধ্যে কাইলন নামে এক ব্যক্তি প্রজাগণের বিরাগ দর্শন করিয়া রাজ্যলুব্ধ হইল এবং মনে মনে বিবেচনা করিল প্রজাগণ এক্ষণে প্রধান ব্যক্তিদিগের বিপক্ষ হইয়াছে, এখন রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হইলে প্রজাগণ কখনই প্রধান ব্যক্তিদিগের সহায়তা করিবে না, অতএব যদি আমি এ সময়ে রাজ্য লাভের চেষ্টা করি তাহা হইলে কৃতকার্য্য হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া সে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬১২ অব্দে রাষ্ট্রবিপ্লাবনে উদ্যত হইল। মেগারার রাজ্যাপহারী থিয়াজিনিস সাহায্য দান করিবে অঙ্গীকার করিয়াছিল। কাইলন সেই সাহায্য প্রাপ্তির আশয়ে উৎসাহী হইয়া রাষ্ট্রবিপ্লাবনে প্রবৃত্ত হইল। কাইলন উচিত সময়ে স্বাভীষ্ট সম্পাদনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে পারে নাই। থিয়াজিনিস কতগুলি সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, সেইগুলি লইয়াই কাইলন এথেন্সের দুর্গ অধিকার করিল। আটিকাবাসী প্রধান ব্যক্তিরা অকস্মাৎ বিষম বিপদ উপস্থিত দেখিয়া চতুর্দ্দিক হইতে সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাইলনকে দুর্গমধ্যে অবরোধ করিল। কাইলন এবং তাহার ভ্রাতা উভয়ে সুযোগক্রমে তথা হইতে পলায়ন করিল। কিন্তু কাইলনের সহচরগণ পলাইতে পারিল না। তাহারা দুর্গমধ্যেই নিরুদ্ধ রহিল। শেষে, আর্কন মেগাক্লিস তাহাদিগের প্রাণহত্যা করিবেন না এই অঙ্গীকার করাতে তাহারা তাঁহার হস্তে আত্ম সমর্পণ করিল। কিন্তু আর্কনেরা অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। উহাদিগকে স্বহস্তে প্রাপ্ত হইয়াই বধ করিলেন। যাহারা প্রাণের ভয়ে ইয়ুমিনাইডিস্ দেবীর মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাও অব্যাহতি প্রাপ্ত হইল না। মে-

গাক্লিসের অভিমতে এই গুরুতর পাপ কর্ম্ম আচরিত হয়। তন্নিমিত্ত সকল লোকেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইল। গ্রীস দেশে এই নিয়ম ছিল কেহ দেবস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সে অবধ্য হইত। দেব দ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিষয়ান্তরে বিনিয়োগ করা এবং দেবতা স্থানের শরণগ্রাহী ব্যক্তিকে বধ করা ইত্যাদি কর্ম্ম গ্রীস দেশীয়েরা দেবদ্বেষী অধার্ম্মিক লোকের কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিত। যে ব্যক্তি মোহ প্রযুক্ত ঐ সকল কর্ম্ম করিত, সে জনসমাজে সাতিশয় নিন্দনীয় এবং সকলের অশ্রদ্ধেয় হইত। যে সকল ব্যক্তি শরণার্থী হইয়া দেবতা স্থান আশ্রয় করিয়াছিল, মেগাক্লিসের অভিমতে তাহাদিগের বধ সাধন হওয়াতে সকল লোকে মেগাক্লিসের উপরে অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিল। মেগাক্লিস দেবদ্বেষ্টা বলিয়া সর্ব্বত্র নিন্দিত এবং ঘৃণিত হইতে লাগিলেন। হতাবশিষ্ট কাইলনের বান্ধবগণ সুযোগ পাইয়া প্রজাগণের কোপোদ্দীপন করিতে লাগিল। উহারা সর্ব্বত্র এই কথা বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মেগাক্লিসের পাপেই এথেন্স নগরের এত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। মেগাক্লিস নিষিদ্ধের আচরণ করাতে দেবগণ কুপিত হইয়াছেন, তাহাতেই এত বিপদ্ ঘটনা হইতেছে। কাইলনের বান্ধবগণের এই বাক্য, যোগ্য অবসরে প্রযুক্ত হওয়াতে সমধিক ফলোপধায়ী হইল। একে প্রজাগণের মনে (১) উপধর্ম্ম নিবন্ধন ভয়

(১) উপধর্ম্ম শব্দে কল্পিত ধর্ম্ম; অনীশ্বরে ঈশ্বর জ্ঞান। অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মের আরাধনাই যথার্থ ধর্ম্ম। মানুষ ভ্রম প্রযুক্ত যথার্থ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া ঈশ্বর বোধে কল্পিত দেবগণের যে পূজা ও আরাধনা করে তাহাই উপধর্ম্ম শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। উপধর্ম্ম নিবন্ধন মানুষের বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হয়। উপধর্ম্ম হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে মানুষের তত্ত্বানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা থাকে না। তত্ত্বানুসন্ধান ব্যতিরেকেও মানুষের সুখী হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন কালে গ্রীস দেশীয়দিগের মন উপধর্ম্ম প্রভাবে নিতান্ত বিমোহিত ছিল। অতএব তাহারা আপোলো, জিউস, মিনর্ব্বা প্রভৃতি কল্পিত দেব দেবীর পূজায় রত হয়। কোন নূতন ঘটনা হইলে, তাহারা তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত না। তাহারা আপোলো ও জিউস প্রভৃতি কল্পিত দেব দেবীর পূজক ও পূজয়িত্রীদিগের নিকটে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিত। পূজক ও পূজয়িত্রীগণ অস্পষ্ট উত্তর প্রদান করিয়া বলিত, আরাধ্য দেবতার এই অনুমতি হইয়াছে তোমরা এইরূপ অনুষ্ঠান কর। এইরূপে পূজক ও পূজয়িত্রীগণ গ্রীস দেশীয়দিগকে প্রবঞ্চনা করিয়া স্বার্থ

জন্মিয়াছিল, তাহাতে আবার কাইলনের বান্ধবগণের উদ্দীপক বাক্যের যোগ হওয়াতে তাহাদিগের সেই ভয় অধিকতর বর্দ্ধিত হইল। রাজ্য মধ্যে পূর্ব্বে যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, প্রজাগণের মনে উপধর্ম্ম নিবন্ধন ভয়ের সমধিক প্রাদুর্ভাব হওয়াতে সেই গোলযোগের অতিশয় বৃদ্ধি হইল। শেষে এরূপ হইয়া উঠিল যে, সত্বর কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উপস্থিত গোলযোগ নিবারণ না করিলে রাজ্য ছার খার হইয়া যায়।

তাদৃশ সঙ্কট সময়ে নগর রক্ষা করিতে পারেন এরূপ লোক এথেন্সনগরে তৎকালে সোলন ভিন্ন অন্য কেহ ছিলেন না। সোলনের উপরেই সকলের চোখ পড়িল। সোলন অতি বিজ্ঞ এবং অতি বিনীত ছিলেন। সোলনের গুণাবলী কাহারও অবিদিত ছিল না। অতএব সকল লোকেরই মনে এরূপ আশা জন্মিল যদি সোলন কর্ণধার হন, তাহা হইলে আমরা এ বিপদ সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারি। সোলনেরও যে প্রকার গুণ ছিল তাহাতে তিনি যে, তাহাদিগের আশা পূর্ণ করিতে পারিবেন তাহারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। সোলন এক্‌সিসেষ্টিডিসের পুত্র, কোড্রসের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সোলন দীর্ঘকাল স্বদেশে ছিলেন না, দেশ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অমূল্য জ্ঞানরত্ন উপার্জ্জন করিয়া এবং নানা দেশের প্রধান প্রধান লোকদিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া দীর্ঘকাল পরে স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কাইলনের বিদ্রোহানুষ্ঠান নিবারণের অব্যবহিত পরেই সোলন স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। দেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দেশের দুর্দ্দশার পরিসীমা নাই; সকলই

সাধন করিত। গ্রীস দেশীয়েরা তাহাদিগের বাক্যে প্রতারিত হইয়া যথার্থ কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইত না, সুতরাং আপনারদিগের ক্লেশের নিরাকরণ করিতে পারিত না। প্রধান ব্যক্তিদিগের অত্যাচারে এবং কাইলনের ধূর্ত্ততায় এথেন্সনগরীয়দিগের যে কষ্ট হয়; তাহারা তাহা বুঝিতে না পারিয়া উপধর্ম্ম প্রভাবে মনে করিল দেবগণের কোপেই এথেন্সনগরের দুর্দ্দশা ঘটিতেছে। এই মনে করিয়া এথেন্স নগরীয়েরা মেগাক্লিস ও তাঁহার সহচরগণকে অকারণ স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেয় এবং আপনারাও অনর্থক কষ্ট পায়। এইরূপ উপধর্ম্ম প্রভাবে বহু স্থলে বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হয়।

ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিত। তাহাতে প্রধান ব্যক্তিদিগের যথেষ্ট লাভ ছিল। কিন্তু পূর্ব্বরীতির পরিবর্ত্ত হইলে উহাদিগের লাভাংশের ক্ষতি হয়। অতএব যাহাতে পূর্ব্বরীতির পরিবর্ত্ত না হয় উহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। এইরূপে উভয় পক্ষ আপন আপন ইষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে তুমুল কলহ উপস্থিত হইল। সোলন উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া তাঁহাকে মধ্যস্থ করিল। সোলন খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৯৪ অব্দে আর্কন উপাধি প্রাপ্ত হইয়া নূতন রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপন করিবার এবং নূতন ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রস্তুত করিবার সম্পূর্ণ ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি ব্যবস্থাপন কার্য্যের ভার প্রাপ্ত হইয়া যে যে নূতন নিয়ম করেন, তাহার বিষয় নিম্নে উল্লিখিত হইতেছে।

ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন প্রজাগণের যথেষ্ট কষ্ট হইতে ছিল, সোলন সেই কষ্ট দূর করিবার নিমিত্ত অগ্রে ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের সংশোধন বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। এথেন্সনগর প্রচলিত ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের এক প্রকরণে এই বিধি ছিল, যদি অধমর্ণ ঋণপরিশোধে অসমর্থ হয় তাহা হইলে উত্তমর্ণ তাহাকে রুদ্ধ করিয়া দাসবৎ বিক্রয় করিতে পারিবে। যে অংশে এই বিধি ছিল সোলন তাহা রদ করিলেন। ঋণাদান বিষয়ক নিয়মের ঐ নিষ্ঠুর অংশ রহিত হওয়াতে অনর্থের মূল এককালে উৎপাটিত হইল। অসমর্থ অধমর্ণদিগের যে সকল ভূমি বন্ধক ছিল, সোলন মুক্ত করিয়া দিলেন। সোলনের প্রযত্ন দ্বারা অধমর্ণের পক্ষে বহুতর উপকার হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহাতে উত্তমর্ণের পক্ষে আত্যন্তিক ক্ষতি হয় সোলন এরূপ করেন নাই। ফলতঃ তিনি কোন পক্ষের অন্যায় ও অহিত না করিয়া সকল বিষয়ের সামঞ্জস্য করিয়াছিলেন।

যে সকল বিষয়ের অগ্রে মীমাংসা করা অত্যন্ত আবশ্যক, সোলন প্রথমে তাহার মীমাংসা করিয়া পশ্চাৎ অন্য অন্য বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন। ডেকো যে সকল নিয়ম নিবন্ধ করিয়া যান সোলন তাহার সমুদায়ই প্রায় রহিত করিলেন। হত্যাবিষয়ক

ড্রেকোর যে যে নিয়ম ছিল, তাহাই কেবল অপরিবর্ত্তিত রহিল। যাহারা পূর্ব্বে এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল, সোলনের কৃত নিয়ম দ্বারা তাহাদিগের নির্ব্বাসনাজ্ঞা রহিত হইল। তাহারা পুনরায় এথেন্সনগরে প্রত্যাগমন করিল। বিদেশীয় যে সকল ব্যক্তি আপন আপন জন্মভূমির সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরিবার লইয়া এথেন্সনগরে বাস করিয়াছিল, তাহারা এথেন্সের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইল। এথেন্সের নাগরিক ব্যক্তিদিগের যে যে বিষয়ে যেরূপ অধিকার ছিল, উহাদিগেরও সেই সেই বিষয়ে সেইরূপ অধিকার জন্মিল। সোলনের পূর্ব্বে এথেন্সনগরে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যাহার যেমন বংশে জন্ম হইত সে তদনুরূপ বিষয়ে এবং তদনুরূপ কর্ম্মে অধিকারী হইত। প্রধান বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম স্বতন্ত্র এবং হীন বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিদিগের কর্ম্ম স্বতন্ত্র নিরূপিত ছিল। প্রধান বংশে উৎপন্ন ব্যক্তিরা প্রধান বিষয়ে এবং প্রধান কর্ম্মে অধিকারী ছিল। অপেক্ষাকৃত হীন বংশজাত ব্যক্তিরা অপেক্ষাকৃত হীন বিষয়ে এবং হীন কর্ম্মে অধিকারী হইত। সোলন জন্মানুসারিণী পদমর্য্যাদা পরিবর্ত্তিত করিয়া বিভবানুসারিণী পদমর্য্যাদার নিয়ম করিয়া দিলেন। যাহার অপেক্ষাকৃত অধিক বিষয় ছিল, সে অপেক্ষাকৃত প্রধান কর্ম্মের অধিকারী হইল। যাহার অপেক্ষাকৃত বিষয় অল্প ছিল, সে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কর্ম্মে অধিকারী হইল। সোলন বিভবানুসারিণী পদমর্য্যাদার নিয়ম করাতে এথেন্স নগরীয়দিগের বহু অনর্থের মূল জন্মনিবন্ধন অভিমান কালান্তরে উন্মূলিত হইতে এরূপ সম্ভাবনা হইল। পূর্ব্বে যে হীন জাতির যে কর্ম্মে অধিকারলাভ মনোরথের অবিষয় ছিল, এক্ষণে সেই জাতির সেই কর্ম্মে অধিকার প্রাপ্তি সহজ হইয়া উঠিল। যে ধন সঞ্চয় করিতে পারিবে সেই ব্যক্তিই উচ্চ কর্ম্মে অধিকারী হইবে, এই নিয়ম করিয়া সোলন অতি হীন জাতিরও উচ্চ প্রাপ্য উচ্চ কর্ম্মের অধিকারী হইবার পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

সোলন বিভবানুসারিণী পদমর্য্যাদার নিয়ম করিয়া কি প্রধান কি অপ্রধান এথেন্সনগরের যাবতীয় লোককে স্ব স্ব বিভবানুসারে

চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিলেন। পাঁচশত (১) মিডিম্‌নস্‌ পরিমিত শস্য অথবা অন্য দ্রব্য যাহাদিগের বার্ষিক আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহারা প্রথম শ্রেণীভক্ত হইল। তিন্‌ শত মিডিম্‌নস্‌ যাহাদিগের বার্ষিক আয়, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীর, এবং যাহাদিগের দেড়শত মিডিম্‌নস্‌ বার্ষিক আয়, তাহারা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত হইল। তৃতীয় শ্রেণীর আয় অপেক্ষা যাহাদিগের আয় কম ছিল, তাহারা চতুর্থ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইল। রাজ্যের মধ্যে যত প্রধান রাজকর্ম্ম ছিল তৎসমুদায় প্রথম শ্রেণীর লোকেরাই প্রাপ্ত হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজকর্ম্ম প্রাপ্ত হইতে পারিত। যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল সেই শ্রেণীর অনুসারেই তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্ধারিত হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা যুদ্ধ কালে অশ্বারোহ সৈন্যের, তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা গুরু শস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যের, চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা লঘু শস্ত্রধারী পদাতিক সৈন্যের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিত।

এথেন্সনগরীয় সাধারণ সভায় পূর্ব্বোক্ত চারি শ্রেণীর লোকই সভ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ সভায় কাহারও গৌরবের এবং সম্মানের ন্যূনাতিরেক ছিল না। প্রধান সভার সভ্যগণ যে সমস্ত বিষয় কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন তৎসমুদায় সাধারণ সভার বিবেচনার্থ সমর্পিত হইত। সেই সকল প্রস্তাবিত বিষয়ের কোন অংশ পরিবর্ত্ত করিবার কিম্বা তাহাতে কিছু নূতন যোগ করিবার আবশ্যকতা হইলে সাধারণ সভার সভ্যগণ পরিবর্ত্ত ও যোগ করিতে পারিতেন। সোলনের পূর্ব্বে প্রাড্‌বিবাকদিগের হস্তে যে সকল ক্ষমতা অর্পিত ছিল, সোলনের কৃত নিয়ম দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই; বিশেষের মধ্যে এই মাত্র হইয়াছিল, তাঁহারা আপন আপন ক্ষমতানুসারে যে যে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন, আবশ্যক হইলে নাগরিক লোকদিগের নিকটে তাহার কারণ প্রদর্শন করিতে হইত। অপর, প্রাড্‌বিবাকদিগের উপরে ব্যবহার দর্শনাদি কর্ম্মের যে ভার ছিল তাহারও পরিবর্ত্ত হয় নাই; কিন্তু প্রাড্‌বিবাকেরা বিচার করিয়া যে আজ্ঞা দিতেন, অর্থী ও

(১) প্রায় পঁয়ত্রিশ সের পরিমাণ।

প্রত্যর্থী উভয়ের অন্যতর কোন ব্যক্তি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলে সে নাগরিক লোকদিগের নিকটে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করিতে পারিত।

এথেন্সনগরে বিউলি নামে এক মহতী সভা ছিল। কোন ব্যক্তি প্রথমে ঐ সভা স্থাপন করেন, অধুনা অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীন কালের লোকদিগের এইরূপ সংস্কার ছিল, সোলন ঐ সভা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সভার চারি শত সভ্য সংখ্যা নিয়মিত ছিল। চতুর্থ শ্রেণীর লোক ব্যতিরেকে আর তিন্ শ্রেণীর লোক ঐ সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইত। সভ্য নিয়োগ কালে যে সে সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতে পারিত না। সভ্যপদাকাঙ্ক্ষী-দিগের বয়স ও সঙ্গতির বিবেচনা ছিল। যাহার বয়স ত্রিশ বৎস-রের ন্যূন, সে ব্যক্তি ঐ সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইত না। যাঁহারা সভ্যপদ প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারা এক বৎসরের অধিক তৎপদে থাকিতে পারিতেন না। সভ্যগণ অন্যায় করিলে বৎসরান্তে নাগ-রিক লোকদিগের নিকটে তাহার বিচার হইত। রাজ্যসংক্রান্ত যে সকল বিষয় সাধারণ সভার বিবেচনার্থ সমর্পিত হইত, বিউলি নামে মহাসভার সভ্যগণ প্রথমে সেই সকল বিষয়ের পাণ্ডুলেখ্য করিতেন। এই কর্ম্মই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত ছিল। করাদান প্রভৃতি অন্য অন্য কর্ম্মের ভারও তাঁহাদিগের উপরে সমর্পিত ছিল। এথেন্সনগরে এরিয়োপেগস নামে যে আর এক সভা ছিল, অনেকে বলেন তাহাও সোলনের স্থাপিত। কিন্তু আটিকাদেশের প্রসিদ্ধ উপাখ্যান পাঠ দ্বারা অবগত হওয়া যায় ঐ সভা সোলনের পূর্ব্বাবধি এথেন্সনগরে স্থাপিত ছিল। ঐ সভার উপরে যে যে কর্ম্মের ভার ছিল, তাহা এক্ষণে বিশেষরূপে জা-নিতে পারা যায় না। অন্যের অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গভেদ, গৃহে অগ্নিদান বিষদান, হত্যা প্রভৃতি যে সকল গুরুতর গর্হিত কর্ম্ম রাজ্যমধ্যে অনুষ্ঠিত হইত, এরিয়োপেগসের সভ্যগণের উপরে তাহার তত্ত্বা-বধান ও বিচার করিবার ভার সমর্পিত ছিল।

এথেন্সনগরীয় যে সাধারণ সভার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হই-য়াছে, তাহার সভ্যগণ প্রতিমাসে এক এক বার সভাসনে উপ-

বিষ্ট হইয়া স্বকর্ত্তব্য কর্ম্মের আলোচনা করিতেন। সমুদায় কার্য্যই সভ্যগণের মতগ্রহণসাপেক্ষ ছিল। সভ্যগণ মত প্রদান কালে বাক্য দ্বারা আপন আপন মত ব্যক্ত না করিয়া হাত তুলিয়া মত ব্যক্ত করিতেন। মতগ্রহণকালে কে কোন্ শ্রেণীর লোক এ বিবেচনা হইত না। সকলেরই মত তুল্যরূপে পরিগৃহীত হইত। দরিদ্র এবং ধনী বলিয়া মতের বলাবল বিবেচনা ছিল না। সভা স্থলে ধনবান্ ব্যক্তির মতের যেমন গৌরব, এক জন সামান্য দরিদ্র প্রজার মতেরও তেমনি গৌরব ছিল। সভ্যগণের মধ্যে কেহ বক্তৃতা করিতে চাহিলে বক্তৃতা করিতে পারিতেন। কিন্তু যাঁহাদিগের বয়স পঞ্চাশতের অধিক, তাঁহারা অগ্রে বক্তৃতা করিতেন। বিংশতি বর্ষের ন্যূনে কেহ সাধারণ সভার সভ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া সভার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন না।

এথেন্সনগরে হেলায়িয়া নামে একটী প্রধান ধর্ম্মাধিকরণ ছিল। ছয় হাজার লোক ঐ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারাসনে আসীন হইয়া ব্যবহার দর্শন করিত। যাহারা প্রথম নিয়োজিত হইত, তাহারাই চিরকাল তৎপদে অধিষ্ঠিত থাকিত না। বর্ষে বর্ষে ছয় হাজার করিয়া লোক বিচারকের পদে নিয়োজিত হইত। নগরের কোন ব্যক্তিরই ঐ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারক পদ প্রাপ্তি নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম না হইলে কেহ ধর্ম্মাসনে আসীন হইতে পারিতেন না। সোলনের এরূপ অভিপ্রায় ছিল না যে, প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে সামান্য বিষয়ের বিচার হয়। যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠান হইলে প্রচলিত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং রাজকীয় বিধির বিরুদ্ধ ব্যবহার হইবার সম্ভাবনা হইত, প্রধান ধর্ম্মাধিকরণে সচরাচর সেই সকল বিষয়েরই বিচার হইত।

মানুষের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না, ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। অবস্থার পরিবর্ত্ত সহকারে পূর্ব্বতন নিয়মাদির পরিবর্ত্তন আবশ্যক হয়। সোলন পরিণামদর্শিতাগুণ প্রভাবে ইহা বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। অতএব তিনি নাগরিক লোকদিগের উপরে নিয়ম পরিবর্ত্তন করিবার এবং নিয়মের দোষ সংশোধন করিবার ভার সমর্পণ করিয়া যান। নাগরিক লোকেরা আবশ্যক

হইলে, পূর্ব্ব নিয়মাদির পরিবর্ত্তন এবং দোষ সংশোধন করিত। এথেন্স নগরে এই নিয়ম ছিল সন্তানের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত মাতাপিতা আপন আপন সন্তানের শিক্ষা কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতেন। ষোড়শ বর্ষের পর দুই বৎসর কাল উহারা ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা করিত। ব্যায়াম ও অস্ত্র শিক্ষা কালে উহাদিগকে অত্যন্ত কঠিন নিয়মের পরতন্ত্র থাকিতে হইত। উহাদিগকে ব্যায়াম ও অস্ত্র শিখাইবার নিমিত্ত রাজ্যতন্ত্র হইতে স্বতন্ত্র লোক নিয়োজিত হইত। তাহারাই ব্যায়াম ও অস্ত্র বিষয়ক শিক্ষা দান করিত। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে পর উহাদিগকে কেবল অস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত। অষ্টাদশ বর্ষের পর উহারা নাগরিক পদ প্রাপ্ত হইত। এথেন্সের নাগরিক লোকেরা যে যে বিষয়ে এবং যে যে কর্ম্মে অধিকারী ছিল, উহারা সেই সেই বিষয়ে এবং সেই সেই কর্ম্মে অধিকারী হইত। ষাটি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত উহাদিগকে যুদ্ধে যাইতে হইত।

এথেন্সনগরে স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষার প্রথা ছিল না। এথেন্স-নগরীয়েরা স্ত্রীগণের বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত বিরাগই প্রদর্শন করিত। স্ত্রী লেখা পড়া শিখিলে তৎ সহবাসে স্বামীর যে অতুল আনন্দ সুখ লাভ হইয়া থাকে, এথেন্স নগরীয়েরা তাহাতে বঞ্চিত ছিল। এথেন্সনগরীয় স্ত্রীগণের প্রকাশিত স্থলে গমন অনুমত ছিল না।

আটিকা দেশ সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী। আটিকাদেশ সমুদ্রের নিকটস্থ দেখিয়া সোলিন এই বিবেচনা করিলেন, এ দেশে নৌবিদ্যার বিলক্ষণ অনুশীলন হইতে পারে; এ দেশের লোক যদি নৌবিদ্যার অনুশীলন করে, তাহা হইলে দেশের উত্তরোত্তর সৌভাগ্য সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি আটিকা দেশে জাহাজ নির্ম্মাণ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিলেন এবং এই নিয়ম প্রচার করিয়া দিলেন যে, জাহাজ সকলের ব্যবহার যোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত যত দ্রব্য ও যত লোক আবশ্যক, দেশীয় লোকদিগকে তৎ সমুদায় যোগাইতে হইবে। পূর্ব্বে আটিকাদেশবাসী সমুদায় লোকের চারি শ্রেণীতে বিভাগের কথা উল্লিখিত

হইয়াছে। এই চারি শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী বার বার অংশ করিয়া সমুদায়ে আট্‌চল্লিশ অংশে বিভক্ত হয়। সোলন সেই আট্‌চল্লিশ অংশের প্রত্যেকের উপরে এক এক জাহাজের আবশ্যক দ্রব্য ও লোক যোগাইবার ভার সমর্পণ করিলেন।

বাণিজ্য ও শিল্প এই উভয় কার্য্যের যাহাতে সমধিক বৃদ্ধি হয়, সোলন তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ ছিলেন। বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের সমাগম ও বসতি না হইলে স্বদেশীয় বাণিজ্য এবং শিল্প কার্য্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয় না। সোলনের এই সংস্কার হওয়াতে তিনি বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি সাতিশয় সাদর ব্যবহার করিতেন। বিদেশীয় যে সকল ব্যক্তি আটিকায় আসিয়া বাস করিত, সোলন বিবিধ যত্নে তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এক দেশের লোক যদি দেশান্তরে গিয়া বসতি করে, তাহা হইলে সে সেদেশের লোকের ন্যায় সকল কর্ম্ম এবং সকল বিষয়ে অধিকারী হয় না; বিশেষতঃ সে বিদেশীয় বলিয়া সকলের উপেক্ষিত হয়; অনেক স্থলে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু যে সকল বিদেশীয় ব্যক্তি আটিকায় গিয়া বসতি করিত, তাহারা সোলনের শাসনানুসারে সর্ব্বত্র সমাদৃত হইত এবং আটিকাবাসীদিগের ন্যায় কোন কোন বিষয়ের এবং কোন কোন কর্ম্মের অধিকার প্রাপ্ত হইত। বিদেশীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি সোলনের এইরূপ সস্নেহ ও সাদর ব্যবহার থাকাতে বিদেশীয় বহু ব্যক্তি আটিকায় গিয়া বসতি করে; তাহাতে শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। যে সকল বিদেশীয় লোক আটিকায় বসতি করিত, তাহাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া কেবল কিছু কিছু কর প্রদান করিতে হইত।

সোলনের পূর্ব্বে আটিকাদেশে দাসগণের যে অবস্থা ছিল সোলনের কৃত নিয়ম দ্বারা তাহার কোন পরিবর্ত্ত হয় নাই। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানের দাসগণের অবস্থা অপেক্ষা আটিকাদেশীয় দাসগণের অবস্থা অনেক উত্তম ছিল বটে, কিন্তু সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট ছিল না। কোন কোন বিষয়ে আটিকাদেশীয়েরা দাসগণের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। ঐ

নিষ্ঠুর ব্যবহার আটিকাদেশীয় রাজকীয় বিধির অনুমোদিত ছিল না। যে বিধির অনুমোদিত ছিল, সোলন তাহা রহিত করেন নাই। সোলন এমন বিজ্ঞ হইয়াও তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত করিলেন না কেন ? ইহার উত্তর দান স্থলে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মানুষ কখন সর্ব্বতোভাবে ভ্রম প্রমাদ শূন্য হইতে পারে না। সোলন কেবল ভ্রম বশতই উক্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত করেন নাই। গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানের লোকদিগের ঐ বিষয়ে যেরূপ কুসংস্কার ছিল, সোলনও ঐ বিষয়ে সেইরূপ কুসংস্কার পরতন্ত্র ছিলেন; অন্য অন্য স্থানের লোক অপেক্ষা ঐ বিষয়ে তিনি উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন নাই।

সোলন যে যে নিয়ম নিবদ্ধ করেন, তৎসমুদায় কাষ্ঠ ফলকে ক্ষোদিত হইয়া প্রথমে এথেন্সের দুর্গ মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল, পশ্চাৎ অধিকতর সুবিধার নিমিত্ত প্রাইটানিয়ম নামক প্রধান সভার উপবেশন স্থানে স্থাপিত হয়। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে ব্যবস্থাপন ক্রিয়া পরিসমাপ্ত হইলে পর সোলন দেশ ভ্রমণ করিতে গমন করিয়াছিলেন। দশ বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন নাই। সোলন যে সময়ে দেশ ভ্রমণ করেন, সেই সময়ে লিডিয়ার অধিপতি ক্রিসস এবং ইজিপ্টের অধিপতি আমেসিস্ এই উভয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৬২ অব্দে সোলন এথেন্সনগরে ফিরিয়া আইলেন। এথেন্সে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন দেশের মধ্যে তিনটী দল হইয়াছে; তিন্ দলেই পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তাঁহার কৃত রাজ্যশাসন প্রণালী এবং তৎকৃত ব্যবস্থাপদ্ধতির উৎসাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে; তিন্ জন প্রধান লোক তিন্ দলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন; লাইকর্গস্ এক দলের, মেগাক্লিস্ দ্বিতীয় দলের এবং পিসিষ্ট্রেটস তৃতীয় দলের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সোলন বিবাদ শান্তি করিয়া পরস্পরের ঐক্য সম্পাদন নিমিত্ত বিস্তর যত্ন পাইলেন, কিন্তু তাঁহার যত্ন বিফল হইল।

পিসিষ্ট্রেটসের অতিশয় বক্তৃতাশক্তি এবং দানশক্তি ছিল। তিনি ঐ উভয় গুণদ্বারা প্রজাগণকে বশীভূত করিয়া স্বয়ং রা-

জ্যেশ্বর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এক দিবস তিনি স্বয়ং স্বশরীরে আঘাত করিয়া, বিপক্ষগণই যেন বাস্তবিক তাঁহার শরীরে আঘাত করিয়াছে এইরূপ ভান করিয়া, প্রজাগণের সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইলেন এবং আপনার শরীরে আঘাত চিহ্ন দেখাইয়া এই কথা কহিলেন, আমি সর্ব্বদা তোমাদিগের হিত চেষ্টা করি বলিয়া আমার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে; বিপক্ষগণ আমাকে আক্রমণ করিয়া এই আঘাত করিয়াছে। প্রজাগণ তাঁহার কল্পিত বাক্যে ভুলিয়া গেল এবং তাঁহার শরীরে আঘাত চিহ্ন দর্শন করিয়া সেই আঘাত বাস্তবিক শক্রকৃত বোধ করিয়া তাঁহার শরীর রক্ষার্থ এক দল সৈন্য নিয়োগের অনুমতি করিল। পিসিস্ট্রেটস সেই সৈন্য হস্তগত করিয়া দুর্গ অধিকার করিলেন। মেগাক্লিস এবং তাঁহার বান্ধবগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। রাজ্যাপহরণোদ্যত পিসিস্ট্রেটস কোন রূপে স্বাভীষ্ট সাধনে সমর্থ না হন, সোলন অগ্রে এই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তদবধি তিনি আর রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। লাইকর্গস এবং তাঁহার বান্ধবগণ তৎকালে শান্তভাবে রহিলেন। অতএব লোকে বোধ করিতে লাগিল যে, তাঁহারা পিসিস্ট্রেটসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৬০ অব্দে পিসিস্ট্রেটসের অন্যায়গৃহীত রাজত্ব আরম্ভ হইল।

পিসিস্ট্রেটস অতিশয় চতুর ছিলেন, রাজাপদ হস্তগত হওয়াতেই সন্তুষ্ট হইলেন; লোকের নিকটে ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করা অনাবশ্যক এবং অনিষ্টফলক বিবেচনা করিয়া রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন না। তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সামান্য লোকের ন্যায় থাকিতেন। তিনি মধ্যে মধ্যে সোলনকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। সোলন রাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৫৯ অব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। রাজ্যপদ পিসিস্ট্রেটসের হস্তগত হইল বলিয়া লাইকর্গস ভগ্নোৎসাহ হন নাই। তিনি শুভ সময় প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন। সুসময় উপস্থিত হইলে তিনি মেগাক্লিসের সহিত যোগ করিয়া

পিসিস্ট্রেটসকে এথেন্স হইতে তাড়াইয়া দিলেন। পিসিস্ট্রেটসের অন্যায়োপাত্ত রাজত্ব এক বৎসরের বড় অধিক কাল ছিল না।

লাইকর্গস এবং মেগাক্লিস উভয়ে একপরামর্শী হইয়া পিসিস্ট্রেটসকে এথেন্সনগর হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন এবং স্বহস্তে রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়া আপনারা রাজত্ব করিতে লাগিলেন। প্রজাগণ তাঁহাদিগের উভয়ের উপরেই বড় তুষ্ট ছিল না। উভয়ের পরস্পর প্রণয়ও ছিল না। কিরূপে পরস্পর পরস্পরের হস্ত হইতে মুক্ত হইবেন, উভয়ের আন্তরিক এই চেষ্টা ছিল। মেগাক্লিসের মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে তিনি পিসিস্ট্রেটসের সহিত যোগ করিলেন; তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং তাঁহার পূর্ব্বপদ প্রাপ্তি বিষয়ে সম্পূর্ণ সহায়তা করিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। পিসিস্ট্রেটস তন্মত প্রবিষ্ট হইয়া এথেন্সে প্রত্যাগমন করিলেন এবং নিজ শ্বশুরের সহায়তা দ্বারা স্বপদ প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু অনতিদীর্ঘ কাল মধ্যেই উভয়ের প্রণয় ভঙ্গ হইয়া গেল। পিসিস্ট্রেটস মেগাক্লিসের কন্যার সহিত পরিণীতা পত্নীর ন্যায় ব্যবহার না করাতে মেগাক্লিস এবং তাঁহার বান্ধবগণ সেই অপমানে অতিশয় কুপিত হইয়া লাইকর্গসের সহিত পুনর্ব্বার যোগ করিলেন। সকলে ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া পিসিস্ট্রেটসকে পুনরায় নগর হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন।

পিসিস্ট্রেটস এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া ইরিট্রিয়ায় গমন করিলেন এবং, আর কখন নষ্ট রাজ্যের উদ্ধার চেষ্টা করিবেন না এই সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হিপিয়েস সর্ব্বদা তাঁহার উৎসাহ শক্তির সন্ধুক্ষণ করাতে ঐ চেষ্টায় তাঁহার পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মিল। এথেন্সনগর আক্রমণের উদ্যোগ হইতে লাগিল। পিসিস্ট্রেটস গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী স্বসদৃশ রাজ্যাপহারী অন্য অন্য রাজগণের সহিত যোগ করিলেন। এইরূপে উদ্যোগ করিতে করিতে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। শেষে তিনি একদল বেতনভুক্ সৈন্য লইয়া ম্যারাথনে উপনীত হইলেন। বিপক্ষগণ তাঁহার আগমন সমাচার শ্রবণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। এথেন্স হইতে ম্যারাথনে যাই-

বার পথিমধ্যে উভয় সেনাদলের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধকাল কর্ত্তব্য সমুচিত সাবধানতা না থাকাতে পিসিস্ট্রেটসের বিপক্ষগণ রণস্থলে পরাজিত হইল। পিসিস্ট্রেটস তৎক্ষণাৎ এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে সকল ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহারা যদি আর কোন অনিষ্ট চেষ্টা না করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করেন, তাহা হইলে তিনি কাহাকে কিছু বলিবেন না। বিপক্ষপক্ষীয় সেনাগণ এই আশ্বাসন বাক্য শ্রবণ করিয়া সমর পরাঙ্মুখ হইল! পিসিস্ট্রেটস পুনর্ব্বার নির্ব্বিবাদে এথেন্সের অধীশ্বর হইলেন।

এথেন্সের রাজত্ব দুই দুই বার পিসিস্ট্রেটসের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া যায়। রাজ্য জয় করিতে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। অতএব তিনি এ বারে বিশেষ রূপে আত্মসাবধান হইলেন এবং যাহাতে হস্তগত রাজ্য চিরস্থায়ী হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমে শরীর রক্ষার্থ কতগুলি ভিন্নদেশীয় বেতনভুক্ সৈন্য নিয়োজিত করিলেন, এবং যে সকল প্রধান ব্যক্তি তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সন্তানদিগকে আধি স্বরূপ লইয়া ন্যাক্সস উপদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। পশ্চাৎ প্রজাগণের অনুরাগভাজন হইবার জন্য সাধ্যানুরূপ যত্ন পাইতে লাগিলেন। প্রজানুরাগ ব্যতিরেকে রাজ্য চিরস্থায়ী হয় না। যে রাজ্যে রাজা ও প্রজা পরস্পর অনুরক্ত হয়, সেই রাজ্যই চিরকাল স্থির হইয়া থাকে। আর, যে রাজ্যে ইহার বিপরীত হয়, সে রাজ্যে বিপরীত ঘটনা হয়। পিসিস্ট্রেটস প্রজারঞ্জন করিবার আশয়ে যে যে কর্ম্মে প্রজাগণের প্রীতি জন্মে সেই সেই কর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। সৌধ প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ দ্বারা নগরের শোভা সম্পাদন করিলেন। তিনি এথেন্স নগরীয়দিগকে সমুদ্রযুদ্ধে পারদর্শী করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজাদির সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া তৎসমুদয়ের ব্যবহারযোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রী এবং লোক জনেরও সংখ্যা বৃদ্ধি করিলেন। ফলতঃ পিসিস্ট্রেটস প্রজাগণের প্রীতিকর নানাবিধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা সকলের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্দ্দশ বৎসর কাল

নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫২৭ অব্দে দেহ পরিত্যাগ করেন।

পিসিস্ট্রেটস এথেন্সের অধিপতি হইয়া যে যে বিষয়ের অনুষ্ঠান করিয়া যান, ক্রমশঃ তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। পিসিস্ট্রেটসের অধিকার কালে এথেন্সনগরীয়েরা নৌযুদ্ধে সমধিক পারদর্শী হইয়াছিল। তিনি নিজ বন্ধু লিগ্‌ডেমিসকে ন্যাক্সস উপদ্বীপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সাইজিয়ম নগরের উদ্ধার সাধন করেন। এই উভয়বিধ ক্রিয়া দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণ হইতেছে পিসিস্ট্রেটসের অধিকার কালে এথেন্স নগরীয়েরা নৌযুদ্ধে বিলক্ষণ পারদর্শী হইয়াছিল। তদ্ব্যতিরেকে ঐ উভয় ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সম্ভাবিত নহে। কারণ, ন্যাক্সস উপদ্বীপ এবং সাইজিয়ম নগর উভয় স্থানই সমুদ্রগর্ভস্থ। নৌযুদ্ধে নৈপুণ্য লাভ ব্যতিরেকে ঐ উভয় স্থান অধিকার করা সহজ নয়। মিটিলিননগরবাসীরা সাইজিয়ম নগর এথেন্সনগরীয়দিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করে। এথেন্স নগরীয়েরা বহু দিন পর্য্যন্ত তাহার উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। পিসিস্ট্রেটসের অধিকার কালে তাহার উদ্ধার হয়। পিসিস্ট্রেটস সাইজিয়ম নগর অধিকার করিয়া আপনার উপপত্নী পুত্র হেজিসিস্ট্রেটসের হস্তে তাহার রক্ষাভার সমর্পণ করেন। আপন উপপত্নী পুত্রের হস্তে তাহার রক্ষাভার সমর্পণ করিবার তাৎপর্য্য এই, যদি কখন পুনরায় ভাগ্যবিপর্য্যয় হয়, তাহা হইলে তিনি ঐ স্থানে গিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। পিসিস্ট্রেটস সোলনের কৃত নিয়ম পদ্ধতির কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। নগরের মধ্যে যত দরিদ্র প্রজা ছিল, তিনি তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় সদয় ব্যবহার এবং দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করেন। তিনি তাহাদিগের অনেককে নগরবাস পরিত্যাগ করাইয়া গ্রামে বসতি করান এবং তাঁহাদিগের উপরে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহের ভার সমর্পণ করেন।

পিসিস্ট্রেটসের অধিকার কালে এথেন্স নগরে আপোলোদেবের মন্দির প্রভৃতি অনেক রম্য হর্ম্ম্য, সৌধ ও প্রাসাদ নির্ম্মিত হয়।

তদ্দ্বারা নগরের শোভাসম্পত্তি সমধিক বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। তিনি জিউসদেবের মন্দিরের পত্তন করেন; কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই; বহু শতাব্দী পরে রোমের সম্রাট হেড্রিয়ান ঐ মন্দিরের নির্ম্মাণ সমাপন করেন। এথেন্স নগরের কিয়দ্দূরে পিসিস্ট্রেটস লাইসিয়ম নামে এক উপবন করেন। ঐ উপবন মধ্যে বহুবিধ সুসমৃদ্ধ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ঐ স্থানে এথেন্স নগরীয় যুবকগণ ব্যায়াম ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিত। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাদি নির্ম্মাণে যে ব্যয় হয়, পিসিস্ট্রেটস ভূমির উপস্বত্বের দশমাংশ গ্রহণ করিয়া সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। যে কোন রূপে দীনগণকে প্রতিপালন করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতএব তিনি ধনবান ব্যক্তিদিগের নিকটে কর গ্রহণ করিয়া অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ কার্য্যে দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে নিয়োজিত করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে পিসিস্ট্রেটসের পূর্ব্বে হোমরের কাব্য গ্রন্থের সমুদায় অংশ পরস্পর সংশ্লিষ্ট এবং একস্থানস্থ ছিল না; তিনি সমুদায় সংগ্রহ করিয়া একত্র করেন। যাহা হউক, তিনি বিদ্যারসজ্ঞ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার বিদ্যারসজ্ঞতার প্রমাণ এই, তিনি লোকের উপকারার্থ এক পুস্তকাগার স্থাপিত করেন। যে ইচ্ছা সে সেই পুস্তকাগারের পুস্তক, দর্শনার্থ প্রাপ্ত হইত। তিনি যে সময়ে পুস্তকালয় স্থাপন করেন, তখন গ্রীস দেশের মধ্যে একটীও পুস্তকালয় ছিল না। তিনি সর্ব্বপ্রথম পুস্তকালয় স্থাপন করেন।

এথেন্স রাজ্য পিসিস্ট্রেটসের পৈতৃক রাজ্য নহে। ঐ রাজ্যে তাঁহার স্বত্ব জন্মিবার হেতু ছিল না। তিনি বিবিধ উপায়ে ঐ রাজ্য হস্তগত করিয়া লন। অতএব তাঁহাকে রাজ্যাপহারী বলিতে হয়। রাজ্যাপহারীরা প্রায়ই দুরাচার ও প্রজাপীড়ক হইয়া থাকে। কিন্তু পিসিস্ট্রেটস অন্য অন্য রাজ্যাপহারীর ন্যায় প্রজাপীড়ক ছিলেন না। তিনি প্রজাগণের পরম হিতৈষী ছিলেন। তিনি এথেন্স নগরীয়দিগের হিতার্থ বিবিধ সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। এথেন্স নগরীয়েরা নানাপ্রকারে তাঁহার নিকটে ঋণী ছিল। পিসিস্ট্রেটস নানাবিধ সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠানদ্বারা প্রজাগ-

ণের পরম প্রেমাস্পদ হইয়া অতি বৃদ্ধ বয়সে দেহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যাধিকার লইয়া নগর মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হয় নাই। হিপিয়েস, হিপার্কস এবং থেসালস নামে তাঁহার তিন পুত্র নির্ব্বিবাদে রাজ্যাধিকারী হইলেন। তাঁহারা যেরূপে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন, তদ্দর্শনে সকলের বোধ হইতে লাগিল, তাঁহাদিগের পরস্পর অতিশয় সদ্ভাব আছে। সকল কার্য্যেই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ হিপিয়েসের প্রাধান্য নিরূপিত হইল।

পিসিষ্ট্রেটসের পুত্রগণ নিজ পিতার অনুকরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। মধ্যম হিপার্কসকে নিজ পিতার ন্যায় অতিশয় বিদ্যানুরাগী বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বহু বিষয়ে সাবধান হইয়া পিতার অনুকরণ করিয়া চলিয়া ছিলেন বটে কিন্তু তাঁহাদিগের পিতা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে সাবধান ছিলেন, তাঁহারা তেমন সকল বিষয়ে সাবধান হইতে পারেন নাই। যে সকল ব্যক্তির উপরে তাঁহাদিগের দ্বেষ জন্মিত, তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য অতিগর্হিত উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইলেও তাঁহারা তদবলম্বনে পরাঙমুখ হইতেন না। যাহা হউক, তাঁহাদিগের অধিকার কালে এথেন্স নগরীয়েরা পরম সৌভাগ্য শালী এবং পরম সুখী হইয়াছিল। নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা না হইলে বোধ হয় পিসিষ্ট্রেটসের সন্তান সন্ততিগণ চিরকাল অকণ্টকে এথেন্সের রাজত্ব ভোগ করিতে পারিতেন। নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা হওয়াতে পিসিষ্ট্রেটসের সন্তানেরা রাজ্যপরিভ্রষ্ট হইলেন এবং তদানীন্তন রাজ্য শাসনপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

হিপার্কস হর্ম্মোডিয়স নামে এথেন্স নগরীয় এক যুবক ব্যক্তির অতিশয়(১)অপমান করেন। আরিষ্টজিটন নামে এক ব্যক্তির সহিত হর্ম্মোডিয়সের বন্ধুত্ব ছিল। সেই ব্যক্তি তাহাকে বৈরসাধনে প্রোৎসাহিত করিতে লাগিল। হর্ম্মোডিয়স বন্ধু বাক্যে

---

(১) উপাখ্যান লেখকেরা বলেন হিপার্কস হর্ম্মোডিয়সের ভগিনীকে প্রলোভিত করিয়া বিপথগামিনী করেন। তাহাতে হর্ম্মোডিয়স অতিশয় অবমানিত হয়।

প্রোৎসাহিত হইয়া বৈরনির্যাতনের চেষ্টা দেখিতে লাগিল। অনন্তর, উভয় বন্ধু একবাক্য হইয়া বর্ত্তমান রাজবংশ নিধনের সঙ্কল্প করিয়া প্যানাথেনিয়া নামক উৎসব দিবসে স্বাভিপ্রেত সিদ্ধি করিবে, স্থির করিল। উৎসব দিবস উপস্থিত হইলে উভয় বন্ধু সহচরগণ সমভিব্যাহারে সসজ্জ হইয়া উৎসব স্থানে গমন করিল। হিপার্কস উৎসব স্থানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্রোহ প্রবৃত্ত বান্ধবগণ ঐ স্থানে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তন্নিবন্ধন মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল। হর্ম্মোডিয়সও সেই স্থানে নিহত হইল। আরিষ্টজিটন ধরা পড়িল। যে সকল ব্যক্তির হস্তে অস্ত্র ছিল, তাহারাও ধৃত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫১৪ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। আরিষ্টজিটনের বিচার হইয়া দোষ সপ্রমাণ হইলে তাঁহার প্রাণ দণ্ডের অনুমতি হইল। আরিষ্টজিটন মরিবার সময়েও কৌশলক্রমে বৈরনির্যাতন করিয়া গেল। হিপিয়েসের বন্ধুগণও বিদ্রোহের মন্ত্রণা মধ্যে ছিলেন এই কথা বলিয়া আরিষ্টজিটন হিপিয়েসের অন্তঃকরণে বিষম সন্দেহ জন্মাইয়া দিল। তদবধি হিপিয়েসের মনে শঙ্কা ও সন্দেহের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে অতি নিষ্ঠুর হইয়া উঠিলেন। যাহার প্রতি অণুমাত্র সন্দেহ জন্মিতে লাগিল তাহারই প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মনুষ্য হত্যা অতি সহজ ও সামান্য কথা হইয়া উঠিল। দুরাত্মা হিপিয়েসের কোপে পতিত হইয়া যে দিন মনুষ্য হত্যা না হইত, সে দিনই ছিল না। হিপিয়েস মনুষ্য হত্যা করিয়াই যে কেবল ক্ষান্ত ছিলেন এমত নহে, তিনি প্রজাগণের নিকটে নিয়মাধিক কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন। অন্য অন্য রাজগণ কর বৃদ্ধি করিয়া তদ্দ্বারা যেরূপ দেশের উপকার করিয়া থাকেন, হিপিয়েসের সেরূপ দেশের উপকার করা উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি প্রজাগণের নিকটে নিয়মাধিক কর গ্রহণ করিয়া সমুদায় ধন কোষগৃহগত করিলেন। এই সকল অপ্রিয় ও গর্হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাতে তাঁহার প্রতি সকল লোকেরই বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিল। সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। হিপিয়েস আপনাকে সর্ব্বজনবিদ্বিষ্ট এবং সকলের অবজ্ঞাত দেখি-

রা এই বিবেচনা করিলেন যে, প্রজাগণ আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে; যদি কদাচিৎ প্রজাগণের বিরাগমূলক কোন আপদের ঘটনা হয়, তাহা হইলে আমার আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য হইবে; অতএব অগ্রে কোন উপায় নির্ণয় করা আবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি ভিন্ন দেশীয় স্বসদৃশ দুরাচার রাজগণের সহিত সৌহার্দ্দ বন্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টা বিফল হইল। তিনি যে আপদের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়া উঠিল।

পিসিস্ট্রেটস এথেন্স নগরের অধীশ্বর হইলে পর তাঁহার বিপক্ষগণ নগর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করেন। পিসিস্ট্রেটস উত্তমরূপে প্রজাপালন করাতে প্রজাগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় অনুরক্ত হইয়াছিল, সুতরাং তাঁহার অধিকার কালে তাঁহার বিপক্ষগণের প্রত্যাগমনের আশা ছিল না। হিপিয়েসের প্রতি প্রজাগণের বিরাগ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের হৃদয়ে প্রত্যাগমনের আশা জন্মিল। অতএব তাঁহারা তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। ক্লিস্থিনিস তৎকালে পিসিস্ট্রেটসের বিপক্ষ দলের প্রধান ছিলেন। অতুল অর্থ সম্পত্তি তাঁহার হস্তগত ছিল। তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ডেলফির আপোলোদেবের পূজয়িত্রীকে বশ করিলেন। অতঃপর স্পার্টা নগরীয়েরা যত বার দৈববাণী জানিতে যায়, তত বারই এই দৈববাণী হয় যে, তোমরা হিপিয়েসকে এথেন্স হইতে দূরীভূত করিয়া এথেন্সের স্বাধীনতা সম্পাদন কর। বার বার এইরূপ দৈববাণী হওয়াতে স্পার্টা নগরীয়েরা হিপিয়েসকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে আটিকাদেশে এক দল সৈন্য পাঠাইয়া দিল।

স্পার্টা নগরীয়দিগের প্রেরিত সৈন্যদল ফেলিরণ নামক স্থানে অবতীর্ণ হইল। কিন্তু উহারা ঐ স্থলে থেসেলিয়াদেশীয় সৈন্যগণের নিকটে পরাজিত হইল। হিপিয়েস থেসেলিয়া দেশীয় সৈন্যগণকে বেতন দিয়া রাখিয়াছিলেন। স্পার্টা নগরীয়েরা থেসেলিয় সৈন্যগণের নিকটে পরাস্ত হইয়া রণ প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। স্পার্টা নগরের অধিপতি ক্লিয়োমিনিস্ স্বয়ং সৈনা-

পত্র গ্রহণ করিয়া সেনাগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। থেসেলিয় সৈন্যগণ এ যুদ্ধে পরাভূত হইল। হিপিয়েস শঙ্কিত হইয়া আপনার সন্তানদিগকে এথেন্স হইতে স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু উহারা ঘটনাক্রমে স্পার্টা নগরীয়দিগের হস্তেই পতিত হইল। স্পার্টা নগরীয়েরা হিপিয়েসকে বলিয়া পাঠাইল, যদি তুমি আটিকাদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে তোমার সন্তানগণকে তোমার হস্তে সমর্পণ করি। হিপিয়েস অগত্যা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫১০ অব্দে এথেন্স নগর পরিত্যাগ করিয়া সাইজিয়মে গিয়া বসতি করিলেন। ক্লিস্থিনিস্ এবং তাঁহার দলবল এথেন্স নগরে প্রবল হইয়া উঠিলেন। হিপিয়েসের প্রস্থানের পর তাঁহার যে সকল বন্ধু বান্ধব এথেন্সে ছিল, ক্লিস্থিনিস্ এবং তাঁহার পক্ষীয় লোকেরা তাহাদিগের প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন এবং, পিসিস্ট্রেটসের বংশাবলী আর কখন এথেন্সে আসিতে পারিবেন না, এই আজ্ঞা প্রচারিত করিয়াদেন।

হিপিয়েসের প্রস্থানের পর ক্লিস্থিনিস্ এথেন্সের অধীশ্বর হইলেন। পিসিস্ট্রেটস প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত আনুগত্য না করিয়া সামান্য প্রজাগণের পক্ষে অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন, তাহাতেই তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্লিস্থিনিস্ পিসিস্ট্রেটসের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া প্রজাপক্ষে পক্ষপাতী হইলেন। প্রধান ব্যক্তিরা তাঁহার বিরোধীপক্ষ হইলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে সঙ্কুচিত না হইয়া স্বসংকল্পিত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এথেন্স নগরে বহু কাল অবধি (১) অভিজাততন্ত্র প্রচলিত ছিল। ক্লিস্থিনিস্ ঐ রাজ্যতন্ত্র উন্মূলিত করিবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্বতন রাজ্য শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া নূতন রাজ্য শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার প্রতি প্রজাগণের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিলে পর তিনি আপনার অভীষ্ট কার্য্য ডেলফির আপোলোদেবের

(১) অভিজাত শব্দে মহাকুলীন, প্রধান ব্যক্তি; তন্ত্র শব্দে রাজ্য শাসনপ্রণালী। যে রাজ্যে সমুদায় রাজশক্তি প্রধান ব্যক্তিদিগের হস্তগত থাকে, তাহাই অভিজাততন্ত্রশব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

অনুমোদিত কি না, অগ্রে জানিলেন। তাঁহার পক্ষেই অনুকূল দৈববাণী হইল। অনন্তর, তিনি স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া স্বসংকল্পিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। আটিকাদেশীয় সমুদায় লোক শ্রেণী চতুষ্টয়ে বিভাজিত ছিল। ক্লিস্থিনিস্ সেই পূর্ব্বতন শ্রেণী বিভাগ রহিত করিয়া সমুদায় আটিকা দেশ প্রথমে দশ অংশে বিভাগ করিয়া সেই দশ অংশের ডিমস্ নামে আবার কতগুলি অবান্তর বিভাগ করিলেন। এক একটী অবান্তর বিভাগে এক একটী প্রদেশ হইল। প্রতি প্রদেশেই এক একটী গ্রাম অথবা নগর প্রধান রূপে পরিগণিত হয় এবং সেই সেই প্রদেশে সেই সেই স্থানের এক এক ব্যক্তি শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত হইলেন। ক্লিস্থিনিস্ পূর্ব্বোক্ত বিভাগ করিয়া আপনার দল পুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দাসগণকে এবং বিদেশীয় ব্যক্তিদিগকে এথেন্স নগরীয়দিগের তুল্য ক্ষমতা প্রদান করিলেন। ফলতঃ তিনি অভিনব রাজ্য শাসনপ্রণালী স্থাপন করাতে সামান্য প্রজাগণের ক্ষমতার বৃদ্ধি হইল এবং প্রধান ব্যক্তিদিগের ক্ষমতার হ্রাস হইয়া গেল।

পূর্ব্বে চারি শ্রেণীর অনুসারে এক শত করিয়া সমুদায়ে প্রধান সভার চারি শত সভ্য ছিল। ক্লিস্থিনিসের কৃত নূতন শ্রেণী বিভাগ হইলে দশ শ্রেণীর প্রত্যেক শ্রেণী হইতে পঞ্চাশ জন করিয়া প্রধান সভার সভ্যপদে নিয়োজিত করা হয়, তাহাতে সমুদায়ে প্রধান সভার পাঁচ শত সভ্য হইল। ক্লিস্থিনিসের কৃত অভিনব রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপিত হইবার পর অবধি প্রজাগণের সাধারণ সভা প্রতিমাসে চারি বার করিয়া হইতে আরম্ভ হইল। পূর্ব্বে যে এক প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, ক্লিস্থিনিস্ সেই একটী হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দশটী ধর্ম্মাধিকরণ করিলেন। তিনি আর্কনের সংখ্যাগত কোন বৈলক্ষণ্য করিলেন না। আর্কনের সংখ্যা পূর্ব্বের মতই রহিল। এথেন্সনগরে অষ্ট্রেসিজম বলিয়া এক বিবাসনী প্রক্রিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। অত্যাচার অথবা অন্যবিধ কুক্রিয়া দ্বারা যে ব্যক্তি সকলের অপ্রিয় হইয়া উঠিত, কিম্বা রাজ্যের অহিতকারী বলিয়া যাহার প্রতি সকলের সন্দেহ জন্মিত, প্রজাগণ তাহার নাম লিখিয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া আসিত,

পশ্চাৎ সেই নাম দেখিয়া নগর হইতে সেই ব্যক্তির নির্ব্বাসন করা হইত। এই বিবাসনী প্রক্রিয়া (অষ্ট্রেসিজম) ক্লিস্থিনিসের কৃত, এ কথা অনেকে বলিয়া থাকেন।

ক্লিস্থিনিস এথেন্সনগরীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের অনভিমত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাতে তাঁহার উপরে সকল প্রধান লোকেরই বিদ্বেষ জন্মিল। অতএব সকলে একবাক্য হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার পক্ষ থাকিলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা অসাধ্য ব্যাপার, এই বিবেচনা করিয়া এথেন্সনগরীয় প্রধান ব্যক্তিরা বিবিধ উপায়ে স্পার্টানগরীয়দিগকে আপনারদিগের দিকে ভাঙাইয়া আনিল। স্পার্টানগরের রাজা ক্লিয়োমিনিস্ এথেন্সনগরীয় প্রজাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, ক্লিস্থিনিস্ যে বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সে বংশ অভিশপ্ত; এথেন্স রাজ্যে ঐ বংশের লোকের যাবৎ আধিপত্য থাকিবে তাবৎ নগরের ভদ্রস্থতা নাই; অতএব তোমরা ঐ অভিশপ্ত বংশকে বিবাসিত করিয়া দাও। ক্লিস্থিনিস্ স্পার্টারাজের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন, যদি আমি এখন নগরমধ্যে থাকিবার চেষ্টা পাই তাহা হইলে সম্প্রদায় তন্ত্র আকুলীভূত হইবে; অতএব এখন এ স্থান হইতে প্রস্থান করাই শ্রেয়ঃকল্প, এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপন দলবল লইয়া এথেন্স হইতে প্রস্থান করিলেন। ক্লিস্থিনিস্ এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া গেলেও স্পার্টারাজের সন্তোষ জন্মিল না। স্পার্টারাজ নিজ বন্ধু আইসাগোরাসকে আটিকাদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হইলেন। আইসাগোরাস এথেন্সনগরীয় অভিজাত দলের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন।

স্পার্টারাজ আইসাগোরাসকে এথেন্সের রাজপদ প্রদান করিবার সংকল্প করিয়া একদল সৈন্য লইয়া আটিকাদেশ আক্রমণ করিলেন, এবং, তিনি যেন আটিকার অধীশ্বর হইয়াছেন, এইরূপ ভাবে স্বেচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। আইসাগোরাসের যে যে গোত্রের উপরে রাগ ছিল, তিনি তাহাদিগের সকলের নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। স্পার্টারাজ সেই সেই গোত্র-

জাত ব্যক্তিদিগকে এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সমুদায়ে সাত শত পরিবার বিবাসিত হইল। অনন্তর, স্পার্টারাজ এথেন্সের তৎকাল প্রচলিত রাজাতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিজাত তন্ত্র স্থাপিত করিতে উদযুক্ত হইলেন। তাহাতে তত্রস্থ প্রজাগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্পার্টারাজ এবং তাঁহার বন্ধু আইসাগোরাস উভয়ে প্রজাগণকে কুপিত দেখিয়া ভয় প্রযুক্ত দলবল সহিত এথেন্সের দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রোষাবেশ পরবশ প্রজাগণ তাঁহাদিগকে অবরোধ করিয়া রহিল। তাঁহারা গত্যন্তর না পাইয়া কিছু দিন পরে অবরোধকারী ব্যক্তিদিগের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলেন। প্রজাগণ স্পার্টানগরীয়দিগকে এবং আইসাগোরাসকে নির্ব্বিঘ্নে গমন করিতে দিল। কিন্তু এথেন্সনগরীয় যে সকল ব্যক্তি আইসাগোরাসের পক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বধ করিল। এই ঘটনা হওয়াতে ক্লিস্থিনিস সাতিশয় উল্লাসিত হইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫০৮ অব্দে সমুদয় বিবাসিত লোক সমভিব্যাহারে এথেন্সে প্রত্যাগমন করিলেন।

স্পার্টার অধিপতি ক্লিয়োমিনিস্ এথেন্সনগরে অবমাননাগ্রস্ত হইয়া অতিশয় অসুখী হইলেন। তেজস্বী ব্যক্তির তেজোবধ প্রাণবধ অপেক্ষাও অধিক কষ্টদায়ক হয়। ক্লিয়োমিনিস্ স্বদেশে গিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিলেন না। কিরূপে এথেন্সনগরীয়দিগকে পরাস্ত করিয়া অপমান শল্য হৃদয় হইতে উদ্ধার করিবেন, নিরন্তর সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এথেন্সনগরাভিযোগের প্রতি তিনি মুহূর্ত্তকালও উদাসীন ছিলেন না। এথেন্সনগর পুনর্ব্বার আক্রমণ করা তাঁহার একান্ত পণ হইল। কিন্তু সহায়সম্পন্ন না হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলে পাছে পূর্ব্বের ন্যায় পুনর্ব্বার অপ্রতিভ হইতে হয়, এই ভয় প্রযুক্ত তিনি ঐ নগর আক্রমণ করিতে যাইবার পূর্ব্বে করিন্থ, বিয়োশিয়া এবং (১) ক্যাল্সিস এই কয়েক স্থানের লোকের সহিত মিত্রতা করিলেন, এবং মিত্রবল সহায় করিয়া যুগপৎ আটিকাদেশের নানা দিক্ আক্রমণ

(১) ক্যাল্সিস ইযুবিয়ার রাজধানী।

করিলেন। যে সকল ব্যক্তি স্পার্টানগরীয়দিগের সহায়তা করিতে গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই রণস্থলে প্রবেশ করিয়া এই বোধ জন্মিল যে, আমরা ক্লিয়োমিনিসের কথায় নিরপরাধ আটিকাদেশ বাসীদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছি। অতএব তাহারা লজ্জিত হইয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপন আপন আলয়ে চলিয়া গেল। স্পার্টানগরীয় উভয় রাজারও যুদ্ধকালে ঐকমত্য হইল না! অতএব যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যক্ত হইল। এথেন্সনগরীয়েরা এই বিপদের সময়ে সাহায্যার্থী হইয়া পারস্যরাজের নিকটে দূত প্রেরণ করে। কিন্তু দূতগণ কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই।

স্পার্টানগরীয়েরা চলিয়া গেলে পর, যে সকল ব্যক্তি স্পার্টার সহায় হইয়া আটিকাদেশ আক্রমণ করিতে গিয়াছিল, এথেন্সনগরীয়েরা তাহাদিগের উপরে বৈরসাধন করিতে উদ্যত হইল। উহারা সসজ্জ হইয়া প্রথমে বিয়োশিয়া দেশে যুদ্ধ করিতে গেল। বিয়োশিয়েরা রণস্থলে পরাজিত হইল। এথেন্সনগরীয়েরা উহাদিগের সাত শত লোক বন্দীকৃত করিয়া লইল। অনন্তর, উহারা ইয়ুবিয়ায় গমন করিল। ঐ স্থানেও যুদ্ধে জয়ী হইল। ইয়ুবিয়া হস্তগত হইলে পর আটিকা দেশীয় চারি হাজার লোক তত্রত্য রাজধানী ক্যাল্‌সিসে বসতি করিল। এথেন্স নগরীয়েরা ক্যাল্‌সিসের ধনবান্ ভূস্বামী দিগের হস্ত হইতে সমুদায় ভূমি গ্রহণ করিয়া ক্যাল্‌সিসবাসী আটিকার লোকদিগকে বিভাগ করিয়া দিল। এথেন্স নগর এইরূপে গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রু উভয়ের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। এথেন্স নগরে যত দিন প্রধান ব্যক্তিদিগের আধিপত্য ছিল, তাবৎ ঐ নগরের লোকেরা প্রতিবেশী অতিসামান্য শত্রুর সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু ক্লিস্থিনিস এথেন্স নগরে প্রধান ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃত্ব বিলোপিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত করিলে পর সেই রাজ্যতন্ত্রের গুণেই উত্তরোত্তর ঐ নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ঐ নগর ক্রমে ক্রমে প্রতিবেশী সমুদায় নগর অপেক্ষা প্রধান হইয়া

উঠিল। ক্লিস্থিনিস যে, অতিশয় বিজ্ঞ ছিলেন এবং স্বদেশীয় লোকদিগের স্বভাব এবং. চরিত্র উত্তম রূপে অবগত ছিলেন, নূতন রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করাতেই তাহার সবিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

এথেন্স নগরের বহিঃস্থ শত্রুগণ কিয়ৎকাল যুদ্ধে ক্ষান্ত ছিল। কিন্তু উহারা একবারে সমর চেষ্টা পরিত্যাগ করে নাই। বিয়োশিয়া দেশীয়েরা এথেন্স নগরের নিকটে পরাস্ত হইয়া অবধি দ্বেষানলে দহ্যমান হইতে ছিল। উহারা এথেন্সের চিরবৈরি ইজিনাবাসীদিগের সহিত যোগ করিয়া বৈরসাধনেপ্রবৃত্ত হইল। বিয়োশিয়েরা উত্তর হইতে আটিকাদেশ আক্রমণ করিল। ও দিকে ইজিনার লোকেরা অসংখ্য জাহাজ লইয়া উপকূলবর্ত্তী জনপদ উৎসাদিত ও বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধ দুই এক বর্ষে শেষ হয় নাই। উভয়পক্ষ মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ করিত, মধ্যে মধ্যে যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিত। সমরানল প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর কাল প্রজ্বলিত ছিল। পঞ্চাশৎ বর্ষের পর এথেন্স নগরীয়েরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৬অব্দে যুদ্ধে জয়ী হইল। এই যুদ্ধে এথেন্স নগরীয়েরা জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করে, এবং ইজিনাদেশীয়দিগের প্রায় সমুদায় জাহাজ বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, হিপিয়েসের প্রতি এথেন্স নগরীয় প্রজাগণের বিরাগ দর্শন করিয়া ক্লিস্থিনিস হিপিয়েসকে পদচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার মানসে ডেল্‌ফির আপোলোদেবের পূজয়িত্রীকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করেন এবং তাহাকে এই কথা শিখাইয়া দেন যে, স্পার্টার লোকেরা দৈববাণী জানিতে আইলে তুমি তাহাদিগকে বলিবে, তোমরা হিপিয়েসকে পদচ্যুত করিয়া এথেন্সের স্বাধীনতা সম্পাদন কর। আপোলোর পূজয়িত্রীও অর্থ লোভে মুগ্ধ হইয়া ক্লিস্থিনিসের নিদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। তাহাতেই স্পার্টা নগরীয়েরা হিপিয়েসকে পদচ্যুত করে। স্পার্টা নগরীয়েরা আপোলোর পূজয়িত্রীর প্রতারণা অগ্রে জানিতে পারে নাই। ক্রমে ক্রমে ঐ প্রতারণা প্রকাশ হ-

ইয়া পড়িলে স্পার্টা নগরীয়েরা, হিপিয়েসকে এক জনের প্রবঞ্চনা বাক্যে পদচ্যুত করা অন্যায় কর্ম্ম হইয়াছে, ভাবিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত উদ্যুক্ত হইল। হিপিয়েসকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত স্পার্টা নগরীয়েরা যে চেষ্টা করে, তাহার আরো নিগূঢ় কারণ ছিল। সে কারণ এই, ক্লিস্থিনিসের কৃত রাজ্য শাসনপ্রণালী এথেন্সে বদ্ধমূল হওয়াতে তাহার প্রভাবে দিন দিন এথেন্সের প্রতাপ বর্দ্ধিত হইতে ছিল। তদ্দর্শনে স্পার্টানগরীয়দিগের মনে ঈর্ষ্যা ও শঙ্কার উদয় হয়। অতএব উহারা এই বিবেচনা করিল, এই সময়ে হিপিয়েসকে এথেনসের রাজপদে অভিষিক্ত করিতে পারিলে এথেনসের সৌভাগ্যবৃদ্ধির পথে কন্টক রোপণ করা হয়। এই ভাবিয়া হিপিয়েসকে পুনর্ব্বার স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত অতিশয় যত্নবান্ হয়। উহারা হিপিয়েসের বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আপনারদিগের মিত্রগণের অভিমত জানিবার জন্য এক সভা করিয়া সভা স্থলে আপনারদিগের অভিপ্রেত বিষয়ের প্রস্তাব করিল। করিন্থ দেশের প্রতিনিধি সসিক্লিস আপত্তি করিয়া কহিলেন, তোমরা এথেন্স নগরে এক জন দুরাচার অত্যাচারী রাজাকে অভিষিক্ত করিয়া তত্রত্য লোকদিগের স্বাধীনতা বিলোপিত করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন? অন্য অন্য দেশের প্রতিনিধিগণও সসিক্লিসের বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সকলে একবাক্য হইয়া স্পার্টা নগরীয়দিগের মতবিরোধী অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহাতে স্পার্টা নগরীয়দিগের অভীষ্ট সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। হিপিয়েস হতাশ হইয়া অতঃপর পারস্য দেশে ডেরায়সের নিকটে গমন করিলেন এবং পারস্যরাজ যাহাতে এথেন্সনগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, সাধ্যানুসারে সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

হোমরের সময় অবধি পারস্য দেশীয় সংগ্রাম পর্য্যন্ত গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগর এবং শিল্প ও শব্দ বিদ্যাদি বৃত্তান্ত।

গ্রীস দেশীয়দিগের এই স্বভাব ছিল, তাহারা দীর্ঘকাল এক স্থানে অবস্থান করিতে পারিত না। উহারা মধ্যে মধ্যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে গিয়া বসতি করিত। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬০০ অব্দে ভূমধ্যস্থ সাগর ও (১) শ্যামসাগর এই উভয়ের তীরদেশে তাহাদিগের প্রায় আড়াই শত নগর নিবেশিত হয়। যুদ্ধ, গৃহবিচ্ছেদ, প্রজাবৃদ্ধি, দারিদ্র্য অথবা বাণিজ্য ইহার অন্যতর কোন কারণ উপস্থিত হইলে গ্রীস দেশীয়েরা স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন করিত।

গ্রীস দেশীয়েরা বাসার্থী হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যখন দেশান্তরে গমন করিত, তখন তাহারা সাধারণ অগ্নিস্থান হইতে সংস্কারপূত অগ্নি লইয়া যাইত। উহারা যে দেশে গিয়া বসতি করিত, সে দেশের আচার ব্যবহারাদি গ্রহণ না করিয়া সর্ব্বত্রই স্বদেশীয় আচার, ব্যবহার ও রীতি, নীতির অনুসারে চলিত। উহারা যে যে দেশে গিয়া বসতি করে, সেই সেই দেশে উহাদিগের ভাষার এবং সভ্যতার সমধিক প্রাদুর্ভাব হয়। গ্রীসদেশীয়েরা ভিন্ন দেশে যত নগর নিবেশিত করে, তত্রত্য ব্যক্তিদিগের গ্রীসদেশের প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। গ্রীসদেশের সহিত কদাচিৎ যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা হইলে তাহারা অগ্রে বিপুলতর যত্নে যুদ্ধ পরিহার করিবার চেষ্টা করিত। তদ্বিষয়ে একান্ত কৃতকার্য্য হইতে না পারিলে শেষে যুদ্ধে লিপ্ত হইত। কিন্তু উ-

---

(১) ইউরোপ ও আসিয়া এই উভয় খণ্ডের মধ্য স্থলে আসিয়ামাইনরের উত্তরাংশে যে সমুদ্র আছে, গ্রীস দেশীয়েরা তাহাকে ইউগজাইনস বলিত। ইংরাজী ভাষায় ঐ সমুদ্রকে ইউগজাইন ও ব্ল্যাক্সি বলে। ব্ল্যাক্সি এইটী যৌগিক নাম। ব্ল্যাক্ শব্দে কাল, শ্যাম; সি শব্দে সাগর। ঐ সমুদ্রের উপরিভাগ নিয়ত কাল নীহার জালে জড়িত থাকে, এই নিমিত্ত উহাকে ব্ল্যাক্সি বলে। এস্থলে যোগার্থ গ্রহণ করিয়া ব্ল্যাক্সি শ্যামসাগর শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইল।

পায় সত্ত্বে কোনরূপে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত না। গ্রীস দেশের প্রতি তাহাদিগের অতিশয় ভক্তি ছিল বটে, কিন্তু তাহাদিগের রাজতন্ত্র গ্রীস দেশের শাসন পরতন্ত্র ছিল না। গৃহশত্রু অথবা বহিস্থ শত্রুগণ যখন যখন তাহাদিগের উপরে উৎপাত করিত, তখনই তাহারা গ্রীস দেশের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিত।

ট্রয় দেশীয় সংগ্রামের অব্যবহিত পরেই ইয়োলিয় জাতীয়েরা আসিয়া মাইনরের উত্তর পশ্চিমাংশে কতগুলি নগর নিবেশিতকরে। যে সকল ব্যক্তি দেশান্তরবাসে অভিলাষী হইয়া আসিয়ামাইনরে গমন করিয়াছিল, তন্মধ্যে এক দল প্রথমে লেসবস উপদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া তথায় ছয়টী নগর নিবেশিত করে। ইয়োলিয় জাতির অন্য অন্য দল আইড়াপর্ব্বত অবধি হর্ম্মস নদীমুখ পর্য্যন্ত আসিয়া মাইনরের পূর্ব্ব উপকূল অধিকার করিয়া তথায় এগারটী নগর নিবেশিত করে। আসিয়ামাইনরের ঐ অংশ তৎকালে পিলাসজিয় জাতির হস্তগত ছিল; ঐ জাতি আগন্তুক ব্যক্তিদিগের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া গেল। ইয়োলিয় জাতীয়েরা আসিয়ামাইনরে যে একাদশ নগর স্থাপন করে, কিয়ুমা তন্মধ্যে প্রধান। কিয়ুমা এবং লেসবস এই উভয় স্থানের লোকে ট্রোয়াস দেশে ত্রিশটী নগর নিবেশিত করে।

ডোরিয় জাতীয়েরা যে সময়ে পিলপনিসস জয় করে, তৎকালে আয়োনিয় জাতীয় যে সকল ব্যক্তি স্থানভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহারা হর্ম্মস নদী অবধি মিয়াণ্ডর পর্য্যন্ত ইয়োলিসের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী জনপদ অধিকার করিয়া তথায় কতগুলি নগর নিবেশিত করে। আয়োনিয় জাতীয়েরা যৎকালে ইজিয় সমুদ্র পার হইয়া যায়, তৎকালে উহাদিগের মধ্যে অনেকেই সাইক্লেডিস এবং অন্য অন্য উপদ্বীপে বসতি করে। আয়োনিয় জাতীয়েরা আসিয়ামাইনরের উপকূলে যে যে স্থানে বসতি করে, সেই সেই স্থানে পিলাসজিয়, কেরিয় এবং লিলিজিস এই তিন জাতির বসতি ছিল। আয়োনিয়েরা বসতি করিলে কেরিয় ও লিলিজিস এই উভয় জাতি তথা হইতে দুরীকৃত হয়। আয়োনিয়দিগের সমুদয়ে যে বারটী নগর অধিকৃত হয়, মাইলিটস তন্মধ্যে প্রধান ছি-

ল। দ্বাদশ নগরের মধ্যে দশটা পূর্ব্বাবধিই ছিল, আয়োনিয়েরা কেবল দুটী নগর নূতন স্থাপন করে। ঐ দুই নগরের একের নাম ক্লেজোমিনি, অপরের নাম ফোসিয়া। কাইয়স ও সেমস্ এই উভয় উপদ্বীপও আয়োনিয়জাতির অধিকৃত হয়। ঐ জাতির নিবেশিত ও অধিকৃত সমুদায় নগরেরই পরস্পর ঐক্যবন্ধন ছিল।

জয়শীল ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক ভিন্নদেশবাসবাসনাপরবশ হইয়া বিজিত একিয় জাতীয় এবং সজাতীয় বহুসংখ্য লোক সমভিব্যাহারে করিয়া আসিয়া মাইনরে গমন করে এবং আসিয়া মাইনরের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ এবং তন্নিকটবর্ত্তী কতগুলি উপদ্বীপ অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে। ডোরিয় জাতীয় যত লোক বিদেশে বাস করিতে যায়, তাহাদিগের মধ্যে আর্গস নগরীয় আলথিমিনিসের বিদেশ বাসার্থ যাত্রাই অতিশয় বিখ্যাত। আলথিমিনিস বাসার্থীদিগকে ক্রিট্ ও রোড্স এই উভয় উপদ্বীপে লইয়া যান। ডোরিয় জাতীয় কতগুলি লোক ট্রিজিন হইতে যাত্রা করিয়া হেলিকার্ণেসস নামক নগর স্থাপন করে। লেকোনিয়া হইতে যাহারা যায়, তাহাদিগের দ্বারা নাইডস নগর স্থাপিত হয়। যে সকল ব্যক্তি এপিডরস হইতে গমন করিয়াছিল, তাহারা কস্ উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। ডোরিয় জাতীয়েরা হেলিকার্ণেসস প্রভৃতি যে কয়েক নগর স্থাপন করে, তত্রত্য ব্যক্তিদিগের পরস্পর দৃঢ়তর ঐক্যবন্ধন ছিল। কিছুকাল পরে হলিকার্ণেসসের সহিত অপর নগরবাসীদিগের বিচ্ছেদ হইয়া যায়। এই কয় নগর ভিন্ন সমুদ্রের উপকূলে এবং দেশের মধ্যে ডোরিয় জাতির স্থাপিত আরো কতগুলি নগর ছিল। কিন্তু ঐ সকল নগরের সহিত পূর্ব্বোক্ত কয়েক নগরের সৌহার্দ্দ ছিল না। ট্রয়দেশীয় সংগ্রামের পর গ্রীসদেশীয়েরা পরস্পর পরস্পরের রাজ্য অধিকার করাতে দেশ মধ্যে কিয়ৎকাল বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয়। তন্নিবন্ধন কিছু কাল গ্রীসদেশীয়দিগের দূরদেশে বাসার্থ গমনে অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মে। অনন্তর দেশের গোলযোগ নিবৃত্তি হইলে গ্রীসদেশীয়দিগের দূরদেশে বাসার্থ গমনে-

স্থারও নিবৃত্তি হয়। দীর্ঘকাল আর কেহ বাসার্থী হইয়া দূর দে-
শে গমন করিতে উৎসুক হয় নাই।

দীর্ঘকাল গত হইলে পর ইয়োলিয়, ডোরিয় এবং আয়ো-
নিয়, এই কয় জাতির কতক কতক লোক দূর দেশ বাসার্থী হই-
য়া গ্রীস দেশ হইতে ইটালির দক্ষিণ অংশে এবং সিসিলি উপ-
দ্বীপে গমন করে এবং তথায় বহুতর নগর নিবেশিত করে।
আয়োনিয় জাতীয়েরা ক্যাম্পেনিয়ায় কিয়ুমা নামে যে নগর স্থা-
পন করে, ঐ নগর সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন, এ কথা সকলেই বলিয়া
থাকেন। ঐ নগর যে সময়ে স্থাপিত হয়, তাহার বহু কাল পরে
থিয়োক্লিস নামে এথেন্স নগরীয় এক ব্যক্তি ক্যাল্‌সিস্ ও ন্যাক্-
সস এই উভয় স্থান হইতে বহু লোক লইয়া সিসিলিতে গমন
করেন এবং তথায় ন্যাক্সস নামে নগর স্থাপন করেন। খৃষ্টের
পূর্ব্ব ৭৩৫ অব্দে ঐ নগর স্থাপিত হয়। থি[illegible]ক্লিসের পর ক্যা-
ল্‌সিস নগরীয় অনেক লোক ক্রমে ক্রমে ই[illegible]ত ছিল [illegible]য়ায়। উহারা
ঐ দেশে সমুদ্রের অপর কূলে লিয়োণ্টি[illegible]হইয়া [illegible]টানা, মেসিনি
এবং রিজিয়ম এই কয় নগর স্থাপন ক[illegible]

গ্রীস দেশীয়েরা সিসিলি উপদ্বী[illegible]লতে নগর [illegible] নিবেশিত ক-
রিয়াছিল, সিরক্‌কিয়ুজ তন্মধ্যে অতি প্র[illegible]। করিন্থ দেশীয় ডো-
রিয় জাতীয়েরা ৭৩৪ অব্দে ঐ নগর স্থাপিত করে। ঐ নগর
কালক্রমে সিসিলি উপদ্বীপের প্রধান রাজধানী বলিয়া পরিগণিত
হয়। করিন্থ দেশীয়েরা সিসিলি উপদ্বীপেই যে, কেবল বসতি ক-
রিয়াছিল এমত নহে, উহারা কর্সাইরায় এবং আড্রিয়াটিক সমুদ্রের
উপকূলেও বাস করে। মেগারা দেশীয়েরা (১) প্রপণ্টিস এবং (২) ব-
স্‌পোরস, এই উভয়ের উপকূলে বাইজাণ্টিয়ম প্রভৃতি কতিপয় নগর
নিবেশিত করে। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৫৮ অব্দে বাইজাণ্টিয়ম নগর স্থা-
পিত হয়। অপর, মেগারা দেশীয়েরা সিসিলি উপদ্বীপে হাইব্‌লা
নামক নগর স্থাপন করে। হাইব্‌লার লোকেরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬২৭

(১) সমুদ্র বিশেষ। ইউগ্জাইন ও ইজিয় এই উভয় সমুদ্রের সহিত
উহার যোগ আছে। এক্ষণে ঐ সমুদ্রের মার্ম্মরা নাম হইয়াছে।

(২) মোহানা। ঐ মোহানা দ্বারা ইউগ্জাইন সমুদ্রের সহিত প্রপ-
ন্টিসের যোগ হইয়াছে।

অব্দে সেলিনস নগর নিবেশিত করে। ক্রিট ও রোড্স এই উভয় স্থানের লোকেরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৯০ অব্দে আপন আপন দেশ হইতে কতগুলি লোক লইয়া গেলা নগর, এবং খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৮২ অব্দে এগ্রিজেণ্টম নগর স্থাপিত করে। ডোরিয় জাতীয় যে সকল ব্যক্তি সিরাকিয়ুজ হইতে নির্ব্বাসিত হয় তাহারা, এবং মেসিনির লোকেরা হিমিরা নগর নিবেশিত করে। সিসিলি উপদ্বীপে গ্রীস-দেশীয়েরা, প্রথম বসতির পর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ইটালির দক্ষিণ অংশে অধিকাংশ প্রধান প্রধান নগর নিবেশিত করিয়াছিল। উহাদিগের নিবেশিত সিবারিশ ক্রোটন, লক্রাই, ট্যারেণ্টম এবং মেটাপণ্টম, এই কয় নগরের লোকে কতগুলি নূতন নগর নিবেশিত করিয়া ইটালিতে উহাদিগের অধিকার বিস্তারিত করে। গ্রীস দেশীয়েরা ইটালিতে যত নগর নিবেশিত করিয়াছিল, পসিডোনিয়া তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। পসিডোনিয়ার মহত্ত্ব চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

থেরা উপদ্বীপের লোকেরা আফ্রিকার উত্তর উপকূলবর্ত্তী(১) সাইরিন দেশ অধিকার করিয়া তথায় বসতি করে। সাইরিন নগরের লোকেরাই আবার সন্নিহিত জনপদে চারিটী নগর স্থাপন করিয়াছিল। ঐ স্থানে লিবিয় জাতির বসতি ছিল। গ্রীস দেশীয়েরা ঐ স্থান যখন প্রথম আক্রমণ করে, তখন লিবিয়েরা আত্যন্তিক বিপক্ষতাচরণ না করিয়া অল্পে অল্পেই উহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। কালক্রমে উহাদিগের প্রভাব বর্দ্ধিত হইলে লিবিয়েরা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া উহাদিগের উদয়োন্মুখী প্রভুশক্তির উন্মূলনে উদ্যত হইল। তাহাতে উহাদিগের সহিত লিবিয়দিগের যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লিবিয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। যুদ্ধস্থলে তাহাদিগের বিস্তর লোক নিহত হইল। তাহারা পরাস্ত হওয়াতে ঐ প্রদেশে গ্রীস দেশীয়দিগের রাজশক্তি বদ্ধমূল হইল।

সাইরিনদেশে প্রথমে একনায়ক রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৩৭ অব্দে

(১) সাইরিন কেবল দেশের নাম নহে; নগরেরও নাম সাইরিন।

আর কতগুলি নূতন লোক আসিয়া ঐ দেশে বসতি করে। অনন্তর, তত্রত্য প্রজাগণ তদ্দেশ প্রচলিত তদানীন্তন রাজ্যশাসনপ্রণালী রহিত করিয়া নূতন রাজকীয় ব্যবস্থাদি প্রস্তুত করাইবার নিমিত্ত মেণ্টিনিয়া দেশ হইতে ডিমনাক্স নামে এক ব্যক্তিকে আনাইল। ডিমনাক্স সাইরিন দেশের ব্যবস্থাপন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রথমে তত্রত্য যাবতীয় ব্যক্তিকে শ্রেণীত্রয়ে বিভাজিত করিলেন এবং এরূপে রাজ্যশাসনপ্রণালী নিবদ্ধ করিলেন যে, সমুদায় রাজশক্তি রাজার হস্তবহির্ভূত হইল। ডিমনাক্স যে রাজ্যশাসনপ্রণালী স্থাপন করিয়া যান, কালক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লাবনদ্বারা তাহারও পরিবর্ত্ত হইয়া যায়।

আয়োনিয় এবং ডোরিয় এই উভয় জাতি আসিয়া খণ্ডে যে সকল নগর নিবেশিত করে, সেই সেই নগরের পরস্পর ঐক্য ছিল। কিন্তু ঐক্যাংশে উহাদিগের দৃঢ়তা ছিল এরূপ বোধ হয় না। দেশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উৎসব উপলক্ষে উহাদিগের সময়ে সময়ে একত্র সমাগম হইত। আবশ্যক হইলে, সমাগম স্থলে রাজ্য সংক্রান্ত বিষয়েরও আলোচনা হইত। আসিয়া খণ্ডে গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত নগর সকলের পরস্পর দৃঢ়তর ঐক্য না থাকিলেও সৌভাগ্য সম্পত্তির ন্যূনতা ছিল না। যদি উহাদিগের ঐক্যাংশে দৃঢ়তা থাকিত, তাহা হইলে উহারা সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইত সন্দেহ নাই। গ্রীস দেশে যে সময়ে একনায়ক রাজ্যতন্ত্র রহিত হইয়া সাধারণ তন্ত্র স্থাপিত হইতে আরম্ভ হয়, আসিয়া খণ্ডে গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত নগরবাসীরাও সেই সময়ে সাধারণ তন্ত্র স্থাপন করে। মাইলিটস নগরের লোকেরা নৌযুদ্ধে পরম প্রাবীণ্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। ঐ নগরের লোকেরা আসিয়া খণ্ডের বহু স্থলে এবং শ্যামসাগরের (ইউগ্জাইন) উপকূলে বহুতর নগর নিবেশিত করে। তাহাতে গ্রীস দেশীয়দিগের আধিপত্য বহু দূর বিস্তারিত হয়।

আয়োনিয়, ইয়োলিয় এবং ডোরিয় এই তিন জাতির মধ্যে আয়োনিয়েরা আসিয়াখণ্ডে নগরাদিনিবেশনবিষয়ে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, ঐ দুই জাতি সেরূপ পারে নাই। আ-

য়োনিয় জাতীয়েরা যে সকল নগর নিবেশিত করে, তত্রত্য লোকেরা শিল্প, বাণিজ্য এবং শব্দশাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল। আয়োনিয়েরা আসিয়ামাইনরে ফোসিয়া নামে যে নগর নিবেশিত করে, তত্রত্য লোকেরা স্পেন দেশে এম্পোরিয়াই নামে নগর, এবং খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬০০ অব্দে গল্‌দেশে ম্যাসিলিয়া নামে নগর স্থাপিত করে। ডোরিয় জাতীয়েরা আসিয়ামাইনরে যত স্থানে অধিকার করিয়া বসতি করিয়াছিল, তন্মধ্যে কেবল রোড্‌সের লোকেরা গল্‌ ও স্পেন এই উভয় দেশে কতিপয় নগর নিবেশিত করে। ইজিপ্ট দেশীয় রাজা স্যামেটিকস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬৫০ অব্দে গ্রীস দেশীয়দিগের প্রবৃত্তি লওয়াইয়া স্বদেশে লইয়া যান এবং তথায় উহাদিগকে বাসস্থান প্রদান করেন।

যত লোক গ্রীস দেশ হইতে আসিয়াখণ্ডে গিয়া বসতি করে, প্রথমে তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাহারা কোন বিষয়ে অসুখী ছিল না। দিনংদিন তাহাদিগের বাণিজ্য কার্য্যের সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং অতুল অর্থসম্পত্তি হস্তগত হয়। তাহারা শিল্প ও শস্ত্র বিদ্যায় বিলক্ষণ পটু হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের এই সুখের অবস্থা বহুদিনস্থায়িনী হয় নাই। লিডিয়া দেশীয়েরা তাহাদিগের রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। শেষে তাহারা স্বাধীনতাসুখে বঞ্চিত হইয়া পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়। লিডিয়া দেশের অধিপতি জাইগিস্‌ প্রথমে কলোফন নগর গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ স্মির্ণা ও মাইলিটস এই উভয় রাজ্য আক্রমণ করেন। জাইগিসের লোকান্তর গমনের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী আর্ডিস প্রাইন নগর অধিকার করিয়া লইলেন। সেডিয়াটিস এবং এলিয়াটিস লিডিয়ার এই উভয় রাজা মাইলিটস নগরবাসীদিগের সহিত বহু বৎসর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু মাইলিটস রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হন নাই। শেষে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬১২ অব্দে লিডিয়া ও মাইলিটস এই উভয় রাজ্যের পরস্পর মৈত্রী ও সন্ধি হয়। লিডিয়ার অপর রাজা ক্রিসস ইফিসসনগর জয় করিয়া লন। কিন্তু তিনি পরাজিত ইফিসসবাসীদিগের প্রতি অতিশয় সদয় ব্যবহার করেন। ক্রিসস অতিশয় প্রতাপান্বিত ছিলেন।

গ্রীস দেশীয়েরা আসিয়াখণ্ডে যত নগর নিবেশিত করে, তৎসমুদায়ই স্বল্প কাল মধ্যে ক্রিসসের অধীনতা স্বীকার করে। ক্রিসস গ্রীস দেশীয়দিগের তত্রত্য সমুদায় নগর স্ববশে আনয়ন করেন বটে, কিন্তু তিনি স্ববশীকৃত নগরবাসীদিগের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, উহাদিগকে নিয়মিত কর প্রদান ব্যতিরিক্ত আর কোন বিষয়েই পারতন্ত্র্য দুঃখের অনুভব করিতে হয় নাই। উহারা আপন আপন নগরের যাবতীয় কর্ত্তব্য কার্য্য আপনারাই সম্পাদন করিত। উহাদিগের প্রতি ক্রিসসের তাদৃশ সদয় ব্যবহার করিবার কারণ এই, ক্রিসস অতিশয় গুণজ্ঞ ছিলেন। গ্রীস্ দেশীয়েরা শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ে যে, তাদৃশ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিল, তাহাতে ক্রিসস্ তাহাদিগের প্রতি অতিশয় প্রীত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তাহাদিগের প্রশংসা করিতেন এবং তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় ঔদার্য্য ও দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন করেন। গ্রীস দেশের সর্ব্বস্থলেই তাঁহার যশোগান গীয়মান হয়।

ক্রিসস্ স্বরাজ্যের নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপ সকল স্ববশে আনয়ন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তদ্বিষয় হইতে নিবারিত হন। অনন্তর, তিনি লিসিয়া এবং সিলিসিয়া ব্যতিরিক্ত হেলিস্ নদী পর্য্যন্ত আসিয়ামাইনরের সমুদায় স্থান অধিকার করিয়া লন।

ক্রিসসের এত যে সৌভাগ্য, এত যে সুখ্যাতি, এত যে শৌর্য্য প্রকাশ, শেষে তৎসমুদায়ই অস্তগত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৪৬ অব্দে পারস্যের অধিপতি সাইরসের সহিত যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে তিনি রণস্থলে পরাভূত হইলেন। পারস্যরাজ তাঁহাকে সমর বন্দীকৃত করিয়া লইয়া গেলেন। লিডিয়া রাজ্য পারস্যরাজের হস্তগত হইল। গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত নগরবাসীরাও পারস্যরাজের অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইল। লিডিয়া দেশীয়েরা অতিশয় যুদ্ধপ্রিয় ও যোদ্ধা ছিল। যুদ্ধ কার্য্যেই তাহাদিগের অধিক কাল পর্য্যবসিত হইত। সাইরস তাহাদিগকে জয় করিয়া যুদ্ধ কার্য্যোপযোগী শস্ত্র ব্যবহার নিষেধ করিয়া দিলেন। তদবধি তা-

হারা যুদ্ধাতিরিক্তকালকর্ত্তব্য শিল্পাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল এবং ক্রমে ক্রমে অতিশয় বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন তাহাদিগের সেই শৌর্য্য, সেই পুরুষকার, সেই সমরানুরাগ, সমুদায়ই বিলুপ্ত হইয়া গেল।

সাইরস গ্রীস্ দেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগরবাসীদিগকে জয় করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু জয় কার্য্য শেষ না হইতেই তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। অতএব তিনি নিজ প্রতিনিধিগণের উপরে জয় কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া স্বদেশে চলিয়া গেলেন। গ্রীস্ দেশীয়দিগের উপনিবেশিত নগরবাসীরা পারস্য দেশীয়দিগকে এই কথা বলিল, আমরা যে নিয়মে ক্রিসসের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলাম, তোমরা যদি আমাদিগের সহিত সেই নিয়মে চল, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতে পারি। কিন্তু পারস্য দেশীয়েরা সে কথায় সম্মত হইল না। অতএব তাহারা যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা সাহায্য প্রার্থনা করিয়া স্পার্টা নগরে দূত প্রেরণ করিল। দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইল। সাইরসের সেনাপতি ম্যাজেরিস প্রাইন এবং ম্যাগনিসিয়া এই উভয় নগর অধিকার করিয়া লইলেন। হার্পেগস ম্যাজেরিসের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি আয়োনিয়জাতির উপনিবেশিত নগরবাসীদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। ফোসিয়া নগরবাসীরা দেখিল, পারস্য দেশীয়দিগের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার চেষ্টা করা বিফল। অতএব তাহারা ঐ নগর পরিত্যাগ করিয়া ভূমধ্যস্থসাগরের পশ্চিম অংশে বাসার্থী হইয়া গমন করিল। তাহারা প্রথমে কর্সিকার অন্তঃপাতী আলালিয়া নগরে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে কার্থেজ এবং ইট্রিউরিয়া এই উভয় দেশের লোকে তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে কতগুলি মেসিলিয়ায় আর কতগুলি ইটালির দক্ষিণ অংশে রিজিয়মনগরে গমন করিল। যাহারা রিজিয়মে যায়, তাহারা ঐ স্থানে ইলিয়া নগর স্থাপন করিল। ফোসিয়ার দৃষ্টান্তানুসারী হইয়া টিয়সের লোকেরা থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী জনপদে গমন করিল এবং ঐ স্থানে আবডিরা

নামে এক নগর স্থাপন করিল। হার্পেগস এইরূপে আয়োনিয়-জাতির উপনিবেশিত নগর সকল জয় করিলেন। কোন কোন উপদ্বীপের লোকে স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই পারস্য দেশীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিল।

হার্পেগস ইয়োলিয় এবং আয়োনিয় জাতির নিবেশিত নগর সকল জয় করিয়া পশ্চাৎ দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। কেরিয়ার লোকেরা বিনা যুদ্ধেই পারস্যদেশীয়দিগের অধীনতা-স্বীকার করিল। কিন্তু লিসিয়ার লোকেরা স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। পারস্যদেশীয়েরা জ্যানথস নগর অবরোধ করিলে পর তত্রত্য লোকেরা পুত্র কলত্র সহ নগর ভস্মীভূত করিয়া অস্ত্রশস্ত্র হস্তে নগর হইতে বহির্গত হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে শত্রুহস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। অন্য অন্য নগরের লোকেও ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। যে যে নগর হার্পেগসের নিকটে নত না হইয়া প্রতিপক্ষতাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, হার্পেগস সে সে নগর জয় করিয়া ভূমিসাৎ করিলেন। এইরূপে আসিয়া মাইনরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত প্রায় সমুদায় নগরই স্বল্পকাল মধ্যে পারস্যরাজের হস্তগত হইল।

পলিক্রেটিস নামে এক ব্যক্তি তৎকালে সেমস উপদ্বীপের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল। সেমস রাজ্য তাহার পৈতৃক রাজ্য নহে। সে সেমস রাজ্য অপহরণ করিয়া লয়। এক শত জাহাজ ঐ রাজ্যাপহারীর অধিকৃত ছিল। মাইলিটস বাসীদিগের সহিত তাহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সেই প্রসঙ্গে পারস্য দেশের সহিত যুদ্ধ ঘটনার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। দেশের মধ্যে তাহার অনেক শত্রু ছিল। অতএব সে পারস্যরাজের সহিত শত্রুতা না করিয়া তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইল এবং পারস্যরাজ যাহাতে তুষ্ট হন, সেই চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইজিপ্ট দেশের সহিত পারস্যরাজের সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে পলিক্রেটিস আপনার কতগুলি জাহাজ দিয়া পারস্যরাজের সহায়তা করিল। যাহাদিগের হইতে অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা ছিল, পলিক্রেটিস তাহাদিগকে যুদ্ধার্থ পাঠাইয়া দিল। কিন্তু

তাহার ঐ অসদভিসন্ধি ব্যক্ত হইয়া পড়িল। সে যেসকল ব্যক্তিকে জাহাজে তুলিয়া দেয়, তাহারা তাহাকেই বধ করিবার উদ্দেশে আক্রমণ করিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া স্পার্টানগরের নিকটে সাহায্য প্রর্থনা করিল। স্পার্টানগরীয়েরা যে সাহায্য দান করে, তদ্দ্বারা তাহাদিগের ইষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে তাহারা কিয়ৎকাল ইজিয়সমুদ্রে বিলুণ্ঠনার্থ ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে ক্রিট উপদ্বীপে সিডোনিয়ানগরে বসতি করিল। এই ঘটনা হওয়াতে পলিক্রেটিস পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল এবং পারস্যরাজের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া স্বাধিকার বিস্তার করিতে লাগিল। একদা ঐ ধূর্ত্ত কৃতঘ্নের কুহকে পড়িয়া সার্ডিসে গমন করে। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫২২ অব্দে ঐ স্থানে নিহত হয়।

গ্রীস দেশীয়দিগের নিবেশিত ও অধিকৃত নগর ও জনপদের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল। এক্ষণে গ্রীস দেশীয়দিগের শিল্প বিদ্যা, শব্দশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। গ্রীস দেশীয়দিগের যেমন দিন দিন সৌভাগ্য সম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বিষয়েরও শ্রীবৃদ্ধি হয়। আসিয়াবাসী আয়োনিয়জাতীয়েরা বাণিজ্যবিষয়ে এবং শিল্প প্রভৃতি কতিপয় বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করে। যদ্দ্বারা মানুষের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় এবং যদ্দ্বারা দেশের সৌভাগ্য ও শোভা বৃদ্ধি হয়, তাদৃশ কল্যাণকরী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে গ্রীস দেশবাসী আয়োনিয়জাতীয়েরা সবিশেষ অনুরাগী ছিল। বাণিজ্য বিষয়ে এবং শিল্পাদি কতিপয় বিষয়ের অনুশীলনে অন্য কোন জাতিই প্রথম প্রথম উহাদিগের প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হয় নাই। ডোরিয়জাতির অধিকৃত করিন্থ প্রভৃতি কতিপয় নগরে শিল্পাদিশিক্ষার উপযোগী কতিপয় বিদ্যালয় ছিল বটে, কিন্তু আয়োনিয় জাতীয়েরা ঐ সকল বিষয়ে সকলকে অতিক্রম করিয়াছিল। আয়োনিয় জাতীয়েরা যৎকালে ঐ সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়, তৎকালে এথেন্স নগরে ঐ সকলের সমধিক চর্চ্চা ছিল না। আয়োনিয়া এবং সেমসের লোকেরা প্রাচীন কালে বহুতর সুসমৃদ্ধ দেবগৃহ নির্ম্মাণ করে। ধাতু-

ময়ী প্রতিমূর্ত্তি ছাঁচে ঢালিবার কৌশল প্রথম সেসসে সৃষ্ট হয়। প্রস্তরে ক্ষোদকারি করা এবং নানাপ্রকার কারিকরি তদানীন্তন গ্রীস দেশীয়দিগের অপরিজ্ঞাত ছিল না। যে সকল দেবগৃহ নির্ম্মিত হইত, তাহার বহির্ভিত্তিতে নানাবিধ আকৃতি ও প্রতিমূর্ত্তি ক্ষোদিত হইত। গ্রীস দেশীয়েরা পূজা করিবার উদ্দেশে বহুবিধ দেবপ্রতিমা নির্ম্মাণ করিত। কারিকরেরা সেই সকল প্রতিমার নির্ম্মাণ কালে ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার করিতে পারিত না। তাহাতে দেবপ্রতিমার গঠন সৌষ্ঠব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দেবগৃহ প্রভৃতি সর্ব্বজন দর্শনীয় অট্টালিকার শোভা সম্পাদনের নিমিত্ত বহির্ভিত্তিতে যে যে প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত, তাহার নির্ম্মাণ কালে কারিকরেরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া নানাপ্রকার সুন্দর গঠন করিত। গ্রীস দেশীয়দিগের এই প্রথা ছিল, ওলিম্পিয়া প্রভৃতির উৎসব স্থলে অনুষ্ঠীয়মান মল্লযুদ্ধাদিতে যাহারা জয় লাভ করিত, তাহাদিগের সম্মানার্থ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইত। এই প্রথা প্রচলিত থাকাতে গ্রীস দেশীয়দিগের শিল্পবিষয়ে সাতিশয় নৈপুণ্য লাভ হয়। উহাদিগের শিল্প বিষয়ে এত নৈপুণ্য লাভ হইয়াছিল যে, অন্য দেশের লোকে উহাদিগকে ঐ অংশে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, উহাদিগের তুল্যতা প্রাপ্তও হইতে পারে নাই।

গ্রীস দেশে প্রথমাবস্থায় শিল্পাদি বিবিধ বিষয়ের ন্যায় কাব্য শাস্ত্রেরও সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। হোমর আদি কবি। হোমরের ন্যায় হিসিয়ড নামে একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রধান কবি ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। ঐ দুই মহা কবি যে সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তৎকালে অন্য কোন কবি ছিলেন না, ইহা কোনরূপে সম্ভাবিত বোধ হয় না। বোধ হয়, হোমর এবং হিসিয়ডের নাম অধিকতর বিখ্যাত হওয়াতে, তৎকালে যে সকল কবি ছিলেন, তাঁহাদিগের নাম এবং তাঁহাদিগের কৃত কাব্য গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। নব্য ইতিহাস লেখকেরা এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন হিসিয়ডের নামে যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ আছে, তৎসমুদায় তৎকৃত নহে; অন্য কবিকৃত কাব্য গ্রন্থও তাঁ-

হার নামে প্রচলিত হইয়াছে। হিসিয়ডও হোমরের ন্যায় কবি সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। হিসিয়ড বিয়োশিয়া দেশে আস্ক্রা-নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। কোন সময়ে তিনি প্রাদুর্ভূত হন, তাহার নির্ণয় নাই। কিন্তু অনেকে বলেন হিসিয়ড হোমরের পর, খৃষ্টের পূর্ব্ব ৮৫০ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।

গ্রীস দেশে দ্বিবিধ পদ্যময় প্রবন্ধের সৃষ্টি হয়। একবিধ ইতিবৃত্তময়, অন্যবিধ সঙ্গীতময়। কবিগণ কোন কল্পিত অথবা বাস্তবিক বৃত্তান্ত লইয়া যে পদ্যময় প্রবন্ধ প্রণয়ন করিতেন, তাহাই ইতিবৃত্তময় কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। আর, যে সকল পদ্য বীণাবাদন পুরঃসর গীয়মান হইত, তাহা সংগীতময় কাব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইত। ঐ উভয়বিধ কাব্যেরই গ্রীস দেশে সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ইতিবৃত্তময় কাব্যের যে সময়ে সমধিক অনুশীলন হয়, তৎকালে সংগীতময় কাব্যের অনুশীলন ছিল কি না, এ বিষয় সন্দেহস্থল। পিণ্ডারের গ্রন্থ ভিন্ন সংগীতময় পদ্যগ্রন্থ প্রায়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। লুপ্তাবশিষ্ট যে শ্লোকপরিপাটী অধুনা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিয়া গ্রীক্ ভাষাভিজ্ঞ-পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রশংসা করেন এবং সংগীতময় পদ্য গ্রন্থ বিলোপপদবী প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে যথেষ্ট ক্ষোভ করিয়া থাকেন। ডোরিয় ও ইয়োলিয় এই উভয় জাতি সংগীতময় কাব্যের অধিকতর অনুশীলন করে। ইয়োলিয় জাতীয়দিগের মধ্যে আর্কিলোকস, হিপোনাক্স, এবং আলসিউস এই তিন ব্যক্তি সংগীতময় কাব্য বিষয়ে অধিকতর খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। আর আয়োনিয় জাতীয়দিগের মধ্যে আনাক্রয়ন, ইবিকস, মিম্নর্ম্মস এবং (১) স্যাফো এই কয় ব্যক্তি ঐ বিষয়ে অতিশয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ হন।

দেশ যত দিন অত্যন্ত অসভ্য অবস্থায় থাকে, তত দিন তাহাতে লেখাপড়ার চর্চ্চা হয় না। লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইলে

(১) স্যাফো খৃষ্টের পূর্ব্ব ৬০০ অব্দে লেস্‌বস্ উপদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। হিরডোটস বলেন স্যাফো স্কামাণ্ড্রনিমসের কন্যা। তিনি কবিত্বশক্তি ও সৌন্দর্য্য গুণ দ্বারা সবিশেষ বিখ্যাত ছিলেন।

প্রথমে পদ্যের সৃষ্টি হয়, পশ্চাৎ গদ্য লিখিবার প্রথা আরম্ভ হয়। বিদ্যানুশীলনের প্রথম আরম্ভ কালে একবারে কখন গদ্য লিখিবার প্রথা আরম্ভ হয় না। সকল দেশেই এই রীতিক্রমে লেখাপড়ার চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সভ্যদেশ মাত্রেরই আদ্যকালের ইতিহাস পাঠ করিলে এই বিষয় বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। গ্রীসদেশেও ঐরূপ যে সময়ে পদ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার বহুকাল পরে গদ্য লিখিবার প্রথা আরম্ভ হয়। সাইরস উপদ্বীপে ফেরিসাইডিস নামে এক ব্যক্তি প্রথম গদ্য লিখিতে আরম্ভ করেন। বোধ হয়, খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৫০ অব্দে তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। মাইলিটস নগরে ক্যাডমস নামে একব্যক্তি প্রথমে গদ্যে ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করেন। যাঁহারা প্রথমে ইতিহাস লিখিতে অরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইতিহাসের স্বরূপ অবগত ছিলেন না। অতএব তাঁহারা অদ্ভুত অলৌকিক ও কল্পিত বিষয় লইয়া আপন আপন গ্রন্থ পরিপূর্ণ করেন। ফলতঃ তৎকালে ইতিবৃত্তময় যে পদ্য গ্রন্থ প্রচলিত ছিল, যাঁহারা প্রথমে গদ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেই পদ্য গ্রন্থ গদ্যে বিন্যস্ত করেন। কোন দেশেই প্রথমে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার রীতি আরম্ভ হয় নাই। তাহার কারণ এই প্রথমাবস্থার লোকদিগের অন্তঃকরণ বৃথাভিমানে পরিপূর্ণ থাকে এবং তদানীন্তন লোকেরা অদ্ভুত বৃত্তান্ত শ্রবণেই সমধিক সমুৎসুক হয়, সুতরাং গ্রন্থকারেরাও স্বদেশীয়লোকের চিত্তরঞ্জন করিবার নিমিত্ত তাহাদিগের আরোপিত গুণ বর্ণন করেন এবং অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া লোকের চিত্ত চমৎকার করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতেই আদ্যকালে প্রকৃত ইতিহাস লিখিবার রীতি আরম্ভ হয় না।

অতিপ্রাচীনকালে গ্রীসদেশে শব্দশাস্ত্রাদির ন্যায় দর্শনশাস্ত্রেরও অনুশীলন হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু প্রথম প্রথম দর্শনশাস্ত্র স্বতন্ত্রশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল না। খৃষ্টের পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে দর্শনশাস্ত্র স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। ঐ সময়ে সাত জন তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হন। ঐ সাত ব্যক্তি কেবল

ঈশ্বর চিন্তনে রত এবং অলৌকিক বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া সকলেই ব্যবহারিক কার্য্যে সমধিক অবহিত হন। তাঁহারা সকলেই লোক ব্যবহারজ্ঞ ও অর্থশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহারা ব্যবস্থাপন কার্য্যে ব্যাপৃত এবং প্রাড়্‌বিবাকের পদে অধিষ্ঠিত হন। ঐ সময়ে আরো কতগুলি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা এই দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থের আদিকারণান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। মাইলিটস নগরে থেলিস নামে এক পণ্ডিত সর্ব্ব প্রথম দর্শনিশাস্ত্রজ্ঞ বক্তিদিগের এক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। ঐ ব্যক্তি সোলনের সমকালের লোক। তিনি এই মত প্রচার করেন, জলই সমুদায় পদার্থের আদি কারণ। তাঁহার পঞ্চাশ বৎসর পরে মাইলিটস নগরে এনাক্সিমিনিস নামে অপর এক পণ্ডিত জন্মেন। তিনি এই মত প্রচার করেন বায়ু হইতেই সমুদায় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। আর, ইফিসসবাসী হিরাক্লাইটস বলেন, অগ্নিই সমুদায়ের মূলকারণ। পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিতগণ জগতের আদিকারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যিনি যেমত প্রচার করুন এবং তাঁহাদিগের মত যেরূপ আয়ৌক্তিক ও অসঙ্গত হউক, তাঁহাদিগের তাদৃশ অনুসন্ধান প্রবৃত্তি মূলকই ক্রমে ক্রমে গ্রীস দেশীয়দিগের এই স্থির হয় যে, জগতের কারণভূত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বর আছেন; সমুদায় পদার্থই তাঁহার সৃষ্ট; তিনি সমুদায় পদার্থ সৃষ্টি করিয়া পদার্থ সকলের আকৃতি, গতি ও পরস্পর সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন; তিনি নির্লিপ্ত এবং জগৎ ভিন্ন; তিনি যে নিয়ম করিয়া দিয়াছেন, সেই নিয়মানুসারে এই জগৎ চলিতেছে।

আয়োনিয় জাতীয়েরা যে সময়ে দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করে, তৎসমকালেই ইটালির দক্ষিণে ইলিয়া নগরে আর এক সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়। ঐ নগরে যে সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত হয়, জেনোফেনিস তাহার আদিপ্রবর্ত্তক। জেনোফেনিস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৩৬ অব্দে কলোফন হইতে ইলিয়া নগরে উঠিয়া যান। জেনোফেনিস বলিতেন, জগদতিরিক্ত আত্মা নাই, জগৎই চৈতন্যস্বরূপ। এই মূল হইতেই তাঁহার সমুদায় মত প্র-

বর্ত্তিত হয়। তাঁহার শিষ্য পার্ম্মিনিডিসও তন্মতানুসারী হন। তাঁহার মতে এবং তাঁহার গুরুর মতে আংশিক ভেদমাত্র ছিল। জিনো ও মেলিসস এই দুই ব্যক্তি পার্ম্মিনিডিসের শিষ্য। তদানীন্তন লোকদিগের বিশেষতঃ তদানীন্তন দর্শনশাস্ত্রব্যবসায়ীদিগের মতখণ্ডন করাই তাঁহাদিগের প্রধান কর্ম্ম ছিল।

থেলিস যে মত প্রচারিত করেন, প্রতিপোষক প্রমাণ ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই মত প্রণালীক্রমে লিপিবদ্ধ করেন কি না, এক্ষণে অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু তাঁহার শিষ্য এনাক্সিমেণ্ডর সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া এক গদ্য গ্রন্থ করেন। আয়োনিয় সম্প্রদায়ের যাবতীয় তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জেনোফেনিস এবং পার্ম্মিনিডিস পদ্যে লিখিয়া আপনারদিগের মত প্রচারিত করেন। এগ্রিজেণ্টম নগরবাসী এম্পিডক্লিস ঐ রীতির অনুসরণ করিয়াছিলেন।

পিথাগোরাস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫৭০ অব্দে যে দর্শন শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিখ্যাত। পিথাগোরাস সেমস উপদ্বীপে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মাদিবিষয়ক যথার্থ বৃত্তান্ত অবগত হওয়া অত্যন্ত দুরূহ। তাঁহার বৃত্তান্ত মধ্যে অনেক অলৌকিক ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত প্রবেশিত হইয়াছে। পিথাগোরাস ইজিপ্ট প্রভৃতি বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া বিবধ বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জন করেন। স্বভাবতই তাঁহার গণিত শাস্ত্রাবগাহিনী বুদ্ধি ছিল। তিনি গণিত ও খগোল সংক্রান্ত বহু বিষয়ের আবিষ্ক্রিয়া করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অস্মদ্দেশীয় নৈয়ায়িকদিগের যেরূপ মত আছে জীবাত্মা নিত্য; জীবাত্মা যখন যে দেহ আশ্রয় করিয়া থাকেন, সেই দেহের ধ্বংস হইলে জীবাত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, কিন্তু জীবাত্মার ধ্বংস হয় না; পিথাগোরাসেরও সেইরূপ মত ছিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পলিক্রেটিস সেমস উপদ্বীপের অধিপতি ছিল। পলিক্রেটিস সেমসের রাজত্ব গ্রহণ করিয়া প্রজাগণের উপরে পীড়ন ও দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। পিথাগোরাস তৎকৃত অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক

ইটালিতে গমন করিয়া ইটালির অন্তঃপাতী ক্রোটন নগরে অবস্থিতি করিলেন। তথায় দেখিলেন, নগরবাসী লোকেরা সচ্ছন্দে নাই; নগরমধ্যে দুই দল হইয়াছে, প্রধান ব্যক্তিদিগের এক দল, আর, তদিতর ব্যক্তিদিগের এক দল; এই উভয় দল ঘোরতর বিরোধ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়াছে; তাহাতে সমুদায় তন্ত্র আকুলীভূত হইয়াছে। পরিশেষে প্রধান ব্যক্তিদিগের দল প্রবল হইয়া উঠিল। পিথাগোরস ঐ দলে যোগ দিলেন। তিনি যোগ দেওয়াতে ঐ দলের বহুতর উপকার হয়। ইটালিতে গ্রীস দেশীয়দিগের যত উপনিবেশিত নগর ছিল, তৎসমুদায় স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া পিথাগোরাস প্রধান বংশোৎপন্ন তিন শত যুবকব্যক্তির এক সম্প্রদায় স্থাপন করিলেন। তাঁহার সম্প্রদায় স্থাপন করিবার প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলন করিবেন।

পিথাগোরাস যে সম্প্রদায় স্থাপন করেন, তদন্তর্গত লোকেরা কেবল দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন এমত নহে, তাঁহারা ধর্ম্ম ও রাজ্যতন্ত্র সংক্রান্ত বিষয়েও উদাসীন ছিলেন না। ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনারদিগের পর্য্যালোচিত সমুদায় কার্য্যই ধর্ম্মবুদ্ধি হেতুক গুহ্য ভাবিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে ঐ সম্প্রদায়ের অনুষ্ঠিত কার্য্যসকল অধুনা অবগত হইবার সদুপায় নাই। যে সময়ে দেশের সমুদায় লোকই অজ্ঞান তিমিরে আচ্ছন্ন থাকে, সে সময়ে যে সকল ব্যক্তির অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের অবভাস হয়, তাঁহারা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে প্রবৃত্ত হইয়া যেমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, পিথাগোরাস এবং তাঁহার শিষ্যগণ তদানীন্তন ভ্রমান্ধ ব্যক্তিদিগের ভ্রম নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত সেরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন নাই। তাঁহারা শান্তভাবে আপনারদিগের মতপ্রচারণ ও দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে ক্রমে ক্রমে স্বমত প্রবিষ্ট করিবার নিমিত্তই যত্নবান্ ছিলেন।

পিথাগোরাস এবং তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা অভিজাততন্ত্র পক্ষে পক্ষপাতী ছিলেন। তাহাতে অন্য অন্য প্রজাগণ বিপক্ষ হ-

ইয়া তাঁহার সম্প্রদায়ের নামে বহু অপবাদ দেয়। সিবারিস নগরীয় প্রজাগণ একদা অভিজাতদলের অতিশয় বিপক্ষ হইয়া উঠিল। তন্নিবন্ধন প্রধানপক্ষীয় পাঁচ শত লোককে স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রোটন নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। অনন্তর, সিবারিস নগরীয়েরা ক্রোটন নগরের প্রধান সভার নিকটে এই প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল, যে সকল লোক সিবারিস হইতে ক্রোটন নগরে গমন করিয়াছে, আপনারা তাহাদিগকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। ক্রোটন নগরীয় প্রধান সভা পিথাগোরাসের পরামর্শক্রমে সিবারিস নগরীয়দিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। তন্মূলক যুদ্ধ ঘটনা হইল। মাইলোনামে পিথাগোরাসের এক শিষ্য সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। যুদ্ধস্থানে বিপক্ষপক্ষ পরাস্ত হইল। মাইলো জয়ী হইলেন। সিবারিস নগর উৎসাদিত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫১০ অব্দে ঐ নগর উৎসাদিত হয়। সিবারিস নগর জয়ের পর তথায় যে কিছু দ্রব্য লব্ধ হইল, ক্রোটন নগরীয় প্রধান পক্ষীয়েরা তৎসমুদায় আপনারাই গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। তাহাতে ক্রোটন নগরীয় প্রজাগণ প্রধান ব্যক্তিদিগের নিতান্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল। পিথাগোরাস এবং তৎপ্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ের উপরে উহাদিগের রাগ ছিল। যে গৃহে ঐ সম্প্রদায়ের সভা হইত, প্রজাগণ ক্রোধপ্রযুক্ত খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫০৪ অব্দে সেই গৃহে অগ্নিপ্রদান করিল। অনেকেই ঐ স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিল। পিথাগোরাস উহার অব্যবহিত পরেই মেটাপণ্টম নগরে প্রাণ পরিত্যাগ করেন। পিথাগোরাসের সম্প্রদায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। প্রজাগণ প্রবল হইয়া উঠিল। ক্রোটন নগরেই যে, কেবল প্রধানেতর প্রজাগণের সমধিক প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল এমত নহে, ইটালির দক্ষিণাংশের সমুদায় নগরেই উহাদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু উহারা সচ্ছন্দে সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই। প্রধান পক্ষীয়েরা প্রায়ই উহাদিগকে বিরক্ত ও অসুখিত করিত।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পারসীকদিগের সহিত গ্রীস দেশীয়দিগের সংগ্রাম।
এথেন্স নগরের প্রাধান্য লাভ।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে পলিক্রেটিস সেমস উপদ্বীপের অধিরাজ্যে অধিরূঢ় হয়। তাহার লোকান্তর প্রাপ্তি হইলে পর গিয়াণ্ড্রিয়স নামে এক ব্যক্তি তাহার রাজ্য অপহরণ করিয়া রাজত্ব করিতে আরম্ভ করে। পলিক্রেটিসের সাইলোসন নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃরাজ্য অপহৃত দেখিয়া তদধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, তিনি অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া রাজ্যাপহারীকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইতে পারেন। অতএব তিনি পারস্যরাজের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডেরায়স তৎকালে পারস্যদেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫২১ অব্দে ডেরায়স পারস্য দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তিনি সাইলোসনের প্রার্থনাবাক্যে সম্মত হইয়া ওটেনিস্ নামে এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া একদল পারসীক সেনা সমভিব্যাহারে সেমসে পাঠাইয়া দিলেন। পারসীক সেনাপতি স্বপ্রভুর নিদেশ সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু অল্পায়াসে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। সেমস উপদ্বীপবাসী তাবৎ লোকই প্রায় নিহত হইল। শেষে সাইলোসন নির্ম্মনুষ্য উপদ্বীপের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

সেমস্ উপদ্বীপের বিষয়ে হস্তক্ষেপের পর পারস্যরাজ সিথিয়া দেশ জয় করিতে যান। ঐ প্রসঙ্গে তিনি থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়া এই উভয় দেশ স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা করেন। তাহাতেই গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত তাঁহার সবিশেষ সম্পর্ক হয়। কি কারণে সিথিয়া দেশীয়দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হয়, ঐ যুদ্ধে তিনি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, আর যুদ্ধের যথাবস্থিত আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্তই বা কি, এ সকল এক্ষণে নিশ্চিতরূপে অবগত হওয়া যায় না। ফলতঃ, পারস্যরাজ স্বয়ং যুদ্ধে গমন

করিয়াছিলেন এবং তিনি যদর্থে যুদ্ধযাত্রা স্বীকার করেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারেন নাই, এই দুই কথা ব্যতিরেকে ঐ যুদ্ধ সংক্রান্ত একটী বৃত্তান্তও নিঃসন্দিগ্ধ রূপে অবগত হওয়া যায় না। উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, ডেরায়স প্রায় দশ লক্ষ লোক লইয়া যুদ্ধে গমন করেন এবং তাঁহার গ্রীক প্রজাগণ তাঁহাকে ছয় শত যুদ্ধের জাহাজ প্রদান করে। পারস্যরাজ ডেনিয়ুবনদীর উপরে এক সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া সৈন্যসহ নদী পার হন। নদী পার হইয়াই সেতু ভাঙিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দেন; কিন্তু পরক্ষণে তাঁহার মনে উদয় হয়, প্রত্যাগমনকালে সেতুর প্রয়োজন হইবে, এই হেতু তিনি ষাটি দিন কাল নিয়মে সেতু রক্ষা করিতে অনুজ্ঞা করেন। অনন্তর, সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সিথিয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। এই যুদ্ধ বৃত্তান্তের শেষভাগ যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভাব্য ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ; অতএব অতঃপর সমুদায় বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করা আবশ্যক বোধ না করিয়া এইমাত্র নির্দ্দেশ করা যাইতেছে, পারস্যরাজের সিথিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ দূরে থাকুক, শেষে তাঁহাকে পলাইতে হইয়াছিল। তিনি যে সকল দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা আনিতে পারেন নাই। আর, যাহারা পীড়িত হইয়াছিল তাহাদিগকে ফেলিয়া আইসেন। পারস্যরাজ ষাটি দিন কাল নিয়ম করিয়া ডেনিয়ুব নদীর উপরি বিরচিত সেতু রক্ষা করিতে বলিয়া যান। ষাটি দিন অতীত হইলে এথেন্স নগরীয় মিলটায়েডিস গ্রীস দেশীয়দিগকে এই পরামর্শ দেন; তোমরা সেতু ভাঙিয়া দাও, তাহা হইলেই তোমরা একবারে পারসীকদিগের পারতন্ত্র্য যোক্ত্র হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার পরামর্শ গ্রাহ্য হয় নাই। মাইলিটসের অধিপতি হিস্টায়সের পরামর্শক্রমে সেতুভঙ্গোদ্যম নিবারিত হয়। ডেরায়স অব্যবহিত পরেই প্রত্যাগমন করেন। সিথিয়া দেশে তাঁহার অসংখ্য সৈন্য নিহত হয়, তথাপিও তাঁহার এত সৈন্য ছিল যে, তিনি আগমন সময়ে নিজ সেনাপতি মেগাবেজসকে ইয়ুরোপে থাকিয়া থ্রেস এবং হেলিস্পণ্টস্থিত গ্রীসদেশীয় যাবতীয় নগর জয় করিবার অনুমতি করিয়া তাঁহার হস্তে

অশীতি সহস্র সৈন্য সমর্পণ করিয়া আসিলেন। ডেরায়স স্বদেশে উপস্থিত হইয়াই হিষ্টায়সের পুরস্কার করিলেন। মিল্‌টায়েডিস যে সময়ে সেতু ভগ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে সময়ে হিষ্টায়স নিবারণ না করিলে পারস্যরাজকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত। হিষ্টায়সের প্রযত্নেই তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হয় নাই। পারস্যরাজ এক্ষণে তৎকৃত সেই মহোপকার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে ষ্ট্রাইমন নদীর উপকণ্ঠবর্ত্তী এক প্রদেশ পুরস্কার দিলেন। মাইলিটসের রাজত্ব আরিষ্টগোরাসের হস্তে সমর্পিত হইল। হিষ্টায়স পুরস্কারলব্ধ জনপদে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

মেগাবেজস ইয়ুরোপে থাকিয়া প্রথমে পেরিন্থস নগর অধিকার করিলেন, এবং, থ্রেস দেশের মধ্যে যে যে জাতি পূর্ব্বে তাঁহার প্রভুর পরাধীনতা স্বীকার করে নাই, তিনি ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। অনন্তর তিনি পিয়োনিয় জাতীয়দিগকে জয় করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। পিয়োনিয়জাতীয়দিগকে আসিয়াখণ্ডে লইয়া বাস করান, ডেরায়সের এই অভিপ্রেত ছিল। মেগাবেজস নিজ প্রভুর নিদেশানুসারে ঐ জাতির কতগুলিকে ফ্রিজিয়ায় বসতি করাইলেন। কিন্তু ঐ জাতির অধিকাংশ লোক ইতস্ততঃ চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িল। এই সকল কার্য্য সম্পাদিত হইলে পর মেগাবেজস ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে অভিলাষী হইলেন। ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য তৎকালে ক্ষুদ্ররাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। ঐ রাজ্যে তৎকালে ইলিরিয় ও পিলাসজিয় এই উভয়জাতির বসতি ছিল। গ্রীসদেশীয়েরা ঐ রাজ্যের লোকদিগকে অসভ্য বলিত। ম্যাসিডোনিয়ার রাজবংশ হিরাক্লিজ হইতে উৎপন্ন। আমিন্টাস তৎকালে রাজপদে অভিষিক্ত ছিলেন। মেগাবেজস প্রথমে তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ রাজসমীপে উপনীত হইয়া ভূমি ও জল প্রার্থনা করিল। পারস্যদেশীয়দিগের এই নিয়ম ছিল, তাহারা যে নগর স্ববশে আনয়ন করিবার অভিলাষ করিত, অগ্রে তত্রত্য রাজার নিকটে ভূমি ও জল প্রর্থনা করিত। ভূমি ও জল প্রার্থনা করিলেই বুঝিতে হইত, পারস্যদেশীয়েরা

অধীনতা স্বীকারের কথা কহিতেছে। পারস্যদেশীয় দূতগণ ম্যাসিডোনিয়ার রাজসমীপে ভূমি ও জল প্রর্থনা করিলে তিনি পারস্যরাজের অধীনতাস্বীকারে সম্মত হইলেন এবং সমাগত দূতগণের সম্মানার্থ মহাসমৃদ্ধি করিয়া ভোজের আয়োজন করিলেন। দূতগণ ভোজনকালে অতিব্রীড়াব্যঞ্জক অসদ্ব্যবহার প্রদর্শন করিল। তদ্দর্শনে রাজকুমার আলেগজাণ্ডর সাতিশয় কুপিত হইয়া সেই ভোজনগৃহেই সমুদায় দূতের প্রাণ সংহার করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কি মেগাবেজস কি ডেরায়স কেহই কখন ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন নাই।

ঐ সময়ে হিষ্টায়স থ্রেসরাজ্যে মর্সাইনস নামে এক নগর স্থাপন করেন। দিন দিন তাঁহার প্রভাব সাতিশয় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে মেগাবেজসের মনে শঙ্কা উপস্থিত হইল। তিনি নিজ প্রভুর নিকটে আপন শঙ্কার কারণ বিজ্ঞাপন করিলেন। হিষ্টায়স স্বদেশে থাকিলে যদি কদাচিৎ তাহা হইতে কোন অনিষ্ট ঘটনা হয়, এই আশঙ্কা করিয়া ডেরায়স এই মনস্থ করিলেন, হিষ্টায়সকে আপনার নিকটে আনিয়া কৌশলক্রমে আটক করিয়া রাখিবেন। অনন্তর, তিনি হিষ্টায়সকে বলিয়া পাঠাইলেন, তোমার সহিত কোন বিষয়ের পরামর্শ আছে, তুমি একবার সার্ডিসে আসিবে। ডেরায়স তৎকালে সার্ডিসে ছিলেন। হিষ্টায়স সেইস্থানে গেলেন। পারস্যরাজ তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া কহিলেন, বন্ধু! তোমার অদর্শনে আমার অতিশয় কষ্ট হয়; তোমার ন্যায় আমার পরমাত্মীয় দ্বিতীয় ব্যক্তি আর নাই যে, তাঁহার নিকটে পরামর্শ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করি; অতএব তোমাকে কিছুকাল আমার নিকটে অবস্থান করিতে হইবে। পারস্যরাজ এই রূপে কপটনাটকপ্রস্তাবনা করিয়া তাঁহাকে সুসায় লইয়া গেলেন। তাঁহার সহিত একত্র ভোজন, মধ্যে মধ্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ ইত্যাদি কার্য্যদ্বারা পারস্যরাজ কৌশলক্রমে তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিলেন। ওদিকে ডেরায়সের সেনাপতিগণ ইম্ব্রস ও লেম্নস উপদ্বীপ এবং ইজিয়সমুদ্রের উত্তরাংশে গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত সমুদায় নগর সম্পূর্ণরূপে

স্ববশে আনয়ন করিলেন। ফলতঃ, খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫০৫ অব্দে সিন্ধুনদীর তীর অবধি থেস্সেলির উপকণ্ঠ পর্য্যন্ত সমুদায়দেশ পারস্যরাজের অধিকৃত হয়।

ঐ সময়ে অতিবিশাল পারস্যরাজ্যের সহিত গ্রীস্‌দেশীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের বিবাদ ঘটনার সূত্র হয়। যে কারণে বিবাদ ঘটনার সূত্রপাত হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। ন্যাক্সস উপদ্বীপে তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিদিগের একটী এবং তদিতর প্রজাগণের একটী, এই দুটী দল ছিল। উভয় দলের সর্ব্বদা বিরোধ উপস্থিত হইত। প্রজাগণ প্রবল হইয়া একদা তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিদিগকে স্বদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিল। বিবাসিত ব্যক্তিরা মাইলিটসের অধিপতি আরিষ্টগোরাসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। আরিষ্টগোরাস ঐ সুযোগে ন্যাক্সসের আধিপত্য লাভ করিতে পারিবেন, বিবেচনা করিয়া পারস্যরাজের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা আর্টেফর্নিসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন, ন্যাক্সস উপদ্বীপ জয় করা অতি সহজ কর্ম্ম। আর, ঐ উপদ্বীপ জয় করিতে যে ব্যয় লাগিবে তৎসমুদায় স্বয়ং দিবেন, অঙ্গীকার করিলেন। আর্টেফর্নিস তাঁহার প্রার্থনাবাক্যে সম্মত হইয়া দুই শত জাহাজ দিয়া তাঁহার সাহায্য করিলেন। পারস্যদেশীয় এক ব্যক্তি বহিত্রসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইলেন। আরিষ্টগোরাস নিজ আয়োনিয় সৈন্যগণকে পোত মধ্যে গ্রহণ করিয়া উক্ত উপদ্বীপাভিমুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে প্রবহণাধ্যক্ষের সহিত আরিষ্টগোরাসের বিবাদ হইল। প্রবহণাধ্যক্ষ পারসীক সেই রাগে আরিষ্টগোরাসের সংকল্পিত সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবার উদ্দেশে ন্যাক্সসবাসীদিগকে গোপনে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমাদিগের বিপদ আসন্নতরবর্ত্তী হইয়াছে, তোমরা সাবধান হও। ন্যাক্সসবাসীরা সেই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে নগর রক্ষার উপায় বিধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদিগের যত দূর কৃতিসাধ্য, নগর রক্ষার ঔপয়িক সমুদায় অনুষ্ঠান করিল। এই হেতু আরিষ্টগোরাস কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। তিনি ন্যাক্সসে উপস্থিত

হইয়া কিয়ৎকাল উপদ্বীপ অবরোধ করিয়া রহিলেন। শেষে তাঁহার সমভিব্যাহারে যে দ্রব্য সামগ্রী ছিল, তৎসমুদায় নিঃশেষতা প্রাপ্ত হইল। কাজেকাজেই তাঁহাকে অকৃতার্থ, অবমানিত ও লজ্জিত হইয়া মাইলিটসে ফিরিয়া যাইতে হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫০১ অব্দে ঐ ঘটনা হয়।

আরিষ্টগোরাস ন্যাক্সস উপদ্বীপের আধিপত্য লাভের লোভ করিয়া শেষে বিষম বিপাকে পড়িলেন। ঐ উপদ্বীপের জয়কার্য্য সম্পন্ন না হওয়াতে তাঁহার অপমান, লজ্জা, ও বিস্তর অর্থ হানি হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টেফর্নিসের নিকটে তাঁহার নিষ্কৃতিলাভ অতিশয় কঠিন হইয়া উঠিল। ন্যাকসসে যাইবার পূর্ব্বে আরিষ্টগোরাস পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টেফর্নিসের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ন্যাক্সসের জয়কার্য্য সম্পাদন করিবেন; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আর্টেফর্নিস্ তেমন লোক ছিলেন না যে, তাঁহার নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞাত বিষয় সম্পন্ন করিতে না পারিয়া কেহ নিস্তার পাইতে পারেন। অতএব আরিষ্টগোরাস বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, রাষ্ট্রবিপ্লাবন ব্যতিরেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়ান্তর নাই। ঐ বিষয় লইয়া তিনি মনোমধ্যে আন্দোলন করিতেছেন এমত সময়ে হিষ্টায়সের নিকট হইতে এক দূত আসিয়া উপস্থিত হইল। দূতমুখে শুনিলেন পারস্যরাজ কৌশলক্রমে হিষ্টায়সকে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। হিষ্টায়স দূতদ্বারা আরিষ্টগোরাসকে গোপনে এই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি ব্যতিরিক্ত আমার মুক্তিলাভের অন্য কোন উপায় নাই। অতএব যাহাতে আমি উদ্ধার হইতে পারি, তুমি সেই চেষ্টা করিবে। অনন্তর, আরিষ্টগোরাস নিজ বিশ্বস্ত বান্ধবগণকে একত্র করিয়া ঐ বিষয়ের মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বান্ধবগণও পারসীকদিগের রাজ্যশাসন প্রণালীতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। অতএব তাঁহারা সকলেই ঐ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। ইতিহাস লেখক হেকেটিউস তাঁহাদিগকে নিবারণ করিবার অনেক চেষ্টা করেন।

কিন্তু কেহই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিলেন না। যুদ্ধ করাই সকলের অভিমত হইল। আরিষ্টগোরাসের প্রজাগণ সাধারণতন্ত্রপক্ষে পক্ষপাতী ছিল। আরিষ্টগোরাস তাহাদিগের অনভিমতে রাজ্যপদ স্বহস্তে গ্রহণ করাতে তাহারা তাঁহার উপর বিরক্ত ও বিরূপ ছিল। তিনি এক্ষণে প্রজাগণের অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায় প্রভুশক্তি পরিত্যাগ করিলেন।

আরিষ্টগোরাস প্রভুশক্তি পরিত্যাগ দ্বারা নিজ প্রজাগণের সন্তোষ সাধন করিয়া পশ্চাৎ সাহায্যার্থী হইয়া গ্রীস দেশে গমন করিলেন। গ্রীস দেশের মধ্যে স্পার্টা নগর তৎকালে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল। আরিষ্টগোরাস প্রথমে ঐ নগরে উপস্থিত হইয়া স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিসের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে পিত্তলফলকে ক্ষোদিত এক ভূচিত্র ছিল। সেই ভূচিত্র দেখাইয়া স্পার্টারাজকে কহিলেন. আপনি এই ভূচিত্র দর্শন করিলেই বুঝিতে পারিবেন,. আমি যে উদ্দেশ্য সাধন করিব বলিয়া সাহায্যার্থী হইয়া আপনকার নিকটে উপস্থিত হইয়াছি, আমার সে মনোরথ সিদ্ধ হওয়া দুরূহ ব্যাপার নহে। এই কথা কহিয়া তিনি স্পার্টারাজের প্ররোচনার্থ অর্থ দান অঙ্গীকার করিলেন। অর্থ লাভের কথা শুনিয়া স্পার্টারাজের মন চঞ্চল হইল। তিনি সাহায্যদানের অঙ্গীকারে উন্মুখ হইলেন। কিন্তু তাঁহার এক বালিকা কন্যা তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিল। তাহাতে তিনি আরিষ্টগোরাসকে প্রত্যাখ্যান করিলেন।

স্পার্টানগরে অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে আরিষ্টগোরাস তথা হইতে এথেন্সনগরে গমন করিলেন। এথেন্সনগরীয়েরা তাঁহার প্রার্থনা বিফল করে নাই। এথেন্সনগরে অল্প প্রয়াসে আরিষ্টগোরাসের অভীষ্টলাভ হইবার কারণ এই, এথেন্সনগরীয়েরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল, পারস্যরাজ শরণাগত হিপিয়েসকে এথেন্সরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যত্নবান আছেন। অতএব উহারা এই বিবেচনা করিল, পারস্যরাজের অধীন আসিয়াখণ্ডবাসী আয়োনিয় জাতীয়েরা যদি বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পারস্যরাজকে তাহাতেই আবদ্ধ হইতে হইবে. তিনি আর

হিপিয়েসকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন না। এই ভাবিয়া উহারা আরিষ্টগোরাসের প্রার্থনাবাক্যে কুড়ি খান জাহাজ পাঠাইয়া দিল। ইবুবিয়ার অন্তঃপাতী ইরিট্রিয়া-নগরের লোকেরাও পাঁচ খান জাহাজ দিয়া আরিষ্টগোরাসের সাহায্য করিল। এথেন্সের ও ইরিট্রিয়ার লোকেরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯৯ অব্দে যাত্রা করিল। উহারা ইফিসসে একবার অবতীর্ণ হইল। ঐ স্থান হইতে বহুসংখ্য আয়োনিয় জাতীয় লোক লইয়া বরাবর সার্ডিসনগরের অভিমুখে গমন করিল। তত্রত্য পারসীক শাসনকর্ত্তা বিপক্ষগণের আগমন সমাচার শ্রবণ করিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গ্রীস দেশীয়েরা দুর্গ গ্রহণে অসমর্থ হইয়া নগর বিলুণ্ঠিত, উৎসাদিত ও দাহিত করিয়া ইফিসসে ফিরিয়া গেল। পারসীক শাসনকর্ত্তা যত পারিলেন, সত্বর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গ্রীস দেশীয়দিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। ইফিসসনগরের নিকটে উভয় পক্ষের সাক্ষাৎকার হইলে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। গ্রীস দেশীয়েরা রণস্থলে পরাজিত হইল। আয়োনিয় জাতীয়েরা নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িল। এথেন্স ও ইরিট্রিয়া এই উভয় নগরের লোকেরা স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

এই সমাচার যখন ডেরায়সের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি একবারে ক্রোধে অধীর হইলেন। এথেন্সনগরীয়েরা তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করাতে তাঁহার যত ক্রোধ হইয়াছিল, আয়োনিয় জাতীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার তত ক্রোধোদয় হয় নাই। তিনি আপনার এক জন অনুচরকে এই অনুমতি করিয়া রাখিলেন, তুমি প্রতিদিন এথেন্স নগরীয়দিগের কথা স্মরণ করিয়া দিবে। আয়োনিয়জাতির বিদ্রোহানুষ্ঠান প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধমান হওয়াতে তিনি তাহার শান্তিবিষয়ে অগ্রে মনোনিবেশ করিলেন। ধূর্ত্তরাজ হিষ্টায়স ঐ সময় আপনার পলায়নের সময় উপস্থিত ভাবিয়া পারস্যরাজকে এই কথা বলিলেন, যদি আপনি অনুমতি করেন তাহা হইলে আমি আয়োনিয়ায় উপস্থিত হইয়া অতিশীঘ্র বিদ্রোহানল নির্ব্বাণ করিতে পারি। এই কথায় তিনি গমনানুমতি প্রাপ্ত হইলেন। আয়োনিয় জাতীয়েরা ঐ স-

ময়ে গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত বাইজান্টিয়ম প্রভৃতি ন-গরবাসীদিগকে লওয়াইয়া বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করে। কেরিয়া দে-শের এবং সাইপ্রস উপদ্বীপের লোকেরা উহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। পারসীক সেনাপতিগণ উপস্থিত বিদ্রোহের নি-বারণ বিষয়ে সমধিক দক্ষতা এবং অনল্প সতর্কতা প্রদর্শন করি-লেন। কেরিয়ার অন্তঃপাতী ও প্রপন্টিসের উপকূলবর্ত্তী যে যে নগর বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পারসীক সেনাপতি ডরিসিস তাহাদিগের সকলকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। ফিনিসিয়া দেশী-য়েরা যে এক দল জাহাজ পাঠাইয়া দেয়, তদ্দ্বারা সাইপ্রস উ-পদ্বীপের বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। এই সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে পর পারসীকেরা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন হইয়া আয়োনিয় এবং ইয়োলিয় জাতীয়দিগের নিবেশিত নগর সকল আক্রমণ করিতে গেল। আরিষ্টগোরাসের এত দিন পর্য্যন্ত জয়ের আশা ছিল; কিন্তু ক্লেজোমিনি ও কিযুমা এই উভয় নগরের লোকেরা পারসী-কদিগের নিকটে পরাস্ত হইলে পর তাঁহার জয়াশা একবারে উ-ন্মূলিত হইল। তিনি হতাশ হইয়া থ্রেসের অন্তঃপাতী মর্সাইনস-নগরে গমন করিয়া ঐ নগর অবরোধ করিলেন। কিন্তু কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে তিনি ঐ স্থানেই নিহত হইলেন।

হিষ্টায়সও ঐ সময়ে সার্ডিসে উত্তীর্ণ হন। কিন্তু তিনি তথায় অধিক কাল থাকিতে পারেন নাই। বিদ্রোহীদিগের সহিত তাঁ-হার যোগ আছে তাহা পারসীক শাসনকর্ত্তা আর্টেফর্নিসের অ-জ্ঞাত ছিল না, আর্টেফর্নিস ইহা কৌশলক্রমে তাঁহাকে জা-নাইলেন। তখন তিনি তথায় দীর্ঘ কাল অবস্থান পরামর্শসিদ্ধ বোধ না করিয়া কাইয়সে পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহপ্রবৃত্ত গ্রীস দেশীয়েরা যদি তাঁহাকে অবিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে তিনি বিদ্রোহিদলে প্রবিষ্ট হইয়া সন্তুষ্ট চিত্তে তাহাদিগের অধ্যক্ষতা করিতেন। কিন্তু গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহাকে আদর ও বিশ্বাস না করাতে তিনি অসহায় ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির ন্যায় কিয়ৎকাল ইত-স্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। শেষে লেসবসে গমন করিলেন। ঐ স্থানে তাঁহার কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যের উদয় হয়। ঐ স্থানে তিনি

কতগুলি জাহাজ সংগ্রহ করিয়া বাইজান্টিয়ম নগরে গমন করিলেন। যে যে নগরের লোক তাঁহাকে আয়োনিয়ার রাজা বলিয়া স্বীকার ও সম্মাননা করিতে সম্মত না হইয়াছিল, তিনি সেই সেই নগরের যত বাণিজ্যের জাহাজ পাইতে লাগিলেন তৎসমুদায় আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে আয়োনিয়ার বিদ্রোহানল ক্রমশঃ নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইতে লাগিল। পারসীকেরা মাইলিটস জয়ের নিমিত্ত সাতিশয় যত্নবান্ হইল। তাহারা ছয় শত সাংগ্রামিক জাহাজ একত্র করিল। আয়োনিয় জাতীয়দিগের সমুদায়ে তিন শত তিপান্ন খান জাহাজ হস্তগত ছিল। উহারা ঐ সকল জাহাজ লইয়া লেড উপদ্বীপে অবস্থান করিল। আয়োনিয়জাতীয়দিগের অপেক্ষা পারসীকদিগের অনেক অধিক জাহাজ ছিল বটে, কিন্তু উহারা সমুদ্রমধ্যে আয়োনিয়জাতীয়দিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। উহারা চাতুরী প্রয়োগ দ্বারা আয়োনিয় জাতীয়দিগকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা দেখিতে লাগিল; কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। যাহা হউক, শেষে উহারা জয় লাভ করিয়াছিল। যুদ্ধকালে যেরূপ সাবধান হওয়া আবশ্যক, আয়োনিয় জাতীয়েরা সেরূপ সাবধান হয় নাই। উহাদিগের অনবধানতা দর্শন করিয়া উহাদিগের পক্ষ কতগুলি লোক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহারা এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, উহাদিগকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করিল। অতএব তাহারা গোপনে পারসীকদিগের সহিত যোগ করিল। অনন্তর, পারসীকেরা আক্রমণ করিলে প্রথমে সেমসের লোকেরা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। অন্য অন্য অনেকেই উহাদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। যাহা হউক, গ্রীস দেশীয় কতগুলি লোক শেষ পর্য্যন্ত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরিশেষে তাহাদিগের সম্পূর্ণরূপে পরাভব হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯৪ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। ঐ বিপদ্ ঘটনার অব্যবহিত পরেই মাইলিটসনগর বিপক্ষহস্তে পতিত হইল। পর বৎসর বিপক্ষগণ আয়োনিয় জাতীয়দিগের সমুদায় নগর এবং ইজিয় সমুদ্রের উত্তর দিগ্বর্ত্তী যাব-

তীয় নগর স্ববশে আনয়ন করিল এবং তত্রত্য লোকদিগকে অতিশয় ক্লেশ দিতে আরম্ভ করিল। বাইজান্টিয়ম এবং ক্যাল্‌সিডন্ এই উভয় নগরের লোকেরা পারসীকদিগের ভয়ে আপন আপন দেশ পরিত্যাগ করিয়া ইয়ুগ্‌জাইন্ সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী মেসেম্ব্রিয়া নগরে গিয়া বসতি করিল এবং ঐ স্থানে এক নূতন নগর স্থাপন করিল। কসোনিসস বলিয়া প্রসিদ্ধ থ্রেসিয় প্রায়োদ্বীপে মিল্‌টায়েডিসের অনেক স্থাবর বিষয় ছিল। সিথিয়া দেশ হইতে ডেরায়সের প্রত্যাগমন অবধি মিল্‌টায়েডিস্ ঐ স্থানেই বাস করিয়াছিলেন। তিনি উপস্থিত উপদ্রবের সময়ে আত্ম বিপদ আশঙ্কা করিয়া এথেন্সনগরে প্রস্থান করিলেন।

বিদ্রোহপ্রবৃত্ত গ্রীস্ দেশীয়েরা স্ববশে নীত হইলে পর পারসীকেরা উহাদিগের উপরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পীড়ন আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে উহাদিগের অনেক অংশে স্বাধীনতা ছিল। এক্ষণে সেই স্বাধীনতার নাম গন্ধ রহিল না। কিন্তু বিদ্রোহের আরম্ভ অবধি যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তৎসমুদায় নিবৃত্ত হইয়া সকল বিষয়েই সুশৃঙ্খলা হইল। যাহা হউক, উহাদিগকে স্বাধীনতাবিলোপনিবন্ধন দীর্ঘ কাল অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। পারস্যরাজের জামাতা মার্ডোনিয়স আর্টেফর্নিসের পদে নিয়োজিত হইলে পর তাঁহার প্রসাদেই গ্রীসদেশীয়দিগের ক্লেশের শান্তি হয়। যে যে নগরের লোক বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইলে পর আর্টেফর্নিস্ সেই সেই নগরের প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া সেই সেই নগরের রাজপদে এক এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। মার্ডোনিয়স শাসিতৃপদে নিয়োজিত হইয়া সেই সেই ব্যক্তিকে রাজপদচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার সেই সেই নগরে পূর্ব্বতন রাজতন্ত্র প্রচলিত করিয়া দিলেন।

এথেন্স ও ইরিট্রিয়া এই উভয় নগরের লোকেরা বিদ্রোহপ্রবৃত্ত গ্রীস দেশীয়দিগের সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিল। পারস্যরাজ ডেরায়স তন্নিবন্ধন তাহাদিগের উপরে অতিশয় কুপিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহানল প্রশমন চেষ্টায় ব্যস্ত সমস্ত

থাকাতে এত দিন বৈরসাধনের অবসর প্রাপ্ত হন নাই। বিদ্রোহ শান্তি হইলে তিনি ঐ উভয় নগরের লোকের সমুচিত শাস্তি করিবার মানসে এবং স্বপ্রতাপ বিস্তার করিবার উদ্দেশে মার্ডোনিয়সকে গ্রীস দেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে অনেক যুদ্ধ জাহাজ ও অসংখ্য সৈন্য গমন করিল। তিনি জাহাজ সকল ইজিয় সমুদ্র দিয়া পাঠাইয়া স্বয়ং অগণ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া থ্রেসদেশের ভিতর দিয়া স্থলপথে গ্রীসদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এথস পর্ব্বতের অনতিদূরে অতিশয় ঝড় হওয়াতে কুড়ি হাজার লোক এবং তিন শত জাহাজ বিনষ্ট হইল। ওদিকে মার্ডোনিয়সের সমভিব্যাহারী সেনাগণেরও অতিশয় বিপদ ঘটনা হইল। থ্রেসদেশীয় কতগুলি লোক এক দিবস রজনীযোগে শিবির আক্রমণ করিল। তাহাতে বিস্তর ক্ষতি হইল। এত ক্ষতি হইয়াছিল যে, মার্ডোনিয়স বিবেচনা করিলেন, অতঃপর গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে যাওয়া বিধেয় নহে। অনন্তর, তিনি খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯২ অব্দে সেনাগণ সমভিব্যাহারে স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন।

ডেরায়স গ্রীসদেশ জয় করিবেন স্থির নিশ্চয় করিয়াছিলেন। এই সকল বিপদ ঘটনা হওয়াতে তিনি নিবৃত্ত হইলেন না। পুনর্ব্বার যুদ্ধের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। গ্রীস দেশের প্রধান প্রধান নগরে প্রথমে দূত প্রেরিত হইল। দূতগণ তথায় উপস্থিত হইয়া তত্রত্য লোকদিগকে পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকারের কথা কহিল। স্পার্টা আর এথেন্স এই উভয় নগরে যে যে দূত প্রেরিত হয়, তাহারা নিহত হইল। যাহা হউক, অনেকেই পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল। ইজিনা প্রভৃতি কতিপয় উপদ্বীপের লোকেও পারস্যরাজের অধীনতা স্বীকার করিল। এথেন্সনগরের সহিত ইজিনার বহু কালের বিরোধ ছিল। এথেন্স নগরীয়েরা সেই বৈরমূলক ইজিনাবাসীদিগের নামে এই অপবাদ দিয়া স্পার্টানগরে দূত পাঠাইয়া দিল যে, ইজিনাবাসীরা পারস্যরাজের সহিত যোগ করিয়া গ্রীস দেশের অনিষ্ট চেষ্টা করিতেছে। স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিস এক দল সৈন্য লইয়া

ইজিনাবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। ইজিনাবাসীরা ভীত হইয়া প্রধান প্রধান দশ ব্যক্তিকে স্পার্টারাজের হস্তে নিক্ষেপ করিয়া কহিল, আমরা কখনই গ্রীস দেশের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নহি, আপনকার যদি সন্দেহ জন্মিয়া থাকে, সেই সন্দেহ ভঞ্জনের নিমিত্ত আমরা আপনকার হস্তে এই দশ ব্যক্তিকে আধিস্বরূপ নিহিত করিতেছি। স্পার্টারাজ ঐ দশ ব্যক্তিকে এথেন্স নগরে পাঠাইয়া দিলেন। ইজিনবাসীরাও এথেন্সনগরীয়দিগের প্রত্যপকার চেষ্টা হইতে বিরত ছিল না। ঐ উভয় রাজ্যের মধ্যে মধ্যে বিরোধ হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পারসীকদিগের গ্রীস দেশ আক্রমণ করিবার সমুদায় উদযোগ হইয়া উঠিল।

ডেটিস্ এবং আর্টেফর্নিস নামে দুই ব্যক্তির উপরে যুদ্ধ কার্য্যের সমুদায় ভার অর্পিত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯০ অব্দে ছয় শত যুদ্ধজাহাজ সিলিসিয়ায় একত্র হইল। উক্ত পারসীক সেনাপতিদ্বয় তাহাতে সমুদায় সৈন্য তুলিয়া লইলেন। সেনাগণ ইজিয় সমুদ্র পার হইল। পারসীকেরা পথিমধ্যে ন্যাক্সস্ প্রভৃতি কতিপয় উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিল। অনন্তর, উহারা ইরিট্রিয়ানগর আক্রমণ করিতে চলিল। ইরিট্রিয়ার লোকেরা আসন্ন বিপদের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। ইয়ুবিয়ায় আটিকাদেশীয় চারি হাজার লোকের বসতি ছিল। তাহাদিগের উপরেই ইরিট্রিয়া নগর রক্ষার অনুমতি হইল। কিন্তু উহাদিগের সহিত ইরিট্রিয়দিগের মতের ঐক্য না হওয়াতে উহারা আটিকায় ফিরিয়া গেল। পারসীকেরা প্রথমে ক্যারিষ্টস নগর জয় করিয়া পশ্চাৎ ইরিট্রিয়া অবরোধ করিল। ইরিট্রিয়ানগরীয় কতগুলি কৃতঘ্ন ব্যক্তি পুরদ্বার উদঘাটন করিয়া দিল। পারসীকেরা নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাবতীয় দেবগৃহ লুঠ করিয়া পশ্চাৎ ঐ স্থানে অগ্নি প্রদান করিল। অনন্তর, নাগরিক লোকেরা বন্দীকৃত হইয়া আসিয়ায় প্রেরিত হইল। ইরিট্রিয়ানগর অধিকৃত হইলে পর বিপক্ষপক্ষীয়েরা আটিকার উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, দুরাত্মা হিপিয়েস স্বরাষ্ট্র হইতে

দূরীকৃত হইয়া পারস্যরাজের শরণাগত হয়। ঐ দুরাত্মাই পারসীকদিগের এথেন্সনগর আক্রমণপ্রবৃত্তির মূল কারণ। ঐ ব্যক্তি পারস্যদেশে অবস্থান করিয়া পারসীকদিগকে বিস্তর জপাইয়া এথেন্সনগরের আক্রমণ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। পারসীকেরা যখন গ্রীস্দেশ আক্রমণ করিতে যায়, তখন ঐ দুরাত্মা সেই সমভিব্যাহারে ছিল। ঐ ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া পারসীক সেনাগণকে স্বদেশে লইয়া গেল। পারসীক সেনাগণ ম্যারাথন নামক অতিপ্রশস্ত পরিসর ভূমিতে অবতীর্ণ হইল। এথেন্সনগরীয়েরা শত্রুর আগমন সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র রণসজ্জা করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। যে সমস্ত ব্যক্তির শস্ত্র গ্রহণ সামর্থ্য ছিল, তাহারা সকলেই যুদ্ধে উৎসুক হইল। দাসগণও স্বাধীনতালাভের আশয়ে শস্ত্র গ্রহণ করিল। যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সনগরীয়দিগের মিত্রতা ছিল, তাহারা সমাচার প্রাপ্তি মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। স্পার্টানগরে তৎক্ষণাৎ এক দূত প্রেরিত হইল। দূত স্পার্টানগরে উপস্থিত হইয়া এথেন্সনগরীয়দিগের উপস্থিত বিপদের সমাচার দিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিল। স্পার্টানগরে উপধর্ম্মমূলক এই ব্যবহার ছিল, ক্ষয়পক্ষের পর চন্দ্রকলা নূতন বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইলে উহারা যুদ্ধ যাত্রা স্বীকার করিত না। বিশেষতঃ শত্রুগণ হইতে উহাদিগের সহসা বিপদ ঘটিবারও সম্ভাবনা ছিল না। অতএব উহারা তৎকালে দূতের প্রার্থনা পরিপূরণ না করিয়া তাহাকে এই কথা বলিয়া বিদায় করিয়া দিল, আমরা কিছু দিন পরে সাধ্যানুসারে এথেন্সনগরের সহায়তা করিব। দূত অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইল। এথেন্সনগরীয়েরা তাহাতে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া কতগুলি মাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিতে চলিল।

এথেন্সনগরে তৎকালে এই নিয়ম ছিল। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে দশ ব্যক্তি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইতেন। যুদ্ধ স্থলে সকলে পর্য্যায়ক্রমে যুদ্ধ করিতেন। এ যুদ্ধেও সেই নিয়মানুসারে মিলটায়েডিস্ প্রভৃতি দশজন সেনাপতি পদে নিয়োজিত হইলেন। ক্যালিমেকস প্রধান আর্কনপদে অধিরূঢ় ছি-

লেন, তিনি সকলের প্রধান হইলেন। স্পার্টানগরায়দিগের আগমন পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিয়া থাকা উচিত, কি, কালাতিপাত না করিয়া তখনই যুদ্ধ করা উচিত, এই কথা লইয়া সেনাপতিগণের মত ভেদ হইল। মিল্টায়েডিস বলিলেন নগর মধ্যে হিপিয়েসের অনেক আত্মীয় আছে, তাহারা যদি কৃতঘ্নতা করে তাহা হইলে জয়লাভ দূরে থাকুক, বিপদের পরিসীমা থাকিবে না; বিলম্ব করিতে গেলে আমি যে আশঙ্কা করিতেছি তাহাই ঘটিয়া উঠিবে; অতএব বিলম্ব না করিয়া এখনই যুদ্ধ করা বিধেয়। কেহ মিল্টায়েডিসের প্রদর্শিত যুক্তি খণ্ডন করিতে পারিলেন না। সকলেই তাঁহার মতে মত করিলেন। অবিলম্বে যুদ্ধ করাই স্থির হইল। মিল্টায়েডিসের পালা উপস্থিত হইলে তিনি এথেন্সনগরীয় সেই মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া এক উন্নত ভূভাগে ব্যূহ রচনা করিলেন এবং পারসীকদিগের ব্যূহ রচিত দেখিয়া নিজ সেনাগণকে আক্রমণ সঙ্কেত করিলেন। তাহারা সঙ্কেত পাইবামাত্র দ্রুত বেগে পারসীক সৈন্য মধ্যে পতিত হইল। পারসীক সেনাগণ মিল্টায়েডিসের সেনাগণের অল্পতা দেখিয়া মনে করিল ইহাদিগের মৃত্যু নিকট হইয়াছে, তাহাতেই আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া উহারা মিল্টায়েডিসের সেনাগণকে অনাদর ও উপেক্ষা সহকারে গ্রহণ করিল। কিন্তু মিল্টায়েডিস্ যুদ্ধকালে এরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিলেন যে, দেখিতে দেখিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে পারসীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। অসভ্য জাতি যুদ্ধে পরাজিত হইলে যেরূপ কাণ্ড উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাই হইল। পারসীক সৈন্যগণ ভয়ে দশ দিক্ শূন্য দেখিয়া প্রাণপণে পলাইতে আরম্ভ করিল এবং সকলেই একবারে জাহাজে আরোহণ করিতে উদ্যত হইল। যুগপৎ বহু লোকের পোতাধিরোহণ প্রয়াসে তুমুল গোলযোগ উপস্থিত হইল। বহু লোক সমুদ্র কূলে জলময় ভূমিতে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিল। অনেকেই পোতে আরোহণ কালে দেহ বিসর্জ্জন করিল। বিনষ্টাবশিষ্ট পারসীক সেনাগণ জাহাজে আরোহণ করিয়া আটিকার অপর দিক আক্রমণ করিতে গেল। কিন্তু এথেন্সনগরীয়েরা

উহাদিগের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া উহাদিগের পৌঁছিবার পূর্ব্বে সত্বর সেই স্থানে উপস্থিত হইল। অতএব উহাদিগের চেষ্টা সফল না হওয়াতে উহারা অন্য চেষ্টা পরিত্যাগ পূর্ব্বক হতাশ হইয়া আসিয়ায় ফিরিয়া আইল। এইরূপে ম্যারাথনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধ শেষ হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৯০ অব্দের অগষ্ট মাসে ঐ যুদ্ধ শেষ হয়।

ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে এথেন্সনগরীয়দিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। উহারা আপনাদিগকে সাতিশয় গৌরবান্বিত বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। উত্তরকালের এথেন্স-নগরীয়দিগের এই প্রকার সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, উহারা যত যুদ্ধে জয়ী হয় তন্মধ্যে ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়লাভই উহাদিগের অধিকতর গৌরবের বিষয়। তাদৃশ গৌরববুদ্ধি হওয়াও অসঙ্গত নহে। ম্যারাথনে উহাদিগের এবং পারসীকদিগের যে সৈন্য একত্র হইয়াছিল, উভয় সৈন্যের তারতম্য বিবেচনা করিলে অনেক ন্যূনাতিরেক বোধ হয়। ঐ উভয় সৈন্যের ভেদবোধক উপমান উপমেয়ভাব কল্পনা করিতে গেলে, সমুদ্রের নিকটে গোষ্পদ যেমন, পর্ব্বতের নিকটে একটী সর্ষপ যেমন, পারসীক সৈন্যের নিকটে এথেন্সনগরীয়দিগের সৈন্য সেইরূপ বোধ হয়। স্বদেশানুরক্ত কতগুলি লোক একত্র হইয়া যে, সেই অগণ্য পারসীক সৈন্যকে সমর ভূমিতে জয় করিয়াছিল, তাহা তাহাদিগের অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে; বিশেষতঃ ঐ যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে সমস্ত ইয়ুরোপ খণ্ডের বিশেষতঃ গ্রীস দেশের স্বাধীনতা অক্ষত হইল। যুদ্ধস্থলে যে যে বাস্তবিক ঘটনা হইয়াছিল, অধুনা সে সমুদায় অবগত হইবার উপায় নাই। ঐ যুদ্ধের যাবতীয় বৃত্তান্তই অত্যুক্তি দ্বারা পরিপূরিত হইয়াছে; সমুদায় পদার্থ যখন নীহারজালে আচ্ছন্ন হয়, তখন যেমন একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষকেও অতিবৃহৎ বলিয়া বোধ হইতে থাকে, সেইরূপ যুদ্ধ সংক্রান্ত অতি সামান্য বৃত্তান্তও এথেন্সনগরীয় ইতিবৃত্ত লেখকের অহঙ্কারোদ্ধতচিত্তে অসামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাতেই যুদ্ধ সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। ঐ যুদ্ধের স-

মুদায় কাণ্ড যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে যুদ্ধসং-ক্রান্ত একটী বিষয়ও সম্ভাব্য বলিয়া বোধ হয় না। যাবৎ ম্যারাথ-নের যুদ্ধে জয় লাভ না হইয়াছিল, তাবৎ এথেন্সনগরীয়েরা আ-পনাদিগের ক্ষমতা আপনারা জানিতে পারে নাই। ঐ যুদ্ধে জয় লাভের পর অবধি আপনাদিগের ক্ষমতা জানিতে পারিল।

উপাখ্যানে উল্লিখিত আছে, ছয় লক্ষ পারসীক সৈন্য রণ-ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। আর, এথেন্সনগরীয়দিগের সমুদায়ে দশ হাজার মাত্র; পারসীকদিগের ছয় হাজারেরও অধিক লোক সম-রশায়ী হয়। আর, এথেন্সনগরীয়দিগের এক শত বিরনব্বুই জন হত হয়। এথেন্সনগরীয়দিগের প্রধান সেনাপতি ক্যালিমে-কস রণস্থলে দেহ পরিত্যাগ করেন। যে স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল, ঐ স্থানে অদ্যাপি একটী পর্ব্বতাকার উন্নত ভূখণ্ড বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যে রণহত এথেন্সনগরীয়দিগের দেহ সমাহিত হয়। যুদ্ধের দিবসে স্পার্টানগরীয়েরা উপস্থিত না থাকাতে এথিনিয়দিগের অধিকতর গৌরব বৃদ্ধি হয়। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে স্পার্টানগরীয়েরা দুই হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থ-লে উপস্থিত হইল। রণস্থল শবময় দেখিয়া উহারা গৃহে প্র-ত্যাগমন করিল। প্রত্যাগমন কালে স্পষ্টই বোধ হইতে লাগি-ল, উহাদিগের মনে এইরূপ ভাবোদয় হইয়াছে যে, আমরা যুদ্ধ কালে উপস্থিত না হইয়া গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছি; স্বদেশের প্রতি আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয় নাই।

ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে মিলটায়েডিসের মনে কিছু অহঙ্কার জন্মিয়াছিল। তিনি জয়োদ্ধত হইয়া স্বদেশীয় ব্যক্তিদি-গের নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন, যদি তোমরা আমাকে সত্তর খানি যুদ্ধের জাহাজ দাও তাহা হইলে আমি তোমাদিগের রা-জ্য বৃদ্ধি করিয়া দি। এথেন্সনগরীয়েরা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। তিনি সসৈন্য হইয়া পেরস উপদ্বীপে যাত্রা করি-লেন। ঐ স্থানে এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার নিজের শত্রুতা ছিল। তাহাকে জব্দ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে পেরস্ আক্রমণ করিলেন; কিন্তু কৃতার্থতা

লাভ করিতে পারিলেন না। পেরসের লোকেরা তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া দিল। তাঁহার আঁটুতে এক আঘাত লাগিল। তিনি অকৃতার্থ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া আইলেন। পেরিক্লিসের পিতা জ্যান্টিপস্ তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন পেরসে যুদ্ধ করিতে যাইবার আবশ্যকতা ছিল না; মিল্‌টায়েডিস নিস্প্রয়োজন এথেন্সনগরীয়দিগের ব্যয় করাইয়াছেন। ম্যারাথনের যুদ্ধে জয়ী হইয়া অবধি তাঁহার কোন কোন অংশে ঔদ্ধত্য প্রকাশ হয়। তন্নিবন্ধন প্রজাগণ তাঁহার উপরে বিরক্ত ছিল। তাঁহার নামে অভিযোগ হইলে কেহই সপক্ষতা করিল না। তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইলে প্রায় লক্ষ টাকা দণ্ড হইল। এক কালে তত অধিক অর্থ দানে অসমর্থ হওয়াতে তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আঁটর ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া কারাগারেই তাঁহার মৃত্যু হইল। একজন গণনীয় যুদ্ধবিশারদ প্রধান সেনাপতির তাদৃশ গুরুতর দণ্ড এবং তাদৃশ দুরবস্থা হওয়াতে এথেন্সনগরীয়দিগের অতিশয় নিন্দা হয়। কিন্তু তাঁহার স্বদেশীয় নিয়মের উল্লঙ্ঘন, অসদাচরণ এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশের কথা যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে তাঁহার দণ্ড হওয়া কোন ক্রমে অনুচিত নহে। তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার গুরুতর দণ্ড হইয়াছিল।

ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর কোথায় পারসীকদিগের চৈতন্য জন্মিবে, তাহা না হইয়া তাহারা ক্রোধে নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিল। অজ্ঞের শীঘ্র চৈতন্য হয় না। অজ্ঞেরা আপনাকেই বড় জ্ঞান করে। কি রণপাণ্ডিত্য, কি সাহস গুণ, উভয় বিষয়েই গ্রীস দেশীয়েরা পারসীকদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পারস্যরাজ ডেরায়স তাহা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিলেন ম্যারাথনের যুদ্ধে আমার যে সৈন্য গিয়াছিল যত আবশ্যক তত যায় নাই, তাহাতেই পরাজয় হইয়াছে। এই মনে করিয়া তিনি রাজ্যস্থ সমস্ত সৈন্য সংগ্রহ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। কি সৈন্য, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি খাদ্য দ্রব্য, যুদ্ধকালের আবশ্যক সমুদায় উপকরণ সামগ্রী তিন বৎসর কাল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগৃহীত

হইল। চতুর্থ বর্ষে ইজিপ্টদেশে রাজবিদ্রোহ উপস্থিত হইল। বিদ্রোহ শান্তির চেষ্টা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পারস্যরাজ ডেরায়সের মৃত্যু হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ডেরায়সের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর গর্ভজাত প্রিয়তম পুত্র জরক্সিস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মিত্র ও অমাত্যগণ নানা মন্ত্রণা দিয়া তাঁহাকে নিজ পিতার সংকল্পিত বিষয়ের সিদ্ধিকার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পারসীকেরা গ্রীস্ দেশীয়দিগের নিকটে একবার পরাস্ত হইয়া আসিয়াছে; দ্বিতীয়বার যুদ্ধে গেলেই যে, জয়ী হইবে তাহার প্রমাণ কি, গ্রীসদেশীয় অল্প লোকে যখন অসংখ্য পারসীক সৈন্য জয় করিয়াছে তখন পারসীকেরা উহাদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া যে, কখন প্রবল হইয়া উঠিতে পারিবে ইহা সম্ভাবিত নহে। এই সকল আলোচনা করিয়া যদি জরক্সিস্ ভগ্নোৎসাহ হইয়া রণপরাঙ্মুখ হন। এই ভয়ে তাঁহার মিত্র ও অমাত্যগণ এই যুক্তি দিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন, পারসীকেরা এক বার যে, গ্রীস দেশে পরাভূত হইয়াছে, দুরদৃষ্ট ক্রমে কেবল সে ঘটনা হইয়াছে; বাস্তবিক পারসীকদিগের কাপুরুষতা বা আযোগ্যতা হেতুক হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি জরক্সিস্‌কে গ্রীসদেশ আক্রমণের পরামর্শ দেয়, মার্ডোনিয়স তাহাদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। গ্রীসদেশীয় কতগুলি কৃতঘ্ন ব্যক্তি স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে সুসায় গমন করিয়া সমুত্তেজন সমর্থ বচনপরিপাটী দ্বারা মার্ডোনিয়সের বাক্যের প্রতিপোষকতা করে। শেষে গ্রীসদেশ আক্রমণ করা স্থির হইল। কিন্তু গ্রীসদেশে যাইবার পূর্ব্বে জরক্সিস বিদ্রোহ প্রবৃত্ত ইজিপ্টদেশীয়দিগের দমনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি যে বর্ষে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তাহার পর বৎসর ইজিপ্টদেশ শাসিত হইল। ইজিপ্টদেশ বশীভূত হইলে পর জরক্সিস গ্রীস দেশ আক্রমণের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। চারি বৎসর কাল আসিয়াখণ্ডের প্রায় তাবৎ লোকই অতিশয় বিব্রত হইয়াছিল। জরক্সিস্ যে স্থানে যুদ্ধের যে উপকরণ প্রাপ্ত হইলেন তৎসমুদায় আহরণ করিলেন। চারি বৎসরের পর

তাঁহার অভিপ্রেত সমুদায় যুদ্ধ সামগ্রী সংগৃহীত হইল। সেনাগণ অনায়াসে পার হইতে পারিবে বলিয়া তিনি হেলিস্পণ্টেএক নৌকার সেতু নির্ম্মাণ করাইলেন। মার্ডোনিয়স যে সময়ে গ্রীস দেশে যান, তৎকালে এথস পর্ব্বতের নিকটে ঝড় হওয়াতে তাঁহার জাহাজ ভগ্ন হইয়া বিস্তর ক্ষতি হয়। পুনর্ব্বার সেই পর্ব্বত বেষ্টন করিয়া যাইতে হইলে যদি সেইরূপ ঘটনা হয়। এই আশঙ্কা প্রযুক্ত যে গ্রীবাকৃতি ভূভাগ দ্বারা এথস পর্ব্বত মূলদেশের সহিত সংযোজিত হইয়াছে, জরক্সিস সেই ভূমিখণ্ড কাটিয়া জাহাজ যাইবার এক পথ প্রস্তুত করিয়া দিলেন।

এই সকল অনুষ্ঠান সাঙ্গ হইলে, জরক্সিস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮০ অব্দের বসন্ত কালে সেনা সমভিব্যাহারে সার্ডিস হইতে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সেনামধ্যে নানাজাতীয় লোক সমাবেশিত ছিল। পারসীক সেনাগণ হেলিস্পণ্ট পার হইয়া ডোরিস্কস্ দেশাভিমুখে গমন করিল। ঐ স্থানে এক বার সমুদায় সৈন্য পর্য্যবেক্ষিত হইল। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, সমুদায়ে সতরলক্ষ পদাতি এবং আশী হাজার অশ্বারোহ সৈন্য গণনা করা হইল। জাহাজ সকলও ঐ সময়ে ঐ স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। সমুদায়ে চারি হাজার দুই শত সাত খান জাহাজ গণিত হইল। ডোরিসকস ছাড়িয়া সেনাগণ সমুদ্রতীরবাহী হইয়া থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার ভিতর দিয়া বরাবর দক্ষিণাভিমুখে চলিল।

গ্রীস দেশীয়েরা প্রথমে কোন উদ্যোগ করে নাই। জরক্সিসের অনুষ্ঠীয়মান সমুদায় ব্যাপার যখন তাঁহাদিগের শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহারা অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পড়িল। প্রধান প্রধান রাজ্যের লোকদিগের তৎকালে এই বোধ জন্মিল যে, সর্ব্ব সাধারণের ঐক্য ব্যতিরিক্ত উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। কিন্তু গ্রীস দেশে সর্ব্ব সামঞ্জস্যে ঐক্য বিধান সহজ ব্যাপার নহে। পারসীকেরা থেসেলিয়দিগকে অধীনতা স্বীকারের কথা বলিলে তাহারা তদ্বিষয়ে সম্মত হইল। থেসেলিদেশ এবং ইটাপর্ব্বত এই উভয় স্থানের মধ্যস্থলে যত জাতির বসতি ছিল, তাহারাও পারস্যরাজের

অধীনতা স্বীকার করিল। ফোসিস দেশীয়েরা অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল না। কিন্তু ডোরিয় এবং বিয়োশিয়েরা অধীনতা স্বীকারে সম্মতি প্রদান করিল। থেসপিয়া এবং প্ল্যাটিয়া এই উভয় নগরের লোকেরা পারস্যরাজের কথা অগ্রাহ্য করিল। গ্রীস দেশের উত্তরাংশে যত রাজ্য ছিল, তত্রত্য লোকদিগের ভীরুতা ও স্বার্থপরতা নিবন্ধন এইরূপে গ্রীস দেশীয়দিগের ঐক্য সম্ভাবনা দূরগত হইল। পিলপনিসসের মধ্যে যত দূর স্পার্টার প্রাদুর্ভাব ছিল, তত দূরের লোকেরা একবাক্য হইল। আর্গস এবং একিয়া এই উভয় স্থানের লোকের স্পার্টানগরের উপরে রাগ ছিল, সেই হেতু তাহারা কোন পক্ষেই পক্ষপাতী না হইয়া উদাসীন রহিল। এথেন্স এবং স্পার্টা এই উভয় নগরের লোকেই কেবল বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে আসন্ন বিপদ নিবারণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

এথেন্সনগরে তৎকালে থেমিষ্টক্লিসের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি এথেন্সনগরে সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। তাঁহার পরামর্শে সমুদায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হইত। এথেন্সের প্রাধান্য সংস্থাপিত হইলে আমারই অবিসম্বাদিত প্রাধান্য লাভ হইবে, এই ভাবিয়া তিনি এথেন্সের প্রধান্য সংস্থাপন বিষয়ে নিতান্ত যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির অতিশয় তীক্ষ্ণতা ছিল। অনালোচিতপূর্ব্ব এমন কোন নূতন বিষয় হঠাৎ উপস্থিত হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার ভাব বুঝিতে পারিতেন এবং যে উপায় অবলম্বন করিলে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারা যায় সে উপায় তৎক্ষণাৎ উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। আরিষ্টাইডিস নামে তৎসমকক্ষ আর এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম থেমিষ্টক্লিসের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। অসাধারণ ন্যায়পরতা এবং লোভশূন্যতা দ্বারা তিনি সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। থেমিষ্টক্লিসের ন্যায় তাঁহার কার্য্যদক্ষতা ছিল না বটে, কিন্তু স্বদেশের সৌভাগ্যবৃদ্ধি এবং সর্ব্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ হইলেই আপনার সৌভাগ্যবৃদ্ধি ও মহত্ত্ব লাভ হইবে বলিয়া থেমিষ্টক্লিস যেমন স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে এবং প্রাধান্য সংস্থাপন বিষয়ে যত্নবান্ ছিলেন, আরি-

ষ্টাইডিস্ সেরূপ ছিলেন না। তিনি যথার্থই স্বার্থপ্রবৃত্তিশূন্য হইয়া স্বদেশের হিতসাধনে ঐকান্তিক যত্নবান্ ছিলেন। তাদৃশ বিভিন্নস্বভাব ব্যক্তিদ্বয়ের সৌহার্দ্দ থাকা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের বিরোধ হইত। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮৩ অব্দে থেমিষ্টক্লিস্ কৌশল করিয়া গ্রীস দেশে প্রচলিত খিবাসনী প্রক্রিয়া দ্বারা আরিষ্টাইডিসকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। সুগৃহীত নামা আরিষ্টাইডিস্ দেশান্তরিত হইলে পর থেমিষ্টক্লিস নিঃসপত্ন হইয়া একাকী আধিপত্য করিতে আরম্ভ করেন।

থেমিষ্টক্লিস পারসীকদিগের যুদ্ধানুষ্ঠানের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া গ্রীস দেশীয়দিগের ঐক্যবিধান বিষয়ে অতিশয় যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার যত্নে করিন্থরাজ্যে গ্রীস দেশীয়দিগের একটী সভা হইল। সেই সভার সভ্যগণ প্রথমে শপথ পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিলেন, গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী যে যে রাজ্যের লোক উপায় সত্ত্বেও পারসীকদিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, সেই সেই রাজ্যের সমুদায় দ্রব্যের দশমাংশ গ্রহণ করিয়া ডেল্‌ফির আপোলোদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। অনন্তর, তাঁহারা পারসীকদিগের আগমনপথ রুদ্ধ করিবার উপায় বিধান করিলেন। পারসীক পদাতি সৈন্য পাছে থর্ম্মপিলির পথ বহিয়া আগমন করে, এই শঙ্কা করিয়া সেই পথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত পিলপনিসিয় একদল সেনাকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। আর, ঈয়ুবিয় শাখা সাগরে প্রবেশপথ রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত তথায় একদল জাহাজ প্রেরণ করিলেন। সমুদায়ে দুই শত একাত্তরখান জাহাজ সংগৃহীত হয়। এথেন্সনগর হইতেই উহার অধিকাংশ আইসে। স্পার্টানগরীয় ইয়ুরিবাইডিসের উপরে জাহাজের অধ্যক্ষতাভার সমর্পিত হইল।

পারস্যদেশীয়দিগের জাহাজসকল সিপায়াস অন্তরীপের নিকটে উপস্থিত হইলে বড় এক ঝড় উঠিল। তিন দিন তিন রাত্রি ক্রমাগত ঐ ঝড় প্রবল বেগে বহিতে লাগিল। চারি শত জাহাজ বিনষ্ট হইল। বিস্তর লোক মরিল। অবশিষ্ট জাহাজসকল পেগাসি

নামক উপসাগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। গ্রীস্ দেশীয়দিগের জাহাজ সকল প্রথমে আর্টিমিসিয়মে অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু পারসীকদিগের ভয়ে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া যায়। যখন তাহারা পারসীকদিগের তাদৃশ বিপদ্ঘটনার সমাচার শ্রবণ করিল, তখন হৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার সেই স্থানে ফিরিয়া গেল এবং সা-হস পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় পনর খান জাহাজ আক্রমণ করিয়া গ্র-হণ করিল। ঐ কয়েক খান জাহাজ ঐ স্থানে আটকিয়া ছিল, অন্য অন্য জাহাজের সঙ্গে যাইতে পারে নাই। ঝড় হওয়াতে পারসীকদিগের বিস্তর ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু তাহাতে তাহারা ক্ষ-তি বোধ করে নাই, এই কথা যখন গ্রীস দেশীয়দিগের কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইল, তখন তাহারা পুনরায় নিতান্ত নিরাশ হইল। গ্রীস্ দেশীয়দিগের সংগৃহীত জাহাজ সকল একত্র করিয়া রাখা ভার হইয়া উঠিল। জাহাজ গুলি একত্র করিয়া রাখিবার নিমিত্ত থেমিস্টক্লিসকে বিস্তর কষ্ট পাইতে হইল। যাহা হউক, অবিল-ম্বে গ্রীস দেশীয়দিগের অতিশয় সুবিধা হইয়া উঠিল। পুনরায় ঝড় হইয়া পারসীকদিগের বিস্তর ক্ষতি হইল। তাহাতে গ্রীস দেশীয়েরা সাহসী হইয়া শত্রুগণকে আক্রমণ করিল। প্রথমে সিলিসিয়াদেশীয় কতিপয় জাহাজ গৃহীত ও বিনাশিত হইল। অতঃপর তুমুল সংগ্রাম হইল। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পার-সীকদিগের জাহাজ সকল বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল এবং বহুতর ক্ষতি হইল। গ্রীস দেশীয়দিগেরও অর্দ্ধেক জাহাজ অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তাহাতে গ্রীসদেশীয়েরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ ঐ সময়ে থর্ম্মপিলির সমাচার উহাদিগের কর্ণগোচর হওয়াতে উহারা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল।

পারসীকদিগের পথ রোধ করিবার উদ্দেশে পিলপনিসস হ-ইতে থর্ম্মপিলিতে যে সেনাদল প্রেরিত হয়, স্পার্টানগরের রাজা লিয়োনিডাস সেনাপতি হইয়া তাহাদিগকে লইয়া যান। স্পার্টা-নগরের তিন শত, টিজিয়ানগরের পাঁচ শত, ফোসিস্দেশের এক হাজার, থেস্পিয়ার সাত শত এবং পিলপনিসসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানের প্রায় দুই হাজার, সমুদায়ে প্রায় সাড়ে চারি

হাজার লোক লিয়োনিডাসের সমভিব্যাহারে গমন করে। সকলেরই এইরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই সৈন্যই যথেষ্ট হইবে। ইহারা পথ রুদ্ধ করিয়া থাকিলে বিপক্ষগণ কোনক্রমে যাইতে পারিবে না। পর্ব্বতের উপর দিয়া যে আর একটা পথ আছে, লিয়োনিডাস প্রথমে তাহা জানিতে পারেন নাই। পশ্চাৎ জানিতে পারিয়া তিনি ফোসিসদেশীয়দিগকে ঐ স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। থর্ম্মপিলির পথ রোধে প্রবৃত্ত গ্রীস দেশীয়েরা যখন শুনিল, অসংখ্য পারসীক সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, তখন তাহারা ভয়ে অস্থির এবং পলায়নে উন্মুখ হইল। তাহাদিগকে স্থির করিয়া রাখা লিয়োনিডাসের বিষম ভার হইয়া উঠিল। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের নিকটে সত্বর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। জরক্সিস্ মনে করিয়াছিলেন, গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহার উপস্থিতি সমাচার শ্রবণ করিবামাত্র পথ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিবে। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, তাহারা প্রস্থান না করিয়া স্থিরচিত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে, তখন তিনি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, তিনি পথরোধী গ্রীসদেশীয়দিগকে বন্দীকৃত করিয়া আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তাঁহার সেনাগণ বারম্বার আক্রমণ করিল, কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। ঐ আক্রমণ প্রয়াসে তাঁহার অসংখ্য সৈন্য নিহত হইল।

জরক্সিস্ গ্রীস দেশীয়দিগের স্থিরপ্রতিজ্ঞতা, অধ্যবসায়, সাহসএবং পুরুষকারের প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়া অভীষ্টসিদ্ধি বিষয়ে হতাশ হইলেন। ঐ সময়ে এফিয়ালটিস নামে গ্রীস দেশীয় এক অধম লোক জরক্সিস্কে পর্ব্বতের উপরের পথ দেখাইয়া দিল। পারস্যরাজের একদল সেনা ঐ স্বদেশদ্রোহীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিল। ফোসিসদেশীয়েরা ঐ পথ রোধ করিবার নিমিত্ত নিয়োজিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা পথ রোধে সমর্থ না হইয়া প্রস্থান করিল। বিপক্ষগণ নির্ব্বিরোধে পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে অবতীর্ণ হইল। এই সমাচার থর্ম্মপিলির পথরোধী গ্রীকদিগের কর্ণগোচর হইলে পর লিয়োনিডাস সক-

লকে বলিলেন, যাঁহার ইচ্ছা হয়, চলিয়া যাউন। কিন্তু স্পার্টারাজ স্বয়ং এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী স্পার্টানগরীয়েরা প্রাণ পণ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত দেখিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। লিয়োনিডাসের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া প্রায় সকলেই চলিয়া গেল। কেবল থেস্পিয়ানগরের লোকেরা এবং থিবিস নগরীয় চারি শত লোক স্পার্টানগরীয়দিগের সমভিব্যাহারে রহিল। দুরাশয় এফিয়া-লটিসের অনুবর্ত্তী পারসীক সেনাদল পর্ব্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া থর্ম্মপিলির পথের দক্ষিণ প্রান্তে উপস্থিত হইলে, স্পা-র্টানগরীয়েরা যুগপৎ উভয়তঃ আক্রান্ত হইল। লিয়োনি ডাস বিবেচনা করিলেন, এখন আর জীবনরক্ষার প্রত্যাশা নাই, অতএব কাপুরুষের ন্যায় বৃথা জীবন পরিত্যাগ না করিয়া যাহাতে স্বদেশের উপকার হয়, তাহাই করা কর্ত্তব্য। এই বিবে-চনা করিয়া তিনি আপন দলবল লইয়া অস্ত্রশস্ত্রহস্তে বেগে নি-র্গত হইলেন। পারসীকেরা দূরীকৃত হইল। উহারা পুনরায় আ-ক্রমণ করিল। স্পার্টানগরীয়েরা পুনরায় উহাদিগকে দূর করিয়া দিল। এইরূপ চারি বারের পর স্পার্টানগরীয়েরা এক প-র্ব্বত মধ্যে নিরুদ্ধ হইয়া সকলে নিঃশেষে নিহত হইল। লিয়ো-নিডাস প্রথমেই সমরশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। উহাদিগের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিও জীবিত ছিল না যে সে স্পার্টানগরে গি-য়া ঐ বিপদ ঘটনার সমাচার দেয়। স্পার্টানগরের যত লোক ঐ স্থানে নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের দেহ ঐ স্থানেই সমা-হিত হয়। তাহাদিগের সমাধিস্তম্ভের উপরে এই কথা ক্ষোদিত ছিল "হে পথিক তুমি স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে গিয়া এই ক-থা বল, তোমাদিগের দেশীয় লোকেরা স্বদেশীয় (১) নিয়মের পর-তন্ত্র হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছে"। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৮০ অব্দের গ্রীষ্মকালে থর্ম্মপিলির যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে পারসীকদিগের প্রায় কুড়ি হাজার লোক হত হয়।

জরক্সিস এইরূপে গ্রীসদেশে প্রবেশ পথ প্রাপ্ত হইয়া ডো-

(১) স্পার্টানগরীয়দিগের এই নিয়ম ছিল তাহারা প্রাণান্তেও রণ স্থল হইতে পলায়ন করিত না।

রিস্ দেশের ভিতর দিয়া ফোসিসদেশ আক্রমণ করিতে গেলেন। ফোসিস্ দেশীয়েরা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করিয়া পর্ব্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পারসীকেরা যাহা সম্মুখে প্রাপ্ত হইল, তাহাই উৎসন্ন করিতে লাগিল। উহাদিগের প্রধান সৈন্যদল বিয়োশিয়াদেশের ভিতর দিয়া বরাবর আটিকায় গমন করিল এবং এক ক্ষুদ্রদল ডেল্ফির মন্দির লুঠ করিতে গেল। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, ডেল্ফির লোকেরা নগর রক্ষার চেষ্টা না করিয়া আপোলোদেবের উপরে নগর রক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইল। আপোলোদেব বিপদ্ কালে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই। পারসীকেরা নগরে পদার্পণ করিবামাত্র ভয়ঙ্কর ঝড় উঠিল। ঘন ঘন বজ্রপাত হইতে লাগিল। পার্নেসস পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত হইতে লাগিল। অনেকেই নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। পরিশেষে পারসীকেরা ভীত হইয়া প্রস্থান করিল। ডেলফির লোকেরা উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া অবিরোধে উহাদিগের প্রাণ সংহার করিল।

এথেন্সনগরীয়েরা মনে করিয়াছিল পিলপনিসসের লোকেরা আটিকা রক্ষার্থ বিয়োশিয়ায় একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিবে; কিন্তু তাহারা অবিলম্বে জানিতে পারিল, পিলপনিসসের লোকেরা তাহা করে নাই; পিলপনিসসের লোকেরা পিলপনিসসের প্রবেশ পথই কেবল রুদ্ধ করিয়া আছে। তখন তাহারা নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া ডেল্ফির আপোলোদেবের প্রত্যাদেশ জানিতে লোক পাঠাইল। আপোলোদেবের এই প্রত্যাদেশ হইল, তোমরা যদি দারুময় প্রাচীরের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থান কর, তাহা হইলে আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে। অনুমান হয়, থেমিষ্টক্লিস আপোলোদেবের পূজয়িত্রীকে অর্থ দ্বারা বশ করিয়া তাদৃশ প্রত্যাদেশের উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাদৃশ অস্ফুট দৈববাণী হয়। অতএব তাদৃশ দৈববাণীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা থেমিষ্টক্লিসের পক্ষে কঠিন ব্যাপার নহে। তিনি এথেন্সনগরীয়দিগকে বলিলেন দারুময় প্রাচীর শব্দের দৈববাণীসম্মত অর্থ জাহাজ; তোমরা জাহাজের যুদ্ধ ব্যতিরিক্ত অন্য যুদ্ধে পারসীক-

দিগকে পরাভব করিতে পারিবে না ; অতএব তোমরা নৌযুদ্ধের উপরেই নির্ভর কর। থেমিস্টক্লিসের কৃত দৈববাণীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা সকলের হৃদয়ঙ্গম ও গ্রাহ্য হইল। আর্টিমিসিয়মে এথেন্সনগরীয়দিগের যুদ্ধজাহাজ ছিল। তাহারা স্ত্রী পুত্রাদি রক্ষণের সদুপায় করিবার অভিপ্রায়ে সে স্থান হইতে স্যালামিসে জাহাজ লইয়া যাইতে উদ্যত হইল, এবং মিত্রগণকে সমভিব্যাহারে যাইবার অনুরোধ করিল।

ওদিকে পারসীকেরা বিয়োশিয়ার ভিতর দিয়া এথেন্সনগরাভিমুখে গমন করিতে লাগিল। থেস্পিয়া এবং প্ল্যাটিয়া বিয়োশিয়াদেশীয় এই উভয় নগর ভস্মীকৃত হইল। বিয়োশিয়ার অন্য অন্য নগরের লোকেরা পারসীকদিগের অধীনতা স্বীকার করিল। থেমিস্টক্লিস এথেন্সনগরীয়দিগকে নগর পরিত্যাগের পরামর্শ দিলেন, তাহারা তদনুসারে নগররক্ষক দেবতার উপরে নগর রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া নগর পরিত্যাগ করিল এবং আপন আপন পুত্র কলত্রাদি পরিবারগণ এবং অনায়াসবাহ্য অস্থাবর বিষয় সকল লইয়া স্যালামিস, ইজিনা এবং ট্রিজিন এই কয়েক স্থানে গমন করিল। তত্রত্য লোকেরা উহাদিগকে অতিশয় সমাদর করিল। কেবল দুর্গমধ্যে কতগুলি লোক ছিল, তদ্ভিন্ন এথেন্সনগরে জনমানব ছিল না। স্যালামিসে গ্রীস দেশীয়দিগের সমুদায়ে তিন শত আশীখান জাহাজ একত্র সংগৃহীত হইয়াছিল। ঐ স্থানে যুদ্ধবিষয়ক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার নিমিত্ত একটী সভা হইল। সভাস্থলে এই প্রসঙ্গ উপস্থিত হইল যে, স্যালামিস পরিত্যাগ করিয়া পিলপনিসসের নিকটে জাহাজ লইয়া অবস্থান করা কর্ত্তব্য, তাহা হইলে পিলপনিসসবাসীদিগের নিকটে সাহায্য প্রাপ্তি হইতে পারিবে। এই প্রস্তাবে প্রায় সকলেই সম্মত হইল। এই প্রসঙ্গ লইয়া সভায় বাদানুবাদ ও পরামর্শ হইতেছে এমত সময়ে সমাচার আইল পারস্যরাজ আটিকাদেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিলেন। যে সেনাগণ এথেন্সের দুর্গরক্ষার্থ নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহারা আক্রান্ত ও পরাভূত হইয়াছে। যাবতীয় দেবালয় বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। দুর্গে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সমস্ত

দুর্ঘটনার সমাচার শ্রবণ করিয়া গ্রীস দেশীয় জাহাজের অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা সকলে একবাক্য হইয়া যে, স্যালামিসে স্থির হইয়া থাকেন এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। থেমিষ্টক্লিস তাঁহাদিগকে বলিলেন যদি তোমরা স্যালামিস পরিত্যাগ করিয়া যাও, তাহা হইলে কোনরূপেই উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। এই কথা বলিয়া তিনি তাহাদিগকে নিবারণ করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা সফল হইল না। তখন তিনি ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, তোমরা একান্তই যদি আমার কথা অগ্রাহ্য কর, আমি নিশ্চয় বলিতেছি এথেন্সনগরীয়েরা এখনই এই জাহাজে করিয়া পরিবার ও বিষয় বিভব লইয়া ইটালিতে গমন করিবে এবং সেই স্থানে বাস করিবে। এই কয়েকটী শব্দ তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত হইবামাত্র তাঁহার অভিপ্রেতার্থসিদ্ধি হইল। সকলেই স্যালামিস্ পরিত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন।

গ্রীস দেশীয়েরা স্যালামিস্ পরিত্যাগের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেও থেমিষ্টক্লিস নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে এই শঙ্কা উপস্থিত হইল, কালবিলম্ব হইলে যদি পিলপনিসসবাসীদিগের মত পরিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে আমার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইবে; অতএব যাহাতে শীঘ্র যুদ্ধ হয় এরূপ কোন উপায় করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া, তিনি যেন স্বদেশদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এইরূপ ভান করিয়া পারসীক জাহাজের সর্ব্বাধ্যক্ষের নিকটে আপনার এক বিশ্বস্ত দাসদ্বারা এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, গ্রীসদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্যালামিসে দলবদ্ধ হইয়া আছে, তাহারা অধিক কাল প্রণয়পূর্ব্বক তথায় দলবদ্ধ থাকিবে এরূপ বোধ হয় না, তাহারা পলাইবার উপক্রম করিতেছে; তুমি যদি এই বেলা তাহাদিগকে আক্রমণ কর স্বল্পায়াসে তোমার জয় লাভ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা দলভঙ্গ করিয়া চতুর্দ্দিকে ছড়িয়া পড়িলে তাহাদিগের প্রত্যেকের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। তখন তাহাদিগকে জয় করা কষ্টসাধ্য হইবে। এই পরামর্শ পারসীকদিগের হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে তাহারা তৎ-

ক্ষণাৎ তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইল। যে অপ্রশস্ত শাখাসাগর মধ্যস্থলে থাকাতে স্যালামিস, আটিকা ও মেগারা হইতে পৃথগ্‌ভূত হইয়াছে, পারসীকেরা রাত্রিকালের মধ্যে জাহাজ লইয়া তাহা অবরোধ করিল। রজনী প্রভাত হইলে দৃষ্ট হইল, পারসীকদিগের জাহাজে সমুদ্র পরিপূর্ণ হইয়াছে; আটিকার উপকূলে পারসীক সেনাগণ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে; জরক্সিস স্বয়ং যুদ্ধদর্শনার্থী হইয়া এক উন্নত স্থানে সিংহাসন স্থাপন করিয়া উপবেশন করিয়াছেন। অনন্তর, পারসীকদিগের জাহাজ সকল শাখাসাগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অতিসঙ্কীর্ণ স্থান মধ্যে অসংখ্য জাহাজ প্রবিষ্ট হওয়াতে জাহাজ সকলের নির্গম, প্রবেশ ও পার্শ্বপরিবর্ত্তন প্রভৃতি ক্রিয়া নির্ব্বাহ হওয়া অসাধ্য হইয়া উঠিল।

পারসীকদিগের জাহাজ সকল সঙ্কীর্ণ স্থানমধ্যে প্রবিষ্ট দেখিবামাত্র গ্রীসদেশীয়েরা আক্রমণ করিল। পারসীকদিগের অতিবৃহদাকার জাহাজসকল স্থানাভাব প্রযুক্ত পরস্পর সংলগ্ন হওয়াতে উহাদিগের যেরূপ অনায়ত্ত হইয়াছিল, গ্রীস দেশীয়দিগের অনতি বৃহৎ জাহাজ সকল সেরূপ অনায়ত্ত হয় নাই। গ্রীস দেশীয়দিগের জাহাজের মধ্যে মধ্যে যথেষ্ট স্থান থাকাতে তাহারা অনায়াসে আপনাদিগের আয়ত্তমত জাহাজ ফিরাইয়া সাহস পূর্ব্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে পারসীকদিগের জাহাজে মহাগোলযোগের কাণ্ড উপস্থিত হইল। সাহসসম্পন্ন গ্রীস দেশীয়েরা পারসীকদিগের যত ক্ষতি করিয়াছিল, উহাদিগের জাহাজে জাহাজে লগ্ন হওয়াতে তদপেক্ষা অধিকতর ক্ষতি হইল। পারসীকদিগের যে পরাজয় হইবে যুদ্ধের প্রারম্ভেই তাহা অবধারিত হইয়াছিল। সারাদিন যুদ্ধের পর গ্রীস দেশীয়েরা জয়ী হইল। পারসীকদিগের বিনষ্টাবশিষ্ট জাহাজ সকল ফেলিরনের অভিমুখে প্রস্থান করিল। গ্রীস দেশীয়েরা সে পর্য্যন্ত উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হয় নাই। আরিষ্টিডিসের যত্ন দ্বারা এই যশস্কর জয়কার্য্য সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এথেন্সনগরীয়েরা আরিষ্টাইডিসকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তিনি

স্বদেশের প্রতি এত অনুরক্ত ও স্বদেশের হিতচিন্তনে এত আসক্ত ছিলেন যে, তিনি স্বদেশের বিপদবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্যালামিসে আসিয়া উপস্থিত হন এবং সমরানলে পূর্ণ আহুতি প্রদান করেন। এই যুদ্ধে পারসীকদিগের পাঁচশত এবং গ্রীস দেশীয়দিগের কেবল চল্লিশ খান জাহাজ বিনষ্ট হয়। জরক্সিসের তখন পর্য্যন্তও এত সৈন্য ছিল যে, তিনি সচ্ছন্দে পুনর্ব্বার যুদ্ধ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এই বোধ করিলেন, এই প্রকার আর একবার পরাজয় হইলে আমাকে অত্যন্ত বিপদে পতিত হইতে হইবে, অতএব এই বেলা প্রস্থান করা কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পলায়নোন্মুখ হইলেন। মার্ডোনিয়স তাঁহার প্রস্থানবিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়া এই প্রার্থনা করিলেন, আপনি তিন লক্ষ সৈন্য আমার হস্তে সমর্পণ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি ঐ সৈন্য লইয়া সমুদয় গ্রীস দেশ জয় করিব। জরক্সিস এই প্রস্তাবে তুষ্ট ও সম্মত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনের উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন।

বিপক্ষপক্ষীয় জাহাজ সকল সেরোনিয় উপসাগর পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলে, গ্রীস দেশীয়দিগের অনেকেই উহাদিগের পশ্চাদ্ধাবনে উৎসুক হইল। কিন্তু ইয়ুরিবাইডিস্ সকলকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, এরূপ চেষ্টা করিতে গেলে বিপদ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, অতএব এ চেষ্টা পরিত্যাগ করাই উচিত। থেমিষ্টক্লিসও ঐ মতে মত দিলেন। পারসীকেরা (১) সাইক্লেডিস্ পর্য্যন্ত গমন করিলে পর যে যে উপদ্বীপের লোকে পারসীকদিগের সহায়তা করিয়াছিল, গ্রীস দেশীয়েরা তাহাদিগের দণ্ডবিধানে প্রবৃত্ত হইল। জরক্সিস্ যত শীঘ্র গ্রীস দেশ হইতে চলিয়া যান ততই ভাল, এখানে অধিক দিন থাকিলে কি জানি কি উৎপাত উপস্থিত হয়। এই ভাবিয়া থেমিষ্টক্লিস পারস্যরাজের ভয় প্রদর্শনার্থ তাঁহাকে এই সমাচার পাঠাইয়া দিলেন যে, হেলিস্পণ্টের উপরে যে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, গ্রীস দে-

(১) ন্যাক্সস, পেরস, প্রভৃতি ইজিয়সমুদ্রের কয়েকটী উপদ্বীপ সাইক্লেডিস শব্দ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ডেলস ঐ সকল উপদ্বীপের মধ্য স্থল।

শীয়েরা তাহা ভাঙিয়া দিবার মন্ত্রণা করিতেছে। পারস্যরাজ এই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে বিহ্বল হইলেন এবং অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হেলিস্পণ্টের দিকে গমন করিলেন। শীত সম্মুখ হওয়াতে শীতকাল যাবৎ থেসেলিতে মার্ডোনিয়সের বাস করিবার বাসনা ছিল, অতএব তিনি থেসেলি পর্য্যন্ত পারস্যরাজের সমভিব্যাহারে গেলেন। পারস্যরাজের প্রস্থান কালে তাঁহার সমভিব্যাহারী সেনাগণের যৎপরোনাস্তি কষ্ট ভোগ হইয়াছিল। তিনি সেষ্টসে উপনীত হইয়া দেখিলেন, স্রোতোবেগে সেতু ভগ্ন হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাকে সসৈন্য পার করিবার নিমিত্ত অনেক জাহাজ প্রস্তুত আছে। তিনি পার হইয়া এবাইডসে গমন করিলেন। ইজিয় সমুদ্রের উত্তরাংশে গ্রীস দেশীয়দিগের উপনিবেশিত যত নগর ছিল, তন্মধ্যে কতিপয় নগরের লোক ঐ সময়ে পারসীকদিগের নিবেশিত পারতন্ত্র্য যোক্ত্র নিক্ষেপ করিতে উদযুক্ত হইল। পারসীক সেনাপতিগণ উহাদিগের উদ্যম ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে যে উপদ্বীপের লোক পারসীকদিগের সহায়তা করিয়াছিল, গ্রীস দেশীয়েরা তাহাদিগের দণ্ড বিধানে প্রবৃত্ত হয়। থেমিষ্টক্লিস ঐ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি প্রচুর উৎকোচ গ্রহণ করিয়া কোন কোন উপদ্বীপের লোককে ক্ষমা করেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার বিমল যশঃ প্রভা মলিন হইয়া যায়। তথাপিও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, বিজ্ঞতা ও পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি কতিপয় গুণের প্রশংসাগান গ্রীস দেশের সর্ব্বস্থানে তৎকালে শ্রূয়মাণ হয়। অন্য কথা কি, স্পার্টানগরীয়েরাই তাঁহাকে তাহাদিগের জাহাজের সর্ব্বাধ্যক্ষ ইয়ুরিবাইডিসের তুল্য সম্মান করে।

যে সময়ে স্যালামিসে যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে সিসিলিবাসী গ্রীকেরা এক মহাযুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল। হিমিরানগরে কার্থেজবাসীদিগের সহিত ঐ যুদ্ধ ঘটনা হয়। হেমিল্কার প্রধান সেনাপতি হইয়া তিন লক্ষ লোক সমভিব্যাহারে ঐ যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হন।

স্যালামিসের যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই এথেন্সনগরীয়েরা আটিকায় ফিরিয়া গেল। তাহারা পুনর্ব্বার গৃহ নির্ম্মাণ এবং কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। পর বৎসর বসন্ত কালে অত্যন্ত যত্নবান হইয়া যুদ্ধের বিবিধ আয়োজন করিতে লাগিল। যুদ্ধানুষ্ঠানের প্রয়োজন এই, পারসীকেরা তৎকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। মার্ডোনিয়স যুদ্ধাভিলাষী হইয়া থেসেলিতে ছিলেন। পারসীকদিগের জাহাজ সকলও ইজিয় সমুদ্র পরিত্যাগ করিয়া যায় নাই। মার্ডোনিয়সের তৎকালে এই বোধ হইল, যত দিন এথেন্সনগরীয়েরা গ্রীস দেশ রক্ষার চেষ্টা করিবে, তত দিন গ্রীস দেশ জয় করা সহজ নহে, এথেন্সনগরীয়দিগকে কোনরূপে স্বপক্ষে আনিতে পারিলে গ্রীস দেশ স্বল্পায়াসে হস্তগত হয়। এই পন্থা উদ্ভাবন করিয়া তিনি ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেগজাণ্ডরকে এথেন্সনগরে পাঠাইয়া দিলেন। আলেগজাণ্ডর পারস্যরাজের সহিত এথেন্সের সৌহার্দ্দ ও সন্ধি করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এথেন্সনগরীয়েরা এই উত্তর প্রদান করিল, সূর্য্য যাবৎ গগন মণ্ডলে বিরাজমান হইবেন তাবৎ পারস্যের সহিত এথেন্সের সন্ধি হইবে না। এই কথা শুনিয়া মার্ডোনিয়সের সমুদায় আশা উন্মূলিত হইল, এবং, এথেন্সের সহিত পারসীকদিগের সন্ধি হইবার কথা শুনিয়া গ্রীস দেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকের মনে যে শঙ্কা জন্মিয়াছিল, তাহাও নিরস্ত হইল। মার্ডোনিয়স ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া এথেন্সনগর আক্রমণ করিতে চলিলেন। থেসেলি ও বিয়োশিয়া এই উভয় স্থানের লোকেরা উৎসাহ পূর্ব্বক তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। এথেন্সনগরীয়েরা পিলপনিসসবাসীদিগের নিকটে ভূয়োভূয়ঃ সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহারা সাহায্য দান করিবে অঙ্গীকারও করিয়াছিল। কিন্তু কার্য্যকালে প্রার্থিত সাহায্য লাভ হয় নাই। তাহাতে এথেন্সনগরীয়েরা পরিবার লইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৯ অব্দে স্যালামিসে প্রস্থান করে। মার্ডোনিয়স এথেন্সে উপনীত হইয়া দেখিলেন, পুরপ্রাচীরের উপরিভাগে জনমানব নাই। তদ্দর্শনে তিনি মনে করিলেন এথিনি

য়েরা যখন এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছে, তখন তাহাদিগকে স্বল্পায়াসে স্ববশে আনয়ন করা সহজ নহে। এই মনে করিয়া তিনি পুনর্ব্বার এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে সন্ধি প্রার্থনা করিলেন। এবারেও পূর্ব্বের মত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন। স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে এথেন্সের সাহায্যদানে বিমুখ হইয়া কেবল আত্মরক্ষণে ব্যগ্র ছিল। তদ্দর্শনে এথেন্স, মেগারা এবং প্লাটিয়া এই কয় নগরের লোকে উহাদিগের স্বার্থপরতা দোষের উল্লেখ করিয়া বহু আক্ষেপ প্রকাশ পূর্ব্বক বিস্তর তিরস্কার ও ভয় প্রদর্শন করে। শেষে উহারা স্পার্টার শিশুরাজ প্লিষ্টার্কসের রক্ষাধিকারে নিযুক্ত পসেনিয়াসকে যুদ্ধ গমনে অনুমতি করিল। পসেনিয়াস পাঁচ হাজার স্পার্টানগরীয় লোক লইয়া বিয়োশিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রতিব্যক্তির সমভিব্যাহারে সাত জন করিয়া হেলট (দাস) ছিল। মার্ডোনিয়স আটিকায় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন বিয়োশিয়ায় গমন করিলে সেখানে থিবিসনগরের এবং বিয়োশিয়ার অন্য অন্য নগরের লোকের নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইতে পারিব। এই ভাবিয়া বিয়োশিয়ায় গমনোদ্যত হইলেন। কিন্তু বিয়োশিয়ায় যাইবার পূর্ব্বে আটিকার সমুদয় পদার্থ উৎসাদিত করিলেন। মার্ডোনিয়স বিয়োশিয়ায় গিয়া ইরিথ্রার এবং আসোপস নদী এই উভয়ের মধ্যস্থলে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথায় শিবির স্থাপন করিয়া পসেনিয়াসের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন।

পসেনিয়াস যে সময়ে উত্তরাভিমুখী হইয়া গমন করেন, তৎকালে আরিষ্টাইডিস এথেন্সনগরীয় একদল সৈন্য লইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। পিলপনিসস হইতেও অনেক সৈন্য আসিয়া তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইল। গ্রীসদেশীয়দিগের সমুদায়ে একলক্ষ দশ হাজার সৈন্য একত্র হইল। গ্রীস দেশীয় সেনাগণ সিথিরন্ পর্ব্বতের উপত্যকায় ইরিথ্রর সন্নিকর্ষে শিবির সন্নিবেশ করিল। ঐ স্থানে একবার যুদ্ধ হইল। যুদ্ধস্থলে গ্রীস দেশীয়েরা পারসীক অশ্বারোহ সৈনিকগণকে পরাভব করিল। ঐ স্থান অপেক্ষা অধিকতর নিঃশঙ্ক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিবার মানস

করিয়া পসেনিয়াস প্ল্যাটিয়া জনপদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মা-র্ডোনিয়সও সসৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। উভ-য় সৈন্যদল তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে ব্যাপৃত না হইয়া দশ দিন পর-স্পরের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিল। মার্ডোনিয়স শেষে আর বিলম্ব করিতে না পারিয়া যুদ্ধ করিবেন স্থির করিলেন। যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেগজাণ্ডর এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে গমন করিলেন, এবং, পারসীকেরা যুদ্ধ করিবে স্থির করিয়াছে, এই সমাচার দিয়া তাহাদিগকে সসজ্জ হইতে কহিলেন। পসেনিয়াস তদনুসারে রণসজ্জা করিতে লাগি-লেন। গ্রীস দেশীয়দিগের রণসজ্জার অনুষ্ঠান দেখিয়া মার্ডোনি-য়সের এই ভ্রম জন্মিল, গ্রীস দেশীয়েরা ভয় প্রযুক্ত রণস্থল হই-তে পলায়নের উপক্রম করিতেছে। এই ভ্রম হওয়াতে মার্ডোনি-য়স অত্যন্ত বেগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা সেই বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বস্থানচ্যুত হইয়া এক অননুকূল স্থা-নে পতিত হয়। অতএব ঐ দিন রাত্রিতে তাহারা অনুকূল স্থান প্রাপ্তির আশয়ে প্ল্যাটিয়ানগরের সন্নিকর্ষে যাইতে লাগিল। তদ্দর্শ-নে তাহারা পলাইতেছে বলিয়া মার্ডোনিয়সের পুনর্ব্বার ভ্রম জ-ন্মিল। তিনি অবিলম্বে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। মার্ডো-নিয়স এবং তাঁহার পারসীক সেনাগণ অসীম সাহস সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি যুদ্ধস্থলে সংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার পতন হওয়াতেই যুদ্ধ শেষ হইল। তাঁহার সেনাগণ তৎক্ষণাৎ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। আর্টেবেজস চল্লিশ হাজার সৈন্য লইয়া মার্ডোনিয়সের সহায়তা করিতে যাইতে ছিলেন। তিনি ঐ সমাচার শুনিয়া ত-থায় না গিয়া ফোসিসের ভিতর দিয়া হেলিস্পণ্টের দিকে গমন করিলেন। গ্রীস দেশীয় যে সকল ব্যক্তি পারসীকদিগের সহায়তা করিতে গিয়াছিল, তাহারাও প্রস্থান করিল। থিবিসনগরের লোকেরাই কেবল প্রাণপণে এথেন্সনগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ ক-রিতে লাগিল। হতাবশিষ্ট পারসীক সেনাগণ শিবির মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। অনন্তর, এথেন্সনগরীয়েরা উহাদিগের

শিবিরে প্রবিষ্ট হইল। তখন আর আত্মরক্ষার চেষ্টা করা ব্যর্থ ভাবিয়া পারসীক সেনাগণ নিরস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। এথেন্সনগরীয়েরা উহাদিগকে মেষপালের ন্যায় বধ করিতে লাগিল। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, পারসীকদিগের তিন লক্ষ সৈন্যের মধ্যে কেবল তিন হাজার লোক পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। শিবির মধ্যে বিপুল অর্থরাশি এবং অন্য অন্য নানাবিধ দ্রব্য দৃষ্ট হইল। পসেনিয়াস হেলটদিগকে তৎসমুদায় একত্র সংগ্রহ করিতে অনুমতি করিলেন। সমুদায় দ্রব্য একত্র সংগৃহীত হইলে, তাহার দশম অংশ আপোলো, জিউস, পসাইডন এবং এথিনা এই কয় দেবতার প্রতিমূর্ত্তি এবং ত্রিপদ নির্ম্মাণার্থ উৎসৃষ্ট হইল। প্লাটিয়ার যুদ্ধে পসেনিয়াস প্রধান সেনাপতি ছিলেন। গ্রীস দেশীয়েরা তাঁহার সবিশেষ সম্মাননার নিমিত্তে জয়লব্ধ দ্রব্যরাশি হইতে তাঁহাকে মহামূল্য উপহার প্রদান করিল। পশ্চাৎ, যাহার যেমন প্রাপ্য বিবেচনা করিয়া সকলেই উহার অংশ প্রাপ্ত হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর্টেবেজস প্লাটিয়ার যুদ্ধে পারসীকদিগের পরাভব দর্শন করিয়া আসিয়াখণ্ডের অভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে থেসদেশীয়েরা তাঁহাকে সসৈন্য পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করে এবং তাঁহার সেনাগণের আহার সামগ্রীও অতিশয় দুষ্প্রাপ্য হয়। এই উভয়বিধ কারণে তাঁহার সমভিব্যাহারী অনেক লোক কালগ্রাসে পতিত হইল। অনন্তর, তিনি বহু কষ্টে আসিয়াখণ্ডে উপনীত হইলেন। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা আলেগজাণ্ডর যুদ্ধকালে গ্রীস দেশীয়দিগের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন তিনি পুরস্কার স্থলে এথেন্সনগরের নাগরিকদিগের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। গ্রীস দেশ এইরূপে পারসীকদিগের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইল। বিয়োশিয়ায় গ্রীস দেশীয় যে সমস্ত লোক একত্র হইয়াছিল, তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে আরিষ্টাইডিসের পরামর্শক্রমে পরস্পর এই বলিয়া ঐক্যবন্ধন করিল যে, উত্তর কালে যদি ভিন্নদেশীয় কোন শত্রু গ্রীসদেশ আক্রমণ করে, আমরা সকলে একবা-

ক্ষা হইয়া তাহার নিবারণ বিষয়ে যত্ন করিব, এবং, গ্রীস দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বদেশদ্রোহী হইয়া পারসীকদিগের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগের সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। এইরূপে ঐক্যবন্ধন করিয়া তাঁহারা থিবিসনগরীয়দিগের দণ্ডবিধানার্থ উদ্যত হইল। স্বদেশ রক্ষার্থ প্রাণপণে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি স্বদেশের হিতানুষ্ঠানে যত্ন না করিয়া তাহার অনিষ্টাচরণের চেষ্টা করে, তাহার পর পামর ও কৃতঘ্ন আর নাই। জন্ম ভূমির দ্রোহ করা মাতৃদ্রোহের তুল্য। মাতৃদ্রোহী কৃতঘ্নের যেমন নিষ্কৃতি নাই, জন্ম ভূমির দ্রোহকারী কৃতঘ্নেরও সেইরূপ নিষ্কৃতি নাই। থিবিসনগরের লোকেরা গ্রীস দেশের অপকার চেষ্টা করিয়া যে গুরুতর অপরাধ করিয়াছিল, সে অপরাধ ক্ষমার যোগ্য নহে। তথাপি প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধাগত গ্রীস দেশীয়েরা এই স্থির করিল যে, তাহারা থিবিসনগরের যাবতীয় লোকের দণ্ড বিধান্ না করিয়া কেবল কতিপয় প্রধান দোষীর দণ্ড বিধান করিবে। এই স্থির করিয়া তাহারা থিবিসনগরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া পুরবাসীদিগকে বলিল যাহারা প্রধান দোষী তাহাদিগকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ কর। নগরবাসীরা সে কথা অগ্রাহ্য করিলে নগর অবরুদ্ধ হইল। বিংশতি দিবসের পর দোষীগণ আপনারাই বলিল আমাদিগকে শত্রু হস্তে নিক্ষেপ কর। থিবিসনগরীয়েরা দোষীগণকে পরিত্যাগ করিল। পসেনিয়াস তাহাদিগের অনেকের প্রাণবধ করিলেন।

সম্পদ্ সম্পদের, বিপদ বিপদের অনুগামিনী হয়। যে দিবস পারসীকেরা প্ল্যাটিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হয়, ঐ দিবসেই উঁহারা আসিয়ার উপকূলে অপর যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিল। স্পার্টার রাজা লিয়োটিকিডিস গ্রীস দেশীয়দিগের জাহাজ সকলের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইয়া ডেলসে অবস্থিতি করেন। তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া, দ্বিপক্ষগণ কি করে, কোথায় যায়, এই সকল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে সেমস উপদ্বীপ হইতে কতিপয় দূত আসিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইল এবং তাঁহার অগ্রে আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত করিল। তাহাদিগের আগ-

মন প্রয়োজন এই, সেমস উপদ্বীপে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তত্রত্য এক ব্যক্তি সেই রাজ্যতন্ত্র বিপ্লাবিত করিয়া স্বহস্তে রাজত্ব গ্রহণ করে; সেই রাজ্যাপহারীকে পদচ্যুত করিবার নিমিত্ত প্রজাগণের আত্যন্তিক যত্ন হয়। অতএব তাহারা লিয়োটিকিডিসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনায় দূত প্রেরণ করে। দূত মুখে সমাচার শ্রবণ করিয়া স্পার্টারাজ সেমস উপদ্বীপের অভিমুখে জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। সেমসের রাজ্যাপহারী, পারসীকদিগের অতিশয় পক্ষ ছিল। পারসীকেরা ঐ ব্যক্তির সহায়তা করিবার নিমিত্ত জাহাজ লইয়া ঐ স্থানে ছিল। গ্রীসদেশীয়দিগের জাহাজ সকল উপদ্বীপের সন্নিহিত হইবামাত্র পারসীকেরা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া মাইকেল পর্ব্বতের অতিনিকটে উপনীত হইল। ঐ স্থানে পারসীকদিগের যাটি হাজার সৈন্য ছিল। আয়োনিয়ার লোকদিগকে স্ববশে রাখিবার জন্য ঐ যাটি হাজার লোক ঐ স্থানে অবস্থিতির অনুমতি প্রাপ্ত হয়। পারসীকদিগের পোতসম্প্রদায় উক্ত পর্ব্বতের সমীপবর্ত্তী হইলে পর পারসীক সেনাগণ জাহাজসকল সমুদ্রকচ্ছে টানিয়া তুলিল, এবং, তত ব্যস্ততার সময়ে যে সমস্ত উপায় হইতে পারে জাহাজের রক্ষার্থ সে সকল উপায় করিল। গ্রীসদেশীয়েরা শত্রুগণের হৃদয়ে ভয়সঞ্চার দেখিয়া যুদ্ধ বিষয়ে নিতান্ত উৎসুক হইয়া সেমস হইতে শত্রু সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইল এবং ঘোষণাদ্বারা আয়োনিয়দিগকে এই কথা জানাইল, যদি তোমাদিগের স্বাধীনতাসুখের স্মরণ থাকে এবং তোমরা স্বাধীনতা সুখসম্ভোগে অভিলাষী হও, তাহা হইলে স্বাধীনতার রক্ষণ বিষয়ে যত্নবান হও। ঐ সময়ে যুদ্ধার্থী গ্রীস দেশীয়েরা এই জনরব শ্রবণ করিল যে, বিয়োশিয়াদেশে মার্ডোনিয়স পরাভূত হইয়াছেন। এই জনরব শ্রবণমাত্র তাহাদিগের সাহস দ্বিগুণতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। পারসীকেরা যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া মাইকেল পর্ব্বতের উপত্যকায় ব্যূহ রচনা করিল। এথেন্স ও স্পার্টা এই উভয় নগরের লোকেরা বিপক্ষগণকে আক্রমণ পূর্ব্বক তাড়াইয়া লইয়া গেল। বিপক্ষগণ আপনাদিগের জাহাজের রক্ষার্থ চতুর্দ্দিকে যে বৃতি বিধান করিয়াছিল, ভয় প্রযুক্ত তাহার মধ্যে

প্রক্ষিপ্ত হইল। গ্রীস দেশীয়েরাও উহাদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া সেই বৃতির মধ্যে প্রবেশ করিল। পারসীকেরা শত্রুসম্মুখীন হইয়া কিয়ৎকাল রণ করিয়াছিল, শেষে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল। সৈমস এবং আয়োনিয়া এই উভয় স্থানের লোকেরা অবিলম্বে গ্রীস দেশীয়দিগের সহিত মিলিত হইল। এ যুদ্ধেও পারসীকদিগের অসংখ্য লোক হত হইল। কেবল কতগুলি লোক পলাইয়া সার্ডিসে উপস্থিত হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। যুদ্ধে কি হয়, জানিবার জন্য জরক্সিস তখন পর্যান্ত সার্ডিসে ছিলেন। জয়শীল গ্রীস দেশীয়েরা পারসীকদিগের শিবির মধ্যে অপর্য্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইল; অনন্তর, পারসীকদিগের জাহাজ সমুদায় ভস্মীভূত করিয়া সেমসে ফিরিয়া গেল।

পারসীকেরা পরাস্ত হইলে পর ইউরোপ এবং ইজিয় সমুদ্রস্থ উপদ্বীপবাসীরা নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক হইল। আয়োনিয়ার লোকদিগেরই কেবল পুনরায় বিপদ্ঘটনা হইবার সম্ভাবনা ছিল। তদ্ভিন্ন আর কোন স্থানে পারসীকদিগের হইতে উৎপাত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। গ্রীস দেশীয়েরা আয়োনিয়দিগকে পারস্যরাজের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার কোন সদুপায় করিতে না পারিয়া উহাদিগকে বলিল, তোমরা এক্ষণে যে কোন রূপে পার, পারসীকদিগের সহিত সন্ধি বন্ধন কর। এই কথা কহিয়া তাহারা স্বগৃহে প্রতিগমনে উন্মুখ হইল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে কর্সোনিসসে মিলটায়েডিসের যে রাজত্ব ছিল, তাহা হস্তান্তরিত হইয়া যায়। পেরিক্লিসের পিতা জ্যান্টিপস সেই রাজত্বের উদ্ধার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্পার্টা ও পিলপনিসসবাসীদিগের তদ্বিষয়ে স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। অতএব তাহারা এথেন্সনগরীয়দিগের উপরেই ঐ বিষয়ের ভার সমর্পণ করিয়া গৃহে চলিয়া গেল। এথেন্সনগরীয়েরা সেষ্টস অবরোধ করিল। সেষ্টসের দুর্গ দুর্ভেদ্য। অতএব তাহারা দুর্গভেদে সমর্থ হইল না। কিন্তু দুর্গগ্রহণ প্রয়াসও পরিত্যাগ করিল না। দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল। শীতকাল অতীত হইয়া গেল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৮ অব্দের বসন্তকালে খাদ্যসামগ্রীর অত্যন্ত অপ্রতুল হওয়াতে দুর্গ-

মধ্যস্থ পারসীকেরা এক দিবস রজনীযোগে পলায়নের উপক্রম করিল। পলায়ন কালে অনেকেই ধৃত ও ব্যাপাদিত হইল। সেস্টসবাসী গ্রীস দেশীয়েরা পুরদ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। এথেন্সনগরীয়েরা অবিরোধে পুরপ্রবেশ করিল। সেষ্টস গৃহীত হইলে পর এথেন্সনগরীয়েরা স্বদেশে যাত্রা করিল।

এথেন্সনগরীয়েরা স্বদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল দেশ সমভূমি হইয়াছে; নগরের আর সে শোভা নাই; নগর এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে; বৃহৎ বৃহৎ অপূর্ব্ব সুসমৃদ্ধ অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হইয়াছে। নগর নির্ম্মাণের পুনরুদ্‌যোগ হইল। প্রতি ব্যক্তিই আপন আপন গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে গৃহসকলের যেরূপ শৃঙ্খলা ও দেখিবার সৌষ্ঠব ছিল, এবারে সেরূপ হইল না। দেবালয় সকলের পুনর্নির্ম্মাণ তৎকালে বন্ধ রহিল। থেমিষ্টক্লিস ও আরিষ্টাইডিস উভয়ে নগর রক্ষার উপায় বিধানে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। এথেন্সনগরের যে সমস্ত প্রাচীর বিপক্ষগণ ভাঙিয়া ফেলে, তাহা অধিকতর আয়তরূপে পুনর্নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইল। তদ্দর্শনে এথেন্সের মিত্রগণ শঙ্কিত ও ঈর্ষান্বিত হইল; স্পার্টানগরীয়দিগের মনেও অতিশয় ঈর্ষা জন্মিয়াছিল। অতএব উহাদিগের এই চেষ্টা হইল, এথেন্সনগরীয়েরা কোনরূপে প্রাকার নির্ম্মাণ হইতে বিরত হয়। কিন্তু তাহাদিগকে স্পষ্ট নিষেধ করা যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না; আর নিষেধ করিলেই বা তাহারা কথা রক্ষা করিবে কেন; নিষেধ করিতে গেলে বরং বিপরীত ঘটনা হইবার সম্ভাবনা আছে। এই ভাবিয়া উহারা বন্ধুভাবে এথেন্সনগরীয়দিগকে এই পরামর্শ দিল, তোমাদিগের নগরের প্রাচীর নির্ম্মাণের প্রয়োজন নাই; নগরের প্রাচীর নির্ম্মাণ করা কেবল শত্রুপক্ষের সুবিধা করিয়া দেওয়া এইমাত্র; শত্রুগণ যখন গ্রীসদেশ আক্রমণ করিতে আসিবে, তখন তাহারা দিব্য প্রাকারবেষ্টিত নগরমধ্যে নিরুদ্বেগে অবস্থান করিয়া গ্রীস দেশ উৎসাদিত করিতে পারিবে; শত্রুর শঙ্কায় তোমরা এই গুরুতর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতেছ কেন; আর কেনই বা নিরর্থক অর্থরাশি নষ্ট করিতেছ; পিলপনিসসে যথেষ্ট

স্থান আছে, বিপক্ষপক্ষ আক্রমণ করিলে এই স্থান গ্রীস দেশীয় সমুদায় লোকের বাসসন্নিধানে এবং আশ্রয়দানে পর্য্যাপ্ত হইতে পারিবে। থেমিষ্টক্লিস স্পার্টানগরীয়দিগের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কৌশলক্রমে তাহাদিগের প্রেরিত দূতগণকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং যাহাতে প্রাচীরনির্ম্মাণ শীঘ্র সম্পন্ন হয় তদ্বিষয়ে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন।

থেমিষ্টক্লিস যখন দেখিলেন, প্রারব্ধ প্রাচীর নির্ম্মাণ প্রায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে, কেহ সহসা নগর আক্রমণ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে পারে এরূপ সম্ভাবনা নাই, সেই সময়ে তিনি একবার স্পার্টানগরে গমন করিলেন এবং ঐ নগরের লোকদিগকে এই কথা বলিলেন, তোমরা এরূপ বিবেচনা করিও না যে, এথেন্সনগরীয়েরা নির্ব্বোধ; যে উপায় অবলম্বন করিলে আত্মরক্ষা এবং গ্রীস দেশের রক্ষা হয় তদ্বিষয় তাহারা বিলক্ষণ অবগত আছে। স্পার্টানগরীয়েরা থেমিষ্টক্লিসের এই সাহঙ্কার বচন বিন্যাস শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, কিন্তু অভ্যাসবলে সে ভাব গোপন করিয়া রাখিল। এথেন্সনগরের প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে পর থেমিষ্টক্লিস ফেলিরন, মিউনিকিয়া এবং পাইরিয়ুস এই তিন স্থানে দোহারা প্রাচীর নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। ঐ তিন স্থানই নির্ব্বিঘ্নে জাহাজ থাকিবার উৎকৃষ্ট স্থান। তন্মধ্যে কেবল ফ্যালিরনে এথেন্সনগরীয়দিগের জাহাজাদি থাকিত। আরো তিনি ঐ সময়ে পাইরিয়ুসে বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার নিমিত্ত একটী নগর নিবেশনের মনোরথ করেন। তাঁহার সে মনোরথও সুসিদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর নানাজাতীয় বণিক্‌গণ পাইরিয়ুসে আসিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিল।

এথেন্সনগর এইরূপে প্রাকারাদি দ্বারা বেষ্টিত ও সুরক্ষিত হইয়া কেবল যে, শত্রুর দুর্গম ও দুর্গ্রহ হইয়াছিল এমত নহে, ঐ নগরের সম্যক্ শ্রীবৃদ্ধি এবং প্রতাপবৃদ্ধিও হইয়া উঠিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭৭ অব্দের বসন্তকালে গ্রীস দেশীয়েরা একবাক্য হইয়া পুনরায় যুদ্ধের উদযোগ করিল। জাহাজ সকল একত্র সংগৃহীত হইল। পসেনিয়াস সমুদায় জাহাজের প্রধান অধ্যক্ষ হই-

লেন। আরিষ্টাইডিস এবং মিল্টায়েডিসের পুত্র সাইমন এই দুই ব্যক্তি এথেনসনগরীয় সৈন্যের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইলেন। গ্রীস দেশীয়েরা প্রথমে সাইপ্রসে গমন করিয়া ঐ স্থান পারসীকদিগের হস্ত হইতে গ্রহণ করিল। অনন্তর, উত্তরাভিমুখে গমন করিয়া বাইজান্টিয়ম অবরোধ করিল। ঐ স্থানও পারসীকদিগের হস্তগত ছিল; কিন্তু গ্রীস দেশীয়েরা অতিশীঘ্র গ্রহণ করিল। বহু যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতে পসেনিয়াসের মনের ভাব পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিলেন। সমভিব্যাহারী মিত্রগণের প্রতি সাহঙ্কার ব্যবহার এবং প্রভুত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না। তিনি এমনি মদান্ধ হইয়াছিলেন যে, তাদৃশ অনুচিত ব্যবহার করিলে সকলের কোপে পতিত হইয়া পরিণামে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, তৎকালে তাঁহার এ বোধ ছিল না। ঐ সময়ে তাঁহার মনোমধ্যে এই উদয় হইল, যদি আমি পারস্যরাজের হস্তে গ্রীস দেশ সমর্পণ করি, তাহা হইলে আমার গ্রীস দেশের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্তি হইতে পারে; এই মনোরথ উদিত হওয়াতে তিনি জরক্সিসের নিকটে ঐ বিষয়ের প্রস্তাব করিলেন এবং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষী হইলেন। জরক্সিস্ তৎকৃত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইলেন এবং অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রদর্শন পূর্ব্বক প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। পসেনিয়াস যখন দেখিলেন তাঁহার প্রস্তাব পারস্যরাজের পরিগৃহীত হইয়াছে, তখন আর তিনি কাহারও নিকটে আপনার অভিপ্রায় গোপন করিয়া রাখিলেন না; একবারেই পারস্যরাজনিযোজিত শাসনকর্ত্তার ন্যায় ধুম ধাম আরম্ভ করিলেন।

পসেনিয়াসের দুর্ব্ব্যবহার দর্শন করিয়া সকলেই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে এথেন্সনগরীয় সেনাপতিদিগের সৌম্য ব্যবহার সকলের হৃদয়গ্রাহী হইল। পসেনিয়াসের সমভিব্যাহারী গ্রীসদেশীয়েরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে এথেন্সনগরীয় সেনাপতিদিগের অধীনতা স্বীকার করিল এবং পিলপনিসস ও ইজিনা এই উভয় স্থানের লোক ব্যতিরিক্ত গ্রীস দেশীয় সমুদায় লোকই

সকল বিষয়ে এথেন্সনগরীয়দিগকে প্রাধান্য পদ প্রদান করিল। আরিষ্টাইডিস এথেন্সনগরের প্রাধান্য লাভের মূল কারণ। তাঁহার বিবেচনা, বিজ্ঞতা এবং সদাচরণের গুণে এথেন্সনগরের তাদৃশী ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। এথেন্সনগরের সর্ব্বোপরি প্রাধান্য লাভ হইলে পর, যে উপায় অবলম্বন করিলে সেই প্রাধান্য অবিহত ও অবিক্ষত হয়, আরিষ্টাইডিস তদ্বিধানে যত্নশীল হইলেন। তাঁহার এই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল গ্রীস দেশীয়েরা প্রবল হইয়া উঠে এবং পারসীকেরা তাহাদিগের নিকটে নত হয়; অপর, এথেন্সনগরীয়েরা সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যুদ্ধ কালে সকল রাজ্য হইতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রধান সেনাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করে। আরিষ্টাইডিসের এই ইচ্ছা ছিল বটে যে, এথেন্সনগরীয়েরা গ্রীস দেশের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হয়; কিন্তু তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না, এথেন্সনগরীয়েরাই সর্ব্বত্র আধিপত্য ও রাজত্ব করিবে, আর সকলে তাহাদিগের অধীন হইয়া থাকিবে। যাহা হউক, তাঁহার অভীষ্টসিদ্ধি হইয়াছিল। এথিনিয়েরা সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিল। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকদিগের স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল, কেবল সর্ব্বসাধারণ বিপদ অথবা সাধারণের অনুষ্ঠেয় কার্য্য উপস্থিত হইলে এথেন্সনগরীয়েরা কর্ত্তৃত্ব করিত।

পূর্ব্বে গ্রীস দেশের মধ্যে স্পার্টানগরের সর্ব্বপ্রাধান্য ছিল; কেবল এক ব্যক্তির নির্ব্বুদ্ধিতা ও কৃতঘ্নতা প্রবৃত্তি হেতুক সেই প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা পসেনিয়াসকে পদচ্যুত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য সেনাপতি নিয়োগ করিল। কিন্তু ঐ নিয়োগ যথাযোগ্য কালে হয় নাই। অতএব তাহাতে ফল দর্শিল না। যে যে সেনাপতি স্পার্টা হইতে নূতন প্রেরিত হইলেন, তাঁহাদিগকে এথেন্সনগরীয় সেনাপতিগণের অধীন হইয়া থাকিতে হইল। স্পার্টানগরীয়েরা সেই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া রণস্থল পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রস্থান করিল। যাহা হউক, পিলপনিসসে স্পার্টানগরীয়দিগের প্রাধান্য রহিল। উহারা পিলপনিসসবাসীদিগকে লইয়া স্বতন্ত্র মৈত্রী বন্ধন করিল।

তদবধি গ্রীস দেশের মধ্যে দুটী প্রধান দল হইল। পিলপনিসসবাসীদিগের একটী, আর অন্য অন্য গ্রীস দেশীয়দিগের একটী। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী যে যে রাজ্যের লোক একত্র হইয়া পরস্পর মৈত্রী বন্ধন করে স্পার্টানগরীয়েরা তন্মধ্যে প্রধান, তদিতর গ্রীস দেশীয় অন্য অন্য যে যে রাজ্যের লোক পরস্পর মৈত্রী বন্ধন করে এথেন্সনগরীয়েরা তন্মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। পিলপনিসসবাসীদিগের সহিত যে সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহার যাবৎ শেষ না হইয়াছিল তাবৎ এথেন্সনগরের প্রাধান্য ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪০৪ অব্দে পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ হয়, এথেন্সনগরের প্রাধান্যও বিলোপিত হয়।

আরিষ্টাইডিস এথেন্সনগরের বহু হিত সম্পাদন করেন। তাঁহা হইতে এথেনেসর প্রাধান্য সংস্থাপিত হয় এবং অন্য অন্য নগরের সহিত মৈত্রী বন্ধন হয়। তিনি সেই মৈত্রীদার্ঢ্যের নিমিত্ত কতগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন। তদ্ভিন্ন তিনি রাজ্যসংক্রান্ত অনেক বিষয়েরও পরিবর্ত্ত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সে আর্কন পদ এবং এরিয়োপেগস সভার সভ্য পদ প্রাপ্ত হইতে পারিত না। ঐ উভয় পদপ্রাপ্তি বিষয়ে বিভবানুসারিণী ব্যবস্থা নিরূপিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হইয়া উঠিল। আরিষ্টাইডিস পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্ত করিয়া দিলেন। তদবধি নগরের সমুদায় লোকই আর্কন পদ এবং এরিয়োপেগসের সভ্য পদ প্রাপ্তি বিষয়ে অধিকারী হইল। আরিষ্টাইডিসের উপরে তাবৎ লোকের বিজাতীয় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। তাঁহার যাবজ্জীবিত কাল সেই ভক্তি ও সেই বিশ্বাসের কখন অন্যথা হয় নাই।

পসেনিয়াস স্পার্টানগরে উপনীত হইলে তাঁহার নামে এই অভিযোগ হইল যে, তিনি কৃতঘ্নতা করিয়া গ্রীসদেশ পারস্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। তাঁহার দোষের বিষয়ে বহু অনুসন্ধান হইল। কিন্তু দোষ সংপ্রমাণ হইল না। অভিযোগ অগ্রাহ্য হইল। পসেনিয়াস অভিযোগমুক্ত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়াই বাইজান্টিয়মে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গিয়া প্রকাশ্যরূপে পুনর্ব্বার বিদ্রোহ মন্ত্রণা আরম্ভ করি

লেন। এই সমাচার কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণগোচর হইলে পর তাঁহারা পসেনিয়াসকে স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি করিলেন। পসেনিয়াস স্পার্টানগরে উপস্থিত হইলে, তিনি বাস্তবিক দোষী কি না তদ্বিষয়ের বিচার হইল। কিন্তু এবারেও তাঁহার দোষ সপ্রমাণ হইল না। তিনি বিনা দণ্ডে মুক্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি এই মনে করিলেন যদি হেলটদিগকে বিদ্রোহানুষ্ঠানে প্রবর্ত্তিত করা যায় এবং পারসারাজের সাহায্য লাভ হয়, তাহা হইলে আমি নিঃসংশয় গ্রীস দেশের রাজা হইতে পারিব। এই মনে করিয়া পারসীকদিগের সহিত ঐ বিষয়ের মন্ত্রণা আরম্ভ করিলেন। পাছে তাঁহার মন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে তিনি পারসীকদিগের নিকটে যে পত্র পাঠাইয়া দিতেন তন্মধ্যে লিখিয়া দিতেন, আমি যে ব্যক্তিকে পত্র সহ পাঠাইয়া দিতেছি, এ যেন পুনরায় স্পার্টানগরে ফিরিয়া আসিতে না পারে। একবার এক দূত ঐ পত্র খুলিয়া দেখিয়াছিল। পত্র মধ্যে ঐ পাঠ দেখিয়া সে অতিশয় ভীত ও ক্রুদ্ধ হইল এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত বৃত্তান্ত কর্ত্তৃপক্ষের গোচর করিল। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা শুদ্ধ ঐ প্রমাণে পরিতুষ্ট না হইয়া একপ কৌশল করিলেন যে, পসেনিয়াস স্বয়ংই স্বমুখে সমুদায় ব্যক্ত করিয়া ফেলিলেন। কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা তাঁহাকে রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তিনি পলাইয়া (১) এথিনার মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। পলায়িত পসেনিয়াসের শোণিত পাতদ্বারা সেই পবিত্র দেবস্থান অপবিত্রিত করিতে শঙ্কিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা সেই দেবালয়ের ছাদ খুলিয়া ফেলিলেন এবং দেবগৃহের প্রবেশদ্বারে প্রাচীর গাঁথিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পসেনিয়াস কিছু দিন ঐ অবস্থাতে রহিলেন। মৃতপ্রায় হইলে মন্দির হইতে বহিরানীত হইলেন। দেবালয়ের সীমা উত্তীর্ণ হইবামাত্র তাঁহার প্রাণত্যাগ হইল। পসেনিয়াস দেবালয়ের সীমামধ্যে মরেন নাই, তথাপিও স্পার্টানগরীয়েরা উপধর্ম্মবিমোহিত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখিতে পারে নাই। দেবগণ কুপিত হইয়া পাছে স্পার্টা-

(১) গ্রীসদেশে সাধারণ এই নিয়ম প্রচলিত ছিল, যে ব্যক্তি দেবস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিত, সে অবধ্য হইত।

নগরের অমঙ্গল করেন, এই ভয়ে তাহাদিগের অন্তঃকরণ সভত ব্যাকুল হইতে লাগিল।

পসেনিয়াসের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে থেমিষ্টক্লিসেরও ভাগ্য বিপর্য্যয় হইল। থেমিষ্টক্লিস পসেনিয়াসের ন্যায় বহু যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়াছিলেন। অহঙ্কারবিমোহিত হইলে মানুষের অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা থাকে না। থেমিষ্টক্লিস অহঙ্কার দোষে অপরিণামদর্শী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পসেনিয়াস যেরূপ গ্রীসদেশ পারস্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া আপনার কৃতঘ্নতাপ্রবৃত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, থেমিষ্টক্লিস কখন সেরূপ করেন নাই! থেমিষ্টক্লিস অত্যন্ত ধনলুব্ধ ও অতিশয় আত্মম্ভরি ছিলেন। তাঁহার ঐ উভয় দোষ সকলের জ্ঞাত হইলে দেশের মধ্যে অনেকেই তাঁহার বিপক্ষ হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে দেশের লোকে তাঁহার যে অনুরাগ ও সুখ্যাতি করিত, তাহা ক্রমে ক্রমে হাস হইতে লাগিল। যাহারা তদপেক্ষায় বয়ঃকনিষ্ঠ, তাহাদিগের দিন দিন খ্যাতি বৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাঁহার প্রতি প্রজাগণের অত্যন্ত বিরাগ জন্মিলে পর তাঁহার বিপক্ষগণ প্রজাগণকে এই বলিয়া লওয়াইতে লাগিল যে, থেমিষ্টক্লিস যেরূপ দুরাকাঙ্ক্ষাপরবশ, তিনি স্বদেশে থাকিলে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা হওয়া ভার হইবে, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। এই কথায় ক্রমে ক্রমে প্রজাগণের প্রবৃত্তি জন্মিল। প্রজাগণ বিবাসনী প্রক্রিয়া দ্বারা থেমিষ্টক্লিসকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। তিনি খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৭১ অব্দে আর্গসে গিয়া বাস করিলেন।

থেমিষ্টক্লিস যে সময়ে আর্গসে ছিলেন, সেই সময়ে পসেনিয়াসের বিদ্রোহমন্ত্রণা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং তিনি দোষী হন। স্পার্টানগরীয়েরা থেমিষ্টক্লিসকেও সেই সঙ্গে জড়াইয়া দেয়। তাহার কারণ এই, এথিনিয়েরা যে সময়ে এথেন্সনগরের প্রাকার বেষ্টন নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছিল, সেই সময়ে স্পার্টানগরীয়েরা তন্নিবারণের চেষ্টা করে, থেমিষ্টক্লিস কৌশল করিয়া তাহাদিগের চেষ্টা সফল হইতে দেন নাই, তাহাদিগের সেই রাগ ছি-

ল। তাহারা এক্ষণে বৈরসাধনের উত্তম অবসর প্রাপ্ত হইয়া এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল যে, পসেনিয়াসের দোষের বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল, থেমিষ্টক্লিস বিদ্রোহমন্ত্রণা মধ্যে ছিলেন; অতএব তাঁহারও সমুচিত দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য। থেমিষ্টক্লিসের নামে যে দোষ আরোপিত হয়, তৎকালে কি, পরেই বা কি, কোন কালে সে দোষ সপ্রমাণ হয় নাই; তথাপিও তাঁহার বিপক্ষগণ দোষাপবাদ শ্রবণ করিয়া অতিশয় হৃষ্ট হইল এবং তাঁহাকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ আর্গসে লোক পাঠাইল। থেমিষ্টক্লিস পূর্ব্বে ঐ বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি কর্সাইরায় পলায়ন করিলেন। কর্সাইরা হইতে ইপাইরসে গেলেন। ঐ স্থানের রাজা আড্‌মিটস তাঁহাকে অভয় প্রদান পূর্ব্বক আশ্রয় প্রদান করিলেন। থেমিষ্টক্লিস আডমিটসের আলয়ে অধিক কাল থাকেন নাই। আড্‌মিটস তাঁহার আবশ্যক দ্রব্য সামগ্রীর সংযোগ করিয়া দিলেন। তিনি তথা হইতে পিড্‌নায় গমন করিলেন। পিড্‌না হইতে বহু কষ্টে ইফিসসে গেলেন। তাঁহার আসিয়ায় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরেই (খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৫ অব্দে) পারস্যরাজ জরকসিসের মৃত্যু হইল। আর্টেজ্রেরক্‌সিস রাজ্যাধিকারী হইলেন। থেমিষ্টক্লিস আর্টেজিরক্‌সিসের নিকটে গমন করিলেন, এবং, আমি পারসীকদিগের হিত চেষ্টা করিয়া এই প্রকার দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছি, এই কথা বলিয়া তথায় প্রবিষ্ট ও প্রতিপন্ন হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে পারস্যরাজের অতি প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। পারস্যরাজ তাঁহাকে এত ভাল বাসিতে লাগিলেন যে, তদ্দর্শনে তাঁহার সভাসদগণ অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে পারস্যরাজ তাঁহাকে আসিয়ামাইনরে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার বৃত্তির নিমিত্ত ম্যাগ্‌নেসিয়া, মাইয়স এবং ল্যাম্‌সেকস এই তিনটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর প্রদান করিলেন। ঐ তিন নগর হইতে তাঁহার যে আয় হইত, তাহাতে তাঁহার রাজার মত চলিত। তিনি ম্যাগ্‌নেসিয়ায় থাকিতেন। তাঁহার কিরূপে মৃত্যু হয়, নিশ্চয় বলিতে পারা যায় না। সচরাচর সকলে বলিয়া থাকেন, তিনি পারস্যরাজের

নিকটে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা সম্পাদন করেন।

সপ্তম অধ্যায়।

এথেন্সনগরের প্রাধান্য। পিলপনিসিয় সংগ্রামের আরম্ভ।

পারসীকেরা যদি পুনরায় গ্রীসদেশ আক্রমণ করে, যত দিন এই শঙ্কা ছিল, তত দিন গ্রীসদেশীয়েরা ভয়ে কুণ্ঠিত হইয়া আত্মরক্ষণেই ব্যগ্র ছিল। কিন্তু সেই শঙ্কা নিঃশেষে দূরীকৃত হইলে পর তাহারা পারসীকদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। গ্রীসদেশীয়েরা আসিয়াখণ্ডে বহুতর নগর নিবেশিত করে, তৎসম্পর্কে পারসীকদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ হয়। মিলটায়েডিসের পুত্র সাইমন প্রধান উদ্‌যোগী হইয়া স্বদেশীয়ব্যক্তিদিগকে ঐ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করেন। সাইমন একজন সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ছিলেন না এবং দণ্ডনীতিতেও সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন না। তিনি যুদ্ধকার্য্যেই অতিশয় দক্ষ ছিলেন। বহু যুদ্ধে তাঁহার সমর নৈপুণ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমে তিনি স্যালামিসের যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেন। তদবধি তাঁহার উপরে সকলের দৃষ্টি পতিত হয়। তিনি ক্রমে ক্রমে থেমিষ্টক্লিসের প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যশঃপ্রভা দিন দিন বর্দ্ধমান এবং থেমিষ্টক্লিসের যশঃপ্রভা দিন দিন ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। আইয়ন, ক্যারিষ্টস প্রভৃতি কতিপয় স্থান জয় করিয়া তিনি অতিশয় যশস্বী হন। তন্মধ্যে ন্যাক্সস উপদ্বীপে জয়লাভই তাঁহার অধিক গৌরবের হইয়াছিল। সাইমন খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৬ অব্দে ঐ উপদ্বীপ জয় করেন। ন্যাক্সস উপদ্বীপের লোকেরা পূর্ব্বে এথিনিয়দিগের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। কিন্তু এথিনিয়েরা উহাদিগের সহিত মিত্রবৎ ব্যবহার করিত না। তন্নিবন্ধন ক্রমে ক্রমে উহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হইয়া যায়। শেষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে সাইমন উহাদিগকে অবরোধ করিয়া স্ববশে আনয়ন করেন। তদবধি উহাদিগের মিত্রনাম ঘুচিয়া গেল। উহারা এথিনিয়দিগের নিতান্ত অ-

ধীন হইয়া পড়িল। অনন্তর, এথিনিয়েরা উহাদিগকে অতিশয় পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। উহাদিগের দুর্দশা দর্শন করিয়াও এথিনিয়দিগের অন্য অন্য মিত্র বিদ্রোহানুষ্ঠানের চেষ্টা হইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। প্রায় সকলেই ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে এথিনিয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৫ অব্দে পারসীকদিগের প্রায় তিন শত পঞ্চাশ খান যুদ্ধের জাহাজ প্যাম্ফিলিয়ায় ইয়ুরিমিডন নদীমুখে একত্র হয়। সাইমন এথিনিয়দিগের আড়াই শত জাহাজ লইয়া শত্রুসম্মুখীন হইলেন। পারসীকেরা যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইল। সাইমন পারসীকদিগের দুই শত জাহাজ জলমগ্ন করিয়া দিলেন এবং স্থলে উহাদিগের যত সৈন্য ছিল, তাহাদিগকেও পরাজিত করিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে পারসীকদিগের আর আশীখান জাহাজ দেখিতে পাইলেন। ঐ সকল জাহাজ পারসীকদিগের সাহায্যার্থ গমন করিতে ছিল। সাইমন তৎসমুদায় এককালে বিনষ্ট করিলেন। অনন্তর, তিনি উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। থ্রেসদেশের অন্তঃপাতী কর্সোনিসসে পারসীকদিগের অবশিষ্ট যে সৈন্য ছিল, সে স্থান হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬৪ অব্দে থ্রেসদেশীয় স্বর্ণের খনি লইয়া থেসস উপদ্বীপবাসীদিগের সহিত এথেন্সনগরের কলহ উপস্থিত হয়। থেসসবাসীরা প্রথমে সমুদ্র যুদ্ধে পরাজিত হইল। পশ্চাৎ সাইমন উহাদিগের উপদ্বীপ অবরোধ করিলেন। উহারা এই বিপদের সময়ে স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। এথেন্সনগরের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া স্পার্টানগরীয়েরা অত্যন্ত ঈর্ষ্যান্বিত হয়। অতএব তাহারা ঐ অবসর প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে আটিকা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিল। যুদ্ধের আয়োজন হইতেছে এমত সময়ে এক দিবস ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইল। সমুদায় লেকোনিয়াদেশ কাঁপিয়া উঠিল। বড় বড় প্রস্তর খণ্ড টেজিটস পর্ব্বত হইতে পতিত হইল। তাহাতে সকলেই অত্যন্ত শঙ্কিত হইল। বিস্তর লোক হত এবং

বিস্তর ক্ষতি হইল। কত শত গৃহ ভগ্ন হইয়া ভূমিসাৎ হইল। স্পার্টানগরে কেবল পাঁচটী বাড়ী ছিল। কুড়ি হাজারেরও অধিক লোক নিহত হয়। স্পার্টানগরীয়েরা হেলটদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগের উপরে অতিশয় অত্যাচার করিত। হেলটেরা স্পার্টানগরীয়দিগের ঐ দারুণ বিপদ দর্শন করিয়া মনে করিল, দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবার এই সময়। এই ভাবিয়া তাহারা একবারে চতুর্দ্দিক হইতে বেগে ধাবমান হইল। হেলটেরা যে প্রকার কুপিত হইয়াছিল, স্পার্টারাজ আর্কিডেমস তৎকালে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রদর্শন করিতে না পারিলে এক ব্যক্তিরও প্রাণ রক্ষা হওয়া ভার হইত। তাঁহা হইতেই কেবল নাগরিক লোকেরা পরিত্রাণ পাইল। ওদিকে স্পার্টানগরীয়দিগের চিরবৈরী মেসেনিয়াদেশীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল বিপদ ঘটনা হওয়াতে স্পার্টানগরীয়েরা থেসসবাসীদিগের সাহায্যদানে অসমর্থ হইল। থেসসবাসীরা আত্মরক্ষণে অশক্ত হইয়া এথেন্সনগরীয়দিগের পরাধীনতা স্বীকার করিল।

মেসেনিয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া আইথমি নগরে অবস্থান করে। স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে না পারিয়া অম্লানবদনে এথেন্সনগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। উহারা ইতিপূর্ব্বে আটিকাদেশ আক্রমণ করিবার উদ্‌যোগ করিতে ছিল। এক্ষণে অনায়াসে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিঞ্চিন্মাত্র লজ্জার উদয় হইল না। বড় আশ্চর্য্য। যাহা হউক, তৎকালে এথেন্সনগরে অভিজাতদলের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। সাইমন ঐ দলের প্রধান ছিলেন। এথেন্সনগরীয় অভিজাত দলের লোকেরা স্পার্টানগরীয়দিগের পক্ষে সবিশেষ পক্ষপাতী ছিল। অতএব তাহারা প্রার্থিত সাহায্যদানে সম্মত হইল। সাইমন একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে আইথমি অবরোধ করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাতে স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার প্রতি সন্দেহ করিয়া তাঁহাকে সৈন্য সহ বিদায় করিরা দিল। ইহাতে এথেন্সনগরীয়েরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং তৎ-

ক্ষণাৎ স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের চিরবৈরী আর্গসবাসীদিগের সহিত মিত্রতা করিল। এদিকে মেসেনিয় সংগ্রামের বিরাম ছিল না। মেসেনিয়া দেশীয়েরা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত যুঝিয়াছিল। শেষে উহারা শত্রুহস্তে নগর সমর্পণ করিয়া সপরিবারে পিলপনিসস হইতে উঠিয়া গেল। এথেন্সনগরীয়েরা সদয় হইয়া উহাদিগকে নপাক্টস নামে এক নগর বাসার্থ প্রদান করিল। ঐ স্থানে উহারা বাস করিতে লাগিল। কিন্তু বৈর নির্যাতন সঙ্কল্প উহাদিগের মনোমধ্যে জাগরূক রহিল।

সাইমন এথেন্সনগরীয় অভিজাতদলের অধিনায়ক ছিলেন, একথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এথেন্সনগরে প্রধানেতর ব্যক্তিদিগের যে আর একটী দল ছিল, পেরিক্লিস সেই দলের অধিনায়ক ছিলেন। পেরিক্লিস ক্লিস্থিনিসের বংশে জ্যান্টিপসের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি শৈশবাবধিই বিবধ বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জনে আসক্ত ছিলেন। তদানীন্তন বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহার প্রণয় ছিল। নানা বিষয় জানা থাকিলে রাজতন্ত্র সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন করা যাইতে পারিবে, এই বুঝিয়াই তিনি বিবিধ বিষয়ের জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সাইমন যৎকালে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, পেরিক্লিস সে সময়ে প্রধানেতর প্রজাগণের সভায় নানাবিষয়ক প্রস্তাব লইয়া অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। অলৌকিক দর্শনসৌষ্ঠব, অসামান্য বক্তৃতাশক্তি, বিজ্ঞতা ও সদ্বিবেচনা এই সমস্ত গুণদ্বারা তিনি অবিলম্বে প্রধানেতর প্রজাগণের কার্য্যধুরন্ধর এবং সাইমনের প্রতিযোগী হইয়া উঠিলেন।

অভিজাতদলের বিষয়বিশেষে ক্ষমতাবিশেষ এবং অধিকারবিশেষ ছিল। তদিতর প্রজাগণের সে ক্ষমতা এবং সে অধিকার ছিল না। প্রজাগণ সেই ক্ষমতা এবং সেই অধিকার পাইবার নিমিত্ত যত্নশীল হয়। অভিজাতদল তাহার বিরোধী হয়। সাইমন অভিজাতদলে পক্ষপাতী এবং তদিতরদলের স্বার্থবিরোধী ছিলেন। কিন্তু তিনি প্রজাগণের প্রীতিলাভের চেষ্টা করিতেন।

তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ছিল। তিনি প্রজাগণের চিত্তরঞ্জন করিবার নিমিত্ত মুক্তহস্তে তাহাদিগকে ধন দান করিতেন। এরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই, তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন প্রজাগণ যদি আমার বশীভূত থাকে, তাহা হইলে কখন আমার অনিষ্ট বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে না। আমার অনভিলষিত বিষয়ে প্রবৃত্তি বিধান না করিলে আমার এবং আমার দলস্থ ব্যক্তিদিগের অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। পক্ষান্তরে, পেরিক্লিসের অধিক সঙ্গতি ছিল না। তিনি দাতৃত্ব অংশে সাইমনের প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ ছিলেন। তাঁহার যেরূপ স্বভাব ছিল, বোধ হয়, তাঁহার সঙ্গতি থাকিলেও, সাইমন যেমন বিবেচনা শূন্য হইয়া মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেন, তিনি কখন সেরূপ করিতেন না। তিনি দেখিলেন দরিদ্র প্রজাগণ ধনী ব্যক্তিদিগের নিতান্ত প্রত্যাশাপন্ন ও অতিশয় বশ্য। তদ্দর্শনে তিনি বিবেচনা করিলেন, দরিদ্র প্রজাগণ ধনী ব্যক্তিদিগের দানশক্তির উপরে নির্ভর না করিয়া যদি সাধারণ আয় হইতে জীবনোপায় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের অধিক সম্মানের ও গৌরবের হয়। এই বিবেচনা করিয়া যাহাতে প্রজাগণ সাধারণ আয় হইতে জীবনোপায় প্রাপ্ত হয়, তিনি স্বতঃ পরতঃ সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার বন্ধুগণও ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। এফিয়াল্‌টিস নামে তাঁহার এক বন্ধু ঐ বিষয়ে প্রধান উদ্‌যোগী ছিলেন। এফিয়াল্‌টিস অতি সচ্চরিত্র, সদাশয় এবং স্বভাবতঃ নির্ভয় ছিলেন। পেরিক্লিসের চরিত্রও অতি উৎকৃষ্ট ছিল। তিনি প্রজাগণের অনুগ্রহাপেক্ষী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নীচ প্রবৃত্তি ছিল না। প্রজাগণের অনুগৃহীত হইবেন বলিয়া, তিনি কখন অনুচিত আচরণ করেন নাই।

এরিয়োপেগস সভা প্রজাগণের উন্নতিলাভের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ঐ সভার প্রভাবে অভিজাত দলের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়। পেরিক্লিস এবং তাঁহার বন্ধুগণ ঐ সভার ক্ষমতা হ্রাস করিয়া আনিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেন। অভিজাতদল তাঁহাদিগের সংকল্পিত সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইবার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিল না। এথেন্‌সনগরী-

য়েরা আইথমি অবরোধ করিয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারাতে স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগকে হেয়জ্ঞান করে। তন্নিবন্ধন ঐ সময়ে সাইমন এবং অভিজাতদলের উপরে প্রজাগণের অত্যন্ত বিরাগ জন্মে। অতএব তৎকালে অভিজাতদলের স্বার্থবিঘাতক কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়া তদ্বিষয়ে সকলের অনুমতি লাভ করা কঠিন ব্যাপার নহে। পেরিক্লিসের বন্ধু এফিয়াল্টিস এরিয়োপেগসের শক্তিহ্রাসবিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐ বিষয় সর্ব্ববাদীসম্মত করিয়া তুলিলেন। সাইমন নগরমধ্যে থাকিলে পাছে কোন উপদ্রব উপস্থিত হয়, বোধ হয়, এই ভয়ে অব্যবহিত পরেই তিনি বিবাসনীপ্রক্রিয়াদ্বারা নির্ব্বাসিত হইলেন।

ঐ সময়ে (খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৬০অব্দে) কতিপয় লিবিয়জাতির অধিপতি ইনেরস বিদ্রোহ প্রবৃত্ত হইয়া পারসীকদিগের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হন। ইজিপ্টদেশের পশ্চিমে তাঁহার রাজত্ব ছিল। তিনি বিদ্রোহ প্রবৃত্ত হওয়াতে তাঁহার নিজ প্রজাগণ এবং ইজিপ্টদেশের অধিকাংশ লোক তাঁহার সহিত মিলিত হয়। পারস্যরাজ আর্টেজরক্সিস ঐ সমাচার শ্রবণ করিয়া বিদ্রোহীদলের দমনার্থ একদল সেনা পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ভ্রাতা সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। ঐ সময়ে এথেন্সনগরীয়দিগের দুই শত যুদ্ধজাহাজ সাইপ্রসের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। ইনেরস জাহাজের অধ্যক্ষের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রবহণাধ্যক্ষ প্রার্থিত সাহায্যদানে উন্মুখ হইয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। ইনেরস তাঁহার সহায়তায় রণস্থলে পারসীকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিলেন। অনন্তর, এথেন্সনগরীয়েরা নীলনদ বহিয়া বরাবর মেম্ফিসে গমন করিল। মেম্ফিসনগরের কিয়দংশ পারসীকদিগের হস্তগত ছিল। এথিনিয়েরা ঐ নগর অবরোধ করিল। অন্যূন পাঁচ বৎসরকাল উহারা নগর অবরোধ করিয়াছিল। শেষে পারসীকদিগের বহুতর সৈন্য ঐ স্থানে আগত হইয়া ব্যতিব্যস্ত করাতে কাজেকাজেই উহাদিগকে নগর নিরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে হইল। উহারা নগর নিরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়াই পরিত্রাণ পায়

নাই। নীলনদের অন্তর্ব্বর্ত্তী এক উপদ্বীপ মধ্যে পারসীকেরা উ-হাদিগকে চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া আটকিয়া ফেলিল। ঐ স্থানে প্রায় তাবৎ লোকই প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা পলাইয়া প্রথমে সাইরিন পশ্চাৎ তথা হইতে এথেন্সন-গরে গমন করিল। ইনেরস পারসীকদিগের হস্তে পতিত হইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৫ অব্দে ব্যাপাদিত হইলেন।

স্পার্টানগরের সহিত অপ্রণয় হওয়াতে করিন্থবাসীদিগের স-হিতও এথিনিয়দিগের বিচ্ছেদ হয়। করিন্থবাসীদিগের সহিত যেমন সৌহার্দ্দ ভঙ্গ হয়; মেগারা তেমন এথিনিয়দিগের অধিকৃত হয়। অতএব করিন্থবাসীদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে এথিনিয়দিগের বিশেষ ক্ষতিবোধ হয় নাই। কিন্তু এই ঘটনা হওয়াতে করিন্থ, ইজিনা এবং আর্গলিসের উপকূলবর্ত্তী যাবতীয় নগরের লোকেরা এথেন্সনগরের অত্যন্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল। উহারা খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৭ অব্দে যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিল। যুদ্ধ ঘোষণার পর ক-য়েকবার যুদ্ধ হইল। এথিনিয়েরা কয়বারেই অসীম সাহস সহ-কারে বিপক্ষগণকে পরাভব করিল। এথিনিয়েরা ঐ যুদ্ধে মাইর-নিডিসকে প্রধান সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে। মাইরনিডিস করিন্থিয়দিগকে এরূপে পরাভব করিয়াছিলেন যে, তাহাদিগের এক জনও জীবিত ছিল না। যে সময়ে করিন্থের সহিত এথেন্সন-গরের যুদ্ধ হয়, তৎকালে এথিনিয়দিগের সমুদায় সৈন্য স্বদেশে ছিল না। তাহাদিগের অনেক সৈন্য ইজিপ্টদেশে ছিল। ইজি-প্টদেশে এথিনিয় সৈনাগণের অবস্থিতিহেতুক পারসরাজ আর্টে-জরক্সিস অত্যন্ত অসুখী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, তিনি কোন রূপে উঁহাদিগকে ইজিপ্ট হইতে দূরী-ভূত করিয়া দেন। কৌশলক্রমে উহাদিগকে দূরীভূত করিবার সংকল্প করিয়া এই মন্ত্রণা করিলেন, যদি স্পার্টানগরীয়েরা এই সময়ে এথেন্সনগর আক্রমণ করে তাহা হইলে উহাদিগকে কাজে কাজেই ইজিপ্ট পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অতএব স্পা-র্টানগরীয়দিগকে কোন রূপে এই বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য। এই মন্ত্রণা স্থির করিয়া পারস্যরাজ স্পার্টানগরে এক দূত পাঠা-

হইয়া দিলেন। দূত স্পার্টানগরে উপনীত হইয়া নিজ প্রভুর বক্তব্য নিবেদন করিল এবং স্পার্টানগরীয়দিগের প্রলোভন নিমিত্ত প্রচুর উৎকোচ দান অঙ্গীকার করিল। কিন্তু, স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালপর্য্যন্ত আইথমির অবরোধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, সুতরাং তাহারা পারস্যরাজের প্রার্থনাপরিপূরণ করিতে পারিল না।

পেরিক্লিস এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন। যে স্থানে এথিনিয়দিগের জাহাজ আসিয়া থাকিত, এথেনসনগর অবধি সেই স্থান পর্য্যন্ত কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এক দীর্ঘতর প্রাচীর নির্ম্মাণ আরব্ধ হয়। পেরিক্লিস তাহা সত্বর সম্পুর্ণ করিলেন। তাঁহার তত ত্বরা করিবার বিশেষ কারণ এই, তিনি বিলক্ষণ জানিতেন এথেনসনগরীয় অভিজাত দলের মধ্যে এরূপ অনেক লোক আছে তাহারা কোনরূপে যদি এরূপ আশা পায় যে, শত্রু হস্তে নগর সমর্পণ করিলে আমরা পূর্ব্বের ন্যায় প্রভাব ও ক্ষমতাশালী হইব তাহা হইলে তাহারা বিপক্ষ হস্তে নগর নিক্ষেপ করিতে ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করে না। স্পার্টানগরীয়েরা যে সময়ে ফোসিস দেশ আক্রমণ করিতে যায় তৎকালে তাহারা এথেনসনগর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। এথিনিয় অভিজাত দলের অনেকে ঐ বিষয়ে সাহায্য দান অঙ্গীকার করে। কিন্তু এথেনসনগরের অন্য অন্য লোকেরা অগ্রে ঐ বিষয়ের সমাচার পাইয়া কৃতঘ্নদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে দেয় নাই। শেষে ঐ উপলক্ষে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৭ অব্দে বিয়োশিয়াদেশে ট্যানেগ্রা নামক নগরের নিকটে স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত এথিনিয়দিগের এক যুদ্ধ হয়। থেসেলিয়দিগের কৃতঘ্নতা প্রযুক্ত এথিনিয়েরা সমরে পরাভূত হইল। সমরে পরাজয় হওয়াতে উহাদিগের অত্যন্ত অপমান বোধ হয়। তন্নিমিত্ত উহারা পর বৎসর বিয়োশিয়দিগের সহিত পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। মাইরনিডিস প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হইলেন। এবারে এথিনিয়েরা জয়ী হইল। বিয়োশিয়েরা পরাজিত হইল। ইনোফাইটানগরে এই যুদ্ধ হয়। বিয়োশিয়েরা পরাজিত হইলে ট্যানেগ্রার প্রাচীর সমুদায় ভূমিসাৎ করা হইল। অতঃপর ফোসিস ও বিয়োশিয়া এই উ-

ভয় দেশে এথিনিয়দিগের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। উহার অব্যবহিত পরে ইজিনার লোকেরা এথেন্‌সনগরের অধীনতা স্বীকার করিল।

ইজিপ্টদেশে এথিনিয়দিগের যে বিপদ ঘটনা হয়, তাহার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া নগরবাসীরা কিঞ্চিন্মাত্র ভগ্নোৎসাহ হয় নাই। তাহারা পূর্ব্বে স্পার্টানগর ও তাহার মিত্রগণের সহিত যেমন উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, এখনও সেইরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৫ এবং ৪৫৪ এই দুই বর্ষে তাহারা পিলপনিসসের উপকূলে অবতীর্ণ হয় এবং পিলপনিসসের অন্তর্ব্বর্ত্তী বহু স্থান বিলুণ্ঠিত করে।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এথেন্সনগরে অভিজাতদলের একটী এবং তদিতর ব্যক্তিদিগের একটী, এই দুটী দল ছিল। অভিজাত দলের প্রায় তাবৎ লোকই অত্যন্ত অব্যবস্থিতচিত্ত এবং নিতান্ত স্বার্থপর ছিল। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিলে তাহারা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা শূন্য হইত। অপর দলের উন্নতি দর্শন করিলে তাহারা অতিশয় ঈর্ষ্যা কাতর হইত। ঐ দলের উপরে তাহাদিগের এমনি দ্বেষ ভাব ছিল যে, ঐ দলকে জব্দ করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা এথেন্সের রাজত্ব বিপক্ষ রাজার হস্তে সমর্পণ করিবার সতত চেষ্টা করিত। এথেন্সরাজ্য বিপক্ষ হস্তে পতিত হইলে আপনাদিগের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইবে এবং আপনাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইবে, এসকল ক্ষতি তাহারা সামান্য জ্ঞান করিত। এথেন্সরাজ্য বিপক্ষ হস্তে পতিত হইলে বিরোধী দল যে, জব্দ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে, ইহাই তাহারা মহালাভ জ্ঞান করিত। পেরিক্লিস তাহাদিগের ঐ অসৎ সংকল্প জানিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন, এসময় সমুদায় সদাশয় সাধুস্বভাব ব্যক্তিদিগের একবাক্য হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। এই বিবেচনা করিয়া তিনি সাইমনের প্রবল বিপক্ষ হইয়াও স্বয়ং তাঁহার স্বদেশে প্রত্যাগমনের প্রস্তাব করিলেন। সাইমন খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৫৩ অব্দে এথেন্‌সনগরে আগত হইলেন। ঐ সময়ে অভিজাতদলের লোকেরা গোপনে এফিয়াল্‌টিসের প্রাণ বধ করে। তাহাতেও

সাইমনের সহিত যোগ করা পেরিক্লিসের একান্ত অভিষণীয় হয়। যদুদ্দেশে সাইমনের সহিত যোগ করণ হয়, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইয়াছিল। সাইমন এথেন্সনগরে প্রত্যাগমন করিলে পর তিন বৎসর কাল গ্রীসদেশ মধ্যে কোন উপদ্রব ছিল না। তিন বৎসর অতীত হইলে পাঁচ বৎসরকাল নিয়মে গ্রীসদেশীয়দিগের পরস্পর সন্ধি বন্ধন হয়। ঐ সময়ে সাইমন ইজিপ্টদেশে পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যান।

ইজিপ্টদেশে আমার্টিউস নামে একব্যক্তি পারসীকদিগের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হইয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয় এবং এথিনিয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনিয়েরা তাহার প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিল। সাইমন দুইশত জাহাজ লইয়া সাইপ্রসে গমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে থাকিয়া আমার্টিউসের সাহায্যার্থ কতিপয় জাহাজ পাঠাইয়া দিলেন এবং অবশিষ্ট জাহাজ লইয়া স্বয়ং সিটিয়ম অবরোধ করিলেন। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৯ অব্দে ঐ স্থানে তাঁহার মৃত্যু হইল। খাদ্য সামগ্রীর অপ্রতুল হওয়াতে তাঁহার সেনাগণ সিটিয়মের অবরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশগমনে উন্মুখ হইল। উহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার সময়ে পথিমধ্যে ফিনিসিয়া এবং সিলিসিয়া এই উভয় দেশের এক দল জাহাজ দেখিতে পাইল, এবং তাহাদিগের সহিত সমরে ব্যাপৃত হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিল। অনন্তর উহারা আর এক যুদ্ধে জয়ী হইল। এথিনিয়দিগের যে সকল জাহাজ আমার্টিউসের সাহায্যার্থ ইজিপ্টদেশে গমন করিয়াছিল, তাহারা কার্য্যসিদ্ধি করিয়া ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর সকলে একত্র হইয়া এথেন্সনগরাভিমুখে গমন করিল।

সাইমন বিবাসন স্থান হইতে স্বদেশে ফিরিয়া আইলে কতিপয় বৎসর গ্রীসদেশের মধ্যে কোন গোলযোগ ছিল না। সাইমনের মৃত্যুর পর বৎসর গ্রীসদেশীয়দিগের পুনরায় পরস্পর বিবাদ আরম্ভ হইল। ডেল্ফিনগরে আপোলোদেবের যে মন্দির ছিল, তাহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ঐ নগরের লোকদিগের উপরেই সমর্পিত ছিল। ফোসিসদেশীয়েরা উহাদিগের হস্ত হইতে

বলপূর্ব্বক সেই ভার গ্রহণ করে। তন্নিবন্ধন ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা ডেলফিয়দিগের পক্ষ হইয়া, উহারা যে বিষয়ে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহার উদ্ধার করিয়া দিল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা যেমন ডেলফি পরিত্যাগ করিল, পেরিক্লিস অমনি একদল থেসেলিয় সৈন্য লইয়া ডেলফিতে গমন করিলেন এবং স্পার্টানগরীয়দিগের অনুষ্ঠিত কার্য্যের অন্যথা করিলেন।

বিয়োশিয়ায় এথিনিয়দিগের প্রাধান্য ও প্রভুত্ব ছিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৮ অব্দে তথায় রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হওয়াতে সেই প্রাধান্য বিলোপিত হইল। ঐ দেশে যে সকল লোক এথিনিয়দিগের প্রতিপক্ষ ছিল, তাহারা প্রবল হইয়া উঠিল। বিয়োশিয়ায় বিদ্রোহ উপস্থিত হইবার পর চতুর্দ্দিকের লোকেই এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হইল। সাইমন পাঁচ বৎসরকাল নিয়ম করিয়া সন্ধিবন্ধন করিয়া যান। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৫ অব্দে সেই নিয়মিতকাল পূর্ণ হওয়াতে ইয়ুবিয়ার লোকেরা প্রথমে বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। পেরিক্লিস বিদ্রোহ শান্তি করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি ইয়ুবিয়ায় উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন, মেগারানগরেও বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে; ঐ স্থানে এথিনিয়দিগের যে সমস্ত দুর্গরক্ষক সৈন্য ছিল, তাহাদিগের অধিকাংশ ব্যাপাদিত হইয়াছে; এবং আটিকা আক্রমণাভিলাষী হইয়া পিলপনিসস হইতে একদল সেনা আসিতেছে। পেরিক্লিস আটিকা আক্রমণের উপক্রম শুনিবামাত্র স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। দেখিলেন বিপক্ষগণ আটিকা বিলুণ্ঠন আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি তৎকালে বিপক্ষগণকে নিবারণ করিবার অন্যবিধ উপায় দেখিতে না পাইয়া উৎকোচদান দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিদিগকে হস্তগত করিলেন। বিপক্ষপক্ষীয় সেনাপতিগণ উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া আটিকার আক্রমণ প্রয়াস পরিত্যাগ করিল। পেরিক্লিস এইরূপে পিলপনিসিয়দিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া পুনরায় ইয়ুবিয়ায় গমন করিলেন এবং তত্রত্য বিদ্রোহপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। পেরিক্লিস নিজ বুদ্ধিকৌশল ও পরাক্রম দ্বারা সর্ব্বত্র

বিজয়ী হইলেন বটে, কিন্তু এথিনিয়দিগের নিতান্ত ইচ্ছা হইল সকলের সহিত সন্ধি হয়। স্পার্টানগরীয়েরাও যুদ্ধ বিষয়ে অনিচ্ছু ছিল। অতএব খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৫ অব্দে ত্রিশ বৎসরকাল নিয়মে সন্ধি হইল। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী যে যে স্থান এথিনিয়দিগের অধিকৃত ছিল, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইল। আর, একিয়দিগের সহিত উহাদিগের যে সৌহৃদ্য ছিল, তাহার বিচ্ছেদ হইয়া গেল। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী যে যে স্থান এথিনিয়দিগের আয়ত্ত ছিল, তাহা হস্তান্তরগত হওয়াতে পূর্ব্বে তাহাদিগের যেরূপ সর্ব্বত্র অব্যাহত প্রাধান্য ছিল, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। কিন্তু সমুদ্র যুদ্ধে পারদর্শিতা হেতু, উপকূলবর্ত্তী জনপদে তাহাদিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহার ব্যাঘাত জন্মে নাই। সন্ধি বিধান কালে থিউসিডাইডিস প্রভৃতি অভিজাতদলীয় কতগুলি লোক সন্ধিবিঘটনে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু পেরিক্লসের তৎকালে আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব থাকাতে তাঁহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

পেরিক্লিসের দুটী প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এক উদ্দেশ্য এই, এথেন্সের রাজত্ব বৃদ্ধি হয় এবং সেই রাজত্ব অবিক্ষত ও অখণ্ডিত থাকে। দ্বিতীয়, এথিনিয়েরা যে সর্ব্বোত্তর মহত্ত্বলাভ করিয়াছিল, তাহারা যে, সেই মহত্ত্বলাভের যথার্থ যোগ্যপাত্র তাহাদিগের এই বোধ জন্মে। পেরক্লিসের এই দুই উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইয়াছিল। আরিষ্টাইডিস প্রথমে যখন এথেন্সনগরকে প্রধানপদে রাখিয়া অন্যান্য রাজ্যের সহিত মৈত্রী করেন, তৎকালে তিনি যে যে নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়াছিলেন, কালান্তরে তাহার বহু পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। মৈত্রীবন্ধনবদ্ধ গ্রীকেরা ডেলসে এক ধনাগার স্থাপিত করে। আরিষ্টাইডিস জীবিত থাকিতেই সেই ধনাগার এথেন্সে নীত হয়। অনন্তর, সাইমন অনেক সুবিধা করিয়া যান। আরিষ্টাইডিসের সময়ে যে যে রাজ্যের লোক একত্র হইয়া এথেন্সনগরের সহিত মিত্রতা করে, তন্মধ্যে যাহারা হীনবল ছিল সাইমন তাহাদিগকে এরূপ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এথিনিয়েরা মনে করিলে তাহাদিগকে অনায়াসে স্ববশে আনয়ন করিতে পা-

রিত। ফলতঃ পেরিক্লিসের পূর্ব্বেই এথেন্সের আধিপত্য বহু দূর বিস্তারিত হইয়াছিল, পেরিক্লিসকে তন্নিমিত্ত অধিকতর কষ্ট পাইতে হয় নাই। যে যে রাজ্য এথেন্সনগরের নিতান্ত অধীন হইত, এথেন্সনগরীয়েরা তত্রত্য রাজ্যতন্ত্র রহিত করিয়া তথায় (১) প্রাকৃততন্ত্র স্থাপিত করিত। তত্রত্য প্রজাগণ তাদৃশ রাজ্যতন্ত্রে সম্মত কি না, এথিনিয়েরা এ বিবেচনা করিত না। স্বায়ত্ত রাজ্যমধ্যে এথিনিয়দিগের বলপূর্ব্বক নূতন রাজ্যতন্ত্র স্থাপিত করিবার রীতি থাকাতে এথিনিয়দিগের মিত্রগণের বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হইত। তাহাদিগের অধিকতর অনিষ্ট ও কষ্টের কারণ এই যে, তাহারা স্বদেশের ধর্ম্মাধিকরণমধ্যে সকল বিষয়ের মোকদ্দমা করিতে অনুমত ছিল না, তাহাদিগকে এথেন্সনগরে গিয়া বিষয় বিশেষের মোকদ্দমা করিতে হইত। তন্নিবন্ধন তাহাদিগের বিস্তর ক্ষতি, কষ্ট ও অসুবিধা হইত। পূর্ব্বে প্রায় নয় লক্ষ টাকা এথেন্সনগরের বার্ষিক আয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। পেরিক্লিস তাহার বৃদ্ধি করিয়া প্রায় বার লক্ষ করেন।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪০ অব্দে যে ঘটনা হয়, তদ্দ্বারা এথেন্সনগরের প্রভাব অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এবং পেরিক্লিস আপনার সমরপ্রাবীণ্য ও পুরুষকার প্রদর্শনের উত্তম অবসর প্রাপ্ত হন। সেমস উপদ্বীপে অভিজাততন্ত্র প্রচলিত ছিল। তত্রত্য প্রধানেতর প্রজাগণ সেই রাজ্যতন্ত্র উন্মূলিত করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়া এথেন্সনগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। পেরিক্লিস উহাদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। চল্লিশ খান জাহাজ তাঁহার সমভিব্যাহারে গেল। তিনি সেমসে উপনীত হইয়া প্রাকৃততন্ত্র স্থাপন করিলেন, এবং পাছে অভিজাততন্ত্রপক্ষীয়েরা কালান্তরে তাঁহার স্থাপিত রাজ্যতন্ত্রের কোন বিঘ্ন করে, এই ভয়ে তিনি অভিজাততন্ত্রপক্ষীয় একশত ব্যক্তিকে আধিস্বরূপ লই-

(১) প্রাকৃত, প্রকৃতি স্বামিক; তন্ত্র, রাজ্যশাসন। প্রকৃতি শব্দে যাবতীয় প্রজা বুঝায়। যে রাজ্যে সমুদায় প্রজার স্বামিত্ব থাকে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব অংশে প্রধানেতর প্রজাগণের প্রাধান্য থাকে, তাহাই প্রাকৃততন্ত্র শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

য়া লেমনসে পাঠাইয়া দিলেন। অনন্তর, সেমসের দুর্গরক্ষার্থ একদল সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। পেরিক্লিস সেমস হইতে প্রস্থান করিলে পর তত্রত্য অভিজাতদলীয় কতগুলি লোক পারসীকদিগের সহিত যোগ করিল এবং একদল বেতনভুক সৈন্যের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার স্থাপিত দুর্গরক্ষক এথিনিয় সৈন্যগণকে পরাভূত করিয়া সেমসের ভূতপূর্ব্ব রাজ্যতন্ত্র পুনঃ প্রচলিত করিল; আর যে সকল ব্যক্তি আধিস্বরূপ গৃহীত হইয়া লেমনসে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধার সাধন করিয়া এথেন্সনগরের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ করিল; অনন্তর স্পার্টা ও স্পার্টার মিত্রগণের নিকটে সাহায্যার্থ আবেদন করিল। কিন্তু তাহারা সন্ধিভঙ্গ ভয়ে উহাদিগের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। এই বৃত্তান্ত এথেন্সনগরীয়দিগের কর্ণগোচর হইলে পর পেরিক্লিস পুনরায় একদল জাহাজ সমভিব্যাহারে করিয়া সেমসে গমন করিলেন। সেমসের লোকেরা শঙ্কাপ্রযুক্ত তাঁহার সম্মুখীন হইতে না পারিয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পেরিক্লিস পরিখাখনন দ্বারা নগরের চতুর্দ্দিক রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, ফিনিসিয়াদেশীয় একদল জাহাজ আসিতেছে শুনিয়া তিনি কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সেমসবাসীদিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল। তিনি ফিরিয়া আইলে সে সুবিধা ঘুচিয়া গেল। তখন তাহারা আত্মরক্ষণবিষয়ে বিষম ব্যগ্র হইল। নয় মাস যুদ্ধের পর নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হওয়াতে তাহাদিগকে কাজে কাজেই এথেন্সনগরের অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। বাইজান্টিয়মনগরের লোকেরা সেমসবাসীদিগের সপক্ষতা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত তাহাদিগেরও সেমসবাসীদিগের ন্যায় দুরবস্থা ঘটিল।

সেমস উপদ্বীপের জয়কার্য্য সম্পন্ন হইলে পর পেরিক্লিস এথেন্সনগরে প্রতিগমন করিলেন। এথেন্সনগরীয়দিগের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহারা তাঁহার যশোগান করিতে লাগিল। সেমস উপদ্বীপে জয়লাভ হওয়াতে এথেন্সরাজ্যের সীমা ও মহিমা বৃদ্ধি হইল। অতঃপর এথিনিয়েরা অবিরোধে আধিপত্য

করিতে লাগিল। এথেন্সরাজ্যের স্থায়িতা প্রতিপাদন এবং দরিদ্র প্রজাগণের প্রতিপালন উদ্দেশ করিয়া এথিনিয়েরা, যে যে স্থানে নগর নিবেশিত করিলে অধিকতর উপকার লাভ হয়, সেই সেই স্থানে নগর নিবেশিত করিতে আরম্ভ করিল। বাসার্থী লোকেরা ন্যাক্সস্, এণ্ড্রস এবং ইয়ুবিয়ার অন্তঃপাতী ওরিয়স এই তিন স্থানে গমন করিল। অপর, আম্ফিপলিস ও থিউরিয়াই এই উভয় স্থানে নূতন নগর নিবেশিত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪৩ অব্দে থিউরিয়াই নগর নিবেশিত হয়। ঐ স্থানে বাসার্থ উপনিমন্ত্রিত হইয়া গ্রীসদেশের নানা স্থান হইতে বহুলোকের সমাগম হয়। সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক হিরটডস এবং সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী লিসিয়াস ইঁহারা ঐস্থানে আসিয়া বাস করেন।

গ্রীসদেশের মধ্যে যত রাজ্য ছিল, এথেন্সরাজ্য সর্ব্বাংশে তাহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল। আপনাদিগের যে সর্ব্বোত্তর মহত্ত্ব লাভ হইয়াছে, তৎকালে এথেন্সনগরীয় প্রতিব্যক্তিরই সে অনুভব হইয়াছিল। এথেন্সনগরের যে সকল লোক সমুচিত জীবনোপায় নির্দ্ধারিত না থাকাতে অন্নবস্ত্রের কষ্ট পাইতেছিল, পেরিক্লিস তাহাদিগের সেই কষ্ট দূর করিবার জন্য যত্নশীল হইয়া নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলেন। তিনি নগর মধ্যে সৌধ, প্রাসাদ, প্রকাণ্ড অট্টালিকা এবং প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তদ্দ্বারা কেবল যে, দীন হীন প্রজাগণের প্রতিপালনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছিল এমত নহে, নগরের সৌন্দর্য্য সম্পাদন, নগর রক্ষার উপায় বিধান এবং শিল্পশাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হয়। পূর্ব্বে এথেন্স হইতে পাইরিয়ুস পর্য্যন্ত দুটী প্রাচীর নির্ম্মিত হয়, এক্ষণে পেরিক্লিস আর একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করাইলেন। তাঁহার সময়ে এথেন্সের দুর্গমধ্যে অনেক দেবালয় নির্ম্মিত হয়। পার্থিনন বলিয়া প্রসিদ্ধ মিনর্ব্বার মন্দির তন্মধ্যে অধিকতর সমৃদ্ধ। ঐ মন্দির ফিডিয়াসের কৃত বিবিধ কারুক্রিয়া দ্বারা সুশোভিত হইয়াছিল। যে বিষয়ে লোকের উৎসাহ থাকে এবং উৎসাহ দিবার লোক থাকে, সেই বিষয়েরই অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হয়। পেরিক্লিস শিল্পকার্য্যে সমধিক অনুরাগ প্রদর্শন

করাতে তাঁহার সময়ে শিল্পবিদ্যার সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

পেরিক্লিস এথেন্সনগর মধ্যে সৌধ, প্রাসাদ প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকার নির্ম্মাণ এবং তাহার শোভা সম্পাদন কার্য্যেই যে, কেবল সাধারণ অর্থ ব্যয় করেন এমত নহে, তিনি প্রজাগণের কৌতুককরী ক্রিয়ার অনুষ্ঠানেও অনেক সাধারণ ধন ব্যয় করিয়া ছিলেন। পূর্ব্বে এথেন্সনগরে উৎসব দর্শন বিষয়ক যে নিয়ম ছিল, তাহাতে ধনবান ব্যক্তিরাই কেবল উৎসব দর্শনজন্য আনন্দ-সুখ অনুভব করিত, দীন হীন প্রজাগণ তদ্বিষয়ে বঞ্চিত ছিল। পেরিক্লিস দরিদ্র প্রজাগণের উৎসব স্থলে গমন যোগ্যতা সম্পাদন নিমিত্ত নূতন নিয়ম করিয়া দিলেন। তাহাতে কি ধনবান, কি দরিদ্র সকলেই স্বচ্ছন্দে উৎসব স্থলে গমন করিয়া আনন্দসুখ অনুভব করিতে লাগিল। অপর, তিনি এই নিয়মকরেন, প্রাড্বিবাক ভিন্ন যে সকল ব্যক্তি ব্যবহার দর্শকের (জুরির) কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, তাহারা পূর্ব্বে যেমন বিনা বেতনে ব্যবহার দর্শন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত, এখন সেরূপ না করিয়া পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ বেতন প্রাপ্ত হইবে। এই সকল নিয়ম অনিষ্টকর ও অন্যায় বলিয়া তৎকালের লোকদিগের বোধগম্য হয় নাই। কিন্তু উত্তর কালে যখন দ্রব্য সামগ্রী মহার্ঘ এবং লোকের দ্বিগুণ ত্রিগুণ বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, তখন এই সকল নিয়ম দ্বারা রাজ্যের বিস্তর অর্থ ক্ষতি ও অনিষ্ট হয়। উত্তরকালে এথেন্সনগরে সাধারণ সভার সভ্যগণের সভা প্রবেশার্থ অর্থ দান করিবার নিয়ম হয়। অনেকে বলেন পেরিক্লিস এই নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে তাঁহাদিগের ভ্রান্তিমাত্র।

পারসীক সংগ্রাম পর্য্যন্ত এথেন্সনগরে বিদ্যার সম্যক অনুশীলন ছিল না। সমরানল নির্ব্বাণ হইবার অব্যবহিত পরে বিদ্যার অতিশয় চর্চ্চা হইতে আরম্ভ হয়। এরূপ চর্চ্চা হইয়াছিল যে, এথিনিয়দিগের বীরত্ব গৌরব অপেক্ষা বিদ্যা গৌরব অধিক হইয়া উঠিল। এথেন্সনগরে শিল্প ও শব্দশাস্ত্রের বিশেষরূপে আলোচনা হয়। যে সকল ব্যক্তি শিল্প ও শব্দ শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইত, এথিনিয়েরা তাহাদিগের যৎপরোনাস্তি সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা

করিত এবং তাহাদিগকে গুণানুরূপ পুরস্কার প্রদান করিত। তাহাতে শিল্প ও শব্দবিদ্যার মহীয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। এথেন্সনগরে শব্দবিদ্যার যে, সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ এই, তথায় বহুতর নাটকের সৃষ্টি হয়। দৃশ্য ও শ্রব্যনামে কাব্যের যে উভয়বিধ প্রভেদ আছে, তন্মধ্যে দৃশ্য কাব্য যে নাটক তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বপ্রধান। শব্দবিদ্যার সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি না হইলে কখন নাটকের সৃষ্টি হয় না। পেরিক্লিসের সময়ে প্রধান প্রধান নাটককর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করেন। ফ্রাইনিকস এথেন্সনগরে সর্ব্বপ্রথম করুণরস প্রধান নাটক রচনা করেন। তৎকৃত গ্রন্থ এক্ষণে বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীনকালের লোকেরা তৎকৃত গ্রন্থের অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। ইস্কাইলস নাটক রচনার অভিনব প্রণালী আবির্ভাবিত ও প্রচারিত করিয়া যে অসামান্য রচনা নৈপুণ্য প্রদর্শিত করেন, তাহাতে তাঁহাকে করুণরসাশ্লিষ্ট নাটকের আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া গণনা করা সমধিক সঙ্গত হয়।

সফোক্লিস ইস্কাইলসের সমকালের লোক। কিন্তু তিনি ইস্কাইলস অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। ইস্কাইলস সফোক্লিস অপেক্ষা বুদ্ধিমান ছিলেন। কিন্তু গ্রীকভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ সফোক্লিস ও ইস্কাইলস উভয়ের কৃত গ্রন্থের তারতম্য বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কল্পনাশক্তি, ললিত রচনা, ও শব্দবিন্যাস এই কয় বিষয়ে ইস্কাইলস অপেক্ষা সফোক্লিসের শ্রেষ্ঠতা ছিল। সফোক্লিসের কৃত গ্রন্থের সর্ব্বস্থানেই তাঁহার অসাধারণ কল্পনাশক্তি সমভাবে দৃষ্ট হয়। তাঁহার শব্দবিন্যাসের এমনি চমৎকারিতা ছিল যে শব্দগুলি শ্রুত হইলে কর্ণে মধুধারা বর্ষণ করিত। এথেন্সনগরীয়েরা সফোক্লিসের অত্যন্ত সম্মান করিত। তৎকৃত এক নাটক গ্রন্থ পাঠ করিয়া উহারা এত তুষ্ট হইয়াছিল যে, যে সময়ে পেরিক্লিস সেমস উপদ্বীপে যুদ্ধ করিতে যান, তৎকালে (খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৪০ অব্দে) উহারা সফোক্লিসকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করে। মানুষের অন্তঃকরণের ভাব চিরকাল একরূপ থাকে না। এথিনিয়দিগের গ্রন্থের গুণজ্ঞতা এবং রসজ্ঞতা পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। সফোক্লিস স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ইয়ুরিপিডিস গ্রন্থকার হইয়া উ-

ঠিলে সফোক্লিসের গ্রন্থে লোকের অনাদর হইতে লাগিল। যাহারা গ্রীক ভাষার বিশেষজ্ঞ তাঁহারা বলেন সফোক্লিসের প্রতিপত্তি লোপ হইবার প্রকৃত কারণ ছিল না। ইয়ুরিপিডিসের গ্রন্থ সফোক্লিসের অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।

আটিকায় করুণ ও হাস্য উভয় রস প্রধান নাটকের সৃষ্টি হয়। নাটকপাঠে অসীম আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। আনন্দসুখানুভব ব্যতিরিক্ত উক্ত উভয়বিধ নাটক পাঠের অন্য কোন ফল ছিল না এরূপ নহে, ঐ সকল গ্রন্থ পাঠদ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক জ্ঞান জন্মিত। করুণরসাশ্লিষ্ট নাটক কর্ত্তারা কল্পিত বৃত্তান্ত লইয়া নাটক রচনা করিতেন। আর, প্রতিদিন যে সকল ঘটনা হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া হাস্যরসপ্রধান নাটক রচিত হইত। অতএব ধর্ম্ম, ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি প্রভৃতির শিক্ষাদান বিষয়ে হাস্যরসপ্রধান নাটকের যেরূপ উপযোগিতা ছিল, করুণরসাশ্রিত নাটকের সেরূপ ছিল না। হাস্যরস প্রধান নাটক গ্রন্থে তদানীন্তন লোকদিগের দোষ গুণের বিষয় ভঙ্গিক্রমে বর্ণিত হইত। হাস্যরসপ্রধান নাটক রচয়িতারা এরূপ কৌশল করিয়া আপন আপন গ্রন্থে দোষী ব্যক্তিদিগের দোষের বিষয় উল্লেখ করিতেন, যে, শ্রবণমাত্র সকলেই বুঝিতে পারিত, কবি ভঙ্গিক্রমে অমুকের দোষের কথা উল্লেখ করিয়া শ্রোতৃগণের প্রমোদবর্দ্ধন করিতেছেন। দোষী ব্যক্তিও শুনিয়া তৎকালে অতিশয় লজ্জিত, পশ্চাৎ আত্ম দোষ পরিত্যাগে যত্নবান্ হইত। প্রধান পদারূঢ় ব্যক্তিরাও হাস্যরস নাটক রচয়িতা কবিগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিতেন না। ইদানীন্তন কালে মুদ্রা যন্ত্রের স্বাধীনতা থাকাতে যেরূপ উপকার দর্শিতেছে এথেন্সনগরে হাস্যরসপ্রধান নাটকের বহুল প্রচার থাকাতে সেইরূপ উপকার দর্শিয়াছিল। ফলতঃ হাস্যরস নাটক রচয়িতা কবিগণ হইতে অনেক পাপক্রিয়া ও অনেক ভ্রম প্রমাদের নিরাকরণ হইয়াছিল। পিলপনিসিয় সংগ্রাম কালে হাস্যরসপ্রধান নাটকের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

পেরিক্লিস একদা এথেনসনগরে অদ্বিতীয় ও সকলের মান্য

হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রজাগণের নিকটে তাঁহার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি ছিল। প্রজাগণ তাঁহার একান্ত অনুগত ও নিতান্ত বশ্য ছিল। ফলতঃ তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। তদ্দর্শনে অনেকের মনে হিংসা, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষভাব জন্মিল; যে সকল ব্যক্তির মনে হিংসা, ঈর্ষ্যা ও দ্বেষভাব জন্মিয়াছিল, তাহারা তাঁহার চরিত্রবিষয়ে নানা দোষের কথা তুলিয়া দিতে আরম্ভ করিল। তাহা শ্রবণ করিয়া লোকের মনেও সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। তাঁহার চরিত্রের কোন কোন অংশে কিছু কিছু দোষ ছিল। অতএব তাঁহার চরিত্রবিষয়ে লোকের সন্দেহ হওয়া অসম্ভাবিত নহে। তিনি রাজ্যের কল্যাণ কামনা করিয়া যে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, বিপক্ষগণ তাহাতেও দোষারোপ করিতে লাগিল। যাহা হউক, বিপক্ষগণ একবারেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার নামে কোন বিষয়ের অভিযোগ করিতে সাহসী হয় নাই। তাহারা প্রথমে তাঁহার বন্ধুগণের নামে অভিযোগ আরম্ভ করিল। তাহারা এই মনে করিয়াছিল, পেরিক্লিসের বন্ধুগণের দোষ প্রমাণ হইলে তাঁহার নাম কলঙ্কিত হইবে। সর্ব্বাগ্রে ফিডিয়াসের নামে এই অভিযোগ হইল যে, পার্থিননে এথিনাদেবীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণার্থ তাঁহার হস্তে যে স্বর্ণ সমর্পিত হইয়াছিল, তিনি তাহার কতক অংশ অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অভিযোক্তারা ঐ বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই। যে স্বর্ণ প্রতিমূর্ত্তিতে বিন্যস্ত হয়, ঐ স্বর্ণ ভাগ্যক্রমে এরূপে ন্যস্ত হইয়াছিল যে, অনায়াসেই প্রতিমা হইতে সমুদায় খুলিয়া লওয়া গেল। পশ্চাৎ ওজন হইলে দৃষ্ট হইল, স্বর্ণ কিছুমাত্র কমে নাই; অভিযোক্তারা কেবল দ্বেষমূলক মিথ্যা করিয়া অভিযোগ করিয়াছে। যাহা হউক, অভিযোক্তারা আপনারদিগের বাক্য সপ্রমাণ করিতে না পারিয়া অতিশয় অপ্রস্তুত ও লজ্জিত হইয়া নীরব হইল। পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ একবার অপ্রতিভ হইয়াও ক্ষান্ত হইল না। তাহারা পুনরায় ঐ কারিকরের নামে অভিযোগ করিল। এবারে তাহাদিগের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তাহাদিগের শেষবারের অভিযোগের তাৎপর্য্য এই, এথিনাদেবীর হস্তে যে ঢাল প্রস্তুত করিয়া

দেওয়া হয়, তাহাতে অনেক মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছিল। সেই চিত্রিত প্রতিকৃতি মধ্যে কারিকরের নিজের প্রতিমূর্ত্তিও অঙ্কিত ছিল। পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ ঐ ছল ধরিয়া বলিল ফিডিয়াস এথিনা-দেবীর হস্তস্থিত চর্ম্মের উপরিভাগে আপনার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া অধার্ম্মিকতা ও নাস্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। ফিডিয়াস বিচারে দোষী হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ঐ স্থানেই তাঁহার প্রাণ প্রয়াণ হইল।

পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ তাঁহার বন্ধুকে অপদস্থ ও বিপদগ্রস্ত করিয়া সাহসী হইল। অনন্তর, উহারা আস্পেসিয়া নামে এক রমণীকে বিপদে পাতিত করিতে উদ্যুক্ত হইল। ঐ রমণী তৎকালে এথেন্সনগরে রূপবতী ও গুণবতী মধ্যে গণনীয় ছিলেন। তাঁহার সহিত পেরিক্লিসের অতিশয় প্রণয় ছিল। ঐ রমণী বিপক্ষগণের আক্রান্ত হইলে পর পেরিক্লিস তাঁহার বিপদ নিজ বিপদের ন্যায় বোধ করিয়া তাঁহার উদ্ধারার্থ অতিশয় ব্যগ্র ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ ঐ এক ছল প্রাপ্ত হয়। অপর, তদানীন্তন তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের সহিত পেরিক্লিসের অত্যন্ত বন্ধুতা এবং ধর্ম্মবিষয়ক মতের অভিন্নতা ছিল অজ্ঞানান্ধ সামান্য লোকদিগের ধর্ম্ম বিষয়ক যে মত ছিল, তাহা উপধর্ম্মমূলক। অতএব তদানীন্তন সামান্য লোকদিগের সহিত তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতভেদ হওয়া অসম্ভাবিত ও অসঙ্গত নহে। ধর্ম্ম বিষয়ে সামান্য লোকদিগের মতের সহিত পেরিক্লিসের এবং তাঁহার বন্ধু তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতভেদ হওয়াতে তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহাকে বিধর্ম্মী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে। এই সকল ও অন্যবিধ নানা কারণ অবলম্বন করিয়া পেরিক্লিসের বিপক্ষগণ তাঁহাকে নিগৃহীত করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের প্রয়াস সফল হয় নাই। অভীষ্টসিদ্ধি না হওয়াতে তাহারা শেষে তাঁহার অনিষ্ট চিন্তা হইতে বিরত হইল। অতঃপর জীবিতকালের মধ্যে তিনি আর কখন তাদৃশ উৎপাতে পতিত হন নাই। তিনি উচ্চপদস্থ হইয়া জীবনাবশেষকাল সুখে ক্ষেপণ করেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কি প্রাচীন কি নব্য উভয়

কালেরই ইতিহাস লেখকেরা তাঁহার নামে বহুতর অপবাদ দেন। কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে কোনরূপে এরূপ বোধ হয় না যে, ইতিহাস লেখকেরা তাঁহার নামে যে যে দোষের আরোপ করিয়াছেন, তিনি সে সকল দোষে দোষী ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার সময়ের কতগুলি অজ্ঞ লোক দ্বেষবশতঃ তাঁহার নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়, ইতিহাস লেখকেরা তাহা সত্য বোধ করিয়া আপন আপন গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

পিলপনিসিয় সংগ্রাম।

এথেন্সনগরীয়দিগের প্রতাপ ও সৌভাগ্য সম্পত্তির দিন দিন যত বৃদ্ধি হইতে লাগিল, গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগরের লোকের মনে তত ঈর্ষ্যা ও শঙ্কা জন্মিতে লাগিল। বিশেষতঃ স্পার্টানগরীয়েরা তদ্দর্শনে সাতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হয়। এথিনিয়দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে দেখিয়া উহারা আপনাদিগের প্রভাব হ্রাস হইতেছে বোধ করিয়া নিতান্ত অসুখী হইল। স্পার্টা ও এথেন্স এই উভয় নগরের পরস্পর শত্রুতা জন্মিবার আরো নানা কারণ ছিল। এথেন্সনগরে আয়োনিয়জাতির বসতি ছিল। আয়োনিয়জাতীয়েরা প্রাকৃততন্ত্রপক্ষে পক্ষপাতী ছিল। যে যে নগর এথিনিয়দিগের অধিকৃত হয় এবং যে যে নগর উহাদিগের মিত্র নামে পরিচিত হয়, উহারা যত্নবান্ হইয়া সে সমুদায় স্থলে প্রাকৃততন্ত্র স্থাপন করে। পক্ষান্তরে স্পার্টানগরে ডোরিয়জাতির বসতি ছিল। ডোরিয়জাতীয়েরা অভিজাততন্ত্রপক্ষে পক্ষপাতী ছিল। উহারা আপনাদিগের অধিকৃত ও মিত্র জনপদে অভিজাততন্ত্র স্থাপনার্থ যত্নবান্ হয়। এই হেতু স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের মতের ঐক্য ছিল না। মতের ঐক্য না থাকিলে দ্বেষভাব জন্মিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা থাকে। অপর, যে যে নগরের সহিত এথেন্সের মিত্রতা ছিল, এথিনিয়েরা তত্রত্য ব্যক্তিদিগের ইষ্ট সাধনের কিছুমাত্র চেষ্টা করিত না। কেবল আপনাদি-

গের প্রভাব ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিবার সতত চেষ্টা করিত। এই নিমিত্ত তত্রত্য লোকেরা এথিনিয়দিগের প্রতি নিতান্ত বিরূপ এবং স্পার্টানগরীয়দিগের প্রতি অনুকূল ছিল। ইত্যাদি নানা কারণের একত্র সদ্ভাব হওয়াতে পিলপনিসিয় সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সমরানল সাতাইশ বৎসর কাল প্রজ্বলিত থাকিয়া শেষে এথেন্সনগরের মহত্ত্ব ভস্মীভূত করিয়া দাহ্যাভাব প্রযুক্ত নির্ব্বাণ হইয়া যায়। ঐ সাতাইশ বৎসর কাল গ্রীসদেশের প্রায় কেহই শান্তিসুখ অনুভব করিতে পারে নাই। ঐ দারুণ সংগ্রাম ঘটনা হইবার পূর্ব্বে উভয় বিরোধী পক্ষই, সংগ্রাম ঘটনা হইলে বহু অনিষ্ট হইবে অগ্রে বুঝিতে পারিয়া বহুতর প্রযত্নে কিয়ৎকাল সমরানল প্রজ্বলিত হইতে দেয় নাই। শেষে এরূপ ঘটনা হইল যে, সংগ্রাম দুর্নিবার হইয়া উঠিল।

কর্সাইরা উপদ্বীপবাসীরা ইলিরিকমের উপকূলে এপিডেম্নস্ নামে এক নগর নিবেশিত করে। তত্রত্য লোকদিগের গৃহবিবাদ উপস্থিত হওয়াতে অভিজাততন্ত্র পক্ষীয়েরা নগর হইতে বহিষ্কৃত হয়। নির্ব্বাসিত ব্যক্তিরা প্রতিবেশবাসীদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এপিডেমনসবাসী প্রজাগণকে নির্ভর নিপীড়িত করে। নিপীড়িত প্রজাগণ কর্সাইরাবাসীদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কর্সাইরাবাসীরা তদ্বিষয়ে মনোযোগ না করাতে উহারা করিন্থিয়দিগের নিকটে আবেদন করিল। কর্সাইরা করিন্থিয়দিগের নিবেশিত। কতগুলি লোক করিন্থ হইতে কর্সাইরায় গিয়া নগর নিবেশিত করিয়া তথায় বসতি করে। কিন্তু কালক্রমে কর্সাইরাবাসীরা পরাক্রান্ত ও গর্ব্বিত হইয়া করিন্থিয়দিগের প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন এবং তাহাদিগের আজ্ঞার উল্লঙ্ঘন করে। করিন্থিয়দিগের মনে মনে তজ্জন্য অত্যন্ত রাগ ছিল। এপিডেম্নসনগরীয়েরা সাহায্যার্থ আবেদন করিলে পর তাহারা বিবেচনা করিল, কর্সাইরার লোকদিগের গর্ব্ব চূর্ণ করিবার এই উত্তম অবসর উপস্থিত হইয়াছে। অনন্তর, তাহারা এপিডেম্নসে একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিল। সৈন্যগণ স্থলপথবাহী হইয়া বরাবর এপিডেম্নসে গমন করিল। কর্সাইরার লোকেরা ঐ সমাচার অবগত হই-

য়া একদল জাহাজ সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ নগরে গমন করিল, এবং নগরবাসীদিগকে এই কথা কহিল, তোমারা যে সকল ব্যক্তিকে নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছ, তাহাদিগকে নগর মধ্যে আহ্বান কর; আর, করিন্থিয় সৈন্যগণকে নগর হইতে বিদায় করিয়া দাও। এপিডেমনস নগরীয়েরা ঐ কথা অগ্রাহ্য করিল। কর্সাইরিয় সৈন্যগণ বিবাসিত ব্যক্তিদিগের এবং অন্য অন্য লোকের সহিত মিলিত হইয়া এপিডেম্‌নস নগর স্থলে ও জলে উভয়তঃ অবরোধ করিল। এপিডেমনসের সর্ব্বতঃ সন্নিরোধবার্ত্তা করিন্থিয়দিগের কর্ণগোচর হইলে পর উহারা ঐ নগরের লোকদিগকে অবরোধগ্রহ হইতে মুক্ত করিবার মানসে বহুতর সৈন্য প্রেরণ করিল এবং কর্সাইরার সহিত যুদ্ধের ঘোষণা করিয়া দিল। অনন্তর, আম্বেসিয় উপসাগরের প্রবেশমুখের অনতিদূরে করিন্থ ও কসাইরা এই উভয় রাজ্যের ঘোরতর নৌসংগ্রাম হইল। ঐ যুদ্ধে কর্সাইরিয়েরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। এপিডেমমসনগরও ঐ দিবসে অবরোধকারী কর্সাইরিয়দিগের হস্তগত হইল। কর্সাইরিয়েরা নগরবাসীদিগকে দাসবৎ বিক্রয় করিল, এবং করিন্থিয় সৈন্যগণকে বন্দীকৃত করিয়া লইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩৪ অব্দে এই ঘটনা হয়।

পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া করিন্থিয়েরা একবারে যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে পুনরায় যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। ওদিকে কর্সাইরাবাসীরা এথিনিয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ঐ সময়ে করিন্থিয়েরাও এই অভিপ্রায়ে এথেন্সনগরে দূত প্রেরণ করিল যে, এথিনিয়েরা কোনরূপে কর্সাইরাবাসীদিগের সাহায্য দান না করে। এথেন্সনগরে ঐ বিষয় লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। বহু বিবেচনার পর এথিনিয়েরা কর্সাইরা বাসীদিগকে এই কথা বলিল, তোমরা বিপক্ষগণকে আক্রমণের চেষ্টা না করিয়া যদি আত্মরক্ষণে ব্যাপৃত থাক, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সাহায্য দান করিতে পারি। অনন্তর, ঐ কথা অবধারিত হইল। এথিনিয়েরা ঐ নিয়মে কর্সাইরিয়দিগের সাহায্যার্থ দশ খান জাহাজ পাঠাই-

য়া দিল। কিন্তু নিজ সৈন্যগণকে এই অনুমতি করিল, বিপক্ষগণ যাবৎ কর্সাইরিয়দিগকে আক্রমণ না করিবে, তাবৎ তোমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। সিবোটার নিকটে কর্সাইরিয়দিগের সৈন্যপূর্ণ একশত দশ খান জাহাজ ছিল। করিন্থিয়দিগের একশত পঞ্চাশখান জাহাজ অনতিবিলম্বে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে নৌসংগ্রাম আরম্ভ হইল। এথিনিয় সৈন্যগণ যুদ্ধকালে কর্সাইরিয়দিগকে নির্ভর নিপীড়িত দেখিয়া উহাদিগের সহায়তা করিল। কিন্তু কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ হইল না। ঐ সময়ে আরো কুড়িখান জাহাজ এথেন্স হইতে আগমন করে। তাহারাও কর্সাইরিয়দিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, যখন সকলে একত্র হইয়া পুনরায় সংগ্রামে উন্মুখ হইল, তখন করিন্থিয়েরা সমরে ব্যাপৃত না হইয়া এই কথা বলিয়া রণস্থল হইতে চলিয়া গেল যে, এথেন্সনগরীয়েরা অন্যায় করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করিল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩২ অব্দে এই সকল ঘটনা হয়। এই ঘটনার পর অবধি এথেন্স ও করিন্থ এই উভয় রাজ্যের স্পষ্ট শক্রতা আরম্ভ হইল।

এথেন্সনগরীয়েরা ঐ সময়ে মাসিডোনিয়ার অধিপতি পর্ডিকাসের সহিত বিবাদে জড়িত ছিল। পর্ডিকাস এথেন্সের মিত্রতা ত্যাগ করিয়া স্পার্টার সহিত মৈত্রীবন্ধন করিতে অত্যন্ত যত্নবান হন, এবং ইজিয়সমুদ্রের উত্তরে যত নগর এথেন্সের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল, তত্রত্য লোকদিগকে আপনার সাধ্যানুসারে এই প্রবৃত্তি দেন যে, তাহারা এথেন্সের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করে। পর্ডিকাস যে যে নগরের লোককে এথেন্সের মিত্রতা পরিত্যাগের চেষ্টা করান, পোটিডিয়া তন্মধ্যে একটী। ঐ নগর করিন্থিয়দিগের নিবেশিত। করিন্থিয়দিগের নিয়োজিত প্রাড্বিবাকেরা ঐ নগরে ব্যবহার দর্শনাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। পোটিডিয়েরা এথেন্সনগরের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগে উন্মুখ হইলে এথিনিয়েরা অগ্রে সাবধান হইয়া উহাদিগকে এই আদেশ করিল, তোমরা নগরের দুর্গ ও প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেল, এবং তোমরা যে আমাদিগের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিবে না, তাহার প্রা-

মাণ্যের নিমিত্ত আমাদিগের হস্তে আধিস্বরূপ কতিপয় ব্যক্তিকে সমর্পণ কর, আর, করিস্থিয়দিগের নিয়োজিত প্রাড্‌বিবাকদিগকে বিদায় করিয়া দাও। এথিনিয়েরা যেমন পোটিডিয়দিগকে এই কথা বলিল তেমনি স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগকে অভয় প্রদান করিল। পোটিডিয়েরা স্পার্টার সাহায্য প্রাপ্তির আশয়ে সাহসী হইয়া স্পষ্টরূপেই এথেন্‌সনগরের অধীনতা পরিত্যাগ করিল। ইজিয়সমুদ্রের উত্তরাংশে আর যত নগর ছিল, তত্রত্য লোকেরা পোটিডিয়দিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। এথিনিয়েরা পোটিডিয়দিগকে যে আজ্ঞা দেয়, তাহারা সে আজ্ঞা গ্রাহ্য না করাতে এথিনিয়েরা তাহাদিগের দণ্ড বিধানার্থ একদল জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। ঐ সকল জাহাজ ঐ সময়ে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। আর্কিষ্ট্রেটস বহিত্রসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি ইজিয়সমুদ্রের উত্তরাংশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তত্রত্য প্রায় তাবৎ নগরই বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব তিনি বিবেচনা করিলেন, আমার সহিত যে সৈন্য আসিয়াছে, অধিক নহে; এই অল্পসংখ্য সৈন্যদ্বারা বিদ্রোহপ্রবৃত্ত এত নগর স্ববশে আনয়ন করা অসাধ্য। এই বিবেচনা করিয়া তথা হইতে ম্যাসিডোনিয়ার উপকূলাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া পর্ডিকাসের সহিত কলহ আরম্ভ করিলেন। এদিকে করিন্থিয়েরা পোটিডিয়দিগের সাহায্যার্থ এক সহস্র সৈন্য প্রেরণ করিল। এথিনিয়েরাও পুনরায় আর একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। ক্যালিয়াস সৈনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া গমন করিলেন। তিনি দেখিলেন আর্কিষ্ট্রেটস্ পিড্‌নার অবরোধ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহাকে তদ্বিষয় হইতে বিনিবর্ত্তিত করিয়া পর্ডিকাসের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। অনন্তর, উভয়ে সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে করিয়া স্থলপথ দিয়া পোটিডিয়ায় গমন করিলেন। অলিন্থসনগরের অনতিদূরে এথিনিয় সেনাপতিদ্বয়ের শত্রুসহ সাক্ষাকার হইল; যুদ্ধ হইল; শত্রুগণ পরাজিত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩২ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। পোটিডিয়দিগের সাহায্যার্থ পিলপনিসস ও করিন্থ হইতে যে সক-

ল সৈন্য আগত হয়, তাহারা অতি কষ্টে পোটিডিয়নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এথিনিয়েরা তৎক্ষণাৎ ঐ নগর স্থলে ও জলে উভয়তঃ অবরোধ করিল।

যে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে, তাহা সহজে নিষ্পন্ন হইবার নহে, ইহা সকলেরই স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইতে লাগিল। অতএব ঐ বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনার নিমিত্ত স্পার্টানগরে পিলপনিসসবাসীদিগের এক সভা হইল। ঐ সভায় বহু লোকের সমাগম হয়। ইজিনা, মেগারা এবং করিন্থ এই কয়েক রাজ্যের প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে এথিনিয়দিগের অনেক অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিল। এথিনিয় দূতগণ কার্য্যান্তরের অনুরোধে স্পার্টানগরে গমন করিয়াছিল। তাহারা সভায় উপস্থিত ছিল। সভাস্থলে এথিনিয়দিগের দোষের কথা উল্লিখিত হইলে তাহারা সাহস পূর্ব্বক এথিনিয়দিগের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিল। স্পার্টার অধিপতি আর্কিডেমস সভাস্থ ব্যক্তিদিগকে বলিলেন, আমার ইচ্ছা এই, তোমরা যুদ্ধ না করিয়া সন্ধিদ্বারা বিবাদের মীমাংসা কর। কিন্তু তাঁহার কথা রক্ষা হইল না। যুদ্ধ করাই সকলের অভিমত হইল। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩২ অব্দে যুদ্ধকল্প স্থির হয়। স্পার্টানগরীয়েরা স্বভাবতঃ চিরক্রিয় ও অত্যন্ত সাবধান ছিল। তাহারা সহসা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। যুদ্ধের উদযোগ হইতে হইতে এক বৎসর অতীত হইয়া গেল। যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে স্পার্টানগরীয়েরা লোকের নিকটে ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল যে, আমাদিগের যুদ্ধ করিবার কোন প্রকারে ইচ্ছা নাই; অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে; এথিনিয়েরা যদি পোটিডিয়ানগরের অবরোধ প্রয়াস পরিত্যাগ করেন এবং ইজিনা ও মেগারার লোকদিগকে স্বাধীন করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা সন্ধিভঙ্গে প্রবৃত্ত হই না। ওদিকে এথিনিয়েরাও পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে ঘোষণা করিয়া দিল, আমাদিগের নিতান্ত মানস এই, কতিপয় অপক্ষপাতী ব্যক্তি মধ্যস্থ হইয়া উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা করিয়া দেন। অতঃপর সন্ধির অন্য কোন চেষ্টা হয় নাই।

পিলপনিসিয় সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩১

অব্দের বসন্তকালে এক দিবস রজনী যোগে থিবিস নগরের লো-
কেরা এথেন্সের মিত্র প্ল্যাটিয়াবাসীদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু
আক্রমণকারীদিগের প্রায় তাবৎ লোকই বন্দীকৃত হইল এবং
একশত অশীতি ব্যক্তি নিহত হইল। এথিনিয়েরা প্ল্যাটিয়দিগের
সাহায্যার্থ একদল সৈন্য ও তৎকালোচিত আবশ্যক যুদ্ধোপকর-
ণ সামগ্রী প্রেরণ করিল এবং উহাদিগকে এইকথা বলিয়া পা-
ঠাইল, অনুমান হইতেছে তোমাদিগের নগর অনতিবিলম্বে পুন-
রাক্রান্ত ও নিরুদ্ধ হইবে; অতএব তোমাদিগের নগরে যে সকল
অকর্ম্মণ্য লোক আছে তাহাদিগকে এথেন্সনগরে পাঠাইয়া দিবে।
এদিকে স্পার্টা ও এথেন্স উভয়নগরে যুদ্ধের নানা আয়োজন হই-
তে লাগিল। স্পার্টানগরীয়েরা এই ঘোষণা করিয়া দিল যে, তাহারা
গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থই কেবল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছে।
তাহাতে গ্রীসদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী অধিকাংশ রাজ্যের লোক স্পা-
র্টার পক্ষে পক্ষপাতী হইল। কিন্তু যুদ্ধ ঘটনা হইলে যে যে অনিষ্ট
হইবে তাহা গণনা করিয়া সকলেই বিষাদসাগরে মগ্ন হইল। পি-
লপনিসসের মধ্যে আর্গসের লোকেরাই কেবল যুদ্ধে লিপ্ত হয়
নাই। তদ্ব্যতিরিক্ত পিলপনিসসের আর সমুদায় লোক একবাক্য
হইল। মেগারা, ফোসিস, লক্রিস, বিয়োশিয়া, আম্ব্রেসিয়া,
লিউকাস ও এনাক্টোরিয়ম এই কয় স্থানের লোকেও স্পার্টার
সহিত মিলিত হইল। অপর, স্পার্টানগরীয়েরা পারসীকদিগের
নিকটে এবং সিসিলি ও ইটালিতে ডোরিয়জাতির উপনিবেশিত
যত নগর ছিল তাহাদিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। প-
ক্ষান্তরে কাইয়স, লেস্বস, প্ল্যাটিয়া এই কয়েক স্থানের সমুদায়
লোক এবং নপাক্টসবাসী মেসেনিয়েরা, আর, আকার্ণেনিয়া জে-
সিন্থস এবং কর্সাইরা এই কয়েক স্থানের অধিকাংশ লোক এথি-
নিয়দিগের সহিত মিলিত হইল। এতদ্ভিন্ন কেরিয়াদেশ, আ-
সিয়া মাইনরে ডোরিয়জাতীয়দিগের নিবেশিত যাবতীয় নগর,
আয়োনিয়া, হেলিস্পণ্ট ও থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী যাবতীয় নগর,
পিলপনিসস ও ক্রিট এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী সমুদায় উপদ্বীপ,
মিলস ও থেরাব্যতিরিক্ত সাইক্লেডিস বলিয়া প্রসিদ্ধ যাবতীয় উ-

পদ্বীপের লোক এথিনিয়দিগের অধীন ও পক্ষ ছিল। এই রূপে প্রায় গ্রীসদেশীয় সমুদায় লোক দুই দলে বিভক্ত হইয়া সমর সাগরে অবতীর্ণ হইল। কতিপয় রাজ্যের লোক কেবল সমরে লিপ্ত হয় নাই।

যুদ্ধের সমুদায় আয়োজন হইলে পর স্পার্টার অধিপতি আর্কিডেমস মিত্রসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩১ অব্দের গ্রীষ্মকালে আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। এথিনিয়েরা পেরিক্লিসের উপদেশানুসারে শত্রুসম্মুখীন না হইয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। আর্কিডেমস একবারে আটিকার অন্তঃপ্রবিষ্ট হন নাই। তিনি প্রথমে উত্তরাংশে ইনোয়িনগরাভিমুখে গমন করিলেন। ঐস্থানে তাঁহার কালবিলম্ব হওয়াতে এথেন্সনগরীয়েরা ঐ অবসরে সমুদায় অস্থাবর বস্তু দুর্গমধ্যে লইয়া গেল। অনন্তর, আর্কিডেমস আটিকার অন্য অন্য নগর এবং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র সকল বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই অপমান ও ক্ষতি সহ্য করিতে না পারিয়া এথেন্সনগরীয়েরা যুদ্ধার্থ নির্গত হইবে। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। পেরিক্লিস পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। এথিনিয়েরা যুদ্ধার্থ বিনির্গত না হওয়াতে আর্কিডেমস স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। আর্কিডেমস যৎকালে আটিকায় ছিলেন, এথিনিয়েরা সেই সময়ে সৈন্যপূর্ণ করিয়া পিলপনিসসে একশত জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। সৈন্যগণ পিলপনিসসের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকল বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। লক্রিসের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকলের উৎসাদন নিমিত্ত আর একদল জাহাজ প্রেরিত হইল। এবং ইজিনার লোকেরা স্ত্রীপুত্র সহিত তথা হইতে দূরীকৃত হইল। এতদ্ভিন্ন আর যে যে স্থানের লোকে স্পার্টার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল, তাহারাও এথিনিয়দিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই। এই বর্ষে থ্রেসের অধিপতি সাইটালসিসের সহিত এথিনিয়দিগের মিত্রতা হয়। তদ্দ্বারা তাহাদিগের বহুতর উপকার দর্শিয়াছিল। ম্যাসিডোনিয়ার সহিত এথিনিয়দিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, সেই যুদ্ধে সাইটালসিস যথেষ্ট আনুকূল্য করে-

ন। এই বর্ষের শরৎকালের শেষে পেরিক্লিস স্বয়ং সেনাপতি হইয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে মেগারা আক্রমণ ও বিলুণ্ঠন করেন। সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া যুদ্ধ শেষ করা কোন পক্ষেরই অভিপ্রেত ছিল না। পিলপনিসসবাসীরা পাঁচ বৎসরকাল পুনঃ পুনঃ আটিকা আক্রমণ করে। এথিনিয়েরাও ঐ পাঁচ বৎসরকাল মেগারার আক্রমণ হইতে বিরত ছিল না। ফলতঃ যুদ্ধারম্ভের পর পাঁচ বৎসরকাল গ্রীসদেশের নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু এই পাঁচ বৎসরে উভয় পক্ষের জয় পরাজয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে সামান্যতঃ এই কথা নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে যে, এথিনিয়দিগের জিত হইয়াছিল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪৩০ অব্দের গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই আর্কিডেমস পুনরায় সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনিও আটিকায় প্রবেশ করিলেন, এদিকে এথেনসনগরে অতিশয় মারীভয় উপস্থিত হইল। মারীভয় দুইবৎসর ছিল। মধ্যে মধ্যে এক এক বার বিচ্ছেদ হয় এই মাত্র। দুই বৎসরের মধ্যে চারি হাজার চারি শত নাগরিক লোক এবং অন্যূন দশ হাজার দাস কালগ্রাসে পতিত হয়। আটিকার যাবতীয় লোক শত্রুভয়ে ভীত হইয়া পশুযূথ লইয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। এক স্থানে বহু শরীরীর সমাগম হওয়াতে মারীভয়ের অধিকতর বৃদ্ধি হইল। এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, কাহারও জীবিতাশা ছিল না। লোক সকল জীবিতবিষয়ে নিতান্ত নিরপেক্ষ হইয়া বিহিতের অননুষ্ঠান ও নিষিদ্ধের আচরণ আরম্ভ করিল। ফলতঃ ঈশ্বরকৃত ও মনুষ্যকৃত নিয়ম প্রতিপালনে কাহারও আস্থা ছিল না। সকলেই যথেচ্ছাচারী হইল। তাহাতে এথেন্সনগরের যত ক্ষতি হইয়াছিল তাহার সহিত তুলনা করিলে, প্রাণহানিনিবন্ধন নগরের যে ক্ষতি হয় সে ক্ষতি সামান্য বলিয়া গণনা করিতে হয়। এদিকে নগরমধ্যে এইরূপ সঙ্কট উপস্থিত। ওদিকে স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমাগত চল্লিশ দিন আটিকার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিক্ অবিরোধে বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। অনন্তর তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। এথিনিয়দিগের এইরূপে দৈবী ও মানুষী উভয়বিধ আপদ যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছিল বটে,

কিন্তু তাহারা বৈরনির্য্যাতনে পরাঙ্মুখ ছিল না। এথিনিয়েরা পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় পিলপনিসস বিলুণ্ঠনার্থ একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। সৈন্যগণ পিলপনিসসের চতুর্দ্দিক লুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। আর একদল জাহাজ পোটিডিয়ায় প্রেরিত হইল। কিন্তু সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হওয়াতে সৈন্যগণকে অগত্যা ফিরিয়া আসিতে হইল। যাহা হউক, পোটিডিয়ার অবরোধ কার্য্য পরিত্যক্ত হয় নাই। নগরমধ্যে দুর্ভিক্ষ সঞ্চার হওয়াতে পোটিডিয়েরা শেষে এথিনিয়দিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিল। পরস্পর অপকারপ্রবৃত্তিহেতুক এথেন্স ও স্পার্টা উভয় নগরের লোকদিগের প্রতি পরস্পরের এত বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মিয়াছিল যে, তাহারা শেষে নিতান্ত নৃশংসের ন্যায় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। কে অপরাধী, কে অপরাধী নয়, তাহারা সে বিবেচনাশূন্য হইয়াছিল। স্পার্টানগরীয়েরা নিরপরাধ এথিনিয় বণিকগণের প্রাণবধ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে, এথিনিয়েরা শক্রতা সাধিবার নিমিত্ত পিলপনিসিয় কতিপয় দূতকে পথিমধ্যে ধৃত করিয়া নিহত করিল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৯ অব্দে এথিনিয়দিগের যে বিপদ ঘটনা হয় তাহা তাহাদিগের পক্ষে এক প্রকার সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। নগরমধ্যে মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইবার পর প্রথমে পেরিক্লিসের সন্তান এবং প্রিয়তম বন্ধুবর্গ সাংক্রামিক রোগে আক্রান্ত হইয়া কাল গ্রাসে পতিত হন। পশ্চাৎ এই বর্ষে পেরিক্লিস ঐ রোগে দেহ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুতে এথেন্স নগরের যে ক্ষতি হইল, তাহা বর্ণনাতীত। পেরিক্লিস যে, কেমন লোক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এথিনিয়েরা তাহা জানিতে পারিল। পেরিক্লিস এথেন্সনগরীয়দিগের রাজা ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি এথেন্সনগরে একাধিপত্য ও প্রভুত্ব করিয়া যান। তিনি এথেন্স নগরে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তিনি কখন কাহারও উপরে প্রভুত্বপ্রদর্শন করেন নাই। সকলের সহিত সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়া সকলকে সুশাসনে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পর এথেন্সনগরে যে সকল ব্যক্তি প্রধানপদে আরূঢ় হইল, তাহাদিগের এই তিন প্রবল দোষ ছিল। প্রথম দুরাকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয় ধনলোভ,

তৃতীয় হিংসা। তাহারা ঐ দোষত্রয়ের একান্ত আজ্ঞাবহ ছিল। ঐ সকল ব্যক্তি প্রজাগণের অনুগ্রহভাজন হইব বলিয়া তাহাদিগের মনোমত কর্ম্ম করিতে লাগিল। তাহাতে প্রজাগণের যে সমস্ত প্রবল দোষ ছিল তাহার দমন না হইয়া উত্তরোত্তর তাহার উদ্দীপন হইতে লাগিল। ঐ সকল ব্যক্তির তাদৃশ গর্হিত ব্যবহার দ্বারা এথেন্স নগরের প্রভুশক্তির ক্রমে ক্রমে উন্মূলন হইতে আরম্ভ হইল। এই বর্ষে অপর যে ঘটনা হয়, তাহাতেও এথিনিয়দিগের যথেষ্ট অনিষ্ট হইল। আর্কিডেমস অন্য অন্য বর্ষের ন্যায় এ বৎসর আটিকা আক্রমণ করিতে না গিয়া সমুদায় দল বল সহিত বরাবর প্ল্যাটিয়া নগর আক্রমণ করিতে গেলেন। প্ল্যাটিয়া এক সামান্য নগর। আর্কিডেমস পিলপনিসসবাসী সমুদায় মিত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া ঐ নগর আক্রমণ করিতে যান। আক্রমণকারীদিগের লোক সংখ্যা করিলে প্ল্যাটিয়দিগকে অতি সামান্য বোধ হয়। কিন্তু উহারা অসামান্য পুরুষকার সহকারে নগর রক্ষা করিল। আর্কিডেমস শেষে অপ্রতিভ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। তিনি প্রতিগমন কালে প্ল্যাটিয়ার অবরোধার্থ কতগুলি সৈন্য রাখিয়া যান। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৭ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ নগর অবরুদ্ধ ছিল। যে সকল ব্যক্তি নগর রক্ষার্থ যত্নশীল হয়, ক্রমে ক্রমে তাহার অর্দ্ধেক অংশ কাল গ্রাসে পতিত হইল। অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা অগত্যা অবরোধকারীদিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিল। থিবিস নগরের সহিত প্ল্যাটিয়ার চিরকালের শত্রুতা ছিল। থিবিসনগরীয়েরা এক্ষণে সেই বৈরসাধনে উদ্যত হইল। উহাদিগের মতানুসারে প্ল্যাটীয়াবাসী সমুদায় ব্যক্তি একৈক ক্রমে নিহত হইল। এবং নগরের যাবতীয় স্ত্রীলোক বন্দীকৃত হইয়া দাসীকৃত হইল। অনন্তর, প্ল্যাটিয়া নগর সমভূমি করা হইল। প্ল্যাটিয়াবাসীরা এথেন্সনগরের চিরকালের একান্ত অনুরক্ত বিশ্বস্ত মিত্র। বোধ হয়, পেরিক্লিসের মৃত্যু এবং বিষম মারীভয় উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয়েরা তাদৃশ অনুরক্ত বিশ্বস্ত মিত্রগণের রক্ষার্থ সবিশেষ যত্ন করিতে পারে নাই। যে বর্ষে পেরিক্লিসের মৃত্যু হয়, সে বৎসর এথিনিয়েরা স্থলযুদ্ধে জয়

লাভে সমর্থ হয় নাই। কিন্তু তাহারা অর্ণবযুদ্ধে স্পার্টানগরীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছিল। আম্বেসিয়াবাসীরা আকার্ণেনিয়া জয়ার্থ যত্নবান হইলে স্পার্টানগরীয়েরা তাহাদিগকে সাহায্য দান করিতে যায়। এথিনিয় সাংগ্রামিক প্রবহণের অধ্যক্ষ ফর্ম্মিয়োর সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে ফর্ম্মিয়ো সম্পুর্ণরূপে জয়ী হইলেন। অনন্তর, নপাক্টসের নিকটে যে যুদ্ধ হয় তাহাতেও তিনি জয়লাভ করিলেন। স্পার্টানগরীয়েরা পরাস্ত হইয়া করিন্থে প্রস্থান করিল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৮ অব্দে আর্কিডেমস পূর্ব্ববৎ আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। এথেন্স নগরীয়েরাও যুদ্ধার্থ নির্গত না হইয়া পূর্ব্ববৎ নগর মধ্যেই রহিল, এবং বিপক্ষগণ নগরসন্নিকর্ষে আসিতে না পারে এই উদ্দেশে তাহারা কতগুলি অশ্বারোহসৈন্য নিয়োগ করিল। এ বৎসর লেসবস উপদ্বীপের লোকেরা বিদ্রোহ প্রবৃত্ত হয়। ঐ উপদ্বীপের লোকেরা অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং প্রবল প্রতাপান্বিত ছিল। এথেন্সের অন্য অন্য মিত্র রাজ্যের ন্যায় লেসবসেও অভিজাতদল স্পার্টানগরীয়দিগের সপক্ষ এবং এথিনিয়দিগের বিপক্ষ এবং অপ্রধানদল এথিনিয়দিগের সপক্ষ এবং স্পার্টানগরীয়দিগের বিপক্ষ ছিল। লেসবসবাসীদিগের প্রথমে এই চেষ্টা হইয়াছিল যে, তথায় তৎকালে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হয়। লেসবসের রাজধানী মিটিলিনের লোকেরা ঐ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী ছিল। উহারা ইহার কিছু পুর্ব্বে স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে আপনাদিগের অভীষ্টসিদ্ধিবিষয়ে আনুকূল্য প্রার্থনা করে। কিন্তু তাহারা উহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করে নাই। এই সমাচার অনতিবিলম্বে এথিনিয়দিগের কর্ণগোচর হইল। মিটিলিনিয়েরা মনে করিল, এথিনিয়েরা যখন শুনিয়াছে, তখন আমাদিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি ব্যতিরেকে রক্ষা পাইবার উপায় নাই। এই ভাবিয়া উহারা আত্মরক্ষার ঔপয়িক অনুষ্ঠান না করিয়াই সত্বর বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। এথিনিয়েরা প্রথমে উহাদিগকে বিস্তর বারণ করিল। কিন্তু উহারা কোনক্রমেই বিদ্রোহ

প্রবৃত্তি হইতে বিরত হইল না। অনন্তর, এথিনিয়েরা লেসবসে এ-কদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। মিটিলিনিয়েরা অসময়ে বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিল। সমুদয় রণসজ্জা হয় নাই। অতএব তাহারা সময় লাভের আশয়ে আপাততঃ এথিনিয় বহিত্র সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষের সহিত সন্ধি করিল। কিন্তু গোপনে স্পার্টানগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। এথিনিয় সাংগ্রামিক প্রবহণাধ্যক্ষ বিদ্রোহীদিগের সহিত যে সন্ধিবিধান করিয়াছিলেন, এথেন্সের নাগরিক লোকেরা তাহাতে অসম্মত হইয়া প্রবহণাধ্যক্ষকে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ করিবার অনুমতি করিয়া পাঠাইল।

স্পার্টানগরীয়েরা ঐ সময়ে লেসবসবাসীদিগকে আপনাদিগের মিত্র মধ্যে পরিগণিত করিয়া লইল এবং এথিনিয়েরা নিতান্ত দুরবস্থাগ্রস্ত ও পৌরুষহীন হইয়াছে ভাবিয়া লেসবসবাসীদিগকে সাহায্য দান করিবে অঙ্গীকার করিল। এথিনিয়েরা বাস্তবিক পৌরুষ হীন হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরা ভ্রম প্রযুক্ত ঐরূপ ভাবিয়াছিল। পূর্ব্বাপেক্ষা এবর্ষে এথিনিয়দিগের প্রভাব বৃদ্ধি হয়। পোতসৈনিকগণ সমরে দুর্জ্জয় প্রায় হইয়া উঠে। উহারা আটিকা, স্যালামিস এবং ইয়ুবিয়ার রক্ষণবিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হয়। স্পার্টানগরীয়েরা এ বৎসর জলে ও স্থলে উভয়তঃ এথেন্সনগর আক্রমণ করিবার সংকল্প ও উপক্রম করে। কিন্তু এথিনিয়েরা অতিশয় উৎসাহশীলতা ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করাতে উহারা সংকল্পিত বিষয় সাধিত করিতে সমর্থ হয়নাই। এথিনিয়েরা এমনি উৎসাহশীলতা ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রদর্শন করিয়াছিল যে, স্পার্টানগর রক্ষা করাই ভার হইয়া উঠিল। সুতরাং উহাদিগকে এথেন্সনগর আক্রমণ প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে হইল। স্পার্টানগরীয়েরা এথেনসনগর আক্রমণ করিবার প্রয়াস পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু উহারা লেসবসের উদ্ধারার্থ একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। উহাদিগের আদিষ্ট জাহাজ সকল লেসবসে পৌঁছিতে বহু বিলম্ব হইল। এদিকে পেকিস নামে এক ব্যক্তি সেনাপতি হইয়া এথিনিয় সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে লেসবস আক্রমণ করিতে গেলেন। তিনি লেসবসের রাজধানী মিটি-

লিন জলে ও স্থলে উভয়তঃ আক্রমণ করিলেন। রাজধানীর লোকেরা কিয়ৎকাল যুদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়দিগের প্রেরিত জাহাজ সকল পৌঁছিবার বহু বিলম্ব হওয়াতে উহারা যথোচিতকালে সাহায্য প্রাপ্ত না হইয়া বিপক্ষহস্তে নগর সমর্পণ করিল।

ক্লিয়োমিনিস সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া পিলপনিসিয় সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া খৃ. পূ. ৪২৭ অব্দের প্রারম্ভে আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া সমুদায় দেশ বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিলেন। মিটিলিননগর যে, এথিনিয়দিগের হস্তগত হয়, সে সমাচার ক্লিয়োমিনিসের কর্ণগোচর হয় নাই। অতএব তিনি লেসবস হইতে শুভ সমাচার প্রাপ্তির প্রতীক্ষায় আটিকায় কিয়ৎ কাল বিলম্ব করিলেন। লেসবসের উদ্ধারার্থ পিলপনিসস হইতে যে সমস্ত জাহাজ প্রেরিত হয়, ঐ সকল জাহাজ মিটিলিননগরের বিপৎপাতের সমাচার প্রাপ্ত হইয়া একবার আয়োনিয়ার উপকূলে অবতীর্ণ হইয়া গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিল। কিন্তু পিলপনিসসের উপকূলে পৌঁছিবার পূর্ব্বে পথিমধ্যে ঝড় হওয়াতে ঐ সকল জাহাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। মিটিলিনের লোকেরা এথেন্সনগরের পরাধীনতা স্বীকার করিলে পর পেকিস সমুদায় লেসবস উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিলেন এবং যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহীদিগের আনুকূল্য করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে অনেককে প্রথমে টেনিডসে পশ্চাৎ এথেন্সনগরে প্রেরণ করিলেন। পেকিস স্বয়ং লেসবসে থাকিয়া বিদ্রোহীদিগের কি দণ্ডের আজ্ঞা হয় জানিবার নিমিত্ত এথেন্সনগরে লোক পাঠাইয়া দিলেন। ক্লিয়ন নামে এক ব্যক্তির তৎকালে এথেন্সনগরে অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐ ব্যক্তি স্বভাবতঃ অতিশয় নিষ্ঠুর। উহার চর্ম্ম ব্যবসায় ছিল। ঐ দুরাত্মা এথেন্সনগরীয়দিগকে এই পরামর্শ দিল যে, স্ত্রী ও বালকগণকে দাসবৎ বিক্রয় করিয়া তদ্ব্যতিরিক্ত মিটিলিনের তাবৎ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করা কর্ত্তব্য। এথিনিয়েরা তৎক্ষণাৎ ঐ পরামর্শের অনুযায়িনী আজ্ঞা করিয়া পাঠাইল। কিন্তু তাদৃশ নিষ্ঠুর আজ্ঞা

প্রেরণ জন্য পর দিন এথেন্সনগরীয়দিগের মনে অতিশয় অনুতাপ জন্মিল। উহারা তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব আজ্ঞা রহিত করিল। ডায়োডোটস এই প্রস্তাব করিলেন, যাহারা বিদ্রোহীদলের প্রধান তাহাদিগেরই প্রাণদণ্ড করা উচিত, নতুবা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে সমুদায় লোকের প্রাণদণ্ড অত্যন্ত গর্হিত। এই প্রস্তাব সকলের অভিমত হওয়াতে এথিনিয়েরা পেকিস্‌কে পুনরায় এই আজ্ঞা করিয়া পাঠাইল, আমরা তোমাকে প্রথম যে আজ্ঞা দিয়াছি তাহা রহিত করিয়া দ্বিতীয় আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিবে। যে জাহাজ ঐ আজ্ঞা লইয়া যায়, ঐ জাহাজ এথেন্সনগরীয়দিগের প্রথম আজ্ঞা সম্পাদিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে লেসবসে উত্তীর্ণ হওয়াতে হতভাগ্য মিটিলিনিয়দিগের প্রাণ রক্ষা পাইল। প্রধান দেখিয়া বিদ্রোহীদলের এক সহস্র ব্যক্তির প্রাণ দণ্ড হইল। মিটিলিননগরের প্রাচীর ভগ্ন এবং জাহাজ সকল বিনষ্ট হইল। লেসবিয়েরা পূর্ব্বে এথেন্সনগরের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। এক্ষণে উহাদিগের সে মিত্র নাম ঘুচিয়া গেল। উহারা নিতান্ত পরাধীন হইয়া পড়িল। এই বর্ষে কর্সাইরা উপদ্বীপের প্রধান ও অপ্রধান উভয় দল পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তাহারা বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ নিষ্ঠুর কাণ্ড করিয়াছিল, বোধ হয়, তাদৃশ নিষ্ঠুর ব্যাপারের উদাহরণ প্রাচীনকালের কোন ইতিহাস গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই ঘটনা হওয়াতে কর্সাইরিয়দিগের সৌভাগ্যের উদয়পথ চির নিরুদ্ধ হইয়া গেল।

গ্রীসদেশের মধ্যেই যে কেবল সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল এরূপ নহে, ঐ সময়ে নানা স্থানে সমরাগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। সিসিলি উপদ্বীপে সিরাকিউজ ও লিয়োণ্টিনাই এই উভয় নগরের পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। লিয়োণ্টিনাইনগরের লোকেরা সাহায্যার্থী হইয়া গর্জ্জিয়াস নামে এক ব্যক্তিকে এথেন্সনগরে পাঠাইয়া দেয়। এথিনিয়েরা তাঁহার প্রার্থনানুসারে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৫২৭ অব্দে সিসিলি উপদ্বীপে একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। উহাদিগের সিসিলি উপদ্বীপে জাহাজ পাঠাই-

বার দুই উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম উদ্দেশ্য এই, পিলপনিসসবাসীরা সিসিলি উপদ্বীপ হইতে কোন দ্রব্য সামগ্রী আনিতে না পারে। দ্বিতীয়, এথিনিয় সৈন্যগণ এই উপলক্ষে যদি সিসিলি উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিতে পারে। এথিনিয়দিগের প্রেরিত পোত সম্প্রদায় ইটালির দক্ষিণে রিজিয়মে অবস্থান করিয়া তথা হইতে মধ্যে মধ্যে স্থানে স্থানে লুঠ আরম্ভ করিল।

খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৬ অব্দের প্রারম্ভে আটিকা আক্রমণের পুনরুদযোগ হইতে লাগিল। পিলপনিসিয় সৈন্যগণ একত্র হইল। কিন্তু ঐ বর্ষে বারম্বার ভূমিকম্প হওয়াতে স্পার্টানগরীয়েরা ভীত হইয়া আটিকা প্রবেশের মানস পরিত্যাগ করিল। এথিনিয়েরা এক প্রকার নিশ্চিন্ত হইল। অনন্তর, উহারা বিয়োশিয়া, লক্রিস এবং ইটোলিয়া এই কয় স্থান আক্রমণ করিল। তথায় বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইল। সিসিলি উপদ্বীপেও এথিনিয়েরা সমধিক লাভবান হয়। মাইলি ও মেসিনি নামে তত্রত্য নগরদ্বয় উহাদিগের হস্তগত হইল। ইটালির দক্ষিণে হেলেকস নদীতীরে যে এক বপ্রবলয়বেষ্টিত সুরক্ষিত স্থান ছিল, উহারা তাহাও অধিকার করিয়া লইল। সিরাকিউজ নগরের সহিত এথেন্সের মিত্রগণের পূর্ব্বে যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তাহা একবারে শেষ হয় নাই। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৫ অব্দে ঐ যুদ্ধ পুনরারব্ধ হইল। কিন্তু এথিনিয়েরা এবারে মিত্রগণকে যথোচিত সাহায্য দান করিতে সমর্থ হয় নাই। আটিকা আক্রমণের পুনরুদযোগ হইল। স্পার্টার অধিপতি এজিস সেনাপতি হইয়া আটিকা আক্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু তিনি আটিকায় পনর দিনের অধিক থাকিতে পারেন নাই। পিলপনিসস হইতে অশুভ সমাচার উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে সত্বর আটিকা পরিত্যাগ করিতে হইল। যে অশুভ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া এজিস স্বদেশে ফিরিয়া যান সে সম্বাদ এই, ডিমস্থিনিস নামে এথিনিয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক সেনাপতি মেসেনিয়ার অন্তঃপাতী পাইলস নগরে দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করেন। তদ্দর্শনে স্পার্টানগরীয়েরা অতিশয় শঙ্কিত হইয়া এজিসের নিকটে সমাচার পাঠাইয়া দেয়। এজিস সম্বাদ পাইবামাত্র উদ্বিগ্নচিত্তে স্বদেশে ফিরিয়া

আইলেন। যে সঙ্গতি ক্রমে ডিমস্থিনিসের পাইলসে বাস ঘটিয়া উঠে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

সফোক্লিস ও ইয়ুরিমিডন উভয়ে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া যে সময়ে কর্সাইরায় গমন করেন, ডিমস্থিনিস সেই সময়ে তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি এথিনিয় সেনাপতিদ্বয়ের অনুমতি লইয়া বিপক্ষগণকে কষ্ট দিবার মানসে পিলপনিসের উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া দেখিলেন পাইলসে জনমানব নাই। তদ্দর্শনে ঐ স্থানে দুর্গনির্ম্মাণের সংকল্প করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার সংকল্পিত সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল। অতিশয় ঝড় হওয়াতে যে সকল জাহাজ পাইলসে আশ্রয় লইয়াছিল তাহার সাহায্যে তিনি আপনার অভিপ্রেত সুসিদ্ধ করিয়া লইলেন। ডিমস্থিনিস যখন পাইলসে অবস্থান করিবার প্রথম চেষ্টা করেন, স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে উপেক্ষা করিয়াছিল। অনন্তর, তাঁহাকে বদ্ধমূল দেখিয়া উহারা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া আটিকায় এজিসের নিকটে লোক প্রেরণ করিল। সৈন্যগণ আটিকা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পাইলস আক্রান্ত হইল। কিন্তু তাহাতে ফলোদয় হইল না। ডিমস্থিনিস অতি সুবিবেচক ছিলেন। বিশেষতঃ ঐ সময়ে তিনি এথিনিয় একদল সাংগ্রামিক জাহাজের সাহায্য প্রাপ্ত হন, এবং স্পার্টানগরীয় পলায়িত দাসগণ (হেলট) ও মেসেনিয়া দেশের লোকেরা তাঁহার যথেষ্ট আনুকূল্য করে। তাহাতে তিনি অনায়াসে বিপক্ষগণকে প্রতিহত করিলেন। পোতসৈনিকগণ পাইলসের যে স্থানে পোতসহিত আশ্রয় গ্রহণ করিত, স্পার্টানগরীয়েরা সেই স্থান অবরোধ করিবার মানসে পাইলসের সম্মুখবর্ত্তী স্ফ্যাক্টিরিয়া নামে এক জনশূন্য উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল। এপিটেডাস সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইয়া একদল সৈন্য লইয়া ঐ উপদ্বীপে অবস্থান করিলেন এবং তথা হইতে এথিনিয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। এথিনিয়েরা সাহস পুরঃসর তাঁহাকে সসৈন্য পরাহত করিয়া প্রত্যবরোধ করিল। তাঁহার আহারসামগ্রী ফুরাইয়া গেল। কতগুলি সাহসিক হেলট (দাস) স্বাধীনতা লাভের আ-

শয়ে প্রাণনিরপেক্ষ হইয়া উচিত সময়ে খাদ্যসামগ্রী লইয়া ঐ উপদ্বীপে উপস্থিত না করিলে তাঁহাকে সসৈন্য অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে হইত। যাহা হউক, স্পার্টানগরীয়েরা বিষম বিপাকে পড়িয়াছিল। উহারা এথেন্সনগরের সহিত সন্ধি বন্ধন করিতে নিতান্ত অভিলাষী হইল। ঐ সময়ে এথিনিয়েরা যদি সন্ধিবিষয়ক অসঙ্গত প্রস্তাব ও প্রার্থনা না করিত, তাহা হইলে স্পার্টানগরীয়েরা আহ্লাদ পূর্ব্বক সন্ধি বিধান দ্বারা সমরানল নির্ব্বাণ করিত সন্দেহ নাই। এথেন্সনগরে তৎকালে দুরাশয় ক্লিয়নের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। ঐ দুরাশয়ের পরামর্শানুসারে এথিনিয়েরা সন্ধির একরূপ প্রস্তাব করিল যে, তাহা কোনরূপেই স্পার্টানগরীয়েরা গ্রাহ্য করিতে পারে না।

অব্যবহিত পরেই স্পার্টানগরীয়েরা এথিনিয়দিগকে পাইলসের দুর্গমধ্যে অবরোধ করিল। নিরুদ্ধ এথিনিয়েরা আহার সামগ্রী বিরহে যথেষ্ট কষ্ট পাইতে লাগিল। পূর্ব্বে যখন স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিবিধানে নিতান্ত উৎসুক ছিল, এথেন্সের নাগরিক লোকেরা তখন দুর্ব্বুদ্ধি বশতঃ সন্ধি করে নাই। তজ্জন্য তাহাদিগের এখন অতিশয় অনুতাপ জন্মিল। ক্লিয়ন যুদ্ধবিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু সে এমনি গর্ব্বিত ছিল যে, নাগরিক লোকদিগের অনুতাপবাক্য শ্রবণ করিয়া অনায়াসে একরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিল, নাগরিক লোকেরা যদি তাহাকে সৈনাপত্য কর্ম্মের ভার দেয়, তাহা হইলে সে স্পার্টানরীয়দিগকে স্ফ্যাক্‌টিরিয়া হইতে বন্দীকৃত করিয়া আনিতে পারে। এথিনিয়েরা কৌতুক দেখিবার মানসে তাহাকে সেনাপতিপদে নিয়োজিত করিল। সে সসজ্জ হইয়া পাইলসে যাত্রা করিল। ক্লিয়ন পাইলসে পৌঁছিলে পর ডিমস্থিনিস বুদ্ধিকৌশল ও সমরনৈপুণ্যদ্বারা সকলবিষয়ের সুবিধা করিয়া আনিলেন। অনন্তর, তিনি এককবারে চতুর্দ্দিক হইতে স্ফ্যাক্‌টিরিয়া উপদ্বীপ আক্রমণ করিলেন। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ঐ উপদ্বীপের এক বনে অগ্নি লাগিয়া অধিকাংশ স্থান ভস্মীভূত হয়। বিশেষতঃ মেসেনিয়া দেশীয়েরা ঐ সময়ে এথিনিয়দিগের অনেক সহায়তা করে। মেসেনিয়েরা ঐ স্থানের

যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত ছিল। তাহাদিগের সহায়তা লাভ হওয়াতে বহুতর উপকার দর্শে। ডিমস্থিনিসের রণনৈপুণ্য ও বুদ্ধি চাতুর্য্য, অনল সংযোগ দ্বারা স্ফ্যাক্টিরিয়ার দাবদহন এবং মেসিনিয়দিগের সাহায্য লাভ এই সকল অনুকূল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়েরা স্বল্পায়াসে শত্রুগণকে পরাভব করিল। স্ফ্যাক্টিরিয়ার এক পার্শ্বে একটী দুর্গ ছিল। এথিনিয়েরা স্পার্টানগরীয়দিগকে তাড়াইয়া সেই দুর্গপ্রবিষ্ট করিল। উহারা দুর্গমধ্যে কিয়ৎকাল আত্মরক্ষা করিয়াছিল, শেষে এথিনিয়দিগের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিল। স্পার্টানগরীয় চারি শত কুড়ি জন প্রথমে স্ফ্যাক্টিরিয়া উপদ্বীপে গমন করে। তন্মধ্যে দুই শত নব্বুই জন জীবিত ছিল। উহারা বন্দীকৃত হইয়া এথেন্সনগরে নীত হইল। ক্লিয়ন গর্ব্বপ্রযুক্ত অবিমৃষ্যকারীর ন্যায় যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সেই বিষয় এইরূপ ঘটনাক্রমে সুসিদ্ধ হইয়া উঠিল।

পাইলস এথিনিয়দিগেরই হস্তগত রহিল। মেসেনিয়াদেশীয় অনেক লোক এবং হেলটদিগের মধ্যে অনেকে উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। এথিনিয়েরা এইরূপে সহায়সম্পন্ন হইয়া পাইলসে অবস্থান পূর্ব্বক স্পার্টানগরীয়দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। এথিনিয়েরা স্পার্টানগরীয় যে সকল ব্যক্তিকে বন্দীকৃত করিয়া লইয়া যায়, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ স্পার্টানগরীয়েরা কয়েবার সন্ধি করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু এথিনিয়েরা জয় লাভ হেতু অত্যন্ত গর্ব্বিত হওয়াতে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। এথিনিয়েরা শেষে এই কথা বলিয়া বসিল পিলপনিসসবাসীরা পুনরায় যদি আটিকা আক্রমণ করে তাহা হইলে আমরা বন্দীকৃত স্পার্টানগরীয় যাবতীয় ব্যক্তির প্রাণ বধ করিব।

ঐ বর্ষে এথিনিয়েরা অন্য অন্য স্থানেও জয় লাভ করে। বিশেষতঃ নিসিয়াস সেনাপতি হইয়া করিন্থ রাজ্যে যে যুদ্ধ করেন তাহাতে এথিনিয়দিগের সম্পূর্ণরূপে জয় লাভ হয়। খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪২৪ অব্দে উহাদিগের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। কিছুতেই উহাদিগের জয়োৎসাহের প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে পারে নাই। উহারা লেকোনিয়ার উপকূলবর্ত্তী সাইথিরা উপদ্বীপ হস্ত-

গত করিয়া লইল। এই সকল ঘটনা হওয়াতে স্পার্টানগরীয়েরা অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইল। উহারা এথিনিয়দিগের সহিত সমকক্ষতা প্রদর্শন প্রয়াস পরিত্যাগ করিয়া, যে সকল স্থান রক্ষা করা অতি আবশ্যক, সেই সকল স্থান রক্ষা করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে এথিনিয়েরা অবিরোধে নানা স্থান বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিতে আরম্ভ করিল। স্বদেশ মধ্যে সর্ব্বত্রই প্রায় এইরূপে অপ্রতিহত জয় লাভ হওয়াতে উহারা সাতিশয় উল্লাসিত হইল। কিন্তু উহারা যে যে ব্যক্তিকে সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সিসিলি উপদ্বীপ জয় করিতে পাঠাইয়া দেয় তাঁহারা তথায় কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন নাই। যে কারণে তাঁহারা অকৃতকার্য্য হন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। সিসিলি উপদ্বীপে হর্ম্মোক্রেটিস নামে এক ব্যক্তির অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি অতিশয় সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি কায়মনোবাক্যে সতত স্বদেশের হিত চেষ্টা করিতেন। সিসিলিবাসীরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হওয়াতে উহাদিগের বহুতর অনিষ্ট ঘটনা হইতেছিল। তদ্দর্শনে হর্ম্মোক্রেটিস তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন, তোমরা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল আপনারা আপনাদিগের অনিষ্ট করিতেছ। তোমরা পরস্পর বিবাদ করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলে অন্য দেশের লোকে অনায়াসে এই উপদ্বীপ জয় করিয়া লইবে; কিন্তু তোমাদিগের যদি পরস্পর সদ্ভাব থাকে, কাহার সাধ্য, এই উপদ্বীপ জয় করিতে পারে। হর্ম্মোক্রেটিসের বাক্যে সিসিলিবাসীদিগের চৈতন্য জন্মিল। তখন তাহারা গিলানগরে এক সভা করিয়া পরস্পর সন্ধি করিল। সিসিলি উপদ্বীপে এথিনিয়দিগের অনেক মিত্র ছিল। তথায় যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে তাহারা এথেন্সনগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহাদিগের প্রার্থনানুসারে এথিনিয়েরা তথায় সৈন্য পাঠাইয়া দেয়। এক্ষণে সন্ধিরূপ সলিল সেক দ্বারা তত্রত্য সমরানল নির্ব্বাণ হইলে তত্রত্য এথিনিয় মিত্রগণ, আর আমাদিগের সাহায্যের প্রয়োজন নাই বলিয়া এথিনিয় সেনাপতিগণকে বিদায় করিয়া দিল। সেনাপতিগণ সিসিলি পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলে

এথিনিয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিল এবং এই কথা ব-লিয়া কোন কোন সেনাপতির দণ্ড বিধান করিল যে, তোমরা উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সিসিলি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ।

মানুষের অবস্থা চিরকাল সমান থাকে না। উৎকৃষ্ট অবস্থা কখন হীন হইয়া যায়, কখন হীন অবস্থা উৎকৃষ্ট হইয়া উঠে। যে এথেন্সনগরীয়েরা সার্ব্বত্রিক জয়লাভ দ্বারা অতিশয় প্রদৃপ্ত হ-ইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগের দশাবিপর্য্যয় হইতে আরম্ভ হইল, এবং স্পার্টানগরে ব্র্যাসিডাস নামে এক ব্যক্তি কার্য্যধুরন্ধর হওয়া-তে ঐ নগরের অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল। ব্র্যাসিডাস অসা-মান্য সাহস ও স্পার্টাদুর্লভ দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ দ্বারা বিভূষিত ছি-লেন। তিনি পাইলস ও অন্য অন্য স্থানের অবরোধকালে স্বীয় শৌর্য্য ও অসামান্য পুরুষকারের প্রকাশ দ্বারা আপনাকে সবিশেষ বিখ্যাত করিয়া ছিলেন। এথিনিয়েরা মেগারানগর স্ববশে আন-য়ন করিতে উদ্যত হইলে তিনি নিজ পৌরুষ প্রকাশের উত্তম অ-বসর প্রাপ্ত হইলেন। এথিনিয়েরা তাঁহার নিকটে পরাস্ত হইয়া মে-গারা পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কবিল। তিনি ঐ স্থানে অভিজাত-তন্ত্র স্থাপন করিলেন। অপর, বিয়োশিয়ায় এথিনিয়দিগের কতগুলি পক্ষ লোক ছিল। তাহাদিগের অনুরোধে এথিনিয়েরা ঐ স্থানে যুদ্ধ করিতে গেল। কিন্তু ব্র্যাসিডাসের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরা-ভূত হইল। অনন্তর, ডিলিয়মের যুদ্ধে এথিনিয়দিগের বিস্তর লো-ক নিহত হইল। এত লোক হত হইয়াছিল যে, পিলনিসিয় সং-গ্রামের আরম্ভাবধি চৌদ্দবৎসরের মধ্যে কখন কোন যুদ্ধে তত লোক হত হয় নাই।

এথিনিয়েরা কোনরূপে পাইলস ও সাইথিরা পরিত্যাগ না করা-তে স্পার্টানগরীয়েরা পরামর্শ স্থির করিল এথিনিয়েরা পাইলসে ও সাইথিরায় অবস্থিতি করিয়া যেমন যুদ্ধ করিতেছে, আমরা ন-দি এইরূপ ক্যালসিডাইসে ও থ্রেসের উপকূলে গিয়া যুদ্ধ ঐ স্থা করি, তাহা হইলে এথিনিয়দিগকে সেই সেই স্থান রক্ষ সাক্ষাৎ বান্ হইতে হইবে, সুতরাং পাইলস ও সাইথিরা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ব্র্যাসিডাসের উপরে যুদ্ধভার সমর্পিত হইল। তিনি ...রা

লপথবাহী হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ম্যাসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইবামাত্র তত্রত্য অব্যবস্থিতচিত্ত রাজা পর্ডিকাস তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। লিন্‌সেষ্টিয়দিগের অধিপতি আর্হিবিউসের সহিত পর্ডিকাসের বিবাদ ছিল, সেই বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করাতে ঐ স্থানে ব্র্যাসিডাসের কিয়ৎ কাল বিলম্ব হইল। অনন্তর, তিনি ক্যালসিডাইসে গমন করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে যে গ্রীকনগর এথিনিয়দিগের পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ আছে, আমি তাহাদিগকে মুক্ত করিতে আসিয়াছি, যদি কাহার স্বাধীনতা লাভের অভিলাষ থাকে, তিনি এই সময়ে চেষ্টা করুন। পূর্ব্বে স্পার্টানগরীয়দিগের উপরে লোকের শ্রদ্ধা ছিল না। প্রত্যুত বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল। এক্ষণে ব্র্যাসিডাসের অসামান্য দয়ালুতা ও অমায়িকভাব দর্শন করিয়া লোকের অন্তঃকরণ আর্দ্র ও নিতান্ত বশীভূত হইল। বিদ্বিষ্টপূর্ব্ব স্পার্টার নাম লোকের আদরণীয় হইয়া উঠিল। এথেন্সের মিত্রগণের মধ্যে অনেকের এরূপ ইচ্ছা হইল যে, স্পার্টানগরের সহিত মৈত্রী করে। আকান্থস ও ষ্টেগিরসের লোকেরা এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া এককালেই বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল এবং স্পার্টানগরীয় সৈন্যগণকে দুর্গমধ্যে স্থান দান করিল। অনন্তর, শীতকাল উপস্থিত হইল। ব্র্যাসিডাস ঐ স্থানে থাকিয়া ষ্ট্রিমননদীর তীরবর্ত্তী আম্ফিপলিসনগরের লোকদিগকে এই লওয়াইতে লাগিলেন যে, তাহারা এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগ করে। তাহারা তাঁহার প্রবর্ত্তনবাক্যে এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্পার্টানগরীয়দিগের হস্তে নগর সমর্পণ করিল। আইয়ননগরের লোকেরাও এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক থিউসিডাইডিস তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। যাহা হউক, আম্ফিপলিসনগরের লোকেরা এথেন্সের সন্ধিরূপ পরিত্যাগ করাতে অনেকেই ঐ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিত। এথিনিয়দাস স্পার্টা হইতে যথোচিত সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। নাই বটে তিনি এত দূর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা নাপর্যন্তে কুত্রাপি সবিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে নাই।

স্পার্টানগরীয় যে সকল ব্যক্তি এথেন্সে বন্দীকৃত ছিল, স্পার্টানগরীয়েরা তাহাদিগের কথা বিস্মৃত হয় নাই। তাহাদিগের উদ্ধারার্থ উহারা শমার্থী হইল। এথিনিয়েরাও সন্ধি বিধানে অনিচ্ছু ছিল না। অতএব উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া পিলপনিসিয় সংগ্রামের নবম বর্ষের প্রথমে (খৃ. পূ. ৪২৩ অব্দে) এক বৎসর কাল নিয়ম করিয়া সন্ধি বিধান করিল এবং ঐ বর্ষমাত্র স্থায়ী সন্ধি কালে তপর স্থিরতর সন্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল।

স্থিরতর সন্ধির নিয়ম সকল নির্ণীত প্রায় হইয়াছে এমন সময়ে এথিনিয়েরা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া সন্ধির আশা ভগ্ন করিয়া দিল। ব্র্যাসিডাস পর্ডিকাসের সাহায্যার্থ দ্বিতীয়বার ম্যাসিডোনিয়ায় গমন করেন। এথিনিয়েরা তাঁহার অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের সমুচিত শাস্তি দিবার মানসে কালসিডাইসে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। ব্র্যাসিডাস প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, এথিনিয়েরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহা হউক, যে স্থান প্রকৃতরূপে গ্রীস দেশ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়া থাকে, তত্রত্য ব্যক্তিদিগের শমার্থিতা হেতু তথায় সন্ধি ভগ্ন হয় নাই। এথিনিয়েরা যে সময়ে সাইয়োন নগরের অবরোধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল, ঐ সময়ে অব্যবস্থ অস্থিরচিত্ত পর্ডিকাস পুনরায় এথিনিয়দিগের সহিত মিত্রতা করিলেন এবং ব্র্যাসিডাসের সাহায্যার্থ স্পার্টা হইতে যে সমস্ত সৈন্য ও যুদ্ধের উপকরণ সামগ্রী আসিতেছিল, পথিমধ্যে তাহা রুদ্ধ করিলেন। একবর্ষকাল নিয়মে গ্রীস দেশীয়দিগের সন্ধি হয়। খৃ. পূ. ৪২২ অব্দে সেই নিয়মিত কাল অতীত হইল। উত্তরাংশে এথিনিয়দিগের যে সমস্ত সৈন্য ছিল ক্লিয়ন তৎসমুদায়ের আধিপত্য ভার প্রাপ্ত হইয়া সাইয়োনে গমন করিলেন। ঐ নগর তখন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ ছিল। ব্র্যাসিডাস কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত থাকাতে ক্লিয়ন টোরোন নগর গ্রহণ করিয়া আম্ফিপলিসের অভিমুখে যাত্রা করিল। ঐ স্থানে স্পার্টানগরীয় সেনাপতি ব্র্যাসিডাসের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। তৎকালে ব্র্যাসিডাসের সাহায্যার্থ স্পার্টা হইতে অনেক সৈন্য সামন্ত ও যুদ্ধোপযোগী নানা দ্রব্য সামগ্রী আসিয়া

উপস্থিত হইয়াছিল। ক্লিয়ন বিপক্ষগণকে যুদ্ধসন্নদ্ধ দেখিবামাত্র সসৈন্য ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। ব্র্যাসিডাস পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধ স্থলে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। সেনাগণ তাঁহাকে রণস্থল হইতে লইয়া গেল। ক্লিয়নের প্রথমাবধিই পলায়ন চেষ্টা ব্যতিরিক্ত অন্য চেষ্টা ছিল না। সে যেমন রণস্থল হইতে পলাইতেছিল, এক জন সৈনিক পুরুষ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার প্রাণ বধ করিল। এথিনিয় সৈন্যগণ সাহস পুরঃসর শত্রু সম্মুখীন হইয়া দীর্ঘকাল যুঝিয়াছিল। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করিল। ছয় শত এথিনিয় সৈন্য সমরশায়ী হইল। কিন্তু স্পার্টানগরীয় সাত জনের অধিক হত হয় নাই। যে সকল ব্যক্তি রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া গেল। ব্র্যাসিডাস আম্ফিপলিসেই দেহ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার চিরস্মরণার্থ ঐ স্থানে বর্ষে বর্ষে উৎসব হইত।

মহাত্মা ব্র্যাসিডাসের দেহান্ত হইলে পর তাঁহার স্বদেশীয় লোকেরা তৎসংকল্পিত কার্য্যের সিদ্ধিবিষয়ে মনোনিবেশ না করিয়া বন্দীকৃত ব্যক্তিদিগের উদ্ধারার্থ শমার্থী হইল। এথিনিয়দিগেরও নানাদিকে নানা ক্ষতি হওয়াতে গর্ব্ব অনেক খর্ব্ব হইয়া আসিয়াছিল। বিশেষতঃ যে ক্লিয়ন সর্ব্বদা এথিনিয়দিগের যুদ্ধ বিষয়ক উৎসাহ বর্দ্ধন করিত, সে এক্ষণে শমন সদনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে। উৎসাহ দিবার আর লোক ছিল না। অপর, নিসিয়াস নামে যে ব্যক্তি এথিনিয়দিগের প্রভাব, উৎসাহ ও মন্ত্র এই শক্তিত্রয়ের মূল এবং রাজ্যতন্ত্রের জীবনভূত হইয়াছিলেন, তিনি সাহসসম্পন্ন ক্ষমতাবান বীর পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি শান্তিপক্ষে নিতান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। এই সকল কারণে এথিনিয়দিগকে সন্ধিবিষয়ে মত প্রদান করিতে হইল। সন্ধির কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল। মীমাংসা হইতে হইতে শীতকাল অতীত হইল। খৃ. পূ: ৪২১ অব্দের বসন্তকালে সকলে সম্মত হইয়া এই স্থির করিল যে, পিলপনিসিয় সংগ্রাম আরম্ভের পর যিনি যে যে দেশ জয় করিয়াছেন তাঁহাকে সেই সেই দেশ পূর্ব্ব স্বামীকে ফি-

রিয়া দিতে হইবে। স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের লোক এবং উহাদিগের স্বস্ব মিত্রগণ সন্ধি নিয়মে বদ্ধ হইল। কেবল বিয়োশিয়া, করিন্থ, ইলিস এবং মেগারা এই কয় স্থানের লোক বদ্ধ হইল না। এথিনিয়েরা স্পার্টানগরীয় এবং স্পার্টানগরীয়েরা এথিনিয় যে সমস্ত ব্যক্তিকে বন্দীকৃত করিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা বিনা নিষ্ক্রয়ে মুক্ত হইল। পঞ্চাশ বৎসর কাল নিয়মে এই সন্ধি হয়। সন্ধির এক প্রকরণে এরূপ উল্লেখ ছিল স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধির নিয়মানুসারে কর্ম্ম না করিলে এথিনিয়েরা নিয়মানুসরণে প্রবৃত্ত হইবে না। অনন্তর, স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিকালকৃত নিয়ম প্রতিপালনে প্রথম প্রবৃত্ত হইয়া এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিল যদি কোন শত্রু এথেন্সনগর আক্রমণ করিতে আইসে, আমরা সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়া রক্ষা করিব; আর, তোমরা যখন অন্য দেশ আক্রমণ করিতে যাইবে, আমরা সেই সঙ্গে যাইব; কিন্তু অন্য কোন রাজ্যের সহিত যদি নূতন মিত্রতা করিতে হয়, অথবা, কাহার সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে পরস্পারের মতগ্রহণের অপেক্ষা থাকিবে না। এরূপ নিয়ম করিবার তাৎপর্য্য এই, আর্গসের সহিত স্পার্টার ত্রিংশদ্বর্ষকাল নিয়মে সন্ধি হইয়াছিল; সেই নিয়মিতকাল ইতিপূর্ব্বে অতীত হইয়াছে; ঐ নগরের সহিত যদি পুনরায় যুদ্ধ উপস্থিত হয়, আর, এথিনিয়েরা যুদ্ধ করিতে নিষেধ করে, তাহা হইলে যুদ্ধকরা বিষম ভার হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া স্পার্টানগরীয়েরা অগ্রে সাবধান হইয়া এই নিয়ম করে। যাহা হউক, এই নিয়মের কথা শ্রবণ করিয়া হীনবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের লোকেরা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া বিস্তর আপত্তি করিল। অতএব প্রথমাবধিই স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল, এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবার নহে। নিসিয়াসের যত্নেই এই সন্ধি হয়।

নিসিয়াসের কৃত সন্ধির পর সাতবৎসরকাল এথেন্স ও স্পার্টার লোকেরা পরস্পর রাজ্যাধিকারের আক্রমণ বিষয়ে পরাঙ্মুখ ছিল বটে, কিন্তু উহারা সন্ধির সমুদায় নিয়ম প্রতিপালন করে নাই। বিশেষতঃ উহারা আপন আপন মিত্র সংখ্যা বাড়াইবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক ছিল। অতএব গ্রীসদেশে সমরানল একবারে নি

র্ব্বাণ হয় নাই। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে স্পার্টানগরীয়েরা প্রধান হইয়া কতগুলি রাজ্যের সহিত মৈত্রীবন্ধন করে। ঐরূপ এথিনিয়েরাও কতগুলি রাজ্যের লোক একত্র করিয়া পরস্পর মৈত্রী করে। গ্রীসদেশের মধ্যে এই দ্বিবিধ মৈত্রী ছিল। এক্ষণে আর্গসবাসীরা স্বতন্ত্র মৈত্রীবন্ধন করিল। ম্যাণ্টিনিয়া, ইলিস, করিন্থ এবং ক্যালসিস এই কয় রাজ্যের লোকে উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। ঐ সময়ে স্পার্টানগরীয়েরা বিয়োশিয়ার সহিত এবং আর্গসের লোকেরা এথেন্সনগরের সহিত সন্ধি করিল। একে এথিনিয়দিগের স্বভাবতঃ যুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ ও সবিশেষ উৎসাহ ছিল, তাহাতে আবার এই সকল অনুকূল ঘটনা হইতে লাগিল, বিশেষতঃ আল্‌সিবাইডিস বাতাস দিতে লাগিলেন; সুতরাং কতক্ষণ আর সন্ধি থাকিতে পারে। এথেন্সনগরীয়েরা যুদ্ধবীর ছিল। আল্‌সিবাইডিসের বচন বিন্যাস উহাদিগের উদ্দীপন বিভাব হইয়া উঠিল। উহারা অবিলম্বে সন্ধিদূষণে প্রবৃত্ত হইল।

আল্‌সিবাইডিস যৎকালে এথিনিয়দিগকে যুদ্ধ বিষয়ে উৎসাহ দেন তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম অধিক নয়। কিন্তু মহাকুলপ্রসূত বলিয়া এথিনিয়েরা তাঁহার সবিশেষ গৌরব করিত। তিনি সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহাতে এক অনির্ব্বচনীয় অলোক সামান্য মহত্ত্ব ছিল। তাঁহার মহত্ত্বলাভের আকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না, আপনাকেও বড় বলিয়া জ্ঞান ছিল। এই উভয় কারণে তাঁহার সকল বিষয়েই সকলের অগ্রগণ্য হইবার নিতান্ত চেষ্টা হয়। স্বভাবতঃ তাঁহার অভিজাতদলে সমধিক পক্ষপাত ছিল। কিন্তু যখন যখন তাঁহার নিজের উদ্দেশ্য সাধন করিবার আবশ্যকতা হইত, তিনি প্রধানেতর প্রজাগণের আনুগত্য করিতেন। ঐ ব্যক্তির যত্নে আর্গস, ইলিস ও ম্যাণ্টিনিয়া এই কয় রাজ্যের সহিত একশত বৎসরকাল নিয়মে এথেন্সনগরের মিত্রতা হইল। করিন্থিয়েরা উহার কিঞ্চিৎ পরেই স্পার্টার সহিত পুনরায় পূর্ব্ববৎ মৈত্রী করিল। খ. পূ. ৪২০ অব্দে এই সকল ঘটনা হয়। পর বৎসর আর্গস ও এপিডরস এই উভয় রাজ্যের পরস্পর যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে

এথিনিয়েরা ঐ সুযোগে স্পার্টানগরীয়দিগকে অতিশয় বিরক্ত করিতে লাগিল। তাহাতে এরূপ আকার হইয়া উঠিল যে, পিলপনিসসে পুনরায় সমরানল প্রজ্বলিত হয়। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা চিরাভ্যস্ত সহিষ্ণুতা প্রভাবে এথিনিয়দিগের অত্যাচার সহ্য করিয়া রহিল। সে বৎসর এইরূপে অতীত হইল। পরবৎসর (খৃ. পূ. ৪১৮ অব্দে) আল্‌সিবাইডিস আর্গসবাসীদিগের পুনঃ পুনঃ উৎসাহ বর্দ্ধন করাতে উহারা স্পার্টানগরীয়দিগকে অতিশয় বিরক্ত করিয়া তুলিল। তাঁহারা আর সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতে পারিল না। তাহারা বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ম্যাণ্টিনিয়ায় গমন করিল। বিপক্ষগণও সমরসজ্জা করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইল। অনন্তর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। স্পার্টানগরীয়েরা সম্পূর্ণরূপে জয়ী হইল। স্পার্টানগরীয়েরা রণপণ্ডিত বলিয়া চির প্রসিদ্ধি ছিল। এথিনিয়দিগের নিকটে কয়েকবার পরাজয় হওয়াতে উহাদিগের মহিমার কিঞ্চিৎ ক্রটি হয়। কিন্তু ম্যাণ্টিনিয়ার সমরে জয়লাভ হওয়াতে উহাদিগের পূর্ব্ববৎ মহিমার বৃদ্ধি হইল। উহাদিগের মহিমার যে, বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহার প্রমাণ এই, অন্য অন্য রাজ্যের ন্যায় আর্গসেও অভিজাতব্যক্তিদিগের একটী এবং তদিতর ব্যক্তিদিগের একটী, এই দুটী দল ছিল। উভয় দলের পরস্পর বিরোধ ছিল। অভিজাতদল অপর দলের অমতেও স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিল। বিশেষতঃ আল্‌সিবাইডিস ঐ সন্ধি বিঘটিত করিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে স্পার্টানগরীয়দিগের পূর্ব্ববৎ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অন্যথা আর্গসনগরীয় অভিজাতদলের কোনরূপে এরূপ সাহস হইত না যে, তাহারা অন্যদলের অমতে এবং আল্‌সিবাইডিসের সহিত বিপক্ষতা করিয়া স্পার্টানগরের সহিত সন্ধি করে। স্পার্টার সহিত সন্ধি হইলে পর আর্গসবাসীরা পূর্ব্ব সুহৃদগণের সহিত সৌহার্দ্দের বিচ্ছেদ করিল, এবং এপিডরসের সহিত বিপক্ষতাচরণে বিরত হইল। স্পার্টা ও আর্গসের লোকেরা অন্য অন্য রাজ্যের লোকদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নশীল

হইল। যে যে রাজ্য উহাদিগের মতপ্রবিষ্ট হইল, স্পার্টানগরীয়েরা যত্নবান হইয়া সেই সেই রাজ্যে অভিজাততন্ত্র স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর্গসনগরে অভিজাতব্যক্তিদিগের একটী এবং তদিতর ব্যক্তিদিগের একটী, এই দুটী দল ছিল। খৃ. পূ. ৪১৭ অব্দে অভিজাতদল অপরদলের নিকটে পর্য্যুদস্ত হইল। অপরদল পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। স্পার্টানগরীয়েরা অভিজাতদলের সাহায্যার্থ যে সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, তাহারা বহুকাল বিলম্বে আর্গসে পৌঁছিল। অতএব তদ্দ্বারা কোন উপকার দর্শিল না। প্রধানেতর ব্যক্তিরা এথিনিয়দিগের সহিত যোগ করিল, এবং পাছে বিপক্ষগণ নগর আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় নগর রক্ষার ঔপয়িক বিবিধ অনুষ্ঠান করিল। খৃ. পূ. ৪১৬ অব্দে আলসিবাইডিস কুড়িখান জাহাজ লইয়া আর্গসে গমন করিলেন এবং তত্রত্য অভিজাতদলের তিন শত লোককে জাহাজে করিয়া সন্নিহিত উপদ্বীপে লইয়া গেলেন। সেই উপদ্বীপমধ্যে উহারা বন্দীকৃত হইয়া রহিল।

গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত প্রায় সমুদয় উপদ্বীপের লোক এথেন্সনগরের শ্রীবৃদ্ধিকালে এথিনিয়দিগের মতপ্রবিষ্ট হইয়াছিল। কেবল মেলসউপদ্বীপের লোকেরা উহাদিগের মতপ্রবিষ্ট হয় নাই। উহাদিগকে স্বমত প্রবিষ্ট করিবার নিমিত্ত এথিনিয়েরা পূর্ব্বে বহুতর চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এক্ষণে উহারা সুসময় উপস্থিত দেখিয়া মেলস উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিবার নিমিত্ত একদল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। ক্লিয়োমিডিস সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি প্রথমে সামোপায় দ্বারা মেলসবাসীদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু উহারা এই কথা বলিল তোমরা এত যত্ন করিতেছ কেন, আমরা কোন পক্ষই অবলম্বন করিব না। ক্লিয়োমিডিস এই উত্তর পাইয়া তত্রত্য নগর অবরোধ করিলেন। মেলসবাসীরা সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে দীর্ঘকাল নগর রক্ষা করিয়াছিল, শেষ রক্ষা করিতে না পারিয়া এথিনিয়দিগের হস্তে

নগর সমর্পণ করিল ; এথিনিয়েরা কোপপ্রযুক্ত ঐ উপদ্বীপ শ্মশান তুল্য নির্ম্মনুষ্য ও সমভূমি করিয়া ফেলিল। শেষে আপনারা ঐ স্থানে পাঁচ শত লোক পাঠাইয়া দিল। তাহারা তথায় বসতি করিল। মেলস উপদ্বীপে প্রথমে ডোরিয়জাতির বসতি ছিল, মেলসবাসীরা স্পার্টানগরীয়দিগের সজাতীয় লোক। সজাতীয় ব্যক্তিদিগকে তাদৃশ বিপদাক্রান্ত দেখিয়াও স্পার্টানগরীয়েরা কেবল সন্ধি ভঙ্গ ভয়ে তাহাদিগের সাহায্যদানে বিমুখ ছিল।

পেরিক্লিসের মৃত্যুর পর অবধি এথিনিয়দিগের নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছিল যে, সিসিলি উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লয়। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে যে সময়ে লিয়োণ্টিনাই এবং সিরাকিউজ এই উভয় নগরের পরস্পর যুদ্ধ হয়, তৎকালে উহারা ঐ চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু সমরকারীরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধি করাতে উহারা অভিপ্রেত সিদ্ধি করিতে পারে নাই। এক্ষণে অভীষ্টসিদ্ধির পন্থা হইয়া উঠিল। সিসিলি উপদ্বীপের অন্তর্ব্বর্ত্তী ইজিষ্টা ও সেলাইনস এই উভয় নগরের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ইজিষ্টার লোকেরা সাহায্যার্থী হইয়া এথেন্সনগরে কতিপয় দূত প্রেরণ করিল। দূতগণ খৃ. পূ. ৪১৬ অব্দে এথেন্সে উপনীত হইয়া আপনাদিগের প্রার্থিত নিবেদন করিল এবং এথিনিয়দিগের প্রলোভনার্থ এই কথা বলিল, তোমরা যদি সৈন্য দ্বারা আমাদিগের সহায়তা কর, আমরাও অর্থ দ্বারা তোমাদিগের সাহায্য করিব। এথিনিয়েরা তৎক্ষণাৎ এই আদেশ করিল, এথিনিয় দূতগণ সিসিলি উপদ্বীপে গমন করিয়া অগ্রে দেশের ভাব ও অবস্থা বুঝিয়া আসুক। তাহাদিগের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পরেই সৈন্য প্রেরিত হইবে। এথেন্সনগরীয় দূতগণ তৎক্ষণাৎ সিসিলি উপদ্বীপে যাত্রা করিল। তাহারা পর বৎসর (খৃ. পূ. ৪১৫ অব্দের) বসন্তকালে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা লইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং ইজিষ্টার ধনসমৃদ্ধির বিষয় বাহুল্যরূপে বর্ণন করিল। শুনিয়া এথিনিয়দিগের লোভ জন্মিল। উহারা তৎক্ষণাৎ সিসিলি উপদ্বীপে একদল জাহাজ পাঠাইবার অনুমতি করিল। আলসিবাইডিস, নিসিয়াস এবং ল্যামেকস এই তিন ব্যক্তি অ-

ধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত হইলেন; যুদ্ধের আদেশ হওয়াতে আল্সিবাইডিস অতিশয় হৃষ্ট হইলেন। স্পার্টার সহিত সন্ধি ভঙ্গ হইয়া যুদ্ধ ঘটনা হয়, আল্সিবাইডিসের আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, এক্ষণে সেই অভীষ্টসিদ্ধি হইল। পক্ষান্তরে, স্পার্টার সহিত সন্ধি ভঙ্গ করা নিসিয়াসের অত্যন্ত অনভিমত। এথিনিয়েরা সেই অনভিমত কার্য্যসাধনে উদ্যত হওয়াতে তিনি অতিশয় অসুখী হইলেন। তিনি এথিনিয়দিগকে তাদৃশ অবিধেয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল। এথেন্সের যেমন নাম, তেমনি সমৃদ্ধরূপে যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল। সন্ধিপক্ষপ্রণয়ীরা সমরোৎসুক ব্যক্তিদিগকে কোনরূপে সমর চেষ্টা হইতে বিরত করিতে না পারিয়া শেষে আল্সিবাইডিসকে উৎসন্ন করিবার সংকল্প করিল।

পোতসম্প্রদায় প্রস্তুত হইলে পর এক দিবস প্রাতঃকালে দৃষ্ট হইল, পথের শোভার নিমিত্ত পথের ধারে ধারে হর্ম্মিসদেবের যত অর্দ্ধবিনির্ম্মিত প্রতিকৃতি স্থাপিত ছিল, তৎসমুদায় ভগ্ন হইয়াছে। তদ্দর্শনে প্রজাগণের মনে অত্যন্ত শঙ্কা জন্মিল। সকলের এইরূপ বিশ্বাস হইল, রাষ্ট্রমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লাবনের চক্রান্ত হইয়াছে; চক্রান্তকারীদিগেরই এই কর্ম্ম। ভয়কাতর প্রজাগণ এইকাণ্ড চক্রান্তকারীদিগের অনুষ্ঠিত অবধারিত করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিল, যে ব্যক্তি দোষীর অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে যথেষ্ট পুরস্কার দেওয়া যাইবে। প্রজাগণ তৎকালে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। ধূর্ত্ত লোকেরা ঐ সুযোগ দেখিয়া পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশায় মিথ্যা করিয়া কত লোকের নাম করিতে লাগিল। যাহাদিগের নাম করিতে লাগিল, তাহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল এ সময়ে আত্মনির্দ্দোষতা প্রমাণ করা সুসাধ্য নহে; অতএব তাহারা প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাদিগের বিষয় বিভব আটক হইল এবং তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের অনুমতি হইল। এই কাণ্ড কে করিল, কেনই বা করিল, প্রাচীন গ্রন্থকারেরা এ সকল কথার উল্লেখ করেন নাই। নব্য গ্রন্থকারেরা অনুমান করেন, আল্সিবাইডিসকে উৎসন্ন করিবার

জন্য তাঁহার শত্রুগণ ঐ প্রযোগ করে। কিন্তু তিনি যাবৎ এথেন্সে ছিলেন, তাবৎ কেহ তাঁহার নামে অভিযোগ করে নাই।

এথিনিয় সেনাপতিগণ পোতসম্প্রদায় সমভিব্যাহারে লইয়া এথেন্স হইতে যাত্রা করিয়া প্রথমে ইজিনায় উপস্থিত হইলেন। সে স্থান হইতে কর্সাইরায় গেলেন। ঐ স্থানে মিত্র সেনাগণ আসিয়া তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইল। অতঃপর তাঁহারা কর্সাইরা পরিত্যাগ করিয়া বরাবর ইটালির দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া রিজিয়ম উপস্থিত হইলেন। সেনাপতিগণ ইজিষ্টাবাসীদিগের ভাব পরীক্ষার্থ ঐ স্থান হইতে প্রথমে তিন খান জাহাজ পাঠাইয়া দিলেন এবং আপনারা তাহার প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন। পোতত্রয় কতিপয় দিবসের পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া এই সম্বাদ দিল ইজিষ্টানগরের সমৃদ্ধিমত্তার যে সকল কথা শ্রবণ করা গিয়াছে, সে সমুদায় অলীক। এই সমাচার শ্রবণ করিয়া অনেকের উৎসাহ ভঙ্গ হইল। কিন্তু আলসিবাইডিস এবং লামেকস ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তাঁহারা বরাবর চলিলেন। ইজিস্টার সহায়তা করাই যে, তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এরূপ নহে, সিসিলির অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগর গ্রহণের এবং সিরাকিউজ আক্রমণের একান্ত অভিলাষ ছিল। সিসিলির অন্তঃপাতী কতিপয় নগর গৃহীত হইল। শেষে সমুদায় জাহাজ সিরাকিউজনগরের পুরোভাগে উপনীত হইল। ঐ সময়ে আলসিবাইডিসকে লইতে এথেন্সনগর হইতে এক জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহারা তাঁহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল, তাহারা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল আপনকার বিপক্ষগণ আপনকার নামে অভিযোগ করিয়াছে, আপনাকে এথেন্সে উপস্থিত হইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে হইবে। আলসিবাইডিস শুনিয়া ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন না। আপনার জাহাজে আরোহণ করিয়া চলিলেন। এথেন্স প্রেরিত জাহাজ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। জাহাজ থিউরিয়াইনগরে পৌঁছিবামাত্র তিনি জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং তথা হইতে প্রস্থান করিয়া পিলপনিসসে গমন করিলেন। এথিনিয়েরা এই সমাচার

প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা এবং তাঁহাকে বিস্তর অভিসম্পাত করিল; আর, তাঁহার যাবতীয় বিভব রাজকোষ পর্য্যাপ্ত হইল। আল্‌সিবাইডিস যাবৎ রণস্থলে ছিলেন, সেনাগণ তাবৎ প্রভূত উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিল। তিনি রণস্থল পরিত্যাগ করিলে সকলেই মন্দোৎসাহ ও যুদ্ধ ব্যাপারে শ্লথাদর হইল। অতিমন্দভাবে রণক্রিয়া চলিতে লাগিল। সিরাকিউজের লোকদিগের মনে প্রথমে যে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা অবিলম্বে দূরগত হইল। ফলতঃ এথিনিয়েরা আল্‌সিবাইডিসের প্রতি তাদৃশ দুর্ব্যবহার না করিলে তিনি সিসিলি উপদ্বীপে এথেন্সের নামানুরূপ গৌরব রক্ষা করিতেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রতি তাদৃশ দুর্ব্যবহার প্রযুক্ত হওয়াতে এথেন্সনগরের যথেষ্ট অনিষ্ট হইল। যাহা হউক, এথিনিয়েরা কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ যুদ্ধ করিয়া শীত প্রারম্ভে সিরাকিউজ অবরোধ করিতে গেল। ঐ নগরেরই এক ব্যক্তি স্বনগরদ্রোহী হইয়া উহাদিগের পথ প্রদর্শক হইল। উহারা সিরাকিউজনগরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ওলিম্পিয়ম নামে এক উৎকৃষ্ট স্থানে অবতীর্ণ হইয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিল। সিরাকিউজনগরের লোকেরা যুদ্ধার্থী হইয়া নগর হইতে বহির্গত হইল। উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে সংগ্রাম আরম্ভ হইল। সিরাকিউজের অশ্বারোহ সৈন্যগণ রণস্থলে বিপুল পরাক্রম প্রকাশ ও সমর নৈপুণ্য প্রদর্শন না করিলে তত্রত্য ব্যক্তিদিগকে সমরশায়ী হইতে হইত সন্দেহ নাই। যাহা হউক, শীত কাল বলিয়া এথিনিয়েরা যুদ্ধের অন্য চেষ্টা না করিয়া ক্যাটেনানগরে প্রস্থান করিল। ঐ নগরের সহিত উহাদিগের পূর্ব্বে মিত্রতা হইয়াছিল।

সিরাকিউজনগরে তৎকালপর্য্যন্ত হর্ম্মোক্রেটিসের সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। সকল লোকই তাঁহার বশ্য ছিল। তিনি নগরবাসীদিগকে সুশিক্ষিত করিতে ও সাধ্যানুসারে উৎসাহ দিতে লাগিলেন এবং সাহায্য প্রার্থনায় করিন্থে ও স্পার্টানগরে দূত প্রেরণ করিলেন। নগরের আয়তন বৃদ্ধি হইলে বিপক্ষগণ অনায়াসে নগর অবরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এই বিবেচনা করিয়া

সিরাকিউজবাসীরা নগরের সীমা বৃদ্ধি করিয়া পরিখাখনন ও প্রাচীরাদি নির্ম্মাণরূপ নগর রক্ষার উপযুক্ত বিবিধ অনুষ্ঠান করিল, এবং প্রতিবেশী নগরবাসীদিগের সহিত মৈত্রীবন্ধনে সাতিশয় যত্নবান্ হইল। এথিনিয়েরাও সাহায্যার্থী হইয়া সিসিলির নানানগরে, কার্থেজে এবং টর্হেনিয়দিগের নিকটে দূত প্রেরণ করিল। সিসিলি উপদ্বীপে গ্রীসদেশীয়দিগের যত নগর নিবেশিত ছিল, তত্রত্য লোকেরা সিরাকিউজের সাহায্যদানে সমধিক সমুৎসুক হয় নাই। যে স্থান হইতে সাহায্য প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবনা ছিল না, সেই স্থান হইতেই সিরাকিউজনগরীয়দিগের সাহায্য প্রাপ্তি হইল। সিরাকিউজনগরীয় দূতগণ প্রথমে করিন্থে গমন করে। করিন্থিয়েরা হৃষ্টচিত্তে উহাদিগের সাহায্যদান অঙ্গীকার করিল। অনন্তর, উহারা তত্রত্য কতিপয় ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে করিয়া স্পার্টানগরে গমন করিল। দূতগণ যৎকালে স্পার্টানগরে উপস্থিত হয়, তৎকালে আল্‌সিবাইডিস সেই স্থানে ছিলেন। স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিত। তিনি তাহাদিগকে অবিলম্বে সিরাকিউজে সৈন্য প্রেরণের পরামর্শ দিলেন। তাহারা গিলিপসকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া কতগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া সিরাকিউজে পাঠাইয়া দিল। গিলিপস যুদ্ধ কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন।

খৃ. পূ. ৪১৪ অব্দের বসন্তকালে এথিনিয়েরা পুনরায় সিরাকিউজ অবরোধ করিবার উপক্রম করিল। এই উপলক্ষে প্রথমে এপিপলি নামে এক উন্নত প্রদেশে যুদ্ধ হইল। সিরাকিউজনগরীয়েরা রণস্থলে পরাজিত হইল। এথিনিয়েরা অতঃপর অগ্রসর হইয়া নগরের অতিনিকটে গেল এবং নগরের লোকদিগের বহির্গমন পথ রুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে নগরের চতুর্দ্দিকে পরিখাখনন এবং প্রাচীরনির্ম্মাণ আরম্ভ করিল। এই প্রসঙ্গে বহু বার যুদ্ধ হইল। প্রতিযুদ্ধেই সিরাকিউজনগরীয়েরা পরাস্ত হইল। কিন্তু উহার অন্যতম সংগ্রামে ল্যামেকস নিহত হইলেন। তাহাতে সিরাকিউজনগরীয়েরা কিঞ্চিৎ উৎসাহান্বিত হইল। যাহা হউক, এই সময়ে এথিনিয়দিগের সমুদায় জাহাজ সিরাকিউজের

পোতাশ্রয়ে (১) প্রবিষ্ট হইল। সিরাকিউজনগরীয় যাবতীয় সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিল। এদিকে নগর সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইল। তদ্দর্শনে নগরের লোকেরা ভগ্নোৎসাহ হইয়া সন্ধি করিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইল এবং উহারা যে হর্ম্মোক্রেটিসের পরামর্শে এত দিন চলিয়াছিল, সেই স্বদেশানুরক্ত সৎপরামর্শী ব্যক্তিকে পদচ্যুত করিল। পক্ষান্তরে, সিসিলির অন্তঃপাতী বহুতর নগর এবং টর্হেনিয়দিগের মধ্যে অনেকে এথিনিয়দিগের সহিত সংযুক্ত হইল। এই সকল অনুকূল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়দিগের হৃদয়ে জয়াশা জন্মিল। সিসিলি উপদ্বীপে যখন এই সকল ব্যাপার উপস্থিত, গিলিপস সেই সময়ে সিসিলির উত্তর উপকূলে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার আগমনমাত্রেই ডোরিয়জাতির উপনিবেশিত যাবতীয় নগরবাসীরা উৎসাহসমন্বিত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল। সিরাকিউজনগরীয়েরা তাঁহার আগমন সমাচার প্রাপ্ত হইয়া পরম পুলকিত হইল এবং পূর্ব্বে যে সন্ধি করিবার চিন্তা করিতেছিল, সে চিন্তা অন্তর হইতে দূরীভূত করিল। গিলিপস এপিপলি নামক উন্নতপ্রদেশে উপনীত হইলেন এবং সিরাকিউজনগরবাসীদিগের সহিত মিলিত হইয়া এথিনিয়দিগের প্রারব্ধ পরিসমাপ্তপ্রায় প্রাচীর আক্রমণ করিলেন।

গিলিপস সিসিলি উপদ্বীপে উপস্থিত হইলে এথিনিয়দিগের জয়াশা দূরে গেল। এথিনিয়েরা প্রারব্ধ প্রাচীর সমাপন করিতে অসমর্থ হইল, এবং, উহারা যুদ্ধোপযোগী যে যে দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহাতে বঞ্চিত হইল। উহারা শেষে এই অবধারণ করিল যে, স্থলে যুদ্ধ করিয়া আর অভীপ্সিত ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। ওদিকে গিলিপস নগর রক্ষার উপায় অনুষ্ঠানে এবং সেনাগণের শিক্ষাদানে সবিশেষ মনোযোগী হইলেন। তিনি ঐ বিষয়ে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন, এবং, এথিনিয়দিগের সহিত কয়েকবার যে সামান্যরূপ যুদ্ধ হয়, তাহাতেও

(১) জাহাজাদি যে স্থানে অবস্থান করে, তাহা পোতাশ্রয় শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। পোতশব্দে জাহাজাদি; আশ্রয় শব্দে থাকিবার স্থান। ইংরাজী ভাষায় ইহাকে হার্ব্বর কহে।

জয় লাভ করিলেন। তদ্দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া সিসিলির লোকেরা সিরাকিউজের পক্ষ অবলম্বন করিল। ন্যাক্সস ও ক্যাটেনা এই উভয় নগর ভিন্ন প্রায় অন্য কোন নগর এথিনিয়দিগের পক্ষে ছিল না। এই সময়ে সিরাকিউজের সাহায্যার্থ গ্রীস দেশ হইতে বহুতর সৈন্য সমাগত হইল। আরো অধিকতর সৈন্যের আগমন সম্ভাবনা ছিল। এদিকে নিসিয়াসের বিষম বিপদ উপস্থিত হইল। সিরাকিউজনগর অবরোধ করা দূরে গেল। তিনি স্বয়ংই সসৈন্য অবরুদ্ধ হইলেন। অতএব তিনি এথেন্সনগরে এই অভিপ্রায়ে পত্র লিখিলেন, তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়াছে, এথিনিয়েরা তাঁহাকে বিদায় দেন এবং সিসিলি উপদ্বীপে সত্বর সৈন্য প্রেরণ করেন। এথিনিয়েরা তাঁহার সমর হইতে অবসর প্রাপ্তির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল। কিন্তু ডিমস্থিনিস ও ইয়ুরিমিডন উভয়কে সেনাপতি করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে কতগুলি সৈন্য দিয়া সিসিলিতে পাঠাইয়া দিল। সিসিলি উপদ্বীপে এথিনিয় সৈন্য প্রেরণ সমাচার শ্রবণ করিয়া স্পার্টানগরীয়েরা আটিকা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। পূর্ব্বে সন্ধি একপ্রতিবন্ধক ছিল। স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিভঙ্গভয়ে কয়েক বৎসর আটিকা আক্রমণ করিতে যায় নাই। কিন্তু এথিনিয়েরা খৃ. পূ. ৪১৪ অব্দে আর্গসবাসীদিগের সাহায্যার্থ গমন করিয়া লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী কতিপয় নগর বিলুণ্ঠিত করিয়া সন্ধি ভঙ্গ করে। অতএব স্পার্টানগরীয়দিগের আর এরূপ শঙ্কা ছিল না যে, সন্ধি ভঙ্গ জন্য দায়ভাগী হইতে হইবে। উহারা নিঃশঙ্ক হইয়া খৃ. পূ. ৪১৩ অব্দে আটিকা আক্রমণ করিতে গেল। এজিস প্রধান সেনাপতি হইলেন। এজিস আল্সিবাইডিসের পরামর্শানুসারে আটিকার অন্তঃপাতী কতিপয় প্রদেশ উৎসাদিত করিয়া ডিসিলিয়ায় অবস্থান করিলেন। ঐ স্থান হইতে বিপক্ষপক্ষের শস্যক্ষেত্র বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি এথিনিয়দিগের কষ্টদায়ক শত্রু হইয়া উঠিলেন। এথিনিয়দিগের যুগপৎ উভয় স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উহাদিগের ব্যয় বৃদ্ধি হইল; কিন্তু আয় কমিয়া গেল। রণস্থলে উহাদিগের যত দুরবস্থা ঘটিতে লাগিল,

ততই উহাদিগের গৃহ বিবাদ প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল। অন্য কথা কি, রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হয় এরূপ আকার হইয়া উঠিল।

এথিনিয়েরা নিসিয়াসের সাহায্যার্থ যে সৈন্য পাঠাইয়া দেয়, সেই সৈন্য সিসিলি উপদ্বীপে উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে গিলিপস ও হর্ম্মোক্রেটিস উভয়ে সিরাকিউজনগরীয়দিগের মত করিয়া নিসিয়াসের সহিত নৌসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। সিরাকিউজের পোতাশ্রয়ের প্রবেশ মুখে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সংগ্রামে এথিনিয়েরা জয়ী হইল। সিসিলির উপকূলে এথিনিয়দিগের একটী আবসথ ছিল। সংগ্রামে জয় লাভের পর এথিনিয়েরা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল, গিলিপসের সেনাগণ তাহা অধিকার করিয়া লইয়াছে। তদ্দর্শনে এথিনিয়েরা অতিশয় বিষণ্ন হইল এবং সিরাকিউজনগরীয়েরা উৎসাহ সমন্বিত হইয়া উহাদিগের নানাবিধ অপকার করিতে আরম্ভ করিল। এথিনিয়েরা আহারসামগ্রী বিরহে দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিল। সিরাকিউজনগরীয়েরা দ্বিতীয়বার নৌসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সংগ্রাম কতিপয় দিবস স্থায়ী হয়। শেষে এথিনিয়েরা পরাস্ত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। নৌসংগ্রামে দুর্জ্জয় বলিয়া এথিনিয়দিগের যে কীর্ত্তি ছিল, এই যুদ্ধে পরাভব হওয়াতে সে কীর্ত্তি লোপ পাইল। এই সঙ্কট সময়ে ডিমস্থিনিস এবং ইয়ুরিমিডন উভয়ে প্রভূততর সৈন্য সমভিব্যাহারে সিসিলিতে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে নিসিয়াসের সমভিব্যাহারী এথিনিয়দিগের বিশুষ্কপ্রায় আশালতা পুনরুজ্জীবিত হইল এবং বিপক্ষগণ অতিশয় ভীত হইল। ডিমস্থিনিস এপিপলির উদ্ধারার্থ অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন। তিনি এক দিন রাত্রি কালে হঠাৎ বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রথমে বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। শেষে নানা অনমুকূল ঘটনা হওয়াতে তাঁহার সেনাগণ রণে ভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ পলায়ন আরম্ভ করিল। অধিকাংশ লোকই অন্ধকারে খণ্ড খণ্ডীকৃত হইল। অবশিষ্ট সেনাগণ পলাইয়া শিবির মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এই দুর্ঘটনা হওয়াতে এথিনিয় সেনাপতিগণ অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইলেন।

বিশেষতঃ এই সময়ে সেনাগণের পীড়া হইতে আরম্ভ হয়, তাহাতে সেনাপতিগণ নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। ডিমস্থিনিস সিসিলি পরিত্যাগের প্রস্তাব করিলেন। নিসিয়াসেরও তদ্বিষয়ে মত ছিল, কিন্তু তিনি ভাবিতে লাগিলেন এখন পলায়ন করা সহজ নহে, বিপক্ষগণ জানিতে পারিলে উৎপাত করিতে ক্রটি করিবে না, পথিমধ্যে অত্যন্ত আপদে পড়িতে হইবে। যাহা হউক, তিনি ডিমস্থিনিসের মতে মত দিলেন। শেষে এই স্থির হইল শত্রুরা জানিতে না পাবে এরূপ করিয়া পলায়ন করা উচিত। কিন্তু তৎকালে চন্দ্র গ্রহণ হওয়াতে উপধর্ম্মবিমোহিত এথিনিয়দিগের সংকল্পিতসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। ওদিকে সিরাকিউজনগরীয়েরা উহাদিগের পলায়ন চেষ্টা জানিতে পারিয়া ছিয়াত্তর খান সাংগ্রামিক জাহাজ লইয়া সত্বর আক্রমণ করিতে গেল। এথিনিয়েরাও শত্রুসম্মুখীন হইল। উহাদিগের সাতাশী খান জাহাজ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ঘোরতর সংগ্রামের পর এথিনিয়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। ইয়ুরিমিডন সমর শয্যায় শয়ন করিলেন। যে সকল জাহাজ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়াছিল, গিলিপস তৎসম্দায় আক্রমণ করিলেন। কিন্তু পোত সৈনিকগণ অসীমসাহস প্রদর্শন করাতে তদ্গ্রহণে অসমর্থ হইলেন। এথিনিয়দিগের বিস্তর ক্ষতি হইল। সিরাকিউজনগরীয়েরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইল।

সিরাকিউজনগরীয়েরা পুনরায় নৌসংগ্রামের উদ্যোগ করিল। এথিনিয়েরাও যুদ্ধ সজ্জা করিল। সমুদায়ে এক শত দশ খান জাহাজ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। নিসিয়াস কতগুলি সৈন্য লইয়া সমুদ্রের উপকূলে ব্যূহ রচনা করিলেন। ওদিকে নৌসংগ্রাম আরম্ভ হইল। উভয় পক্ষই কিয়ৎ কাল উৎসাহ সহকারে যুদ্ধ করিলী। এথিনিয়েরা রণভর সহিষ্ণু না হইয়া শেষে উপকূলাভিমুখে প্রস্থান করিল। তীরস্থ সেনাগণের ব্যূহ ভঙ্গ হইয়া গেল। বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। অধিকাংশ লোক ভয়ে বিহ্বল হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। এথিনিয়দিগের প্রায় অর্দ্ধেক জাহাজ বিনাশিত হইল। তৎকালে উহাদিগের পলায়ন চিন্তা ভিন্ন

অন্য কোন চিন্তা ছিল না। আর সমুদায় বিষয় উপেক্ষিত হইল। শেষে উহারা এই পরামর্শ করিল, আর জাহাজে প্রয়োজন নাই, স্থলে কোন নির্ব্বিঘ্ন ও নিরাতঙ্ক স্থান আশ্রয় করিয়া প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ঐ পরামর্শ স্থির হইলে সমুদায় জাহাজ পরিত্যক্ত হইল। উহারা স্থলপথ বহিয়া প্রস্থান আরম্ভ করিল। সিরাকিউজনগরীয়েরা উহাদিগের পলায়নপরামর্শ জানিতে পারিয়া সমুদায় পথ রুদ্ধ করিল। এথিনিয়েরা যখন পলায়ন আরম্ভ করে, তৎকালে তাহাদিগের চল্লিশ হাজার সৈন্য ছিল। পীড়িত, আহত ও মুমূর্ষু ব্যক্তিরা পশ্চাদ্ভাগে পড়িয়া রহিল। নিসিয়াস অগ্রসর সৈন্যদলের এবং ডিমস্থিনিজ পৃষ্ঠচর সেনাগণের অধিনায়কতা করিতে লাগিলেন। সিরাকিউজনগরীয়েরা পথিমধ্যে অতিশয় উৎপাত আরম্ভ করিল। কতিপয় দিবসের পর এথিনিয়দিগকে অগত্যা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। অতিসঙ্কীর্ণ এক স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ডিমস্থিনিস এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী ছয় হাজার সৈন্যের সহিত ঐ যুদ্ধ হয়। নিসিয়াস তৎকালে অগ্রসর সৈন্য সমভিব্যাহারে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছিলেন। ডিমস্থিনিস এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ কিয়ৎক্ষণ সাহস পুরঃসর যুদ্ধ করিল। সিরাকিউজনগরীয়েরা উহাদিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইল যদি তোমরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগের অধীনতা স্বীকার কর আমরা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমাদিগের এক প্রাণীরও প্রাণ হিংসা করিব না। ডিমস্থিনিস এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী সৈন্যগণ ঐ বাক্যে বিশ্বাস করিয়া অধীনতা স্বীকার করিলেন।

পিলিপস পর দিন অতিদ্রুতপদে নিসিয়াসের পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। অনতিবিলম্বে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া ডিমস্থিনিসের অধীনতা স্বীকারের সংবাদ দিলেন এবং তাঁহাকে অধীনতা স্বীকার করিতে কহিলেন। তিনি ডিমস্থিনিসের অধীনতা স্বীকারের কথায় বিশ্বাস না করিয়া পিলিপসের কৃত প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। সসৈন্য বরাবর যাইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বহুতর কষ্টভোগ করিতে হইল, কষ্ট নিতান্ত অসহ্য হ-

ইয়া উঠিলে শেষে তিনি অগত্যা অধীনতা স্বীকার করিলেন। এথিনিয়দিগের সৈন্যগণ তৎকালে অতিশয় কমিয়া গিয়াছিল। সমুদায়ে সাত হাজার লোক বন্দীকৃত হইল। সিরাকিউজনগরীয়েরা বন্দীগণের প্রতি যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিল, মানুষে মানুষের প্রতি সেরূপ নৃশংস ব্যবহার করে না। উহারা বন্দীগণকে অতি কদর্য্য স্থানে রুদ্ধ করিয়া রাখিল এবং অত্যল্প খাদ্য সামগ্রী দিতে লাগিল, তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইয়া উহাদিগের ক্লেশেরই অধিকতর বৃদ্ধি হইল। বন্দীগণ সত্তর দিন ঐ অবস্থায় ছিল। অধিকাংশ লোকই সেই ভয়ঙ্কর কারাগৃহে প্রাণত্যাগ করিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা বহিরানীত হইয়া দাস বলিয়া বিক্রীত হইল। কেবল এথিনিয়েরা এবং ইটালি ও সিসিলিবাসী গ্রীকেরা দাস বলিয়া বিক্রীত হয় নাই। গিলিপস, নিসিয়াস ও ডিমস্থিনিসের প্রাণ রক্ষা করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। তাঁহারা উভয়েই নিহত হইলেন। এথিনিয়েরা সিসিলি উপদ্বীপে যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার এইরূপ বিষম পরিণাম হইল। সিরাকিউজ আক্রমণ করিতে গিয়া উহাদিগকে যে প্রকার ক্ষতি ও অপমান গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, বোধ হয়, কোন যুদ্ধে কোন কালে উহাদিগের তাদৃশী ক্ষতি ও তাদৃশ অপমান হয় নাই।

সিরাকিউজনগরে এথিনিয়দিগের যে পরাজয় হয়, ঐ পরাজয়ই উহাদিগের কালস্বরূপ হইল। ইহার পর অবধি উহাদিগের দশা বিপর্য্যয় হইতে আরম্ভ হইল। দিন দিন মহত্ত্ব হানি হইতে লাগিল। পরাজয় সম্বাদ এথেন্সনগরে নীত হইলে অসম্ভাবিত বোধে প্রথমে কেহই বিশ্বাস করে নাই। পরে যখন সত্য বলিয়া সকলের প্রতীতি জন্মিল, তখন প্রজাগণ একবারে বিষাদ সাগরে মগ্ন হইল এবং যে সকল ব্যক্তি উদযোগী হইয়া সিসিলি উপদ্বীপে সৈন্য প্রেরণের প্রবৃত্তি বিধান করিয়াছিল, তাহাদিগের উপরে অতিশয় রাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। যাহা হউক, উহাদিগের বিষণ্ণভাব দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই। উৎসাহ পুনরুদ্দীপিত হইয়া উঠিল। উহারা পুনরায় যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করি-

ল। স্পার্টানগরীয়েরা ঐ সময়ে রণস্থলে বিপুল পরাক্রম প্রকাশ করিলে একবারেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা তাহা করে নাই, তাহাতে যুদ্ধ আরো নয় বৎসর কাল ব্যাপী হয়। স্পার্টানগরীয়েরা ঐ নয় বৎসরের মধ্যে আটিকার অন্তঃপাতী ডিসিলিয়া পরিত্যাগ করে নাই। পূর্ব্বে স্পার্টানগরীয়দিগের নৌসংগ্রামে সমধিক নৈপুণ্য ছিল না। উহারা যে সময়ে সিসিলি উপদ্বীপে সৈন্য প্রেরণ করে, তদবধি উহাদিগের ঐ বিষয়ের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। অতএব উহারা আটিকার যুদ্ধে তাদৃশ অনুরাগবান না হইয়া অসিয়া মাইনরের উপকূলবর্ত্তী যুদ্ধে এবং সাগরসংগ্রামে সবিশেষ অনুরাগী হয়। সিরাকিউজ নগরে এথিনিয়দিগের যাবৎ বিপদ ঘটনা না হইয়াছিল, তাবৎ উহাদিগের মিত্রগণ আনুগত্য পরিত্যাগ করে নাই। কিন্তু বিপদ ঘটনার পর উহারা এথিনিয়দিগকে প্রতাপ ও পৌরুষহীন বিবেচনা করিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। স্পার্টার অধিপতি এজিসের সহিত বিদ্রোহবিষয়ক কথা বার্ত্তা আরম্ভ হইল। ইয়ুবিয়া ও লেসবসের লোকেরাই অগ্রে বিদ্রোহ আরম্ভ করিল। এদিকে, আসিয়া-মাইনরে ও হেলিস্পণ্টে এথিনিয়দিগের যে অধিকার ছিল, পারসীকশাসনকর্ত্তারা তাহা গ্রহণ কবিবার একান্ত মানস ও যত্ন করিল এবং স্পার্টানগরীয়দিগকে "স্বপক্ষে" আনয়ন করিবার অভিপ্রায়ে তথায় দূত প্রেরণ করিল। স্পার্টানগরীয়েরাও সাহায্যদানে সম্মত ও উদ্যত হইল। কিন্তু তৎকালে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হওয়াতে উহারা পারসীকদিগের প্রার্থিত সাহায্যদানে সমর্থ হইল না। যাহা হউক, শেষে খৃ. পূ. ৪১২ অব্দে আলসিবাইডিস স্বয়ং যত্নবান হইয়া পাঁচ খানি জাহাজ লইয়া কাইয়সে গমন করিলেন। ক্যালসিডিউস সেনাপতি হইয়া গেলেন। তাঁহারা কাইয়সে উপনীত হইয়া তত্রত্য লোকদিগের প্রবৃত্তি লওয়াইয়া এথেন্সের মিত্রতা পরিত্যাগ করাইলেন। ইরিথ্ৃ ও ক্লেজোমিনি এই উভয় স্থানের লোকেরা কাইয়সবাসীদিগের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। এথিনিয়েরা ঐ সময়ে সৈন্যপূর্ণ দুই দল জাহাজ পাঠাইয়া দিল। সৈন্যগণ স্পার্টানগরীয়দিগের পশ্চাৎ ধাবমান

হইল এবং স্পার্টানগরীয়েরা যাহাতে এথিনিয় মিত্রগণের বিদ্রোহপ্রবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহবর্দ্ধন করিতে না পারে, সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু আল্‌সিবাইডিসের চতুরতায় তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। ঐ সময়ে পারস্যরাজের সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের সন্ধি হয়। তৎকালকৃত সন্ধির নিয়মানুসারে আসিয়াখণ্ডে গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত যাবতীয় নগর পারস্যরাজের হস্তে সমর্পিত হইল।

কাইয়সবাসীরা নৌসংগ্রামে এথিনিয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইয়াছিল, তথাপি তাহারা অন্যান্য নগরবাসীদিগের বিদ্রোহ প্রবৃত্তি বিষয়ে উৎসাহবর্দ্ধন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। তাহাদিগের প্রবর্ত্তনবাক্যে অনেকে এথেন্সের অধীনতা পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু ঐ প্রদেশে ক্রমে ক্রমে এথিনিয়দিগের বহুতর সৈন্য সংগৃহীত হওয়াতে তাহারা রণস্থলে বিদ্রোহীদিগের অনেককেই পরাভব করিল। তাহারা পরাভূত হইয়া পুনরায় এথেন্সের অধীনতা স্বীকার করিল। স্পার্টানগরীয় পোতসম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ ক্যাল্‌সিডিউস মাইলিটসের নিকটে নিহত হইলেন। কাইয়স উপদ্বীপ উৎসাদিত হইল। তত্রত্য লোকেরা কতিপয় সংগ্রামে পরাভূত হইল। এথিনিয়েরা খৃ. পূ. ৪১২ অব্দের গ্রীষ্ম কালের শেষে ফ্রাইনিকস ও অন্যান্য কতিপয় ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে আর এক দল জাহাজ পাঠাইয়া দেয়। তাঁহারা সেমসে উত্তীর্ণ হইয়াই মাইলিটস্ আক্রমণ করিতে গেলেন। তদুপলক্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পারসীক শাসনকর্ত্তা টিসাফর্নিস এবং আল্‌সিবাইডিস উভয়ে রণস্থলে উপস্থিত থাকিয়া অসীম পরাক্রম প্রকাশ করিলেন। কোন পক্ষেই পরাজয় হইল না। ঐ সময়ে সিরাকিউজ হইতে হঠাৎ একদল জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। এথিনিয় পোতসেনাপতি ফ্রাইনিকস তদ্দর্শনে সেমসে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে সে স্থান হইতে তাঁহার প্রস্থান কোন ক্রমে অবিবেচকের কর্ম্ম হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সমভিব্যাহারী আর্গসবাসীরা তাহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিল। মাইলিটস স্পার্টানগরীয়দিগের

হস্তেই রহিল। তদ্ভিন্ন অন্য অন্য কতগুলি নগরও উহাদিগের হস্তগত হইল। তাহাতে এথিনিয়দিগের মহিমার কিঞ্চিৎ ক্রটি হইল। কিন্তু গ্রীসদেশের মধ্যে এথিনিয়দিগের নৌসংগ্রামে যে সর্ব্বপ্রাধান্য ছিল, তাহা বিলোপিত হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরা পারসীক সেনাপতি টিসাফর্নিসের সহিত সৎ ব্যবহার করে নাই, তাহাতে তিনি বিরক্ত হন। আল্সিবাইডিসের উপরেও স্পার্টানগরীয়দিগের পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি ছিল না। বিশেষতঃ তাঁহার প্রতি স্পার্টারাজ এজিসের বিদ্বেষ বুদ্ধি জন্মে। এই হেতু আল্সিবাইডিস টিসাফর্নিসকে এই পরামর্শ দিলেন, স্পার্টানগরীয়দিগকে সাহায্যদান করিবার প্রয়োজন নাই। স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের লোক পরস্পর যুদ্ধ করিয়া হীনবল হইলে আপনকারই লাভ। টিসাফর্নিস আল্সিবাইডিসের পরামর্শগ্রহণ করিয়া সাহায্যদানে বিমুখ হইলেন। তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

এথেন্সনগরের হিতচেষ্টা এবং স্বার্থসাধন এই উভয় আলসিবাইডিসের যেরূপ উদ্দেশ্য ছিল, পারসীকদিগের উপকার করা সেরূপ উদ্দেশ্য নহে। এথেন্সনগর যে, একবারে উৎসন্ন হইয়া যায়, তাঁহার এরূপ আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না। তিনি কেবল এথিনিয়দিগকে শিখাইবার জন্য স্বপক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিপক্ষ পক্ষের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। এথিনিয়েরা যত্ন করিলে তিনি এথেন্সে ফিরিয়া যান, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল। সেমস উপদ্বীপে এথেন্সনগরীয় যে সকল ব্যক্তি ছিল, তাহাদিগের নিকটে তিনি এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এথিনিয়েরা তৎকালপ্রচলিত রাজ্যতন্ত্র রহিত করিয়া যদি অভিজাততন্ত্র স্থাপন করে তাহা হইলে তিনি এথেন্সনগরে যাইতে পারেন, এবং পারসীক সেনাপতি টিসাফর্নিসকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে পারেন। সেমসবাসী এথিনিয়েরা বিশেষতঃ প্রধান ব্যক্তিরা আগ্রহ পুরঃসর ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ফ্রাইনিকস কেবল অমত প্রকাশ করিলেন, এবং, আল্সিবাইডিসের সংকল্পিত বিষয় যাহাতে সুসিদ্ধ না হয় সেই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকৃত চেষ্টা বিফল হইল। পিসাণ্ডর

আল্‌সিবাইডিসের অভিপ্রেত বিষয় সুসিদ্ধ করিয়া আনিবার চেষ্টায় এথেন্সনগরে গমন করিলেন এবং টিসাফর্নিস্ এথিনিয়দিগের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। এথেন্সনগরীয় প্রজাগণ পিসাণ্ডরের নিকটে আল্‌সিবাইডিসের কৃত প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল, এবং ঐ প্রস্তাব কোনরূপে গ্রাহ্য না হয় প্রাণপণে সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। পিসাণ্ডর তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আত্যন্তিক যত্ন পাইতে লাগিলেন। শেষে তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। এথেন্সনগরীয়েরা দূত প্রেরণের অনুমতি করিল। পিসাণ্ডর স্বয়ং এবং অন্য দশ ব্যক্তি দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া আল্‌সিবাইডিস এবং টিসাফর্নিসের নিকটে গমন করিলেন। তাঁহারা জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই কস উপদ্বীপে সকলকে একত্র করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত বিষয়ের কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আল্‌সিবাইডিস কতিপয় বিষয়ে অসঙ্গত প্রার্থনা করাতে এথেন্সনগরীয় দূতগণ বিরক্ত হইয়া সেমসে চলিয়া গেলেন। প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা হইল না। যাহা হউক, এথেন্সনগরে অনেকেই আল্‌সিবাইডিসের পক্ষ ছিল। তাহারা যত্নবান হইয়া খৃ.পূ. ৪১১ অব্দের প্রারম্ভে এথেন্সনগরে অভিজাততন্ত্র স্থাপন করিল। এথেন্সের সহিত যে যে রাজ্যের মিত্রতা ছিল, তাঁহার অধিকাংশ স্থলেই ক্রমে ক্রমে ঐরূপ রাজ্যতন্ত্র স্থাপিত হইল। যে সকল ব্যক্তি উদযোগী হইয়া এথেন্সনগরে অভিজাততন্ত্র স্থাপন করে, পিসাণ্ডর তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। তিনি প্রজাগণকে এই পরামর্শ দিলেন যে তাহারা দশ ব্যক্তির উপরে নূতন ব্যবস্থা সঙ্কলন করিবার ভার সমর্পণ করে। প্রজাগণ তাঁহার পরামর্শানুসারে দশ ব্যক্তিকে ব্যবস্থাপন কার্য্যে নিয়োজিত করিল এবং তাঁহাদিগের হস্তে অসীম ক্ষমতা প্রদান করিল। এথেন্সনগরের পূর্ব্বতন রাজ্যতন্ত্র যেমন পরিবর্ত্তিত হইল, সেই সঙ্গে অমনি কতিপয় বিষয়ের পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। পূর্ব্বে এথেন্সনগরীয় প্রজামাত্রেরই বিষয় বিশেষে তুল্য ক্ষমতা ও তুল্যাধিকার ছিল। এক্ষণে কেবল পাঁচ হাজার ব্যক্তির সেই ক্ষমতা ও অধিকার রহিল। তদ্ব্যতিরিক্ত আর সমুদায়

ব্যক্তি তাহা হইতে বঞ্চিত হইল। অভিজাততন্ত্র স্থাপয়িতারা মনোনীত করিয়া চারি শত ব্যক্তির এক সভা করিল এবং সেই সভার হস্তে অসীম ক্ষমতা সমর্পণ করিল। পিসাণ্ডর, আণ্টিফন এবং থেরামিনিস এই তিন জনই এথেন্সে অভিজাততন্ত্র স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। অভিজাততন্ত্র স্থাপিত হইলে পর তাঁহারা স্পার্টানগরের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইলেন, এবং, সেমস উপদ্বীপে যে সৈন্যগণ আছে তাহারা নূতন রাজ্যতন্ত্রের বিরোধী হইয়া পাছে কোন গোলযোগ উপস্থিত করে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবার উদ্দেশে কতিপয় দূত প্রেরণ করিলেন। দূতগণ যদুদ্দেশে গমন করেন সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। থ্রেসিবিউলস প্রভৃতি সেনাপতিগণ এবং সেমস উপদ্বীপের প্রধানেতর যাবতীয় লোক নূতন রাজ্যতন্ত্রের অত্যন্ত বিরোধী হইল। তত্রত্য অভিজাতদল পর্য্যুদস্ত হইল। সেনাগণ যখন শ্রবণ করিল এথেন্সনগরে অভিজাতদল অতিশয় অত্যাচার ও যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে, তখন তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল, এবং সকলে একবাক্য হইয়া শপথ পূর্ব্বক এই প্রতিজ্ঞা করিল, যদি আমাদিগকে এথেন্স পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি আমরা এথেন্সনগরে অভিজাততন্ত্র বদ্ধমূল হইতে দিব না।

সেমস উপদ্বীপে ও এথেন্সে যে সময়ে এইরূপ গোলযোগ উপস্থিত, পিলপনিসসবাসীরা তৎকালে নিশ্চেষ্ট ছিল। উহারা রণক্রিয়ায় ব্যাপৃত হয় নাই। পিলপনিসসবাসীরা সমরপ্রবৃত্ত হয় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু আবাইডস, ল্যাম্‌সেকস, থেসস এবং বাইজাণ্টিয়ম, এই কয় নগরের লোকে বিদ্রোহপ্রবৃত্ত হওয়াতে এথিনিয়দিগের বহু অনিষ্ট হয়। বিশেষতঃ ঐ সময়ে ইয়ুবিয়া উহাদিগের হস্তপরিভ্রষ্ট হইয়া যায়। যাহা হউক, উহাদিগের একদিকে যেমন ক্ষতি হইল, তেমন পক্ষান্তরে উহাদিগের লাভও হইল। থ্রেসিবিউলস নামে এথেন্সনগরীয় এক জন সেনাপতি সেমস উপদ্বীপস্থ সেনাগণের মত করিয়া আল্‌সিবাইডিসকে তথায় আনাইলেন। আল্‌সিবাইডিস সেমসে উপনীত হইয়া যেরূপ কথা বার্ত্তা কহি-

লেন এবং যেরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন তাহাতে স্পষ্টই বোধ হইল, স্বদেশের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ আছে এবং টিসাফর্নিস কখন তাঁহার কথার অবাধ্য হইবেন না। তাহাতে সেনাগণ তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইল। অনন্তর, আলসিবাইডিস, থ্রেসিবিউলস, ও থ্রেসিলস এই তিন ব্যক্তি সেনাপতি পদে অভিষিক্ত হইলেন।

অভিজাতদল এথেন্সনগরে অতিশয় অত্যাচার ও যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া সেনাগণ অতিশয় কুপিত হইয়াছিল। এই হেতু অভিজাতদল আপনাদিগের নির্দ্দোষতা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঐসময়ে সেমস উপদ্বীপে সেনাগণের নিকটে কতিপয় দূত প্রেরণ করে। দূতগণ সেমসে উপস্থিত হইলে সেনাগণ তাহাদিগের কোন কথাই শ্রবণ ও গ্রহণ করিল না। সেনাগণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। আলসিবাইডিস তাহাদিগকে নিবারণ না করিলে তাহারা তখনই এথেন্সে গিয়া অভিজাততন্ত্র রহিত করিয়া আপনাদিগের অভিমত রাজ্যতন্ত্র স্থাপন করিত। আলসিবাইডিস নানা উপায়ে তাহাদিগকে তৎকালে সান্ত্বনা করিলেন। যাহা হউক, যাহারা প্রধান উদ্যোগী হইয়া এথেন্সনগরে অভিজাততন্ত্র স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে অভিজাততন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ থেরামিনিস অভিজাতদলের বিষম বিদ্বেষী হইয়া উঠিলেন। তদ্ভিন্ন এথেন্সনগরীয় অনেক ব্যক্তিরই মনে এরূপ সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে অভিজাতদল স্পার্টানগরের সহিত গোপনে যোগ করিয়া চক্রান্ত করিতেছে। তাহাদিগের এই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক নহে। স্পার্টানগরীয় কতিপয় জাহাজ অনতিবিলম্বে আটিকার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে প্রজাগণ এককালে হতজ্ঞান হইয়া সত্বর পোতসংগ্রহ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এই যুদ্ধে উহাদিগের বাইশখান জাহাজ বিনষ্ট এবং ইয়ুবিয়া শত্রু হস্তে পতিত হয়। ঐ সকল ক্ষতি হওয়াতে উহারা কিয়ৎকাল ভগ্নোৎসাহ হইয়াছিল। কিন্তু উহাদিগেব বিষণ্ণভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী

হয় নাই, উহার অব্যবহিত পরেই এক সভা করিয়া অভিজাত-তন্ত্র রহিত করিল। অভিজাতদল যে কিছু নূতন করিয়াছিল সে সকল রহিত হইয়া গেল। আলসিবাইডিসকে এথেন্সনগরে আনয়ন করিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ দূত প্রেরিত হইল। পিসাণ্ডর এবং তাঁহার বন্ধুগণ পলায়ন করিয়া ডিসিলিয়ায় স্পার্টানগরীয়দিগের শরণাপন্ন হইলেন।

ওদিকে স্পার্টানগরীয় সাংগ্রামিক প্রবহণাধ্যক্ষ মিণ্ডারস টিসাফর্নিস হইতে সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দীর্ঘ কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, শেষে তদ্বিষয়ে নিরাশ হইয়া পারসীকশাসনকর্ত্তা ফার্নেবেজসকে হস্তগত করিবার আশয়ে হেলিস্পণ্টের অভিমুখে গমন করিলেন। এথিনিয়েরা তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। সাইনসিমার অতি নিকটে এক যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে এথিনিয়েরা জয়ী হইল। যুদ্ধ স্থলে উহাদিগের বিস্তর ক্ষতি হয়, কিন্তু যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে উহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর, আবাইডসের নিকটে দ্বিতীয়বার ঘোরতর নৌসংগ্রাম হয়। আলসিবাইডিস যুদ্ধকালে রণস্থলে উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয়দিগের পুনরায় জয় লাভ হইল। টিসাফর্নিস ঐ সময়ে হেলিস্পণ্টে আগমন করেন। আলসিবাইডিস তাঁহাকে এথিনিয়দিগের পক্ষে আনয়ন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নশীল হইলেন। টিসাফর্নিস ঐ সুযোগে তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী করিয়া সার্ডিসে পাঠাইয়া দিলেন। আলসিবাইডিসকে এক মাস কাল কারাবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। তৎপরে তিনি সুযোগ ক্রমে তথা হইতে পলাইয়া, এথিনিয় সেনাগণ যে স্থানে ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং মিণ্ডারসের সহিত যুদ্ধ করিয়া সংগ্রাম শেষ করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর, তিনি সসজ্জ হইয়া সাইজিকসে গমন করিলেন। বিপক্ষগণ পূর্ব্বে কিছুই জানিতে পারে নাই। তিনি হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করাতে তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সাগরতীরে গিয়া পড়িল। ঐ স্থানে যুদ্ধ হইল। মিণ্ডারস সমরশায়ী হইলেন। সেনাগণ পলায়ন করিল। বিপক্ষপক্ষের যাবতীয় জাহাজ এথিনিয়দিগের

হস্তগত হইল। খৃ. পূ. ৪১০ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে পিলপনিসসবাসীরা অত্যন্ত ভগ্নোৎসাহ হইল। উহাদিগের পুনরায় যে, সৌভাগ্যের উদয় হইবে, এরূপ আশা ছিল না। এদিকে এথিনিয়েরা অপ্রতিহতরূপে সর্ব্বত্র জয় লাভ করিতে লাগিল। হেলিস্পন্টে যে যে স্থান উহাদিগের হস্তান্তরিত হইয়াছিল, তৎসমুদায়ের উদ্ধার সাধন করিল, এবং আটিকায় এজিস্ যে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাতেও জয়ী হইল। থ্রেসিলসের যত্নেই ঐ যুদ্ধে জয় লাভ হয়। তিনি যুদ্ধে জয়ী হইয়া বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিয়ার পশ্চিম উপকূলে যাত্রা করিলেন। যে সকল সৈন্য সেষ্টসে ফার্নেবেজসের সহিত সমরে ব্যাপৃত ছিল, তিনি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন।

খৃ. পূ. ৪০৯ অব্দের প্রারম্ভে আলসিবাইডিস ক্যালসিডন অবরোধ করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে অধীনতা স্বীকার করাইলেন। বাইজান্টিয়ম এথিনিয়দিগের হস্তগত হইল। ফার্নেবেজস ঐ সময়ে উহাদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কিন্তু পারস্যরাজ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করেন নাই। তিনি বরাবরই স্পার্টার পক্ষ ছিলেন। তিনি আপন পুত্র সাইরসকে সেনাপতি করিয়া আসিয়ামাইনরে পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া দিলেন তুমি সাধ্যানুসারে পিলপনিসসবাসীদিগের সহায়তা করিবে। খৃ. পূ. ৪০৮ অব্দের প্রারম্ভে এই সকল ঘটনা হয়। আলসিবাইডিস ঐ সময়ে স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। এথিনিয়েরা তাঁহার যৎপরোনাস্তি সম্মান ও সমাদর করিল। তাঁহার প্রশংসাগান সর্ব্বত্র গীয়মান হইতে লাগিল। প্রজাগণ উন্মত্তপ্রায় হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ দিতে লাগিল। তাঁহার বিপক্ষগণ তাঁহার নামে যত অভিযোগ করিয়াছিল, তৎসমুদায় বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন হইল। তিনি সকল লোকেরই অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। আলসিবাইডিস এইরূপে সর্ব্বত্র সমাদৃত, সম্মানিত ও প্রশংসিত হইয়া প্রায় তিন মাস এথেন্সনগরে বাস করিলেন। তৎপরে, এণ্ড্রস উপদ্বীপবাসীরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হওয়াতে এথিনিয়েরা তাঁহাকে এক শত সাংগ্রামিক জাহাজের অধ্যক্ষ করিয়া

ঐ উপদ্বীপে পাঠাইয়া দিল। এথিনিয়দিগের এইরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল, আলসিবাইডিস যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইবেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে যত্ন করিয়া এণ্ড্রস উপদ্বীপে পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু আলসিবাইডিস ঘটনাক্রমে তত্রত্য লোকদিগকে স্ববশে আনয়ন করিতে অসমর্থ হইলেন। তাঁহার বিপক্ষগণ এই সুযোগ পাইয়া পুনরায় তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা প্রজাগণের কোপোদ্দীপন করিবার মানসে এই কথা বলিতে লাগিল যে, এণ্ড্রস উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করা আলসিবাইডিসের অভিপ্রেত নহে, তাহা হইলে তিনি কৃতকার্য্য হইতেন সন্দেহ নাই। আলসিবাইডিসের বিপক্ষগণের এই বাক্যে এথিনিয়দিগের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিল।

মিণ্ডারসের মৃত্যুর পর লাইসাণ্ডর পিলপনিসসবাসীদিগের সেনাপতি হন। লাইসাণ্ডর আলসিবাইডিসের সমকক্ষ লোক। আলসিবাইডিস যৎকালে এণ্ড্রসে গমন করেন, লাইসাণ্ডর তৎকালে নব্বুই খান জাহাজ লইয়া সাইরসের আগমন প্রতীক্ষায় ইফিসসে ছিলেন। আলসিবাইডিস লাইসাণ্ডরের ক্ষমতা জানিতেন। অতএব তিনি আপন অধিকৃত পুরুষদিগকে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে লাইসাণ্ডরের সহিত যুদ্ধ না করেন। কিন্তু আন্টিয়োকস নামে তাঁহার এক জন অধিকৃত পুরুষ তাঁহার নিষেধ উল্লঙ্ঘন করিয়া যুদ্ধার্থী হইয়া ইফিসসের পোতাশ্রয়ে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত যুদ্ধ উপস্থিত হইল। লাইসাণ্ডর জয়ী হইলেন। এথেন্স-নগরীয় সতর খান জাহাজ বিনষ্ট হইল। আলসিবাইডিস ঐ ক্ষতি পূরণ করিতে পারিলেন না। তিনি সেমসে ফিরিয়া গেলেন। ইফিসসে এথিনিয়দিগের পরাজয় হওয়াতে তত্রত্য সেনাগণ এই মনে করিল, আলসিবাইডিসের অনবধানতদোষেই ইফিসসে পরাজয় হইয়াছে। এই মনে করিয়া তাহারা তাঁহার উপরে অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া দশ ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত করিল। খৃ. পূ. ৪০ অব্দে এই ঘটনা হয়। আলসিবাইডিস এথিনিয়দিগকে অব্যব-

স্থিত বলিয়া জানিতেন। তিনি তাহাদিগের অব্যবস্থিতচিত্ততার পুনঃ পুনঃ প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব তিনি আপনার নির্দোষতা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্সোনিসসে গিয়া বাস করিলেন। তিনি আর জীবিতকালের মধ্যে কখন এথেন্সনগরে প্রতিগমন করেন নাই।

আল্‌সিবাইডিসের পরিবর্ত্তে যে যে ব্যক্তি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হয়, কোনন তন্মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাশালী ছিলেন। তিনি নিজ নির্দ্দিষ্ট সৈন্যগণ লইয়া সেমসে অবস্থিতি করিলেন। খৃ. পূ. ৪০৬ অব্দে ক্যালিক্রেটিডাস নামে এক যুবা বীরপুরুষ লাইসাণ্ডরের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি সেনাপতি হইয়াই লেসবসের অন্তঃপাতী মিথিম্নানগর আক্রমণ পুর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কোনন তৎকালে তথা হইতে প্রস্থান করেন। কিন্তু শেষে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে এথিনিয়দিগের ত্রিশ খান জাহাজ বিনষ্ট হইল। এথেন্সনগরের লোকেরা এই সমাচার এবং অন্য অন্য অমঙ্গল সমাচার শ্রবণ করিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইল এবং অবিলম্বে এক শত দশ খান জাহাজ সুসজ্জিত করিয়া সেমসে পাঠাইয়া দিল। সেমসে আর চল্লিশ খান জাহাজ লব্ধ হইল। তাহাতে সমুদায়ে এক শত পঞ্চাশ খান হইল। আর্গিনিয়ুসি নামে প্রসিদ্ধ যে কতগুলি উপদ্বীপ আছে, তাহার নিকটে ক্যালিক্রেটিডাস ঐ সকল জাহাজ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা জয়ী হইল। স্পার্টানগরীয় যুবা বীর পুরুষ সমর শায়ী হইলেন। এই যুদ্ধে স্পার্টানগরীয়দিগের সত্তর খানারও অধিক জাহাজ বিনষ্ট হয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই অতিশয় ঝড় হইল। তন্নিবন্ধন এথিনিয় সেনাপতিগণ ভগ্ন ও জলমগ্ন জাহাজ সকল এবং মৃতদেহ একত্র সঙ্কলন করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাদিগের বিপক্ষগণ ঐ ছল ধরিয়া এথেন্‌নগরে তুমুল কাণ্ড করিয়া তুলিল। তাঁহাদিগের নামে এই অভিযোগ করিল যে, সেনাপতিগণের অনবধানতা দোষেই তাদৃশ ঘটনা হইয়াছে। অনন্তর, এথেন্‌সনগরীয়েরা এই অনুমতি করিয়া পাঠাইল যে, সেনাপতিগণ এথেন্সনগরে উপনীত হইয়া আত্মদোষ ক্ষালন করে.

না। দশ জনের মধ্যে ছয় ব্যক্তি এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এথেন্সে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের মৃত্যু আসন্নতরবর্ত্তী হইয়াছিল। তাঁহারা এথেন্সে উপনীত হইলে প্রজাগণ তাঁহাদিগের প্রাণ দণ্ড করিল। থেরামিনিসও ঐ দশ জন সেনাপতির মধ্যে এক জন সেনাপতি ছিলেন। তিনি আত্মরক্ষার নিমিত্ত অপর সেনাপতিদিগের নামে অভিযোগ করেন। সক্রেটিস প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি এথিনিয়দিগকে তাদৃশ গর্হিত ব্যবহারের অনুষ্ঠান হইতে বিরত করিবার বহুতর চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এথিনিয়েরা তৎকালে অন্ধপ্রায় হইয়াছিল। কোন কথাই শ্রবণ ও গ্রহণ করিল না। কিন্তু অব্যবহিত পরেই উহাদিগের চৈতন্য হইল। যাহারা কুপরামর্শ দিয়াছিল, তাহাদিগের গুরুতর পাপের প্রাণদণ্ডরূপ প্রায়শ্চিত্ত হইল।

ক্যালিক্রেটিডাসের মৃত্যুর পর লাইসাণ্ডর পুনরায় পিলপনিসসবাসীদিগের সেনাপতি হইলেন। খৃ. পূ. ৪০৫ অব্দে তিনি ইফিসসে গমন করিলেন। তিনি নানা স্থান হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন। পারস্যরাজের পুত্র সাইরস তৎকালে নিজ ভ্রাতা আর্টেজরক্সিসের অনিষ্টচেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিলেন। অতএব তিনি স্পার্টার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাহায্য দান করেন। লাইসাণ্ডর সহায়সম্পন্ন হইয়া তথা হইতে হেলিস্পণ্টে গমন করিলেন এবং ল্যামসেকস অধিকার করিলেন। এথেন্সনগরীয় এক দল জাহাজ তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া ল্যামসেকসের সম্মুখে ইগস্পটেমাই নদীতে অবস্থান করিল। এথিনিয়েরা এমন স্থানে জাহাজ রাখিয়াছিল যে, আহার সামগ্রীর আহরণ করিতে হইলে জাহাজ পরিত্যাগ করিয়া তাহাদিগকে দূরে যাইতে হইত। আলসিবাইডিস উহার অতি নিকটে ছিলেন। তিনি এথিনিয়দিগের প্রমাদ দর্শন করিয়া উহাদিগকে সাবধান করিয়া দিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা তাঁহার পরামর্শে উপেক্ষা প্রদর্শন করিল। কয়েক দিন ঐ স্থানে নিরুপদ্রবে অবস্থান করিয়া এথিনিয়দিগের এরূপ বিশ্বাস জন্মিল যে, এই স্থানে অবস্থান করিলে শত্রুগণ কোনরূপে অপকার করিতে পারিবে না। অতএব উহারা প্রতিদিন নিঃশ-

ক্ষচিত্তে তীরে উত্থিত হইয়া ইতস্ততো ভ্রমণ করিত। এক দিবস তাঁহারা তীরে উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে এমত সময়ে লাইসাণ্ডর তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। কোনন বিবেচনা করিয়া দেখিলেন তৎকালে সমুদায় সৈন্য একত্র সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করা অসাধ্য। অতএব তিনি কতিপয় জাহাজ লইয়া প্রস্থান করিলেন। অবশিষ্ট তাবৎ জাহাজ বিপক্ষ হস্তে পতিত হইল। যে সকল সৈন্য তীরে উত্থিত হইয়াছিল, তাহার কতক নিহত, অবশিষ্ট বন্দীকৃত হইল। কোনন পলায়ন করিয়া সাইপ্রসে গমন করিলেন। অপর সেনাপতিদ্বয় ল্যাম্‌সেকসে নিহত হইলেন।

যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সের মিত্রতা ছিল, লাইসাণ্ডর একৈকক্রমে সেই সকল রাজ্য হস্তগত করিতে আরম্ভ করিলেন। যে যে রাজ্য তাঁহার হস্তে পতিত হইতে লাগিল, তথায় এথিনিয়দিগের যত সৈন্য ছিল, লাইসাণ্ডর তাহাদিগের প্রাণ বধ না করিয়া এই ভাবিয়া তাহাদিগকে এথেন্সে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন যে, যদি এককালে নগরমধ্যে বহুলোকের সমাগম হয়, তাহা হইলে স্বল্পকালমধ্যে নগরে দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হইতে পারিবে। এদিকে পিলপনিসসবাসীদিগের যাবতীয় সৈন্য আটিকায় একত্র হইয়া এথেন্সনগরের দ্বারসন্নিধানে শিবির সন্নিবেশ করিল। লাইসাণ্ডরও ঐ সময়ে সমুদায় জাহাজ লইয়া ক্রমে ক্রমে আটিকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। তিনি স্যালামিস বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিয়া (১) পোতাধিষ্ঠাননগর পাইরিয়ুসের অনতিদূরে উপনীত হইলেন। এথেন্সনগর জলে ও স্থলে উভয়তঃ আক্রান্ত হইল। এথিনিয়দিগের তৎকালে আত্মরক্ষার সদুপায় ছিল না, তথাপিও তাহারা অরাতিগণের অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল না। তাহার কারণ এই, অধীনতা স্বীকার করিলে যে দুর্দশা ঘটিবে তাহারা তাহা বিলক্ষণ অবগত ছিল। অনন্তর, যখন নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল, তখন তাহা-

(১) পোত শব্দে জাহাজাদি; অধিষ্ঠান শব্দে থাকিবার স্থান। জাহাজাদি যে স্থানে অবস্থান করে, তাহার অনতিদূরে যে নগর থাকে, তাহা পোতাধিষ্ঠান নগর শব্দে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

রা স্পার্টানগরীয়দিগের নিকটে, এথেন্সনগর এবং এথিনিয়দিগের কৃত দীর্ঘতর প্রাচীর সকল অবিহত রাখিবার প্রার্থনা করিয়া সন্ধি প্রস্তাব করিল। স্পার্টানগরীয় প্রধান পুরুষদিগের উপরে ঐ বিষয়ের বিবেচনার ভার অর্পিত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে যেরূপ কুপিত হইয়াছিল, তাহারা যে এ নিয়মে সন্ধিবিধান করিবে, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত বোধ না হওয়াতে শেষে এথিনিয়দিগকে অগত্যা নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে সন্ধি করিতে হইল। প্রথম, এথিনিয়দিগের কৃত যাবতীয় দীর্ঘতর প্রাচীর এবং পাইরিয়ুসের যাবতীয় দুর্গ ভগ্ন হইবে; দ্বিতীয়, কেবল বার খান জাহাজ রাখিয়া আর সমুদায় জাহাজ স্পার্টানগরীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; তৃতীয়, অভিজাতদলাক্রান্ত, যে সকল ব্যক্তি এথেন্স হইতে বিবাসিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যাগমনের অনুমতি করিতে হইবে; চতুর্থ, এই অবধি এথিনিয়দিগকে স্পার্টানগরীয়দিগের মিত্রগণকে মিত্র এবং শত্রুগণকে শত্রু জ্ঞান করিতে হইবে; পঞ্চম, এথিনিয়দিগকে অতঃপর স্পার্টার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে; ষষ্ঠ, যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সের মিত্রতা আছে, সে সে রাজ্য স্বাধীন করিয়া দিতে হইবে। এই সমস্ত নিয়ম নিতান্ত দুর্বহ হইলেও থেরামেনিস হতভাগ্য এথিনিয়দিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, তাহারা কোনরূপে সন্ধিবিধানে বিমুখ না হয়। এথিনিয়েরা তৎকালে নিতান্ত নিরুপায় ও অশরণ হইয়াছিল। সুতরাং তাহাদিগকে সম্মত হইতে হইল। লাইসাণ্ডর খৃ. পূ. ৪০৪ অব্দে পাইরিয়ুসে প্রবেশ করিয়া দুর্গ ও প্রাচীর ভগ্ন করিলেন। সাতাইশ বৎসরের পর এইরূপে পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ হইল।

নবম অধ্যায়।

পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ। আন্টাল-
সিডাসের কৃত সন্ধি।

লাইসাণ্ডর প্রাচীর ও দুর্গ ভগ্ন করিয়া এথিনিয়দিগকে এই অ-
নুমতি করিলেন, তোমরা মনোনীত করিয়া ত্রিশ জনকে শাসনক-

র্তৃত্বপদে নিয়োজিত কর। তাঁহারা নূতন নিয়ম সঙ্কলন করিয়া তদনুসারে রাজ্যশাসন করিবেন। অনন্তর, যে সকল ব্যক্তি শাসিতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রজাগণের উপরে অতিশয় অত্যাচার করেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা দুরাত্মা বলিয়া বিখ্যাত হন। যে ত্রিশ জন এথেন্সের শাসনকর্তৃত্বপদ প্রাপ্ত হন, ক্রিটিয়াস তাহাদিগের মধ্যে প্রধান। থেরামেনিসও তন্মধ্যে ছিলেন। ব্যক্তিনির্ণয়পূর্ব্বক নিয়োগ স্থির হইলে পর পিলপনিসসবাসীদিগের সমুদায় সৈন্য ও সমুদায় জাহাজ চলিয়া গেল। পোতসৈনিকগণ স্বস্ব স্থানে প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে লাইসাণ্ডর তাহাদিগকে লইয়া সেমসে গমন করিয়া তথায় অভিজাততন্ত্র স্থাপন করিলেন। তিনি এথিনিয়দিগের ভূতপূর্ব্ব মিত্রগণের নিকট হইতে বিস্তর কর সংগ্রহ করেন এবং যুদ্ধ স্থলে অপর্য্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন, তৎসমুদায় লইয়া তিনি স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন।

যে সকল ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া এথিনিয় প্রজাগণকে বিবিধ অনুচিত বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল, নব নিয়োজিত শাসনকর্ত্তারা প্রথমে তাহাদিগের দণ্ডবিধানে মনোনিবেশ করিলেন। ফলতঃ তাহাদিগের দণ্ডবিধান অপদেশমাত্র। তাঁহাদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে, নগরের প্রধান ও ধনবান ব্যক্তিরা নগর মধ্যে থাকিলে যদি কদাচিৎ উদ্বেজিত হইতে হয় এই ভয়ে তাহাদিগকে কোনরূপে স্থানান্তরিত করিয়া আপনারা নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করেন এবং তাহাদিগকে শোষণ করিয়া আপনাদিগের ধনতৃষ্ণার শান্তি করেন। ঐ উদ্দেশে শাসনকর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত দুরাত্মারা নগরীয় প্রধান ও ধনবান ব্যক্তিদিগের উপরে মিথ্যা দোষ আরোপিত করিয়া নির্ব্বাসন ও প্রাণবধরূপ দ্বিবিধ দণ্ড দান আরম্ভ করিল। তাহারা যত লোকের প্রাণবধ করিল এবং যত লোককে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল, তাহাদিগের সংখ্যা করিয়া নির্ব্বাসিতের সংখ্যাই অধিক হইল। এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, দুরাত্মারা আপনাদিগের ধনলোভ চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সমধিক যত্নবান ছিল। লাইসাণ্ডর দণ্ডদাতা দুরাত্মাদিগের সাহায্যার্থ কতগুলি লোক পাঠাইয়া দেন। তাহারা অর্থ লাভের লোভে

অসঙ্কুচিতচিত্তে তাদৃশ নৃশংস ব্যাপারের সহায়তা করিতে লাগিল। দুরাত্মারা নগরবাসীদিগের মধ্যে কেবল তিন হাজার লোক বাচিয়া লইল। তাহারা এথেন্সের নাগরিক বলিয়া পরিগণিত হইল এবং যুদ্ধকালে শস্ত্র গ্রহণের অনুমতি প্রাপ্ত হইল। তদিতর এথেন্সনগরীয় যাবতীয় প্রজা নাগরিক পদ হইতে নিষ্কাশিত হইল। তাহাদিগের জীবন ও মৃত্যু দুরাত্মাদিগের ইচ্ছার আয়ত্ত হইল। শাসনকর্তৃনামধারী দুরাত্মারা এক বৎসরের মধ্যে প্রায় এক হাজার চারি শত লোকের প্রাণ বধ করিল এবং পাঁচ হাজার লোককে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। বিবাসিত ব্যক্তিদিগের বিষয় বিভব দুরাত্মাদিগের হস্তগত হইল। ফলতঃ স্বল্পকালমধ্যে এথেনেস অরাজক হইয়া উঠিল।

দুরাত্মারা প্রজাগণের উপরে নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। এথিনিয় প্রজাগণের দুঃসহ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া এথেন্সের বিপক্ষগণও সাতিশয় দুঃখকাতর হইতে লাগিল। যে থেরামিনিস এত দিন দুরাত্মাদিগের অত্যাচারে অনুমোদন করিয়াছিলেন তিনিও আর অন্যায় সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি এক দিবস ক্রিটিয়াসের সমক্ষে তাহাদিগের অনুষ্ঠিত অন্যায়াচরণের উল্লেখ করিয়া বলিলেন, প্রজাগণের প্রতি তোমাদিগের এরূপ অন্যায় ব্যবহার করা নিতান্ত অনুচিত হইতেছে। এই কথায় ক্রিটিয়াস থেরামিনিসের উপরে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাৎ এই রব করিয়া দিল যে, থেরামিনিস বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে। নাগরিক শ্রেণী মধ্যে থেরামিনিসের যে নাম ছিল, সে নাম কর্ত্তন হইল। অনন্তর, তাঁহার প্রতি কারাবাসের অবশেষে হেমলক নামে উদ্ভিদবিশেষের বিষময় রসপানের আদেশ হইল। তিনি তাহাতে ভীরুতা বা কাতরতা প্রদর্শন না করিয়া সেই বিষময় পত্ররস পান করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। থেরামিনিস সরল লোক ছিলেন না। যখন যে দল প্রবল হইত, তিনি সেই দলের অনুগত থাকিয়া মনোরঞ্জন করিয়া স্বার্থসাধন করিতেন। পরিশেষে তাঁহার অনার্জ্জব দোষের এইরূপ গুরুতর প্রায়শ্চিত্ত হইল।

দুরাত্মাদিগের যত দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাঁ-হাদিগের আপদ আসন্নতরবর্ত্তী হইয়া আইল। দুরাত্মারা থ্রেসি-বিউলসকে বিবাসিত করিয়া বিষম বিপাকে পড়িল। যুদ্ধ বিষয়ে থ্রেসিবিউলসের সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যু-দ্ধে স্বপৌরুষ প্রকাশ দ্বারা বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি এথেন্স হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থিবিসনগরে গমন করিলে-ন। তাঁর সত্তর জন বিবাসিত ব্যক্তি আসিয়া ঐ স্থানে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, তিনি তাহাদিগের সহায়তায় আটিকার উত্তরে ফাইলির দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। এথে-ন্সশাসিতা দুরাত্মারা ঐ সমাচার পাইয়া তাঁহাকে তথা হইতে দূ-রীভূত করিয়া দিবার নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইল। কিন্তু তা-হাদিগের সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল। অনন্তর, তাহারা উহার অনতিদূরে একদল সেনা রাখিয়া দিল। ওদিকে যেখানে যত বি-বাসিত ব্যক্তি ছিল, তাহারা থ্রেসিবিউলসের দুর্গাধিকার সমাচার পাইবামাত্র দলবদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল। কতি-পয় দিবসের মধ্যে সমুদায়ে সাত শত লোক একত্র হইল। থ্রেসি-বিউলস উহাদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া প্রথমে সন্নিহিত সেনা-গণকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিল। পশ্চাৎ তিনি পাইরিয়ুসে গমন করিলেন। থ্রেসিবিউলস যত এথে-ন্সের সন্নিহিত হইতে লাগিলেন, এথেন্সরাজ্যাধিকারী দুরাত্মাদি-গের চিত্ত ততই শঙ্কাকুল হইতে লাগিল। ঐ সময়ে তিন শত অ-শ্বারোহ সৈনিক পুরুষের উপরে তাহাদিগের এই সন্দেহ জন্মিল যে, অশ্বারোহ সৈনিকগণ গোপনে থ্রেসিবিউলসের সহায়তা করি-তেছে। এইরূপ সন্দেহ হওয়াতে তাহারা ঐ তিন শত ব্যক্তিরই প্রাণবধ করিল। আসন্নকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়। এক-কালে তিন শত অশ্বারোহ সৈন্য নিহত হওয়াতে তাহাদিগের বিলক্ষণ স্ববলব্যসন হইল। স্ববলব্যসন পরাজয়ের এক লক্ষণ। উহার অব্যবহিত পরেই পাইরিয়ুসের পথিমধ্যে থ্রেসিবিউলসের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হইল। থ্রেসিবিউলস জয়ী হইলেন। ক্রিটিয়াস বহু সহচর সমভিব্যাহারে সমরশায়ী হইলেন।

থ্রেসিবিউলস এবং তাঁহার সহচরগণ জয়লাভহেতু উদ্ধত হইয়া কাহারও প্রতি নৃশংস ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা তৎকালে অতিশয় দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করিলেন। পরাজিত ব্যক্তিরা রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া পুরপ্রবিষ্ট হইল। এথেনসরাজ্যাধিকারী দুরাত্মাদিগের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা এথেনসনগর পরিত্যাগপূর্ব্বক ইলিউসিসে পলায়ন করিল। নগরমধ্যে যে সকল লোক উহাদিগের পক্ষ ছিল, তাহারা বিবাদের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু চেষ্টা সফল না হওয়াতে তাহারা স্পার্টানগরে দূত প্রেরণ করিল। লাইসাণ্ডর একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে গমন করিলেন। ওদিকে তাঁহার ভ্রাতা পোতসৈন্য লইয়া পাইরিয়ুস অবরোধ করিলেন। যুদ্ধবিষয়ে লাইসাণ্ডরের অতিশয় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল। তিনি সমরে দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বহু যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে বীর বলিয়া তাঁহার অতিশয় খ্যাতি হয়। তন্নিবন্ধন স্পার্টারাজ পসেনিয়াসের মনে ঈর্ষ্যা জন্মে। তিনি আর একদল সৈন্য লইয়া এথেনসে গমন করিলেন। এথেনসনগর উৎসন্ন হইয়া যায়, তাঁহার এরূপ ইচ্ছা ছিল না। তিনি বিবাদের মীমাংসায় যত্নবান হইলেন। তাঁহার যত্নে বিবাদানল নির্ব্বাণ হইল। থ্রেসিবিউলস এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে সকল ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের সকলেরই অপরাধ মার্জ্জনা করা যাইবে। কেবল যে ত্রিশ ব্যক্তি এথেনসের রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল, সেই দুরাত্মাদিগকে এবং তাহাদিগের সহচরগণকে ক্ষমা করা যাইবে না। অতঃপর থ্রেসিবিউলস নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পুরবাসীদিগকে এই পরামর্শ দিলেন যে, কোনরূপে তাহাদিগের অনৈক্য না হয় এবং এথেনসনগরে পূর্ব্বে যে রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহারা যত্নবান হইয়া পুনরায় তাহা প্রচলিত করিবার চেষ্টা করে। পুরবাসীরাও তাঁহার পরামর্শের অনুসরণ করিল। অনন্তর, এথিনিয়েরা জানিতে পারিল, দুরাত্মারা ইলিউসিসে অবস্থান করিয়া পুনরায় যুদ্ধের উদ্‌যোগ করিতেছে, তখন তাহারা সত্বর সসৈন্য হইয়া ঐ স্থানে গমন করিল এবং দুরাত্মা-

দিগের যথোচিত দণ্ড করিল। কিন্তু উহাদিগের সন্তান সন্ততি ও সহচরগণ ক্ষমা প্রাপ্ত হইল। খৃ. পূ. ৪০৩ অব্দে এইরূপে এথেন্স রাজ্যাভিষিক্ত দুরাত্মারা রাজ্যাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া আত্মকৃত গুরুতর পাপের সমুচিত প্রতিফল পাইল। এথেন্সনগরে পুনরায় পূর্ব্বতন রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত হইল।

পিলপনিসিয় সংগ্রামের আরম্ভ কালে এথেন্সনগর সর্ব্বপ্রধান ও অদ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু সংগ্রামকালে নানা দিকে নানা বিপদ ঘটনা হওয়াতে সকলের এই বোধ হইতে লাগিল, এথেন্সনগরের পূর্ব্ব প্রাধান্য বিলোপিত হইয়াছে এবং স্পার্টানগর প্রধানপদে অধিরূঢ় হইয়াছে। কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এথেন্সনগর অপ্রধান ও সারহীন হয় নাই। পিপলনিসিয় সংগ্রামে এথেন্সনগরে বিদ্যানুশীলনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উৎসাহ সহকারে বিদ্যানুশীলন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পিলপনিসিয় সংগ্রামের পর এথেন্সনগরে শিল্প ও শব্দ শাস্ত্রের যেরূপ আলোচনা হয়, পূর্ব্বে কখন সেরূপ হয় নাই। প্রায় সর্ব্ব দেশেই এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যানুশীলনের প্রথম আরম্ভ সময়ে কাব্য শাস্ত্রের সমধিক আলোচনা হইয়া থাকে। প্রথম প্রথম অনেকে কবিত্ব শক্তিসম্পন্ন হন। তাহাতে কাব্যশাস্ত্রের চর্চ্চাবাহুল্য হইয়া উঠে। তাহার কারণ এই; বিদ্যা বুদ্ধির প্রথম উদ্রেক সময়ে মানুষের বুদ্ধি প্রগাঢ় বিষয়ে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রগাঢ় বিষয় চিন্তা করিতে হইলে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়। তৎকালে কল্পনাশক্তিই প্রবল হইয়া উঠে। তন্নিবন্ধন কাব্যশাস্ত্রের রচনাবিষয়ে পটুতা জন্মে। অনন্তর, যত বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্য হইতে থাকে, তত মানুষ প্রগাঢ় বিষয়ের চিন্তা করিতে উৎসুক হয়। সুতরাং ক্রমে ক্রমে কল্পনাশক্তি হ্রাস হইয়া যায়। পিলপনিসিয় সমরানল নির্ব্বাণ হইলে পর এথেন্সনগরে ঐ রূপ হইতে আরম্ভ হইল। কাব্যশাস্ত্রের অধিকার গিয়া অন্য অন্য শাস্ত্রের অধিকতর অনুশীলন হইতে লাগিল।

পিলপনিসিয় সংগ্রামে পরাজয়নিবন্ধন এথেন্সনগরের প্রা-

ধান্য বিলোপ ও পূর্ব্বতন রাজ্যশাসন প্রণালীর পরিবর্ত্ত হওয়াতে যে অনিষ্ট ঘটনা হয়, তাহা এথিনিয়দিগের পক্ষে মারাত্মক হয় নাই। কিন্তু ঐ সংগ্রাম ঘটনা দ্বারা স্পার্টানগরীয়দিগের সবিশেষ অপকার হয়। স্পার্টানগরীয় আদি ব্যবস্থাকগণের এই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল যে, দেশান্তরের সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের কোন সম্পর্ক না হইয়া স্বদেশমধ্যেই উহাদিগের সর্ব্বোপরি প্রাধান্য হয়। আদিব্যবস্থাপকগণ এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত তদুপযোগিনী রাজ্যশাসনপ্রণালী এবং ব্যবস্থাপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়া যান। কিন্তু পিলপনিসিয় সংগ্রাম ঘটনা দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মিল। যাবৎ সংগ্রাম ঘটনা না হইয়াছিল তাবৎ স্পার্টানগরীয়েরা নৌবিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই, সুতরাং ভিন্নদেশের সহিত সম্পর্ক হইবার সম্ভাবনা ছিল না। সংগ্রামকালে স্পার্টানগরে নৌবিদ্যার সমধিক অনুশীলন হইয়াছিল। তদবধি উহাদিগের দেশান্তরের সহিত সবিশেষ সম্পর্ক হইতে আরম্ভ হয়। তাহাতে ভিন্নদেশীয় আচার ব্যবহার ক্রমে ক্রমে স্পার্টানগরে পরিগৃহীত হইতে লাগিল এবং ভিন্ন দেশীয়দিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমে ক্রমে সৌখীন ও বিলাসপরায়ণ হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে স্পার্টানগরে ক্রয় বিক্রয় ব্যবহার স্থলে বহুমূল্য ধাতুদ্রব্যের মুদ্রা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু ভিন্নদেশের সহিত সম্পর্ক হওয়াতে স্পার্টানগরে বহুমূল্য ধাতু দ্রব্যের মুদ্রা প্রচলন আবশ্যক হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে স্পার্টানগরীয়দিগের ধনতৃষ্ণা ছিল না। কিন্তু বহুমূল্য ধাতু দ্রব্যময়ী মুদ্রা প্রচলিত হওয়াতে ধনতৃষ্ণা বৃদ্ধি হইল। অনেকেই ধনসঞ্চয়বাসনাপরবশ হইল। শেষে স্পার্টানগরের কতগুলি লোক এরূপ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিয়াছিল যে, গ্রীসদেশের মধ্যে অন্য কোন রাজ্যের লোক সেরূপ ছিল না। উপাখ্যানে উল্লিখিত হইয়াছে, লাইকর্গস যে সময়ে স্পার্টার নাগরিক লোকের সংখ্যা করেন, তৎকালে নয় হাজারের অধিক ছিল না। ক্রমে সংখ্যা কমিয়া গিয়া সাত শত মাত্র অবশিষ্ট হয়। ঐ সাত শতের মধ্যে এক শত লোক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হয়। রাজ্যতন্ত্র সং-

ক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যে উহাদিগেরই সবিশেষ প্রাদুর্ভাব ও প্রগল্‌ভতা ছিল।

এথিনিয়দিগের এই অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, যখন যে অবস্থা হইত, তাহারা তদনুসারে চলিতে পারিত। পিলপনিসিয় সংগ্রাম শেষ হইবার পর আপনাদিগের অবস্থাগত অপকর্ষনিবন্ধন খেদ বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা সচ্ছন্দচিত্তে অবস্থানুরূপ আচরণ করিতে লাগিল। স্পার্টানগরীয়েরা যেরূপ বিদেশীয় ব্যক্তি এবং দাসগণকে কোন ক্রমে স্বদলপ্রবিষ্ট হইতে দিত না, এথিনিয়েরা সেরূপ ছিল না। উহাদিগের এই মহৎ গুণ ছিল, যে সমস্ত বিদেশীয় ব্যক্তি ও দাসগণ স্বপরিশ্রম ও বাণিজ্য দ্বারা এথেন্সনগরের উপকার সাধন করিত, উহারা তাহাদিগকে স্বদল প্রবিষ্ট করিয়া নাগরিক লোকের যাবতীয় ক্ষমতা প্রদান করিত। এথিনিয়দিগের এই গুণ থাকাতে সংগ্রামকালে এবং মারীভয়ে অসংখ্য নাগরিক লোক নিধন প্রাপ্ত হইলেও উহাদিগের মারাত্মক ক্ষতি হয় নাই। উহারা বিদেশীয় ব্যক্তিদিগকে এবং দাসগণকে নাগরিক করিয়া লইল।

এথেন্সনগরীয় কতগুলি অব্যবস্থিতচিত্ত অসচ্চরিত্র লোক নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাগণকে প্রায়ই বিপথগামী করিত। অধিকাংশ লোকেই তাহাদিগের আজ্ঞাবশবর্ত্তী হইয়া সময়ে সময়ে অন্যায় ও নিষ্ঠুর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত, এবং যে ধন সৎ ও শ্রেয়স্কর কার্য্যে বিনিযোজিত করা আবশ্যক, সেই ধন কেবল আমোদকর কার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিত। বিশেষতঃ কৌতুককরী ক্রিয়াতে সদা রত থাকাতে তাহারা নিতান্ত অলস ও সৌখীন হইয়া উঠে। যাহা হউক, সকলে সমান ছিল না। প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই প্রধান ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা অধিক ভদ্র, ধার্ম্মিক, উদার ও দয়ালু স্বভাব ছিল। পরস্পর বিরোধ, গৃহবিচ্ছেদ, এবং দারুণ সংগ্রাম এই কয় কারণ একত্র সংঘটন হওয়াতে এথিনিয়েরা বিপদ সাগরে মগ্নপ্রায় হইয়াছিল। থ্রেসিবিউলস কর্ণধার হইয়া উহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। উহারা তাঁহার পরামর্শানুসারে তৎকালপ্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনব রাজ্যতন্ত্র

সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রাচীন রীতির অনুসরণ করিল। পূর্ব্বে এথেন্স-নগরে যেরূপ এরিয়োপেগস সভার কর্ত্তৃত্ব ছিল, এখনও সেইরূপ হইল। ফলতঃ অতঃপর কিয়ৎকাল এথিনিয়েরা পরম সুখে ছিল। ফিলিপ ম্যাসিডোনিয়ার অধীশ্বর হইয়া যৎকালে গ্রীসদেশ জয় করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ে এথিনিয়দিগের পরস্পর গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়াতে উহারা পুনরায় অসুখিত হয়।

পারস্যদেশীয় সংগ্রামের আরম্ভ অবধি আলেগজাণ্ডরের মৃত্যু পর্য্যন্ত এই দুই শত বৎসর কাল আটিকায় বিদ্যার সম্যক অনুশীলন হয়। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে প্রথম শতাব্দীতে কাব্য নাটক প্রভৃতি শব্দশাস্ত্রসকল উৎকর্ষের পরমা সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিল। শেষ শতাব্দীতে দর্শনাদি শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হয়। দুই শতাব্দীর মধ্যে যে সময়ে পিলপনিসসবাসীদিগের সহিত এথেন্সের সংগ্রাম ঘটনা হয়, ঐ সময় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রসিদ্ধ। ঐ সময়ে সফোক্লিস, ইয়ুরিপিডিস, আরিষ্টফেনিস, থিয়ুসিডিডিস এবং সক্রেটিস এই কয় ব্যক্তি আপনাদিগের পণ্ডিত্য, বুদ্ধিমত্তা এবং ক্ষমতার পরিচয় প্রদান দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সক্রেটিস স্বয়ং কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই, কিন্তু প্লেটো ও জেনোফন এই দুই শিষ্য হইতেই তাঁহার নাম ভুবনবিখ্যাত হইয়াছে। তিনি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী ছিলেন। যে যে নিয়মের অনুসরণ ও যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ঈশ্বরের আজ্ঞা প্রতিপালন করা হয় এবং মানুষের সহিত মানুষের যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, সক্রেটিসের পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ এ সকল বিষয় অবগত ছিলেন না। সক্রেটিস ঐ সকল বিষয় নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হন এবং ঐ সকল বিষয়ে অন্যকে শিক্ষা দান করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি জগতের ভ্রমনিরাকরণ করিবার মানসে স্বহৃদয়স্ফুরিত নূতন মত প্রচার করেন, তাহাদিগের সচরাচর যে দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে, সক্রেটিসের সেই দশা ঘটিয়াছিল। ভ্রমান্ধ দেশীয় লোকেরা তাঁহার নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, সক্রেটিস সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা ও চিরসেবিত দেবগণে অনাদর প্রদর্শন করেন; অপর, তিনি যুবকগণকে কু প্রবৃত্তি দিয়া বিপথগামী করি-

তেছেন। এই অভিযোগ হইলে সক্রেটিস লঘুচিত্ত ব্যক্তির ন্যায় ভীত হইয়া কাহারও নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া মুক্তি লাভের চেষ্টা করেন নাই। তিনি খৃ. পূ. ৩৯৯ অব্দে হেমলক নামক উদ্ভিদ বিশেষের বিষময় রস পান করিয়া সপ্ততি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর বিসর্জ্জন করিলেন।

পারস্যরাজ্য পূর্ব্বে সুসম্পন্ন ও সুশাসিত ছিল। গ্রীসদেশের সহিত সংগ্রাম ঘটনার পর অবধি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। পারস্যরাজ্যে বিদ্রোহানুষ্ঠান, হত্যাব্যাপার, রাজমন্ত্রীগণের পরস্পর অপকার চেষ্টা, কুমন্ত্রণা, কুপরামর্শ বই আর কিছু ছিল না। খৃ. পূ. ৪৬৫ অব্দে আর্টেবেনস জরক্সিসের প্রাণসংহার করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়া লন। কিন্তু তিনি সাত মাসের অধিক রাজ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার পর আর্টেজরক্সিস রাজা হন। আর্টেজরক্সিস নামে যে কয়েক ব্যক্তি পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, ইনি তাহাদিগের সকলের প্রথম। ইহাঁর একটী হস্ত ছোট আর একটী বড় ছিল। এই নিমিত্ত ইহাঁর লঙ্গিমেনস্ এই উপাধি হয়। খৃ. পূ. ৪৬৫ অব্দে ইহাঁর রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ৪২৫ অব্দে শেষ হয়। ইহাঁর পর ২য় জরক্সিস সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। দুই মাসের অধিক তাঁহার রাজত্ব ছিল না। তাঁহার পর সগ্‌ডিয়েনস রাজা হইয়া সাত মাস মাত্র রাজত্ব করেন। সগ্‌ডিয়নসের পর ডেরায়স রাজ্যাধিকারী হন। তিনি পরিণয়সম্বন্ধজাত নহেন। এই নিমিত্ত নোথস উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৪০৫ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। আর্টেজরক্সিস এবং সাইরস নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল। আর্টেজরক্সিসের অতিশয় মেধা ছিল। এই হেতু তাঁহার নেমন এই উপাধি হয়। আর্টেজরকসিস নেমন বয়োজ্যেষ্ঠতা নিবন্ধন রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

ডেরায়স আপন কনিষ্ঠ পুত্র সাইরসকে আসিয়া মাইনরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। সাইরস পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠকে রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত করিয়া স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা পেরিসেটিস তাঁহার

পক্ষে ছিলেন। তিনি ঐ বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। সাইরস আপন অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশে স্পার্টানগরের সহিত যোগ করিলেন, এবং গ্রীসদেশীয় যাবতীয় দোষী ও বিবাসিত লোককে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া আপনার সৈন্য শ্রেণীমধ্যে সমাবেশিত করিলেন। তিনি এইরূপে যথেষ্ট সৈন্য ও প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া ভ্রাতাকে রাজ্যচ্যুত করিতে চলিলেন। তাঁহার কতিপয় প্রিয় সহচর ব্যতিরিক্ত অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহার উদ্দেশ্য অবগত ছিল না। তিনি এই কথা প্রচার করিয়া দিয়াছিলেন যে, পিসাইডিয়ার লোকেরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের দণ্ডবিধানার্থ গমন করিতেছি। খৃ. পূ. ৪০১ অব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি সার্ডিস হইতে যাত্রা করেন। থ্যাপ্‌সেকসে গিয়া সেনাগণ শ্রবণ করিল, সাইরস নিজ ভ্রাতার সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন। সেনাগণ গমনে অসম্মত হইল। সাইরস তাহাদিগকে যে বেতন দান অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক দিবেন স্বীকার করিলেন। তদ্ভিন্ন আরো তিনি অনেক লোভ দেখাইলেন। পরিশেষে সেনাগণ লোভাকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিল। আর্টেজরক্সিস ভ্রাতৃচেষ্টিত শ্রবণ করিয়া চারি লক্ষ সৈন্য লইয়া স্বয়ং সমরাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইলেন। উভয় সৈন্যদলের সাক্ষাৎকার হইল। ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সাইরস সমর শায়ী হইলেন। আর্টেজরকসিস আহত হইলেন। গ্রীসদেশীয় বেতনভুক সেনাগণ সাইরসের মৃত্যুতেও ভগ্নোৎসাহ ও ভীত হয় নাই। তাহারা এরিয়ুস নামে সাইরসের এক বন্ধুকে সেনাপতি করিয়া অসীমসাহসসহকারে রণ করিতে লাগিল। কিন্তু ঐ ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। যাহা হউক, তাহারা কোনরূপেই অধীনতা স্বীকারে সম্মত হইল না। শেষে পারসীকেরা কৌশলক্রমে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দেশের মধ্যস্থলে লইয়া গেল এবং তাহাদিগের সেনাপতিগণের প্রাণ সংহার করিল।

জেনোফন ঐ সমভিব্যাহারে ছিলেন। তিনি এই যুদ্ধের যাবতীয় বৃত্তান্ত সবিস্তর বর্ণন করিয়াছেন। সেনাপতিগণ নিহত হু

ইলে পর সৈন্যগণ নিতান্ত সাহসহীন ও ভগ্নোৎসাহ হইয়া প-ড়িল। জেনোফন তাহাদিগের বিলুপ্ত প্রায় উৎসাহের পুনরুদ্দীপন করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশপ্রতিগমনের উপদেশ দিলেন। সেনাগণ তাঁহার নিদেশানুসারে স্বদেশে প্রতিপ্রয়াণ করিল। কাইরিসোফস নামে স্পার্টানগরীয় এক ব্যক্তি অগ্রগামী সেনাদলের এবং জেনোফন পশ্চাদ্গামী সৈন্যগণের অধিনায়কতা করিতে লাগিলেন। অপরিজ্ঞাত পর্ব্বতময় প্রদেশের মধ্যস্থল দিয়া তাহারা বরাবর উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিল। পথিমধ্যে তাহাদিগকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হইল। পারসীকশাসনকর্ত্তা টিসাফর্ণিস এবং মিডিয়াদেশীয় সমরপ্রিয় কার্ডুকাই নামে এক জাতি পৃষ্ঠ ভাগ হইতে বারম্বার আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। যাহা হউক, তাহারা বহু কষ্ট পাইয়া শেষে গ্রীসদেশীয়দিগের অধিকৃত ট্রেপিজসনগরে উত্তীর্ণ হইল। তাহারা যখন প্রথম পলায়ন আরম্ভ করে, তৎকালে সমুদায়ে তের হাজার সৈন্য ছিল। পথিমধ্যে পাঁচ হাজার কমিয়া যায়। তাহারা ট্রেপিজসে উত্তীর্ণ হইয়া দেখিল, আট হাজার অবশিষ্ট আছে। তাহারা ট্রেপিজস পরিত্যাগ করিয়া ইয়ুগজাইন সমুদ্রের পশ্চিম কূল বাহী হইল। মধ্যে মধ্যে সমুদ্রে মধ্যে মধ্যে উপকূলে যাইতে লাগিল। থ্রেসদেশীয় এক রাজা তাহাদিগের পাঁচ হাজার লোককে বেতন দিয়া সৈনিককার্য্যে নিয়োজিত করেন। কিন্তু টিসাফর্ণিসের সহিত স্পার্টানগরের বিবাদ আরম্ভ হওয়াতে ঐ পাঁচ হাজার সৈন্য পুনরায় আসিয়ায় যায়। সাইরসের সমভিব্যাহারী গ্রীসদেশীয়দিগের পলায়ন বৃত্তান্ত পাঠ করিলে, সুশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সৈন্যে যে কত বৈলক্ষণ্য তাহা অনায়াসে অবগত হইতে পারা যায়। ভয়ক্লিষ্ট পলায়মান সৈন্য, সংখ্যাতে ত্রয়োদশসহস্র মাত্র। পক্ষান্তরে, পারসীক সৈন্যের সংখ্যা ছিল না। কিন্তু গ্রীসদেশীয় সেনাগণ রণশিক্ষিত বলিয়া সেই অশিক্ষিত অসংখ্য অসভ্য সৈন্য মধ্য হইতে প্রস্থান করিল। যুদ্ধানভিজ্ঞ পারসীক সেনাগণ তাহাদিগকে নিবারণ করিতে পারিল না।

সাইরসের যাবৎ বিদ্রোহকাল টিসাফর্ণিস নিজ প্রভুর নিতা-

ন্ত অনুগত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রভু তুষ্ট হইয়া তাঁহা-কে পুরস্কারস্বরূপ আসিয়ামাইনরের শাসনকর্ত্তৃত্বপদ প্রদান ক-রিলেন। কিন্তু তিনি তথায় গমন করিলে তত্রত্য গ্রীক নগরবা-সীরা তাঁহার শাসনে থাকিতে সম্মত হইল না। তিনিও তাহা-দিগকে নিজ শাসন পরাধীন করিতে একান্ত যত্নবান্ হইলেন। এই উপলক্ষে বিরোধ উপস্থিত হইল। আসিয়াবাসী গ্রীকেরা স্পার্টানগরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। স্পার্টানগরীয়েরা থিম্বন নামে এক ব্যক্তিকে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া আসি-য়ায় পাঠাইয়া দিল। থিম্বনের সাহায্যার্থ এথেন্স প্রভৃতি নানা স্থান হইতেও বহুতর সৈন্য আসিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর, ডর্সিলিডাস নামে এক ব্যক্তি তৎপদে নিয়োজিত হইলেন। অপর পারসীকশাসনকর্ত্তা ফার্ণে-বেজসের সহিত তাঁহার শত্রুতা ছিল। ফার্ণেবেজসের উপরে টিসা-ফর্ণিসেরও রাগ ছিল। অতএব তিনি ফার্ণেবেজসকে জব্দ করিবার মানসে খৃ. পূ. ৩৯৯ অব্দে টিসাফর্ণিষের সহিত সন্ধি করিলেন।

আসিয়ামাইনরে ইয়োলিয়জাতির নিবেশিত যত গ্রীক নগর ছিল, ফার্ণেবেজস তাহার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ডর্সিলিডাস টিসা-ফর্ণিসের সহিত সন্ধি করিয়া ফার্ণেবেজসের হস্ত হইতে কতিপয় ইয়োলিয় নগর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর, তিনি কর্সোনিসসে গমন করিলেন। থ্রেসদেশীয়েরা কর্সোনিসসবাসী গ্রীকদিগকে অতিশয় আপদাক্রান্ত করিয়াছিল, ডর্সিলিডাস তথায় উপস্থিত হওয়াতে তাহারা আপদ্মুক্ত হইল। ওদিকে ফার্ণেবেজস ও টিসাফর্ণিস উভয় পারসীকশাসনকর্ত্তা ডর্সিলিডাসের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া সাতি-শয় শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা অবিলম্বে পরস্পর শত্রুভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐক্যবিধান করিলেন। অনন্তর, ডর্সিলিডাসকে আসিয়া হইতে দূরীভূত করিবার মানসে একদল পারসীক সৈন্য সমভিব্যাহারে নিয়াণ্ডরের উত্তরে গমন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া সমরে ব্যাপৃত হইলেন না। ডর্সিলিডা-সের সহিত সন্ধিসংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন।

থিম্বন ও ডর্সিলিডাস যে সময়ে আসিয়ার উপকূলবর্ত্তী গ্রী-

কনগরবাসীদিগের স্বাধীনতা সম্পাদন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, স্পার্টারাজ এজিস সে সময়ে ইলিসদেশের সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধ খৃ. পূ. ৩৯৯ এবং ৩৯৮ এই দুই বৎসর কাল ব্যাপী হইয়াছিল। পরিশেষে ইলিস দেশীয়েরা সমরে পরাভূত হইল। ইলিসদেশীয় দুর্গ সকল ভগ্ন হইল। যে যে নগর ইলিসবাসীদিগের আজ্ঞাবিধেয় ছিল, তত্রত্য লোকেরা অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইল। অনন্তর স্পার্টানগরের সহিত ইলিসের সন্ধি হইল। সন্ধির অব্যবহিত পরেই স্পার্টারাজ এজিসের মৃত্যু হইল। তাঁহার ভ্রাতা এজিসিলেয়স খৃ. পূ. ৩৯৮ অব্দে রাজ্যাধিকারী হইলেন। এজিসিলেয়স অতিশয় বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার তুল্য বুদ্ধিমান লোক কখন স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় হন নাই। তাঁহার রাজত্বের আরম্ভেই কতগুলি দরিদ্র ব্যক্তি একবাক্য হইয়া স্পার্টানগরীয় কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির অনিষ্ট চেষ্টায় চক্রান্ত করে। সিনেডন নামে এক ব্যক্তি অগ্রণী হইয়া তাহাদিগকে চক্রান্তে প্রবর্ত্তিত করে। এজিসিলেয়স অতিশয় সতর্ক ও সুবিবেচক ছিলেন। তিনি অগ্রে জানিতে পারিয়া নিজ বুদ্ধিবলে চক্রান্তকারীদিগের অভীষ্টসিদ্ধির ব্যাঘাত জন্মাইলেন। কিন্তু যে কারণে এই অনর্থ উৎপন্ন হইয়াছিল, সে কারণের নিরাকরণ করিলেন না। অতএব পুনরায় অনর্থ ঘটিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিল। যাহা হউক, ইহার অব্যবহিত পরেই স্পার্টানগরে সমাচার আইল পারসীকেরা গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিবার পুনরুদ্যোগ করিতেছে। এজিসিলেয়স ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া লাইসাণ্ডরকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়ার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে বিস্তর সৈন্য গমন করিল। তিনি প্রথমে ইফিসসে উপনীত হইলেন। টিসাফর্নিস তখন পর্য্যন্ত যুদ্ধের সমুদায় সজ্জা করিতে পারেন নাই। অতএব তিনি কোনরূপে কালবিলম্ব করিয়া সেনা সংগ্রহ করিবার অভিসন্ধিতে এজিসিলেয়সকে আপাততঃ এই কথা বলিয়া স্বল্পকালের নিমিত্ত সন্ধি করিলেন যে, পারস্যরাজ আসিয়ামাইনরবাসী গ্রীকদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করেন কিনা, আমি জিজ্ঞাসা করিয়া

পাঠাই, যাবৎ উত্তর না আইসে তাবৎ যুদ্ধ স্থগিত থাকে। এজিসিলেয়স টিসাফর্ণিসের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ রহিল। কিন্তু লাইসাণ্ডর তাহাতে অসন্তুষ্ট হইলেন। লাইসাণ্ডরের দুরাকাঙ্ক্ষার ইয়ত্তা ছিল না। এজিসিলেয়স তাঁহার অসঙ্গত দুরাকাঙ্ক্ষা হেতু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে হেলিস্পণ্টে পাঠাইয়া দিলেন। ওদিকে টিসাফর্ণিসের অভিলষিত সৈন্য সংগৃহীত হইল। তখন তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এজিসিলেয়সেরও ঐ সময়ে স্বদেশ হইতে নূতন সৈন্য আগত হয়। তিনি সসৈন্য হইয়া ফ্রিজিয়ায় গমন করিয়া তদন্তঃপাতী কতিপয় স্থান বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিলেন। অনন্তর, তিনি ইফিসসে ফিরিয়া গেলেন।

এজিসিলেয়স পুনরায় পারসীকদিগকে আক্রমণ করিতে গেলেন। সার্ডিসের অনতিদূরে যুদ্ধ হইল। এজিসিলেয়স জয়ী হইলেন। টিসাফর্ণিস সংগ্রামে পরাভূত হইলে পারস্যরাজ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া টাইথ্রষ্টিস নামে এক ব্যক্তিকে তৎপদে নিয়োজিত কবিলেন। টাইথ্রষ্টিস টিসাফর্ণিসের প্রাণ সংহার করিলেন এবং স্পার্টার অধিপতি এজিসিলেয়সের সহিত সন্ধি করিলেন। অপর পারসীক শাসনকর্ত্তা ফার্ণেবেজসের উপরে টাইথ্রষ্টিসের রাগ ছিল। সেই হেতু টাইথ্রষ্টিস এজিসিলেয়সকে প্রচুর উৎকোচ দান দ্বারা বশীভূত করিয়া ফার্ণেবেজসের সহিত সংগ্রামে প্রবর্ত্তিত করিলেন। এজিসিলেয়স কেবল স্থলগামী সেনার প্রধান সৈনাপত্য পদে অভিষিক্ত ছিলেন না, পোতসম্প্রদায়েরও অধিপতি ছিলেন। আসিয়াবাসী গ্রীকেরা তাঁহাকে এক শত কুড়ি খান যুদ্ধের জাহাজ দেয়। তিনি কিয়ৎকাল পোতসৈনাপত্যের ভার স্বহস্তে রাখিয়াছিলেন। শেষে খৃ. পূ. ৩৯৫ অব্দে ঐ ভার স্বীয় শ্যালকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এজিসিলেয়সের শ্যালক পিসাণ্ডর অতিশয় সাহসী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা ছিল না। এজিসিলেয়স ফার্ণেবেজসের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া বিলক্ষণ কৃতকার্য্য হইলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শেষে তিনি এই সংকল্প করিলেন, পার-

স্যরাজ্যের অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া যুদ্ধ করিবেন। তদর্থ উদ্‌যোগ হইতৈ লাগিল। কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। গ্রীসদেশে সমরানল পুনঃ প্রজ্বলিত হওয়াতে তাঁহাকে খৃ. পূ. ৩৯৪ অব্দে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইল।

এজিসিলেয়স আসিয়ায় অবস্থান করিয়া পারসীকদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি যে যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন, তাহাতেই জয়ী হন। এইরূপে তিনি দুর্জ্জয় হইয়া উঠিলেন। টাইথ্রাষ্টিস তাঁহার অসীম সাহস ও সমরনৈপুণ্য দর্শন করিয়া মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এজিসিলেয়স আসিয়ায় থাকিলে পারসীকদিগের নিস্তার নাই; ইহাকে কোনরূপে অপবাহিত করা কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহাকে এস্থান হইতে অপবাহিত করা সহজ নহে; যদি কোন উপায়ে গ্রীসদেশীয়দিগকে স্পার্টার সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করা যায়, তাহা হইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। এই ভাবিয়া তিনি গ্রীসদেশে চর পাঠাইতে লাগিলেন। চরেরা গ্রীস দেশে উপনীত হইয়া স্বর্ণবৃষ্টি করিতে লাগিল। অর্থের এমনি মোহনী শক্তি আছে, গ্রীসদেশীয়েরা অবিলম্বে মোহিত হইল। টাইথ্রাষ্টিসের মনস্কামনা পূর্ণ হইল! থিবিস্, করিন্থ, আর্গস এবং এথেন্স এই কয় স্থানের লোকে স্পার্টার সহিত যুদ্ধ করিবার অভিসন্ধি করিয়া পরস্পর মৈত্রী করিল। টাইথ্রাষ্টিসের প্রোৎসাহনই যে, উহাদিগের যুদ্ধপ্রবৃত্তির একমাত্র কারণ এরূপ নহে, স্পার্টার উপরে উহাদিগের অতিশয় বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। বিদ্বেষ জন্মিবার কারণ এই, স্পার্টানগরীয়েরা সকলের নিকটে এই বলিয়া অহঙ্কার করিত যে, আমরা গ্রীসদেশীয়দিগকে এথেন্সের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছি, অথচ উহাদিগের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তারা সর্ব্বত্র যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিত।

লক্রিস ও ফোসিস এই উভয় দেশের প্রথমে বিবাদ আরম্ভ হইল। থিবিসনগরীয়েরা লক্রিয়দিগকে সাহায্য দান করিল। ফোসিয়েরা স্পার্টার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। লাইসাণ্ডর সেনাপতি হইয়া সমরাঙ্গনে গমন করিলেন। তিনি বিয়োশিয়ার ভিতর দিয়া যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে হেলিয়ার্টসনগর আক্রমণ

করিলেন। থিবিসনগরীয়েরা তাহার উদ্ধারার্থ আগমন করিল। তদুলক্ষে যুদ্ধ হইল। লাইসাণ্ডর রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিলেন। খৃ. পূ. ৩৯৫ অব্দে এই ঘটনা হয়। এই যুদ্ধ করিন্থিয় সংগ্রামের স্বস্তিবাচন হইল। ইহার অব্যবহিত পরে স্পার্টার অধিপতি পসেনিয়স রণস্থলে উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি লাইসাণ্ডরের মৃত্যু সমাচার শ্রবণ করিয়া রণস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। তাহাতে স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার নামে গুরুতর অপরাধের অভিযোগ করিয়া তাঁহাকে স্বরাষ্ট্র হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল। তিনি টিজিয়ায় গমন করিলেন। যাবজ্জীবিত কাল ঐ স্থানে ছিলেন।

এই ঘটনার পর স্পার্টার বিপক্ষগণ করিন্থরাজ্যে সভা করিয়া যুদ্ধসংক্রান্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিল। ইয়ুবিয়া, লিউকেডিয়া, আকার্ণেনিয়া আম্ব্রেসিয়া এবং ক্যাল্সিস এই কয় স্থানের লোক উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, উহারা কতিপয় নগর স্পার্টার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল এবং অনেককে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিল। ওদিকে পারস্যরাজ এথেন্সনগরীয় ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি কোননকে পোতসৈন্যের অধিপতি করিয়া স্পার্টার সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিলেন। কোননের যুদ্ধবিষয়ে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ও ক্ষমতা ছিল। এই জন্য পারস্যরাজ তাঁহার প্রতি সৈনাপত্য ভার সমর্পণ করেন। এজিসিলেয়স ঐ সময়ে স্বদেশ প্রতিগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আসিয়া পরিত্যাগ করিলেন। জরকসিস যে পথ দিয়া গ্রীসদেশে গমন করিয়াছিলেন এজিসিলেয়স সেই পথ ধরিয়া ত্রিশ দিনে গ্রীসদেশে উপনীত হইলেন। তিনি যে সময়ে বিয়োশিয়ায় উত্তীর্ণ হন, তাহার পূর্ব্বে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। স্পার্টানগরীয়েরা উত্তরাংশে যাইতে না পারে এই উদ্দেশে করিন্থিয়েরা মিত্রগণ সমভিব্যাহারে নিমিয়ায় স্পার্টানগরীয়দিগের পথ রোধ করে, তাহাতে ঐ স্থানে যুদ্ধ হয়। স্পার্টানগরীয়েরা জয়ী হয়। এজিসিলেয়স আম্ফিপলিসে জয় সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বরাবর দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে তাঁহাকে বিস্তর কষ্ট ভোগ করিতে হইল। খৃ. পূ. ৩৯৪ অব্দের গ্রীষ্মাবসানসময়ে

তিনি বিয়োশিয়ায় উপনীত হইলেন। ঐস্থানে উপস্থিত হইয়াই শুনিতে পাইলেন পিসাণ্ডর ও তাঁহার অধীন পোতসৈনিকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছেন এবং পিসাণ্ডর সমরশায়ী হইয়াছেন। এজিসিলেয়স ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। নাইডসনগরের অনতিদূরবর্ত্তী সংগ্রামে পিসাণ্ডর পরাজিত হন। ঐ যুদ্ধে স্পার্টানগরীয়দিগের পরাজয় হওয়াতে এথিনিয়দিগের মহোপকার লাভ হয়। উহাদিগের নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠ প্রভুশক্তির পুনরুদ্দীপন হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা হইল। কতিপয় দিবসের পর সেফিসস নদী তীরে করোনিয়ার পরিসর ভূমিতে এজিসিলেয়সের সহিত সমিত্রকরিন্থিয়দিগের পুনরায় সংগ্রাম হইল। উভয় পক্ষই পরস্পর বিনাশ কামনা করিয়া কিয়ৎকাল দৃঢ়তর অধ্যবসায় সহকারে যুদ্ধ করিল। এজিসিলেয়স পরিশেষে জয়ী হইলেন। তিনি যখন আসিয়াখণ্ডে সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও অর্থ প্রাপ্ত হন। সেই লুণ্ঠিত অর্থ হইতে প্রায় দুই লক্ষ টাকা ডেল্‌ফির আপোলোদেবকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। অনন্তর, তিনি স্বগৃহে গমন করিয়া সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া দিলেন।

এজিসিলেয়সের জয় লাভের পর কিয়ৎকাল আর সম্মুখযুদ্ধ হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরা মধ্যে মধ্যে করিন্থরাজ্য উৎসাদিত ও বিলুণ্ঠিত করিতে লাগিল। তাহাতে করিন্থিয়েরা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। উহারা এমনি ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে, কেহ সন্ধির কথা উল্লেখ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বধ করিত। যাহা হউক, কতিপয় ব্যক্তি একবাক্য হইয়া লিকিয়ন নামে করিন্থিয় পোতাধিষ্ঠাননগর স্পার্টানগরীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিবার মানসে তাহার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। স্পার্টানগরীয়েরা নগর প্রবিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ উহার স্থানের স্থানের প্রাচীর ভগ্ন করিয়া ফেলিল। খৃ.পূ. ৩৯৩ অব্দে এই ঘটনা হয়। এই ঘটনা হওয়াতেই যুদ্ধ শেষ হয় নাই। করিন্থরাজ্যে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। স্পার্টারাজ এজিসিলেয়স সসৈন্য হইয়া সমরাঙ্গনে গমন করিলেন। কিন্তু করিন্থিয়েরা এথিনিয় সেনাপতি ইফিক্রেটিসের সাহায্য প্রাপ্ত

হইয়া এযুদ্ধে জয়ী হইল, এবং, যে যে প্রদেশ উহাদিগের হস্তান্তরিত হইয়াছিল, তাহার কতগুলির পুনরুদ্ধার করিল।

আসিয়ামাইনরবাসী গ্রীকেরা ঐ সময়ে স্পার্টার নিয়োজিত শাসনকর্ত্তৃগণের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ফার্ণেবেজস এবং কোনন উভয়ের সহিত মিলিত হয়। খৃ. পূ. ৩৯৩ অব্দের বসন্তকালে পারসীক শাসনকর্ত্তা ফার্ণেবেজস ও কোনন উভয়ে এক দল জাহাজ সমভিব্যাহারে লেকোনিয়ার উপকূলেগমন করিলেন। তাঁহারা যে যে স্থানে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন সেই সেই স্থান বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত হইল। শেষে তাঁহারা সাইথিরা হস্তগত করিয়া লইলেন। ফার্ণেবেজস স্পার্টার বিপক্ষগণকে অর্থদ্বারা সাহায্য দান করিতে লাগিলেন, এবং, কোনন এথেন্সনগরের বিনষ্ট প্রাচীর নির্ম্মাণের সংকল্প করিয়া তাঁহার নিকটে আত্মমনোরথ ব্যক্ত করাতে তিনি তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। সংকল্পিত প্রাচীর নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। নির্ম্মাতৃগণ অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া কর্ম্ম করিতে লাগিল। খ. পূ. ৩৯২ অব্দের বসন্তকালে নির্ম্মাণক্রিয়া সাঙ্গ হইল। ক্রমে ক্রমে কোননের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে স্পার্টানগরীয়েরা কোননকে কৌশলক্রমে নষ্ট করিবার সংকল্প করিল। ঐ উদ্দেশে আণ্টালসিডাস পারসীক শাসনকর্ত্তা টাইরিবেজসের নিকটে প্রেরিত হইলেন। আণ্টালসিডাস অতিশয় ধূর্ত্ত ছিলেন। তিনি যদর্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎকর্ম্মসাধনে তাঁহার বিলক্ষণ পটুতা ছিল। আণ্টালসিডাস টাইরিবেজসের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, স্পার্টানগরীয়েরা পারস্যরাজের সহিত সন্ধি করিতে নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন এবং আসিয়াখণ্ডে গ্রীসদেশীয়দিগের নিবেশিত যত নগর আছে, তত্তাবৎ পারস্যরাজের হস্তে সমর্পণ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন; কিন্তু পারস্যরাজ যদি এরূপ অঙ্গীকার করেন যে, গ্রীসদেশের মধ্যে যত উপদ্বীপ ও যত নগর আছে, তৎসমুদায়ের স্বাধীনতা অবিলুপ্ত ও অব্যাহত রাখিবেন, তাহা হইলে এখনই সন্ধি হয়। টাইরিবেজস ঐ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কোনন তাঁহাকে বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে কথা

গ্রাহ্য করিলেন না। তিনি স্পার্টানগরীয়দিগকে পোতনির্ম্মাণার্থ অর্থ দান করিলেন এবং অবিলম্বে কোননকে বন্দী করিয়া লইয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহাকে অধিককাল কারাবাস ক্লেশ সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি অব্যবহিত পরে পলায়ন করেন। পলায়নের পর আর তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হন নাই। সাইপ্রসে তাঁহার মৃত্যু হয়। পারসীকেরা টাইরিবেজসের প্রবর্ত্তনবাক্যে প্রথমে স্পার্টার সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু পারসীক শাসনকর্ত্তাদিগের পরস্পর বিরোধ ও মতের অনৈক্য হওয়াতে শেষে তাহারা স্পার্টার বিষম বিপক্ষ হইয়া উঠিল এবং এথিনিয়দিগকে সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করিল। অনতিবিলম্বে স্পার্টার সহিত পারসীকদিগের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। খ. পূ. ৩৯০ অব্দে স্পার্টানগরীয়দিগের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল। আকার্ণেনিয়ার লোকেরা স্পার্টার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ না হইয়া মিত্রতা করিল। স্পার্টানগরীয় টিলিউশিয়াস নামে এক ব্যক্তি এই বর্ষে নিজ সাহস গুণের সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রোড্স উপদ্বীপে রাষ্ট্রবিপ্লাবন উপস্থিত হওয়াতে অভিজাতদল অপর দলের নিকটে পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে। প্রধানেতর প্রজাগণ এথিনিয়দিগের পক্ষে পক্ষপাতী ছিল। এথিনিয়েরা ঐ সুযোগে ঐ উপদ্বীপে স্বাধিকার বিস্তার করিবার উপক্রম করিয়াছিল। কিন্তু টিলিউশিয়াস উহাদিগকে কৃতকার্য্য হইতে দেন নাই। এই সকল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়েরা সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া বৃদ্ধ থ্রেসিবিউলসকে রণক্ষেত্রে প্রেরণ করিল। থ্রেসিবিউলস এক দল পোতসৈনিক সমভিব্যাহারে করিয়া যাত্রা করিলেন। তিনি থ্রেসের ও ইজিয়সমুদ্রের উপকূলে জয় লাভ করিয়া রোড্স উপদ্বীপ লক্ষ্য করিয়া গমন করিলেন। কিন্তু বিপক্ষগণ আস্পেণ্ডসে সহসা তাঁহার শিবির আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। থ্রেসিবিউলস অতিশয় সাহসী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এজিরিয়স নামে এক ব্যক্তি তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। এজিরিয়স অতি অব্যবস্থিত এবং ভীরুস্বভাব। তিনি কোনরূপেই স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না।

হেলিস্পন্টের উপকূলে যে যে প্রদেশ স্পার্টানগরীয়দিগের হস্ত বহির্ভূত হইয়াছিল, উহারা ক্রমে ক্রমে তৎসমুদায়ের উদ্ধারসাধন করিল। পরিশেষে খৃ. পূ. ৩৮৯ অব্দে ইফিক্রেটিস আবাইডসে স্পার্টানগরীয়দিগকে পরাজয় করিলেন।

খৃ. পূ. ৩৮৮ অব্দে স্পার্টানগরীয়েরা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিল। উহারা ইজিনা উপদ্বীপ অধিকার করিয়া লইল এবং আটিকাবাসীদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। গ্রীসদেশের মধ্যে এইরূপ ঘটনা হইতেছে, এমত সময়ে আন্টাল্সিডাস পারস্যরাজের সহিত সন্ধিবিধানের দৃঢ় সংকল্প করিয়া আসিয়ায় গমন করিলেন। আন্টাল্সিডাসের যত্নে ঐ সময়ে স্পার্টানগরীয়দিগের নৌসংখ্যা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তন্নিবন্ধন স্পার্টানগরীয়েরা এথিনিয়দিগের বাণিজ্যকার্য্যের অতিশয় ব্যাঘাত করে। তাহাতে এথিনিয়দিগের নিতান্ত চেষ্টা হইল কোনরূপে সন্ধি হইয়া বিবাদের শেষ হয়। বিশেষতঃ এথিনিয়দিগের মিত্রগণও সমরখিন্ন হইয়াছিল। অতএব তাহারাও শমার্থী হইয়া টাইরিবেজসের নিকটে দূত প্রেরণ করিল। স্পার্টা, এথেন্স, আর্গস এবং করিন্থ এই কয় রাজ্যের দূতগণ টাইরিবেজসের নিকটে উপস্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে সন্ধি হইল। প্রথম, আসিয়াখণ্ডের যাবতীয় গ্রীকনগর এবং ক্লেজোমিনি ও সাইপ্রস উপদ্বীপ পারস্যরাজের হস্তগত হইবে। দ্বিতীয়, লেমনস, ইম্ব্রস এবং সাইরস এই তিন উপদ্বীপে পূর্ব্বে যেমন এথিনিয়দিগের অধিকার ছিল, এখনও সেইরূপ থাকিবে। এতদ্ব্যতিরিক্ত কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ গ্রীসদেশীয়দিগের সমুদায় নগর স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে। খৃ. পূ. ৩৮৭ অব্দে এই সন্ধি হয়। সন্ধিনিয়ম দ্বারা বদ্ধ হইলে যে যে নগরের উপরে আধিপত্য আছে, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া আর্গস এবং থিবিসের লোকেরা উল্লিখিত সন্ধিনিয়মে বদ্ধ হইতে সম্মত ছিল না। কিন্তু প্রবল পক্ষীয়েরা ভয় প্রদর্শন করাতে উহাদিগকে অগত্যা সম্মত হইতে হইল। যাহা হউক, উল্লিখিত সন্ধির সমুদায় নিয়ম প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরাই যত্নবান হইয়া সন্ধিবিধান করি-

য়াছিল। অতএব তাহাদিগের উচিত যে, তাহারা লেকোনিয়া এবং মেসেনিয়ার অন্তঃপাতী যাবতীয় নগরবাসীদিগকে অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। কিন্তু তাহারা তাহা করে নাই। ফলতঃ যে উদ্দেশ্যে সন্ধি বিহিত হয়, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। এই সন্ধি দ্বারা ইষ্ট ফল লাভ না হইয়া অনিষ্ট ফল লাভ হইল। যে আসিয়াবাসী গ্রীকদিগকে অসভ্য পারসীকদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিবার নিমিত্ত শত বৎসরেরও অধিক কাল যুদ্ধ হইয়াছিল, এবং, কত প্রাণিহত্যা ও অর্থ ক্ষতি হয় তাহার ইয়ত্তা ছিল না, এই সন্ধিদ্বারা সেই গ্রীসদেশীয়েরা অসভ্য পারসীকদিগের হস্তে নিক্ষিপ্ত হইল।

দশম অধ্যায়।

আণ্টালসিডাসের কৃত সন্ধি অবধি কেরোনিয়ার সংগ্রাম পর্য্যন্ত।

আণ্টালসিডাস যখন পূর্ব্বোক্ত সন্ধি বিধান করেন, তখন তাঁহার এই উদ্দেশ্য ছিল যে, গ্রীসদেশের মধ্যে যত ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য আছে, তৎসমুদায়ের স্বাধীনতা লাভ হয়। কিন্তু তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। লেকোনিয়া ও মেসেনিয়া এই উভয় দেশের উপরে স্পার্টানগরীয়দিগের যে আধিপত্য ছিল, তাহারা তাহা পরিত্যাগ করে নাই। প্রত্যুত সমুদায় গ্রীস দেশের উপরে তাহারা স্বাধিকার বিস্তার করিবার জন্য একান্ত অভিলাষী হইল। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় প্রবল লোকেরা দুর্ব্বলের উপরে অন্যায় ও অত্যাচার করিয়া থাকে। যে রাজার বীর্য্য, অস্ত্রবল এবং লোকবল অধিক, সে প্রতিবেশবাসী হীনবল রাজার রাজ্য বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লয়। গ্রীস দেশের মধ্যে যত ক্ষুদ্রতর নগর ছিল, প্রতিবেশী প্রবল রাজ্যের লোকেরা তৎসমুদায় বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া লইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সমরানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। স্পার্টানগরীয়েরা নির্ব্বাণ করিবার চেষ্টা না করিয়া সাহায্যদানরূপ সমীরণ দ্বারা অনুক্ষণ তাহার সন্ধুক্ষণ করিতে লাগিল। যে যে নগরের পরস্পর বিরোধ উপস্থিত

হইতে লাগিল, স্পার্টানগরীয়েরা প্রথমে উহার অন্যতর পক্ষ আশ্রয় করিয়া শেষে উভয় পক্ষকেই স্ববশে আনয়ন করিতে আরম্ভ করিল। স্পার্টানগরীয়েরা এইরূপ অনুচিত ও গর্হিত ব্যবহার দ্বারা মাণ্টিনিয়া নগর অধিকার করিয়া লইল। অনন্তর, নগর সমভূমি করিয়া তত্রত্য লোকদিগকে সন্নিহিত অনাবৃত গ্রামে বাস করিবার অনুমতি দিল। খৃ. পূ. ৩৮৫ অব্দে ঐ ঘটনা হয়।

পর বৎসর ফ্লাইয়স নগরেরও ঐরূপ দুর্দ্দশা ঘটিল। স্পার্টানগরীয়েরা ক্রমে ক্রমে পিলপনিসসের সর্ব্বস্থলেই স্বাধিকার বিস্তার করিল। কেবল আর্গস নগর স্বাধীন ছিল। পিলপনিসসে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াই স্পার্টানগরীয়দিগের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। উহারা গ্রীসদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী দূরতর প্রদেশেও স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিতে উদ্যত হইল। অলিন্থস নগরের লোকেরা উহাদিগের অসঙ্গত ও উৎকট দুরাকাঙ্ক্ষা দর্শন করিয়া সাতিশয় শঙ্কিত হইল এবং অপর কতিপয় নগরের সহিত মৈত্রী বন্ধন করিল। ঐ সময়ে এই জনরব হইল যে, এথেন্স ও বিয়োশিয়ার লোকেরাও অলিন্থসবাসীদিগের সহিত মিলিত হইবার অভিলাষ করিয়াছে। এই জনশ্রুতি শ্রবণমাত্র স্পার্টানগরীয়েরা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া দুই সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া ইয়ুডেমিডাসকে যুদ্ধ করিতে পাঠাইয়া দিল। ইয়ুডেমিডাস পটিডিয়া অধিকার করিলেন। অলিন্থসবাসীদিগের সহিত স্পার্টার যে মহাসংগ্রাম হয়, এবং যে সংগ্রাম অলিন্থিয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ, পটিডিয়া গ্রহণ তাহার স্বস্তিবাচন হইল। ঐ সংগ্রাম খৃ. পূ. ৩৮৩ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৩৭৯ অব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ইয়ুডেমিডাসের যুদ্ধ যাত্রা স্বীকারের অব্যবহিত পরেই ফিবিডাস পিলপনিসসবাসীদিগের সমুদায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রণাঙ্গনে গমন করিলেন। ফিবিডাস বিয়োশিয়ায় উত্তীর্ণ হইলে পর থিবিসনগরীয় অভিজাতদল স্বনগরদ্রোহী হইয়া তাঁহার হস্তে নগর সমর্পণ করিল। ইস্মিনিয়াস অপর দলের অধিনায়ক ছিলেন। তিনিও ধৃত হইয়া ফিবিডাসের হস্তে সমর্পিত হইলেন। অনন্তর স্পার্টানগরীয়েরা তাঁহার প্রাণবধের আজ্ঞা করেন। থিবিসনগরীয় অভিজাত দলে

র সহিত যে সকল ব্যক্তির শক্রতা ছিল, তাহাদিগের মধ্যে প্রায় তিন শত লোক পলাইয়া এথেন্স নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিল। পিলপিডাস সেই সমভিব্যাহারে ছিলেন। পিলপিডাস যুদ্ধ-বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী ছিলেন। ঐ ব্যক্তিই নিজ বুদ্ধি ও বাহুবলে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে দুঃসহ পারতন্ত্র্য দুঃখ হইতে বিমোচিত করেন। ইপামিনণ্ডাস তাঁহার পরম বন্ধু। তিনি তৎকালে গণনীয় ছিলেন না। তাঁহার তাদৃক ঐশ্বর্য্যও ছিল না। বিপক্ষগণ তাঁহাকে লক্ষ্য ও গ্রাহ্য করে নাই। অতএব তাঁহাকে শত্রুর ভয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে হয় নাই।

অলিন্থসবাসীদিগের সহিত যে সংগ্রাম আরম্ভ হয়, স্পার্টানগরীয়েরা প্রথমে তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এজিসিপলিস সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া সমর সাগরে অবতীর্ণ হইলে পর তাহারা কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইল। এজিসিপলিস খৃ. পূ. ৩৮১ অব্দে অসংখ্য সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া অলিন্থসে যুদ্ধ করিতে গেলেন। অলিন্থিয়েরা রণভর সহিষ্ণু না হইয়া নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। এজিসিপলিস নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হইল। পলিবাইডিস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। অলিন্থসের অবরোধ কার্য্য এক দিনের জন্যও পরিত্যক্ত হয় নাই। শেষে নগর মধ্যে দুর্ভিক্ষের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। নগরবাসীদিগকে অগত্যা সন্ধি প্রার্থনা করিতে হইল। খৃ. পূ. ৩৭৯ অব্দে উভয় নগরের সন্ধি হইল। আর্গস ও করিন্থের লোকেরা যুদ্ধ করিয়া অতিশয় অবসন্ন হইয়াছিল। তাহারা আর সমরে অগ্রসর হইতে সাহসী হইল না। ফলতঃ গ্রীসদেশের মধ্যে কেহ স্পার্টানগরীয়দিগের প্রতিযোগী ছিল না। সর্ব্বত্র অপ্রতিহত জয় লাভ দ্বারা উহারা অদ্বিতীয় ও সমধিক সমুন্নত হইয়া উঠিল। অত্যুচ্চ হইলেই পতন হয়। উহারা ঐ বর্ষে যেমন অধিকতর উন্নত হইয়াছিল, ঐ বর্ষেই তেমনি উহাদিগের বিনিপাত হইতে আরম্ভ হইল।

পিলপিডাস বিবাসন দিনাবধি এক নিমেষের নিমিত্ত সুস্থির ছিলেন না। কিরূপে স্বদেশের উদ্ধার সাধন করিবেন, এই চিন্তাই

নিরন্তর তাঁহার অন্তরে উদিত হইতে লাগিল। তিনি এক দিবস রজনীযোগে কতিপয় বিবাসিত ব্যক্তিকে সমভিব্যাহারে লইয়া ছদ্মবেশে থিবিস নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং, ঐ স্থানে কেঁরন নামে এক ব্যক্তির সহিত মিলিত হইলেন। যে সকল লোক অভিজাতদলের অধিনায়ক বলিয়া বিদিত ছিল, তাহাদিগের গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিলেন। পশ্চাৎ নগরবাসীদিগকে জাগাইয়া বলিলেন, এমন সুসময় আর উপস্থিত হইবে না; যদি তোমাদিগের স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগের বাসনা থাকে, এই সময়ে যত্নবান হও। রজনী প্রভাত হইলে থিবিসনগরীয়েরা অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া একত্র হইল। নগরের অনতিদূরে এথেন্সনগরীয় এক দল সেনা পিলপিডাসের আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। তাহারা সমাচার পাইবামাত্র থিবিসনগরীয়দিগের সাহায্যার্থ সত্বর গমন করিল। স্পার্টানগরীয়েরা যাঁহাকে থিবিস নগরের শাসন কর্ত্তৃত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তিনি থিবিসনগরীয়দিগের এই উপক্রম দেখিয়া প্রথমে কাডমিয়ায় প্রস্থান করেন। শেষে নিরুপায় হইয়া শত্রুর শরণাগত হইলেন। থিবিসনগরীয়েরা তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুচর সৈন্যগণকে অনাহত ও অক্ষতশরীরে গমনের অনুমতি দিল। কিন্তু থিবিস নগরীয় যে সকল ব্যক্তি কৃতঘ্নতা করিয়া স্ব নগর শত্রুহস্তে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহারা ব্যাপাদিত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা ঐ সমাচর প্রাপ্ত হইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিল এবং অস্ত্রবল দ্বারা থিবিসনগর স্ববশে আনয়ন করিবার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিল। এইরূপে থিবিসনগরের সহিত স্পার্টার সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। খৃ. পূ. ৩৭৮ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া ৩৬২ অব্দে শেষ হয়। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী সমুদায় নগরের লোক প্রায় এই সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বে বিয়োশিয়া প্রধানপদে অধিষ্ঠিত ছিল, স্পার্টার আত্যন্তিক প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিলে সেই প্রাধান্য বিলোপিত হয়। কিন্তু উপস্থিত সংগ্রাম কালে সেই প্রাধান্য পুনর্লব্ধ হইল। ইপামিনণ্ডাসের সময়ে থিবিসনগরীয়েরা সর্ব্বোত্তর মহত্ত্ব

লাভ করিয়াছিল। অপর, নৌসংগ্রামে এথিনিয়দিগের পূর্ব্বে যেরূপ প্রাধান্য ছিল, উপস্থিত সংগ্রাম কালে সেইরূপ প্রাধান্য লাভ হইল। যাহা হউক, এই সংগ্রামের সময়ে গ্রীসের অন্তর্ব্বর্ত্তী কোন কোন রাজ্যের কিঞ্চিৎ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল কিন্তু ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সংগ্রামই গ্রীস দেশীয়দিগের কালস্বরূপ হইল। উহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষীণশক্তি হইয়া পড়িল। উহারা এমনি ক্ষীণশক্তি হইয়াছিল যে, শেষে উহাদিগের আত্মরক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না। মাসিডোনিয়েরা স্বল্পায়াসেই উহাদিগকে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ করে।

খৃ. পূ ৩৭৮ অব্দের প্রারম্ভে স্পার্টার অধিপতি ক্লিয়ম্ব্রোটস বিয়োশিয়া আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তিনি থিবিসনগরীয়দিগকে কিছুই বলিলেন না। এথিনিয়েরা তৎকালে ভয়প্রযুক্ত থিবিস নগরের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু থিবিসনগরীয়েরা কৌশল ক্রমে উহাদিগের উদ্যোগ ভঙ্গ করিয়া দিল। অনন্তর, উহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞরূপে যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিল। উহারা স্পার্টার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্বপক্ষ দৃঢ়ীভূত করিবার মানসে অন্য অন্য নগরের সহিত মৈত্রী বন্ধন করিতে আরম্ভ করিল। উহারা কেবল যে, বিয়োশিয়ার সহিত মৈত্রী বন্ধন করিয়াছিল এমত নহে, সমুদ্রের উপকূলবর্ত্তী কাইয়স, বাইজান্টিয়ম, রোডস, মাইটিলিন প্রভৃতি কতিপয় নগরের সহিতও মিত্রতা করিল। যে যে নগরের লোক মিত্রতা বন্ধনে বদ্ধ হইল, এথিনিয়েরা তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইল, এবং, যুদ্ধকালে উহারা প্রধান সৈনাপত্য ভার প্রাপ্ত হইবে, এই স্থির হইল। অতঃপর, এথিনিয়েরা যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে তিন শত জাহাজ হইল। এথিনিয়েরা তাদৃশ মহত্ত্বলাভ করিয়াও তৎকালে সাতিশয় সৌজন্য প্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তাহাদিগের প্রতি মিত্রগণের অতিশয় বিশ্বাস জন্মিল।

থিবিসনগরীয় সংগ্রাম আরম্ভের পর প্রথম দুই বৎসর কোন বিশেষ ঘটনা হয় নাই। থিবিসনগরীয়েরা ঐ দুই বৎসরের মধ্যে

দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই। কেবল স্পার্টানগরীয়েরা বিয়োশিয়া আক্রমণপূর্ব্বক দেশ বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। তৃতীয় বর্ষে স্পার্টানগরীয়েরা সিথিরন পর্ব্বতের মধ্যে দিয়া রণ স্থলে যাইবার উপক্রম করাতে এথিনিয়েরা উহাদিগের পথ রোধ করিল। তন্নিবন্ধন যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে এথিনিয়েরা জয়ী হইল। স্পার্টানগরীয়েরা গমনে অসমর্থ হইল। ওদিকে পিলপিডাস থিবিসনগরীয়দিগকে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন। তিনি যে সেনাদল সুশিক্ষিত করেন, তন্মধ্যে স্বদেশানুরক্ত যুবা ব্যক্তিদিগের একটী অবান্তর দল ছিল। ঐ দলই মহাভারতীয় সংশপ্তকগণের ন্যায় অধিকতর বিখ্যাত। ঐ দল পবিত্র দল বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। স্পার্টানগরীয়েরা এথিনিয়দিগের নিকটে পরাভূত হইয়া একদল জাহাজ নির্ম্মাণ করাইল। উহাদিগের জাহাজ নির্ম্মাণ করাইবার দুই অভিসন্ধি ছিল। এক অভিসন্ধি এই, উহারা এথেন্সনগরের সহিত নৌসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে। অপর, উহারা জাহাজ দ্বারা বিয়োশিয়ায় সৈন্য পাঠাইয়া দিবে। কিন্তু ইহার অন্যতর কোন অভিসন্ধিই সিদ্ধ হয় নাই। এথিনিয় পোত সেনাপতি কেব্রিয়াস খৃ. পূ. ৩৭৬ অব্দে ন্যাকসসের অনতিদূরে স্পার্টানগরীয়দিগের নব নির্ম্মিত জাহাজ দল নিঃশেষরূপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। অপর, পিলপনিসস আক্রমণ করিলে পিলপনিসসবাসীরা বিয়োশিয়ায় সৈন্য প্রেরণে সমর্থ হইবে না। এই মনে করিয়া এথিনিয়েরা টাইমথিউসকে এক দল জাহাজ সমভিব্যাহারে দিয়া পিলপনিসসে পাঠাইয়া দিল এবং সাইথিরা অধিকার করিয়া লইল। সেফালেনিয়া, আকার্ণেনিয়া প্রভৃতি কতিপয় প্রদেশের লোকে উহাদিগের সহিত যোগ করিল। এথিনিয়েরা পিলপনিসসে সৈন্য প্রেরণ করাতে স্পার্টানগরীয়েরা বিয়োশিয়া আক্রমণে অসমর্থ হইল। খৃ. পূ. ৩৭৫ অব্দে অর্কোমিনস নগরের সন্নিকর্ষে স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত যে সংগ্রাম ঘটনা হয়, থিবিসনগরীয়েরা তাহাতে জয়ী হইল। তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের যে প্রভাব ও প্রাধান্য গর্ব্ব ছিল, তাহা খর্ব্ব হইয়া গেল, এবং বিয়োশিয়ায় থিবিসনগ

রীয়দিগের অবিসম্বাদিত প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ হইল। এই-রূপে থিবিসনগরীয়দিগের দিন দিন সৌভাগ্যের উদয় হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে এথিনিয়দিগের অন্তঃকরণে অতিশয় ভয় সঞ্চার হইল। উহারা স্পার্টানগরের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইল। সন্ধির এই প্রস্তাব হইল আণ্টালসিডাস পূর্ব্বে যে সন্ধি করিয়া যান, তাহার নিয়ম সকল এক্ষণে প্রতিপালিত হই-তেছে না; অতএব সেই নিয়মের প্রতিপালনে যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য। অনন্তর, স্পার্টা ও এথেন্স এই উভয় রাজ্যের সন্ধি হই-ল। অনেকেই ঐ সন্ধির নিয়মে বদ্ধ হইল। কিন্তু পিলপিডাস ও ইপামিনণ্ডাস এই উভয় ব্যক্তির পরামর্শানুসারে থিবিসন-গরীয়েরা তাহাতে বদ্ধ হয় নাই। তৎকালকৃত সন্ধিনিয়মে বদ্ধ হইয়া সমর হইতে বিরত হওয়া দূরে থাকুক, বিয়োশিয়ার অ-ন্তঃপাতী প্ল্যাটিয়া, থেস্পিয়া এবং অর্কোমিনস এই কয় নগরের লোকে স্বাধীনতালাভে লোলুপ হইলে থিবিসনগরীয়েরা ঐ কয় নগর সমভূমি করিয়া তাহাদিগের বিলক্ষণ শাস্তি করিল। এথেন্স ও স্পার্টা এই উভয় নগরের যে সন্ধি হয়, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। এথিনিয়েরা স্পার্টানগরের সহিত সর্ব্বপ্রকার সম্পর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বতন্ত্র রহিল। ওদিকে থিবিসের সহিত স্পার্টার যুদ্ধ চলিতে লাগিল। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগরের লোকেও সচ্ছন্দে ছিল না। উহারা গৃহবিবাদহেতু অত্যন্ত অসু-খিত হয়। পূর্ব্বে পিলপনিসিয় সংগ্রাম কালে অভিজাতদলের স-হিত অপর দলের যেরূপ অহিনকুলবৎ শত্রুতা ছিল, এখনও সে-ইরূপ হয়। স্পার্টানগরীয়েরা অভিজাতদলের সাহায্যদানে অসম-র্থ হওয়াতে প্রায় সর্ব্বত্রই অপরদল প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জেসিন্থস উপদ্বীপেও অভিজাতদিগের একটী, এবং তদিতর ব্য-ক্তিদিগের একটী, এই দুটী দল ছিল। উভয় দলের পরস্পর বি-রোধ উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয় সেনাপতি টাইমথিউস অভি-জাতদলের বিরোধী ব্যক্তিদিগের সাহায্যার্থ গমন করিলেন। স্পার্টানগরীয়েরাও অভিজাতদলের সহায়তা করিতে গেল। কি-ন্তু স্পার্টানগরীয়েরা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। উহারা কর্সা-

ইরা উপদ্বীপেও এথিনিয়দিগের নিকটে পরাস্ত হইল। অনন্তর, উহারা ভয়প্রযুক্ত লিয়ুকাসে প্রস্থান করিল। খৃ. পূ. ৩৭৩ অব্দে এই ঘটনা হয়। যে সময়ে কর্সাইরায় স্পার্টানগরীয়দিগের পরাজয় হয়, টাইমথিউস সে সময়ে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত ছিলেন না। ইফিক্রেটিস তৎপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনিও যুদ্ধকালে উপস্থিত ছিলেন না। কর্সাইরায় জয় লাভের পর ইফিক্রেটিস সমর ভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বত্র অপ্রতিহতরূপে জয়লাভ করিতে লাগিলেন। পশ্চাৎ তিনি যুদ্ধার্থী হইয়া পিলপনিসসে গমনোদ্যত হইলেন। ঐ সময়ে পারস্যরাজ মধ্যস্থ হইয়া উভয় পক্ষের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে আন্টালসিডাস যে যে নিয়মে সন্ধিবন্ধন করিয়াছিলেন, পারস্যরাজকৃত প্রস্তাবক্রমে এবারেও সেই নিয়মানুসারে সন্ধি হইল। স্পার্টা ও এথেন্সের লোকেরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিল। থিবিসনগরীয়েরা বিয়োশিয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদানে সম্মত না হওয়াতে সন্ধিবহিষ্কৃত হইল।

সন্ধির অব্যবহিত পরেই স্পার্টার অধীশ্বর ক্লিয়ম্ব্রোটস বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া বিয়োশিয়া আক্রমণ করিতে গেলেন। থিবিস নগরীয়েরাও সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইল। পিলপিডাস ও ইপামিনণ্ডাস উভয়ে সৈনাপত্য ভার গ্রহণ করিলেন। অন্য রাজ্যের এক প্রাণীও উহাদিগকে সাহায্যদান করে নাই। উহারা নিজ সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া সমরাঙ্গনে গমন করিল। উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণ পরস্পর সম্মুখীন হইলে দৃষ্ট হইল, থিবিস নগরীয় সৈন্য অপেক্ষা স্পার্টার সৈন্যগণ বহুগুণ অধিক। থিবিসনগরীয়েরা তাদৃশ স্বল্প সৈন্য লইয়াও সাহস পূর্ব্বক সমরে প্রবৃত্ত হইল। খৃ. পূ. ৩৭১ অব্দে লিউক্ট্রার উপকণ্ঠে এই যুদ্ধ ঘটনা হয়। থিবিসনগরীয়েরা যুদ্ধে জয়ী হইল। স্পার্টারাজ ক্লিয়ম্ব্রোটস সমরশায়ী হইলেন। স্পার্টানগরীয় চারি শত এবং লেকোনিয়াবাসী তিন সহস্রেরও অধিক লোক রণক্ষেত্রে নিহত হইল। ইপামিনণ্ডাসের সমরনৈপুণ্য, সদ্বিবেচনা এবং সাহস গুণেই থিবিসনগরীয়দিগের জয় লাভ হয়। ই-

পামিনণ্ডাস এই যুদ্ধে আপনার রণপাণ্ডিত্যের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। সমরে অধৃষ্য বলিয়া স্পার্টানগরীয়দিগের যে খ্যাতি ছিল, এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে সে খ্যাতি লোপ পাইল। উহাদিগের প্রভুশক্তিও ছিন্নমূল হইল। পিলপনিসসে উহাদিগের যে একাধিপত্য ও প্রাধান্য ছিল, তাহাও দূরগত হইল। আর্কেডিয়াবাসীরাই সর্ব্বাগ্রে পারতন্ত্র্যযোক্ত্র নিক্ষেপ করিয়া স্বাধীনতালাভে লুব্ধ হইল। মান্টিনিয়ানগর পুনরায় নির্ম্মিত হইল। আর্কেডিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় রাজ্যের লোক একবাক্য হইয়া এক নূতন রাজধানী নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিল। অব্যবহিত পরেই সঙ্কল্পিত রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। রাজধানীর মেগালপলিস এই নাম হইল। আর্কেডিয়েরা কোনরূপে সঙ্কল্পিত রাজধানী নির্ম্মাণে সমর্থ না হয়, স্পার্টানগরীয়েরা সর্ব্বতোভাবে এই চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের চেষ্টা সফল হয় নাই।

ওদিকে থিবিসনগরীয়েরা ফোসিস, ইয়ুবিয়া, লক্রিস, আকার্ণেনিয়া এবং অন্য অন্য রাজ্যের সহিত মিত্রতা করিয়া খৃ. পূ. ৩৬৯ অব্দে পিলপনিসস আক্রমণ করিতে গেল। পিলপিডাস এবং ইপামিনণ্ডাস উভয়ে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইলেন। থিবিসনগরীয়েরা পিলপনিসসে উপনীত হইলে পর আর্কেডিয়া, আর্গস এবং ইলিস এই কয় স্থানের লোক আসিয়া উহাদিগের সহিত মিলিত হইল। অনন্তর, সাত হাজার লোক স্পার্টা আক্রমণ করিতে গেল। তাহারা পুরদ্বারের অতিসন্নিকর্ষে উপস্থিত হইল। এত নিকটে উপস্থিত হইয়াছিল যে, কোন বিপক্ষ কোন কালে স্পার্টার তত নিকটে গমন করিতে সাহসী হয় নাই। স্পার্টানগরীয়েরা শত্রুগণকে পুরদ্বার সন্নিহিত দেখিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইল। যাহা হউক, বিপক্ষগণ নগর আক্রমণ করিয়া কৃতার্থতালাভে সমর্থ হইল না। অনন্তর, ইপামিনণ্ডাস দক্ষিণাভিমুখে গমন করিয়া হেলস এবং জাইথয়ন এই উভয়স্থানে অগ্নি প্রদান করিলেন। স্পার্টানগরীয় প্রজাগণ ও দাসগণ (হেলট) পালে পালে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিতে লাগিল। অনন্তর, তিনি

মেসেনিয়াদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন করিয়া এই ঘোষণা করিয়া দিলেন; মেসেনিয়াদেশীয় যে ব্যক্তি যে স্থানে আছেন, তথা হইতে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। মেসেনিয়াদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্পার্টানগরীয়দিগের অত্যাচারে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানী হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা সকলে ইপামিনণ্ডাসের ঘোষণানুসারে স্বদেশে আসিতে লাগিল। আইথমি পর্ব্বতের পাদদেশে মেসেনি রাজধানী নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। ঐ পর্ব্বতে দুর্গ হইল। এই সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে অধিক কাল বিলম্ব হয় নাই। তিন মাসের মধ্যেই সমুদায় সম্পন্ন হইল। ইপামিনণ্ডাস খৃ. পূ. ৩৬৯ অব্দের শরৎকালে বিয়োশিয়ায় ফিরিয়া গেলেন।

স্পার্টানগরীয়েরা এই সঙ্কট সময়ে এথিনিয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। এথিনিয়দিগের অসাধারণ ঔদার্য্য ছিল। উহারা সেই চিরাভ্যস্ত ঔদার্য্যগুণের বশীভূত হইয়া সাহায্যদান অঙ্গীকার করিল এবং ইফিক্রেটিসকে সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া পিলপনিসসে প্রেরণ করিল। ঐ সময়ে স্পার্টা ও এথেন্স উভয় নগরের এই নিয়মে সন্ধি হইল যে, উভয় রাজ্যই পর্য্যায়ক্রমে প্রধান সৈনাপত্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে। ইফিক্রেটিস পিলপনিসসে যাত্রা করিবার সময়ে মনে করিয়াছিলেন ইপামিনণ্ডাসের পিলপনিসস হইতে প্রতিগমন কালে তাঁহার পথ রোধ করিবেন। কিন্তু তিনি সে অভীষ্টসাধন করিতে পারেন নাই। খৃ. পূ. ৩৬৮ অব্দে ইপামিনণ্ডাস দ্বিতীয়বার স্পার্টা আক্রমণ করিতে গেলেন। পিলপনিসসবাসীরা পূর্ব্বে সমাচার পাইয়া এথিনিয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া পিলপনিসসের প্রবেশ পথ আটক করিয়া রহিল। কিন্তু তাহারা কৃতকৃত্য হইতে পারে নাই। ইপামিনণ্ডাস তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া বলপূর্ব্বক পিলপনিসসে প্রবেশ করিলেন এবং তত্রত্য মিত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া বিপক্ষপক্ষের অধিকৃত কতিপয় জনপদ বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিলেন। অপর কতগুলি নগর অগত্যা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। যাহা হউক, স্পার্টানগরীয়েরা এই সময়ে সিসিলির অ-

ধিপতি ডায়োনিসিয়সের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হয়, এবং আর্কেডিয়ার সহিত থিবিসনগরের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হইয়া যায়। তাহাতে স্পার্টানগরীয়দিগের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইল।

থিবিসনগরীয়দিগের সমুদায় সৈন্যই যে কেবল স্পার্টার সহিত সংগ্রামে ব্যাপৃত ছিল এরূপ নহে, উহাদিগকে উত্তর দিকেও কিয়দংশ সৈন্য প্রেরণ করিতে হইয়াছিল। থেসেলির অন্তঃপাতী ফেরিনগরের অধিপতি জেসন ঐ প্রদেশের যাবতীয় নগরের প্রধান সৈনাপত্য পদ প্রাপ্ত হন। সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়া মনে করিলেন গ্রীসদেশে আপনার আধিপত্য বিস্তার করিবেন। গ্রীসদেশীয়েরা তৎকালে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত ছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে এই আশা জন্মিল যদি আমি এই সময়ে গ্রীসদেশে স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিবার চেষ্টা পাই, মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে। এই আশা করিয়া তিনি থিবিস ও স্পার্টা এই উভয় নগরের প্রক্রান্ত যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তিনি লিউকট্রার যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই নিহত হইলেন। পর পর তাঁহার দুই জন উত্তরাধিকারী হন। তাঁহারাও দীর্ঘকাল রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা নিহত হইলে পর আলেগজাণ্ডর নামে এক ব্যক্তি ফেরির রাজ্যপদ হস্তগত করিয়া লইলেন। তিনি থেসেলি প্রদেশের প্রধান সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ম্যাসিডোনিয়া আক্রমণ করিলেন। ম্যাসিডোনিয়ার তদানীন্তন রাজা আলেগজাণ্ডর সমরে পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিলেন। খৃ. পূ. ৩৬৮ অব্দে পিলপিডাস থেসেলি আক্রমণ করিতে যান। কিন্তু তিনি সমরবিজয়ী হইতে না পারিয়া স্বয়ং বন্দীকৃত হইলেন। থিবিসনগরীয়েরা তাঁহার উদ্ধারার্থ একদল সেনা পাঠাইয়া দিল। কিন্তু এথিনিয়েরা ফেরির অধিপতি আলেগজাণ্ডরের সহায়তা করাতে থিবিসনগরীয় সৈন্যগণ কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অনন্তর, ইপামিনণ্ডাস স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আনিলেন। আলেগজাণ্ডর ক্রমে ক্রমে থেসেলির অন্তঃপাতী যাবতীয় নগরের উপরে স্বাধিকার বিস্তার করিলেন এবং অতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তাহাতে তত্রত্য লো-

কেরা তাঁহার অত্যন্ত বিপক্ষ হইয়া উঠিল। আলেগজাণ্ডরের বিপক্ষগণ থিবিসনগরীয়দিগের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। পিলপিডাস পুনরায় সসৈন্য হইয়া থেসেলি প্রদেশে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, সাইনসেফালিতে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ঐ সংগ্রামে পিলপিডাস দেহত্যাগ করিলেন। কিন্তু থিবিসনগরী-য়েরা সমরে জয় লাভ করিল। দুরাত্মা আলেগজাণ্ডর পরাস্ত হ-ইয়া থেসেলিদেশীয়দিগকে অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়া দিল এবং স্বয়ং থিবিসনগরীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিল। খৃ. পূ. ৩৬৪ অব্দে এই ঘটনা হয়।

ওদিকে আর্কেডিয়াবাসীরা অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। এই হেতু থিবিসনগরীয়দিগের সহিত উহাদিগের সৌহৃদ্য ভঙ্গ হইয়া যায়। উহারা অন্যদীয় সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্পার্টানগরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিল। স্পার্টানগরীয়েরা সিরাকিউজ হইতে প্রভূত সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। খৃ. পূ. ৩৬৭ অব্দে আর্কেডি-য়ার সহিত স্পার্টার যে সংগ্রাম ঘটনা হয়, এই যুদ্ধে আর্কেডি-য়েরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। উহাদিগের দশ সহস্র সৈন্য হত হইল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়দিগের এক ব্যক্তিও হত হয় না-ই। এই যুদ্ধের পর বৎসর ইপামিনণ্ডাস পুনরায় পিলপনিসস আ-ক্রমণ করিতে গেলেন। তিনি এবারে রণস্থলে সবিশেষ ক্ষমতা প্র-দর্শন করিতে পারেন নাই। পর বৎসর আর্কেডিয়াবাসীরা এথেন্স-নগরের সহিত মিত্রতা করিল। তদ্দর্শনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের লো-কদিগের মনে মনে এই আশা জন্মিল যে এইবারে সন্ধিরূপ সলি-লসেকদ্বারা সমরানল নির্ব্বাণ হইতে পারে। কিন্তু খৃ পূ. ৩৬৫ অব্দে আর্কেডিয়া এবং ইলিস্ এই উভয় রাজ্যের পরস্পর বিরো-ধ উপস্থিত হওয়াতে সেই আশাতন্তু ছিন্ন হইয়া গেল। আর্কেডি-য়াবাসীরা ইলিসদেশ আক্রমণ পূর্ব্বক বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত ক-রিল। অনন্তর, স্পার্টার সহিত ইলিসদেশীয়দিগের মিত্রতা হই-ল। অতএব পর বৎসর আর্কেডিয়াবাসীরা যখন পুনরায় ইলিস আক্রমণ করিতে গেল। স্পার্টানগরীয়েরা সেই সময়ে সসৈন্য হ ইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। বিপক্ষ সৈন্য অপেক্ষা আর্কেডি-

য়দিগের সমভিব্যাহারে অনেক অধিক সৈন্য ছিল। এই হেতু উ-হারা বিপক্ষগণকে রণে পরাভূত করিয়া ওলিম্পিয়া অধিকার ক-রিয়া লইল। ওলিম্পিয়ার মন্দিরমধ্যগত যে সম্পত্তি ছিল, তাহা লইয়া আর্কেডিয়ার অন্তর্বর্ত্তী নগরবাসীদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল। কোন কোন নগরের লোক ঐ ধন হইতে সৈন্য-গণের বেতন দিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু অন্যেরা কোন ক্রমেই তাহাতে সম্মতি হইল না। কিয়ৎকাল বিবাদের পর উভয় পক্ষই সামঞ্জস্য করিয়া বিবাদভঞ্জন করিবার মানস করিল।

থিবিসনগরীয় সেনাপতি ঐ সময়ে ঐ স্থানে ছিলেন। যেসকল ব্যক্তি ওলিম্পিয়ার মন্দির মধ্যগত সম্পত্তি হইতে সৈন্যগণের বেতন দিবার মত করিয়াছিল, থিবিসনগরীয় সেনাপতি তাহাদিগের কতগুলি প্রধান ব্যক্তিকে রুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ম্যান্টিনিয়ার লোকেরা ওলিম্পিয়ার মন্দির মধ্যগত সম্পত্তি হইতে সেনাগণের বেতন দানের প্রস্তাব করে। থিবিসনগরীয় সেনাপতির তাদৃশ আচরণে তাহাদিগের অতিশয় অপমান বোধ হয়। অতএব তা-হারা, পিলপনিসসবাসীরা যাহাতে থিবিসের অধীনতা পরিত্যাগ ও স্বাধীনতা রক্ষণে যত্নবান্ হয়, সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। তন্নিবন্ধন সংগ্রাম ঘটনার উপক্রম হইল। ইপামিনণ্ডাস অনতি-বিলম্বে সসৈন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। ইয়ুবিয়া ও থেসে-লির লোকেরা তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিল। মেসেনিয়া আর্গ-স এবং আর্কেডিয়ার অন্তঃপাতী কতিপয় নগরের লোকও তাঁহার সহিত মিলিত হইল। স্পার্টানগরীয়েরা মিত্রসৈন্য সম-ভিব্যাহারে ম্যান্টিনিয়ানগরে ছিল। প্রথমে উভয় বিরোধী প-ক্ষের কতিপয় সামান্যাকার যুদ্ধ হইল। কোন পক্ষেই জয় পরা-জয় হইল না। শেষে ইপামিনণ্ডাস স্থির করিলেন সম্মুখসংগ্রাম করিয়া বিবাদের শেষ করিবেন। খৃ. পূ. ৩৬২ অব্দের গ্রীষ্মকা-লে ম্যান্টিনিয়ার অনতিদূরে উভয় পক্ষের ব্যূহ রচনা হইল। ই-পামিনণ্ডাস অতিবেগে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিলেন। তাহারা সেই বেগ সহিতে না পারিয়া প্রথমে রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান করি-ল। ইপামিনণ্ডাস সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। বিপক্ষগণ

তাঁহার বক্ষঃস্থলে এক বল্লম বিদ্ধ করিয়া দিল। তিনি যাবৎ সম্পূর্ণ জয় লাভের সমাচার না শুনিয়াছিলেন, তাবৎ বল্লম বাহির করিতে দেন নাই। বল্লম তাঁহার বক্ষঃস্থল হইতে বহিষ্কৃত হইবামাত্র তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। এই যুদ্ধ থিবিস ও স্পার্টা উভয় নগরেরই কালস্বরূপ হইল। পিলপিডাস ও ইপামিনণ্ডাস এই উভয় বীরপুরুষ হইতে থিবিসনগরের মহত্ত্ব লাভ হয়। পূর্ব্বে পিলপিডাসের মৃত্যু হয়। এক্ষণে এই যুদ্ধে বীরবর ইপামিনণ্ডাসের মৃত্যু হওয়াতে সেই মহত্ত্ব লয় প্রাপ্ত হইল। স্পার্টার প্রভুশক্তিও ক্ষীণ হইয়া পড়িল। উভয় পক্ষ অবসন্ন হইয়া কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ হইয়াছিল। শেষে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৬১ অব্দে সন্ধি হইল। মেসেনিয়েরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা সন্ধিনিয়মে বদ্ধ হয় নাই। এই বর্ষে স্পার্টানগরীয় প্রধান বীর এজিসিলেয়সের মৃত্যু হয়। ইজিপ্টদেশীয় কতগুলি লোক পারস্যরাজের বিপক্ষ হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্ত হয় এবং স্পার্টার নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। এজিসিলেয়স বিদ্রোহীদলের সাহায্যার্থ ইজিপ্টদেশে গমন করিয়াছিলেন। তিনি রণস্থলে অপর্য্যাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে লিবিয়ার উপকূলে তাঁহার মৃত্যু হইল।

যে সময়ের কথা অব্যবহিত পূর্ব্বে উল্লিখিত হইল, ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের পূর্ব্বতন রীতির বহু পরিবর্ত্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বে গ্রীসদেশসাধারণ এই প্রথা প্রচলিত ছিল, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নাগরিক লোকেরা হৃষ্টচিত্তে সৈনিক পদগ্রহণ করিয়া সমরাঙ্গনে গমন করিত। এক্ষণে সে রীতি পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রায় সর্ব্বস্থলেই এই প্রথা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, যুদ্ধ কালে নাগরিক লোকেরা যুদ্ধস্থলে গমন করিত না। তাহারা বেতন দিয়া সৈন্য নিয়োজিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিত এবং আপনারা গৃহে থাকিয়া আমোদ প্রমোদ ও ক্রীড়া কৌতুকে কাল যাপন করিত। এই নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তৎসহচর সমুদায় দোষ ঘটিয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী প্রায় তাবৎ রাজ্যই তৎকালে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়াছিল। নিঃস্ব অ-

বস্থায় বেতনগ্রাহী সৈন্য নিয়োগের প্রথা প্রচলিত থাকিলে যে যে অনর্থ উৎপাদিত হয়, সে সমুদায়ই গ্রীসদেশের সর্ব্বস্থলে ঘটিয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, অন্য অন্য রাজ্যের সহিত এথেন্সেনগরের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ছিল। এথিনিয়েরা এককালে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ হইয়া যায় নাই। তাহারা উচিত ও আবশ্যক সময়ে অদ্ভুত সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শন করিত। তদ্দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইতে হইত। এথিনিয়েরা গ্রীসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকের ন্যায় উৎসাহশূন্য ও পৌরুষহীন হয় নাই যথার্থ বটে, কিন্তু তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় দৃঢ়তর স্বদেশানুরাগ ছিল না। তাহারা আমোদ প্রমোদে এমনি রত ও আত্মসুখে নির্ব্বৃত হইয়াছিল যে, যেসকল অসচ্চরিত্র ও অধম লোক প্রজাগণের অগ্রণী বলিয়া পরিগণিত হইত তাহারা অর্থ লোভে এথেন্সের স্বাধীনতা বিনাশে উদ্যত হইলেও, নিবারণের চেষ্টা করিত না। পূর্ব্বোক্ত বেতনগ্রাহী সৈন্য নিয়োগের গর্হিত প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে গ্রীসদেশের বিমল যশঃ প্রভা দিন দিন মলিন হইতে লাগিল। ওদিকে উত্তরাংশে ম্যাসিডোনিয়া নামে এক মহারাজ্যের ক্রমশঃ উদয় হইতে লাগিল।

প্রথমে ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত ছিল না। আলেগজাণ্ডরের পিতা ফিলিপ রাজা হইয়া উহার সীমা বৃদ্ধি করেন। ম্যাসিডোনিয়ার তিন দিক উচ্চতর পর্ব্বত দ্বারা বেষ্টিত। মধ্যে মধ্যে অনেক অত্যুচ্চ পর্ব্বত আছে। পর্ব্বত মধ্যবর্ত্তিনী প্রশস্ত উপত্যকা ভূমি অতিশয় উর্ব্বর। উপত্যকা ভূমিতে যেমন সর্ব্বপ্রকার শস্য জন্মে, কতিপয় অধিত্যকাতেও তেমনি সর্ব্বপ্রকার ধাতু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লব্ধ হয়। সমুদায় অধিত্যকাই নানাবিধ বনদ্বারা সুশোভিত। আর ঐ সকল অধিত্যকা পশুযূথচারণের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া পরিগণিত। ম্যাসিডোনিয়াবাসী অধিকাংশ লোকই পিলাসজিয় ও ইলিরিয় বংশে উৎপন্ন। গ্রীসদেশীয়েরা উহাদিগকে অসভ্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিত। ম্যাসিডোনিয়ায় প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত চিরকাল একনায়ক রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল। এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে তত্রত্য রাজবংশ হেলেনিক জাতি হইতে

উৎপন্ন। আর্গসের অধিপতি হিরাক্লিজবংশীয় রাজা ফ্লাইডনের ভ্রাতা ক্যারেনস তাহাদিগের বীজপুরুষ। যাহা হউক, প্রকৃত ইতিহাস বিরহে আর্কিলেয়সের পূর্ব্বে ম্যাসিডোনিয়ার বাস্তবিক বৃত্তান্ত অবগত হইবার উপায় নাই। সামান্যতঃ এতাবন্মাত্র অবগত হওয়া যায় যে ঐ প্রদেশে কতগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজার রাজত্ব ছিল। রাজগণের পরস্পর প্রণয় ছিল না। তাঁহারা প্রায় নিয়ত কালই পরস্পরের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইতেন।

আর্কিলেয়স খৃষ্টের পূর্ব্ব ৪১৩ অব্দে ম্যাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৯৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্ব সময়েই ম্যাসিডোনিয়ার ভাবী মহত্ত্বলাভের প্রথম সোপান নিবদ্ধ হয়। তিনি অনেক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। প্রজাগণের গমনাগমনের সুবিধার নিমিত্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দেন এবং সৈন্য সংখ্যা পরিবর্দ্ধিত করেন। তাঁহার অধিকার কালে শিল্প ও শব্দশাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন হয়। তিনি বিদ্যাব্যবসায়ীদিগকে অতিশয় উৎসাহ দিতেন। ক্রেটিরস নামে তাঁহার এক বন্ধু খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৯৯ অব্দে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অরিষ্টিস রাজ্যাধিকারী হইলেন। অরিষ্টিস যে সময়ে সিংহাসনে অধিরূঢ় হন, তৎকালে তাঁহার বয়স পূর্ণ হয় নাই। অতএব এইরোপসের প্রতি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পিত হইল। এইরোপস প্রথম চারি বৎসর রাজপ্রতিনিধি হইয়া বিশ্বস্তরূপে সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। শেষ দুই বৎসর তিনি স্বয়ং রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র পসেনিয়াস রাজা হইলেন। পসেনিয়াস খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৯৪ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু ঐবর্ষেই ২য় আমিণ্টাসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আমিণ্টাস খৃ. পূ. ৩৯৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৬৯ অব্দ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিংশতি বৎসর রাজত্ব করেন। অলিন্থসের সহিত স্পার্টানগরীয়দিগের যৎকালে যুদ্ধ হয়, আমিণ্টাস সে সময়ে স্পার্টানগরীয়দিগের পক্ষে ছিলেন। ফেরিনগরের অধিপতি জেসনের সহিত এবং এথিনিয়দিগের সহিতও তাঁহার বন্ধুত্ব

হইয়াছিল। পূর্ব্বে ইজিয়া নামক স্থানে রাজধানী ছিল, আমিণ্টাস তাহা পরিত্যাগ করিয়া পেলায় নূতন রাজধানী করেন। খৃ. পূ. ৩৬৯ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। আলেগ্জাণ্ডর, পর্ডিকাস এবং ফিলিপ নামে তাঁহার তিন পুত্র ছিল। সর্ব্বজ্যেষ্ঠ আলেগ্জাণ্ডর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ফেরিনগরের অধিপতি আলেগ্জাণ্ডরের সহিত বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইল। তিনি যৎকালে সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময়ে টলেমি আলোরাইটিস নামে এক ব্যক্তি ম্যাসিডোনিয়া রাজ্য গ্রহণে উদ্যত হয়। থিবিসনগরীয় সেনাপতি পিলপিডাস মধ্যস্থ হইয়া বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দিলেন। আলেগ্জাণ্ডর স্বপদে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। থিবিসনগরীয় সেনাপতি যাইবার সময়ে কতিপয় ব্যক্তিকে (১) সত্যঙ্কার স্বরূপ লইয়া গেলেন। আলেগ্জাণ্ডরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফিলিপ তন্মধ্যে ছিলেন।

পিলপিডাসের ম্যাসিডোনিয়া পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই বিপক্ষপক্ষ আলেগ্জাণ্ডরের প্রাণবধ করিল। খৃ. পূ. ৩৬৮ অব্দে ঐ ঘটনা হয়। টলেমি আলোরাইটিস রাজ্যপদ হস্তগত করিয়া লইলেন। কিন্তু পসেনিয়াস নামে এক ব্যক্তি ম্যাসিডোনিয়ার রাজ্যলাভে আকাঙ্ক্ষী হইয়া বিবাদ উপস্থিত করাতে তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, ইফিক্রেটিস মধ্যস্থ হইয়া বিবাদের মীমাংসা করিয়া দিলেন। তৎকৃত মীমাংসানুসারে আমিণ্টাসের ২য় পুত্র পর্ডিকাস সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং টলেমি রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। টলেমি সিংহাসনে আরূঢ় হইতে পারিলেন না বটে, কিন্তু প্রভুশক্তি তাঁহার হস্তগত হইল। মৃত

---

(১) চিকীর্ষিত কার্য্যের অবশ্য ক্রিয়া স্থাপনার্থ পরহস্তে দীয়মান বস্তু বা ব্যক্তি সত্যঙ্কার শব্দে অভিহিত হইয়াছে। আমি অবশ্য এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিব, প্রামাণ্যার্থ তোমার হস্তে এই বস্তু অথবা এই ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতেছি, যদি সম্পন্ন না করি, এই বস্তু অথবা এই ব্যক্তিকে লইয়া তুমি যা ইচ্ছা করিবে। এই কথা কহিয়া অঙ্গীকর্ত্তা অন্যের হস্তে যে বস্তু কিম্বা যে ব্যক্তিকে সমর্পণ করে, সেই বস্তু অথবা সেই ব্যক্তি সত্যঙ্কার শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশিত হইতেছে। ইংরাজী ভাষায় হষ্টেজ কহে।

রাজা আলেগজাণ্ডরের আত্মীয়গণ টলেমিকে পদচ্যুত করিবার অভিপ্রায়ে পিলপিডাসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু টলেমি এথেন্সনগরের সহিত কৃতপূর্ব্ব মিত্রতা পরিত্যাগ করিয়া থিবিসনগরের সহিত মিত্রতা করিয়া ফেলিলেন। তাহাতে তাঁহার অনিষ্ট ঘটনা হইল না। তিনি স্বপদেই প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। খৃ. পূ. ৩৬৪ অব্দ পর্য্যন্ত তিনি পদস্থ হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ঐ অব্দে পর্দ্দিকাসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল। তদবধি পর্দ্দিকাস নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া কি কি কর্ম্ম করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে সমুদায় অবগত হওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র জানিতে পারা যায় যে, তিনি এথিনিয়দিগের সহিত বিবাদে জড়িত হইয়াছিলেন। অপর, তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন, পণ্ডিত লইয়া তাঁহার সদা আমোদে কাল হরণ হইত। তিনি সাধ্যানুসারে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের প্রতিপোষকতা ও সহায়তা করিতেন। তিনি তদানীন্তন গ্রীসদেশীয় তত্ত্বদর্শী ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে যত্ন পূর্ব্বক আপন সভায় আনয়ন করিয়াছিলেন। ইলিরিয় জাতির সহিত যুদ্ধ ঘটনা হওয়াতে খৃ. পূ. ৩৫৯ অব্দে তিনি রণস্থলে নিহত হন।

যৎকালে পর্দ্দিকাসের মৃত্যু হয়, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফিলিপ সে সময়ে থিবিসনগরে বদ্ধ ছিলেন। তিনি সুযোগ ক্রমে পলায়ন করিয়া মাসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বিপদের সীমা নাই। ইলিরিয় জাতীয়েরা সমর বিজয়ী হইয়া রণস্থলে বহুতর সৈনা বিনাশিত করিয়াছে এবং মাসিডোনিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। প্রতিবেশ বাসীরাও অনিষ্ট চেষ্টার ত্রুটি করিতেছে না। অপর, পসেনিয়াস এবং আর্জ্জিউস এই দুই ব্যক্তি মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। থ্রেসদেশীয়েরা পসেনিয়াসের এবং এথিনিয়েরা আর্জ্জিউসের সপক্ষতা করিতেছে। ফিলিপ এই সমস্ত দর্শন করিয়াও ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি স্বাভাবিক উৎসাহ ও ধৈর্য্যগুণ অবলম্বন করিয়া প্রতিবিধানের চেষ্টা আরম্ভ

করিলেন। তিনি প্রথমে পসেনিয়সকে অর্থ দ্বারা বশ করিলেন; পশ্চাৎ সিথোনির অনতিদূরে আর্জ্জিউস ও তাঁহার মিত্রগণকে রণে পরাজয় করিলেন। থ্রেসের উপকূলে যে সকল নগর ছিল, সেই সমুদায় লইয়া এথেন্সের সহিত তাঁহার বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহার এই একান্ত চেষ্টা হইল এথিনিয়দিগকে থ্রেসের উপকূল হইতে দূরীভূত করিয়া তত্রত্য যাবতীয় নগর অধিকার করিয়া লন। পক্ষান্তরে, এথিনিয়েরাও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থ্রেসের উপকূলে স্বাধিকার রক্ষা ও স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিবার বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এথিনিয়দিগের সে শুভ দিন গত হইয়াছে। তাহাদিগের সে বীর্য্য, সে বল, ও সে পৌরুষ আর নাই। ফেরির অধিপতি আলেগজাণ্ডরের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে এথিনিয় পোত সেনাপতি লিয়োস্থিনিস সমরে পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, অলিন্থসবাসীরা খৃ. পূ. ৩৫৯ অব্দে এথিনিয়দিগের উপনিবেশিত আম্ফিপলিস অধিকার করিয়া লইল। এই সকল অনুকূল ঘটনা হওয়াতে ফিলিপের মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তিনি থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী যাবতীয় নগর স্বাধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। পরবৎসর তিনি পিয়োনিয় জাতীয়দিগকে স্ববশে আনয়ন করিলেন। এবং লিকনাইটিস হ্রদ পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন।

ফিলিপ যে সময়ে থিবিসনগরে অবস্থিতি করেন, সে সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত তাঁহার নিরন্তর সংসর্গ হওয়াতে তিনি গ্রীসদেশীয়দিগের সভ্যতার বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে গমন করিয়া স্বদেশীয় আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু স্বদেশীয় লোকেরা যাহাতে গ্রীসদেশ প্রচলিত শব্দ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের সম্যক অনুশীলন করিয়া সভ্য পদবীতে অধিরূঢ় হয়, বিশিষ্টরূপে সে চেষ্টা করেন। তিনি বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি রাজোচিত দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণ গ্রামে ভূষিত ছিলেন। তাঁহার কর্ম্ম দক্ষতা বিমৃষ্যকারিতা এবং চতুরতা ছিল। যে যে গুণ থাকিলে সেনাপতি সমরে অধৃষ্য ও সর্ব্বত্র বিজয়ী হয়, তাঁহার সে সমুদায় গুণ ছিল।

রাজা আধুনিক পুরুষের ন্যায় তিনি সমর ক্লেশ সহ্য করিয়া স্ব-অভিপ্রায় সাধন করিতে পারিতেন। তিনি যখন যে দেশ জয় করিতেন, তত্রত্য লোকদিগের আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না। এই হেতু পরাজিত ব্যক্তিরা স্বাধীনতা বিরহ দুঃখ তাদৃশ অনুভব করিত না। তিনি যখন যুদ্ধে যাইতেন, গুরু শস্ত্রধারী পাদাত এবং সুশিক্ষিত অশ্বারোহ সৈন্য তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিত। গ্রীসের অন্তবর্ত্তী প্রায় সমুদায় রাজ্যেই তৎকালে বেতনগ্রাহী সৈনিক নিয়োগের যে জঘন্য প্রথা প্রচরদ্রূপ হইয়া উঠিয়াছিল, ফিলিপ সেই কুৎসিত প্রথা স্বদেশে প্রবর্ত্তিত করেন নাই। তাঁহার সেনাগণ অর্থবদ্ধ ছিল না। মানুষ অর্থের দাস হইলে কোন কার্য্যেই তাহার অবশ্য কর্ত্তব্যতা জ্ঞান এবং সম্মান লাভের বাসনা থাকে না। সম্মান লাভের বাসনা এবং অবশ্য কর্ত্তব্যতা জ্ঞান ব্যতিরেকে কার্য্য সাধন বিষয়ে দৃঢ়তা থাকা সম্ভাবিত নহে। গ্রীসদেশীয় অর্থগ্রাহী সৈনিকগণ যে পক্ষে অধিক অর্থলাভের সম্ভাবনা বুঝিত, সেই পক্ষকে জয়ী করিয়া দিত। নিয়োজয়িতা প্রভুর পক্ষ হইয়া প্রাণ পণে যুদ্ধ না করিলে অধর্ম্ম এবং লোকে অতিশয় অকীর্ত্তি হয়, অর্থগ্রাহী সৈনিকগণ ক্ষণকালও এ বিবেচনা করিত না। কিন্তু ফিলিপের সেনাগণ অর্থলালসাপরবশ হইয়া যুদ্ধে গমন করিত না। সমর বিজয়ী হইলে স্বদেশের ও স্বজাতির সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে এই বিবেচনা করিয়া তাহারা যুদ্ধে যাইত। তাঁহার পাদাত সৈনিকগণ সমরে অধৃষ্য ছিল। তিনি যে কেবল শস্ত্রবল দ্বারা সমুদায় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন এরূপ নহে, অর্থদ্বারাও তিনি অনেক দেশ স্ববশে আনয়ন করেন। অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহার হস্তগত থাকাতে তিনি অগ্রে উৎকোচ দান দ্বারা বিপক্ষপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তিদিগকে বশীকৃত করিয়া পশ্চাৎ বিপক্ষ রাজ্য স্বল্পায়াসে স্ববশে আনয়ন করিতেন। শপথ উল্লঙ্ঘন এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে অভিপ্রেত সিদ্ধি হয়, এরূপ বুঝিতে পারিলে তিনি তৎক্ষণাৎ অসঙ্কুচিত চিত্তে পূর্ব্বকৃত শপথ উল্লঙ্ঘন এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেন।

আত্মোদয়কর্ম্মা ফিলিপ যে সময়ে স্বরাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করেন,

এথিনিয়েরা সে সময়ে বিদ্রোহপ্রবৃত্ত মিত্র জনপদের সহিত সমরে ব্যাপৃত ছিল। এই নিমিত্ত উহারা ফিলিপের বিজয় কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই। কাইয়সবাসীরাই বিদ্রোহদলের প্রধান হয়। বিদ্রোহীরা এথিনিয়দিগকে ব্যস্ত সমস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। উহারা এক শত জাহাজ লইয়া ইম্ব্রস, লেস্‌বস এবং সেমস এই কয় উপদ্বীপ বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। এথেন্সে তৎকালে বিদ্রোহীদমন সমর্থ টাইমথিউস এবং ইফিক্রেটিস নামে দুই সমরদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু অসমীক্ষ্যকারী অল্পদর্শী কেরিস শত্রুতা করিয়া ঐ দুই ব্যক্তিকে রাষ্ট্র হইতে বিবাসিত করিয়া দেয়। তাহারা বিবাসিত হইলে পর, কেরিস সৈনাপত্য ভার প্রাপ্ত হইলেন। তিনি সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্ত এক জন পারসীকশাসনকর্ত্তার সহিত যোগ করিতে উদ্যত হইলেন। তাহাতে ২ য় আর্টেক্সরক্সিস এথিনিয়দিগকে এই ভয় প্রদর্শন করিলেন যদি তোমরা বিদ্রোহপ্রবৃত্ত পারসীকশাসনকর্ত্তার সহিত যোগ কর, তাহা হইলে আমিও তোমাদিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্ত মিত্রগণের সাধ্যানুসারে সহায়তা করিব। পারস্যরাজ ভয় প্রদর্শন করাতে এথিনিয়েরা কেরিসকে বিবাদ হইতে বিরত হইতে বলিল এবং অবিলম্বে বিরোধপ্রবৃত্ত মিত্রগণের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিল। তাহাতে এথিনিয়দিগের মহীয়সী ক্ষতি হইল। যে যে রাজ্যের সহিত এথেন্সের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হইয়া গেল, তাহার অধিকাংশই ধনজনসম্পন্ন। সেই সেই রাজ্য এথেন্সের মিত্র নামে পরিগণিত ছিল বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা এথেন্সের অধীন ছিল। সেই সেই স্থান হইতে এথিনিয়দিগের প্রভূত কর-সংগৃহীত হইত। তদ্ভিন্ন তত্রত্য লোকেরা যুদ্ধের সময়ে সৈন্য দ্বারা এথেন্সের যথেষ্ট আনুকূল্য করিত। তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ হওয়াতে এথিনিয়দিগের অর্থ ও সহায়বল উভয়ই কমিয়া গেল।

এথিনিয়েরা যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারে ব্যাপৃত ছিল, সে সময়ে ফিলিপ থেসেলিদেশীয়দিগের প্রার্থিত সাহায্যদানে প্রবৃত্ত হইয়া তত্রত্য ভূপতির সহিত বিবাদে লিপ্ত হন। লিকোফ্রন না-

যে এক ব্যক্তি ফেরিনগরের অধিপতি আলেগজাণ্ডরের প্রাণবধ করিয়া ঐ নগরের রাজা হয়। রাজা হইয়া সে থেসেলির অন্তঃপাতী অন্য অন্য নগরও স্ববশে আনয়ন করিতে উদ্যত হইল। থেসেলিয়েরা তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ না হইয়া ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফিলিপ সাতিশয় যত্নবান্ হইয়া উহাদিগকে লিকোফ্রনের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। উহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়া চরিতার্থ হইল। তন্নিবন্ধন উহারা সাধ্যানুসারে দীর্ঘকাল তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল। তিনি লিকোফ্রনকে পদচ্যুত করিয়া এককালে ফেরিনগরের স্বাধীনতা সম্পাদন করেন নাই। ঐ নগরের রাজপদে অন্য এক ব্যক্তিকে অধিরোহিত করিলেন। সেরূপ করিবার তাৎপর্য্য এই, তিনি এই বিবেচনা করিয়াছিলেন, আমি এইরূপ যে সকল ব্যক্তিকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব এবং যে সকল রাজ্যাপহারীর সহায়তা করিব, তাহারা আমার আবশ্যক হইলে কৃতজ্ঞতাপ্রেরিত হইয়া সহায়তা করিতে ত্রুটি করিবে না। বিশেষতঃ ফেরিনগরের সহিত সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছু ছিলেন। ঐ নগরের সহিত সম্পর্ক থাকাতেই তিনি যুদ্ধার্থী হইয়া গ্রীসদেশে প্রবেশ করিবার পথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। থিবিসনগরের সহিত ফোসিসদেশীয়দিগের সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, ফেরিনগরের লোকেরা ঐ যুদ্ধে ফোসিসদেশীয়দিগের পক্ষ হইয়া সহায়তা করে। ফিলিপ তদুপলক্ষে যুদ্ধার্থী হইয়া গ্রীসদেশে প্রথম প্রবিষ্ট হন। থিবিসের সহিত ফোসিয়দিগের যে সংগ্রাম হয়, সেই সংগ্রাম খৃ. পূ. ৩৫৫ অব্দে আরম্ভ হইয়া ৩৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত সমুদায়ে দশ বৎসর কাল স্থায়ী হয়। ঐ দশ বৎসরকাল উভয় পক্ষই উন্মত্তপ্রায় হইয়া সংগ্রামে ব্যাপৃত হইয়াছিল। যেরূপে সংগ্রাম আরম্ভ হয়, প্রদর্শিত হইতেছে।

বহু দিন অবধি থিবিসনগরীয়দিগের মনে মনে ইচ্ছা ছিল, ফোসিসদেশ অধিকার করিয়া লয়। কিন্তু সহসা সন্ধিদূষণে প্রবৃত্ত হইলে নিন্দিত হইতে হইবে এই ভয়ে এত দিন মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারে নাই। এত দিন ছল অন্বেষণ করিতেছিল।

এক্ষণে সেই ছল প্রাপ্ত হইল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, গ্রীসদেশে আম্ফিক্‌টিয়নি নামে সভা ছিল। ঐ সভার কার্য্য প্রায় রহিত হইয়া গিয়াছিল। থিবিসনগরীয়েরা বিলুপ্তপ্রায় ঐ সভাকে দ্বারস্বরূপ করিয়া স্বাভীষ্টসাধনে উদ্যত হইল। উহারা এক দিন ঐ সভায় ফোসিয়দিগের নামে এই অভিযোগ করিল যে প্রদেশকে সকলে অভিশস্ত বলিয়া জানে এবং যে প্রদেশ অদ্যাপি পতিত হইয়া রহিয়াছে, ফোসিয়েরা সেই প্রদেশের কিয়দংশ ভোগপর্য্যাপ্ত করিয়াছে। সভ্যগণ থিবিসনগরীয়দিগের কৃত অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ফোসিয়দিগকে দোষী স্থির করিলেন এবং গুরু অর্থদণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে এই আদেশ করিলেন তোমরা অভিশস্ত পতিত প্রদেশের যে অংশ গৃহাদিনির্ম্মাণ দ্বারা ভোগ করিতেছ তাহা পরিত্যাগ কর এবং তত্রত্য গৃহাদি ভগ্ন করিয়া ফেল। ফোসিয়েরা সভ্যগণের আজ্ঞা অগ্রাহ্য করিল। উক্ত সভার নিয়মবদ্ধ যাবতীয় রাজ্যের লোক একবাক্য হইয়া যুদ্ধেরঘোষণা করিয়া দিল। এক্ষণে যে ঘটনা হইল ফোসিয়েরা, সে ঘটনা হইবে বলিয়া পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিল। অতএব তাহারা অগ্রে সাবধান হইয়া ডেল্‌ফির মন্দির এবং তত্রত্য যাবতীয় সম্পত্তি হস্তগত করিয়া লয়। আপোলোদেবের সম্পত্তি গৃহীত হওয়াতে তাঁহার অবমাননা হইল। থিবিস ও লক্রিসের লোকেরা আপোলোদেবের মান রক্ষার্থ সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ফাইলোমিলসের তৎকালে ফোসিসদেশে একাধিপত্য ছিল। ফোসিয়েরা তাঁহার আজ্ঞাবহ ছিল। তিনিই ডেল্‌ফির মন্দির মধ্যগত সম্পত্তি গ্রহণের পরামর্শ দেন। ফোসিয়েরা তাঁহার পরামর্শানুসারে মন্দির মধ্যগত সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করে। কিয়ৎকাল ফাইলোমিলসের জয় লাভ হইয়াছিল। শেষে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৫৩ অব্দে নিয়োননগরের অনতিদূরে তাঁহার পরাজয় হইল। ফাইলোমিলস সমরশায়ী হইলে তাঁহার ভ্রাতা অনোমার্কস সেনাপতি হইলেন। দেবসম্পত্তির বিনিয়োগ বিষয়ে অনোমার্কসের কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। কি উৎকোচদান, কি অনাবিধ ব্যয়, যখন যে ব্যয়ের আবশ্যকতা হইত, অনোমার্কস

ঐ ধন হইতে অসঙ্কুচিতচিত্তে সেই ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। অনোমার্কস লক্রিসদেশীয় কতিপয় নগর স্ববশে আনয়ন করিয়া পরিশেষে বিয়োশিয়ায় প্রবেশ করিলেন। বিয়োশিয়ায় প্রবিষ্ট হইয়া অর্কোমিনসনগর জয় করিলেন।

অনোমার্কস ফেরির রাজ্যাপহারী লিকোফ্রনকে উৎকোচদ্বারা হস্তগত করেন। থেসেলিয়েরা যৎকালে লিকোফ্রনকে রাজ্যচ্যুত করিবার চেষ্টা করে, ফোসিয়েরা সেসময়ে লিকোফ্রনের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য পাঠাইয়া দেয়। ফিলিপ থেসেলিয়দিগের পক্ষ হইয়া ফোসিয়সৈন্যগণকে সমরে পরাজয় করিলেন। অনন্তর, অনোমার্কস স্বয়ং সমরাঙ্গনে গমন করিয়া পর পর দুই যুদ্ধে ফিলিপকে এবং থেসেলিয়দিগকে পরাভূত করিলেন। ফিলিপ পরাজিত হইয়া মাসিডোনিয়ায় প্রতিগমন করিলেন এবং অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে একদল নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় থেসেলিতে উপস্থিত হইলেন। অনোমার্কসও বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া লিকোফ্রনের সাহায্যার্থ পুনর্ব্বার থেসিলিতে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে পর মাগ্নিসিয়ার অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ফিলিপ যুদ্ধে জয়ী হইলেন। স্পার্টা ও এথেন্স উভয়রাজ্য ফোসিয়দিগের পক্ষে ছিল। এথেন্সনগরীয় একদল জাহাজ ঐ সময়ে থর্ম্মোপিলির নিকটে অবস্থিত ছিল। অনোমার্কস রণে পরাস্ত হইয়া পলায়ন পূর্ব্বক এথিনিয় জাহাজে আরোহণ করিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু তিনি সেপর্য্যন্ত পোঁছিতে পারিলেন না। পথিমধ্যে হত হইলেন। অনোমার্কসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার ভ্রাতা ফেলস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। ম্যাগ্নিসিয়ার অনতিদূরবর্ত্তী সংগ্রামে পরাজয় হওয়াতে লিকোফ্রনকে ফেরিনগর পরিত্যাগ করিতে হইল। তিনি একদল সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া ফেলসের সহিত মিলিত হইলেন। ফিলিপও থর্ম্মোপিলি দিয়া বরাবর গ্রীসদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এথিনিয় পোতসৈনিকগণ পথ রোধ করাতে তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। তিনি মাসিডোনিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। ফিলিপের একান্ত মানস

হইয়াছিল যে, তিনি গ্রীসদেশে যুদ্ধ করিতে যান, এবং সেই প্রসঙ্গে গ্রীসদেশ স্ববশে আনয়ন করেন। এথিনিয় সেনাগণ বিপক্ষ হওয়াতে তৎকালে তিনি মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল। কিন্তু তিনি গ্রীসদেশ জয় করিবার আশা একবারে পরিত্যাগ করেন নাই। এথিনিয় প্রসিদ্ধ বাগ্মী ডিমস্থিনিস ফিলিপের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে সাবধান করিবার উদ্দেশে খৃষ্টের পূর্ব্ব ৩৫২ অব্দে এক দীর্ঘতর বক্তৃতা করেন। তিনি ফিলিপের বিপক্ষ হইয়া বক্তৃতা করেন বলিয়া এই বক্তৃতা ফিলিপিক নামে প্রসিদ্ধ হয়।

ওদিকে ফেলস বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিয়োশিয়াদেশে বারম্বার তাঁহার পরাজয় হইতে লাগিল। তথাপিও তিনি সমর হইতে বিরত হন নাই। শেষে তিনি খৃ. পূ. ৩৫১ অব্দে পীড়িত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ফেলিকস তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনিও প্রথম প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু শেষে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ফোসিয়েরা বিয়োশিয়াদেশ বারম্বার আক্রমণ পূর্ব্বক বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করাতে বিয়োশিয়েরা অতিশয় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অতএব উহারা খৃ. পূ. ৩৪৬ অব্দে করোনিয়ার মহাসংগ্রামে পরাভূত হইল। পরাজয় হইলে পর বিয়োশিয়াদেশীয় কতিপয় নগর শত্রুহস্তে পতিত হইল।

থিবিসনগরীয়েরা অতিশয় অবসন্ন এবং দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। ফিলিপ আপনার অভীষ্ট লাভের উত্তম অবসর উপস্থিত দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন। থিবিসনগরীয়েরা যৎকালে সাহায্য প্রার্থনা করে, ফিলিপ সে সময়ে অলিন্থস প্রভৃতি কতিপয় নগরের সহিত সমরে ব্যাপৃত ছিলেন। অলিন্থস প্রভৃতির সহিত ফিলিপের বহু দিনাবধি যুদ্ধ চলিতেছিল। ফিলিপ যুদ্ধার্থী হইয়া গ্রীসদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতে কিয়ৎকাল যুদ্ধ রহিত ছিল। ঐ অবসরে অলিন্থস প্রভৃতি নগরবাসীরা ফিলিপের হস্ত হইতে মুক্তি লাভের আশয়ে

একবাক্য হইয়া খৃ. পূ. ৩৫৩ অব্দে এথেন্সের সহিত মিত্রতা করে। কিন্তু এথিনিয়েরা মিত্রগণের রক্ষার্থ যত্নবান ছিল না। ফিলিপ থর্ম্মোপিলি হইতে ফিরিয়া গিয়া মিত্রগণের প্রতি এথিনিয়দিগের অযত্ন ও ঔদাসীন্য দর্শন করিয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে অলিন্থসে যুদ্ধ করিতে গেলেন। অলিন্থসবাসীরা ভীত হইয়া এথেন্সনগরে তিন বার দূত প্রেরণ করিল। এথিনিয়েরা যাহাতে অলিন্থসবাসীদিগের সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করে, ডিমস্থিনিস তদর্থ অতিশয় যত্নবান হইলেন, এবং আপনার অসামান্য বক্তৃতা শক্তি দ্বারা উহাদিগের উৎসাহবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই ফিলিপের উদয়পথের প্রতিরোধ করিতে পারিলেন না। ফিলিপ কালসিসবাসীদিগের নিবেশিত যাবতীয় নগর একৈকক্রমে জয় করিলেন। অলিন্থসনগর খৃ. পূ. ৩৪৭ অব্দে তাঁহার হস্তে পতিত হইল। অব্যবহিত পরে নগর সমভূমি করা হইল। ফিলিপ এথিনিয়দিগের মোহ জন্মাইবার নিমিত্ত উহাদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া উৎপাত শঙ্কা নাই ভাবিয়া উহারা নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল। ওদিকে ফিলিপ থ্রেসের উপকূলবর্ত্তী জনপদ ও নগর সকল জয় করিতে লাগিলেন। ডিমস্থিনিস এথিনিয়দিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় প্রয়াস বিফল হইল।

যে সময়ে এই সমস্ত কাণ্ড উপস্থিত, থিবিসনগরীয়েরা সেই সময়ে ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করে। এথিনিয়েরাও অতিশয় সমরখিন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের তৎকালে অন্য চেষ্টা ছিল না। যাহাতে সন্ধি হইয়া সমরানল নির্ব্বাণ হয়, সেই চেষ্টাই বলবতী হইয়াছিল। অতএব তাহারা আর রণোৎসাহী না হইয়া শমার্থী হইয়া ফিলিপের নিকটে দূত প্রেরণ করিল। ফিলিপও সন্ধিবিধানে সম্মত হইলেন। কিন্তু তিনি ফোসিয়দিগকে সন্ধির নিয়মমধ্যে গ্রহণ করিলেন না। তাহাদিগকে সন্ধি হইতে বহিষ্কৃত করিবার তাৎপর্য্য এই, থিবিসনগরীয়েরা ফোসিসদেশীয়দিগের বিপক্ষ, ফোসিয়দিগকে সন্ধির নিয়ম মধ্যে গ্রহণ ক-

রিলে থিবিসনগরীয়েরা বিরক্ত হয়, থিবিসনগরীয়দিগের সহিত আত্মীয়তা রাখা ফিলিপের নিতান্ত অভিপ্রেত ছিল। অপর, ফিলিপ এথিনিয়দিগের উপনিবেশিত আম্ফিপলিস নগর জয় করিয়া লন। সন্ধিবিধানকালে সে নগর পরিত্যাগ করিলেন না। এথিনিয়েরা তাদৃশী ন্যূনতা স্বীকার করিয়াও সন্ধি করিল এবং সন্ধিপত্রে রাজার স্বাক্ষর করাইবার জন্য পুনর্ব্বার পেলায় দূত প্রেরণ করিল। দূতগণ পেলায় উপস্থিত হইলে ফিলিপ অভিসন্ধি পূর্ব্বক কাল বিলম্ব করিলেন। দূতগণ সপ্রত্যাশ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ওদিকে তিনি থ্রেসের অন্তঃপাতী যাবতীয় নগর ও জনপদ জয় এবং যুদ্ধের নূতন আয়োজন করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, শেষে তিনি ফেরিনগরে গমন করিয়া সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর হইবার পর দূতগণ যেমন চলিয়া গেলেন ফিলিপও অমনি থর্ম্মোপিলির পথ ধরিয়া অবিরোধে গ্রীসদেশে প্রবেশ করিলেন। ফোসিসদেশীয় সেনাপতি ফেলিকস জয় লাভ বিষয়ে হতাশ হইয়া ফিলিপের সহিত সন্ধি করিলেন। সন্ধির অব্যবহিত পরেই তিনি পিলপনিসসে প্রস্থান করিলেন। ফোসিসদেশীয়েরা সেনাপতিহীন হইয়া ফিলিপের অধীনতা স্বীকার করিল। অধীনতা স্বীকার কালে উহাদিগের মনে এই আশা জন্মিয়াছিল যে, ফিলিপ আম্ফিকটিয়নি সভায় উহাদিগের সপক্ষতা করিয়া হিতচেষ্টা করিবেন। কিন্তু উহাদিগের সে আশা বিফল হইল। উহাদিগের অপরাধাধিক দণ্ড হইল। আম্ফিকটিয়নি সভা নিতান্ত নিষ্ঠুর হইয়া উহাদিগের দুর্ব্বহ দণ্ড বিধান করিলেন। উহারা চিরকালের মত আম্ফিকটিয়নি সভার নিয়ম বহিষ্কৃত হইল। উহাদিগের যাবতীয় নগর সমভূমি হইল। উহাদিগকে নগর পরিত্যাগ করিয়া অনাবৃত গ্রামে ও জনপদে বসতি করিতে হইল। অপর, উহাদিগের প্রতি এই আদেশ হইল তোমারা ডেলফির মন্দির হইতে যে সম্পত্তি গ্রহণ করিয়াছ, যাবৎ তাহা পূরণ না হইবে, তাবৎ তোমাদিগকে বর্ষে বর্ষে একলক্ষ কুড়ি হাজার টাকা দিতে হইবে এবং তোমরা আর যুদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না। থিবিসনগরীয় এবং ম্যাসি-

ডোনিয় সৈন্যগণ আম্ফিকটিয়নি সভার সমুদায় আজ্ঞা সম্পাদন করিল। ফিলিপ থ্রেসদেশে যে নগর নিবেশিত করিয়াছিলেন ফোসিসদেশীয় দশ সহস্র লোক সেই স্থানে নীত হইল। বিয়োশিয়ার অন্তঃপাতী যে যে নগর থিবিসনগরের বিরোধী ছিল, তৎসমুদায় থিবিসনগরীয়দিগের বশে আনীত হইল। সেই সেই নগরের প্রাচীর ভগ্ন হইল। তত্রত্য প্রজাগণের মধ্যে অধিকাংশ লোকই দাসত্বে নিয়োজিত হইল।

গ্রীসদেশে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ হয়, ইহা ফিলিপের নিতান্ত অভিলষিত ছিল, এক্ষণে সেই মনোরথ পূর্ণ হইবে এরূপ আকার হইয়া উঠিল। আম্ফিকটিয়নি সভায় ফোসিয়দিগের পদমর্য্যাদা ছিল এবং ডেলফির মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিবার ভার ছিল। ফোসিয়েরা সভার নিয়মবহিষ্কৃত হইলে ফিলিপ সেই মর্য্যাদা ও অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত হইলেন। ফোসিয়দিগের দুর্দশা দর্শন করিয়া এথিনিয়েরা অতিশয় শঙ্কিত ও উদ্বিগ্ন হইল। ফিলিপ এথিনিয় বাগ্মী ইস্কাইনিসকে অর্থ দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। ইস্কাইনিস এই কথা কহিয়া এথিনিয়দিগের উদ্বেগ শান্তি করিয়া দিলেন যে, ফোসিয়েরা দেবদ্বেষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, অতএব তাহাদিগের ঈদৃশ গুরু দণ্ড হওয়াই বিধেয়, ফিলিপের ধর্ম্ম সংস্থাপনই উদ্দেশ্য, অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই। বিশেষতঃ এথিনিয়দিগের তৎকালে এরূপ অবস্থা ছিল না, তাহারা ফিলিপের সহিত শত্রুতা করিয়া সপ্রতিভ হইতে পারে। অন্যের কথা কি, ডিমস্থিনিসও শেষে তাহাদিগকে এই পরামর্শ দিলেন তোমরা সন্ধি ভঙ্গ করিও না, আম্ফিকটিয়নি সভার মতেই মত দাও। ফোসিসদেশের সহিত যে সময়ে থিবিসনগরের সংগ্রাম হয়, স্পার্টানগরীয়েরা তৎকালে পিলপনিসসে আপনাদিগের বিনষ্ট প্রভুত্ব ও প্রাধান্যের উদ্ধার চেষ্টায় ব্যাপ্রিয়মাণ ছিল। উহারা ঐ অভিপ্রায়ে মেগালপলিস এবং আর্গস এই উভয় নগরের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করে। থিবিসনগরীয়েরা আর্গসবাসীদিগের সহায় ছিল। তথাপি স্পার্টানগরীয়েরা উহাদিগের সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিল। যে সময়ে ফোসিসদেশীয়দিগের স-

হিত আরব্ধ থিবিসনগরীয় সংগ্রাম অবসিত হয়, তৎকালেও স্পার্টানগরীয়দিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফিলিপ পিলপনিসসে প্রভুত্ব ও প্রাধান্যলাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া অর্থ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অর্থের এমনি মোহনীশক্তি আছে যে, স্বল্পকাল মধ্যে পিলপনিসসবাসী অনেক লোকেরই মন মোহিত হইল। কতিপয় নগরে কতগুলি লোক ফিলিপের পক্ষ হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে স্পার্টানগরীয়দিগের মনে এই আতঙ্ক উপস্থিত হইল ফিলিপ কখন্ পিলপনিসস আক্রমণ করেন। এথিনিয়দিগের মনেও ঐরূপ শঙ্কা জন্মিয়াছিল। উহারা বিবেচনা করিল পিলপনিসসে যদি সমরানল প্রজ্বলিত থাকে তাহা হইলে ছলান্বেষী ফিলিপের পিলপনিসসে প্রবেশ করিবার ছলপ্রাপ্তি দুর্লভ হইবে না; বিপক্ষপক্ষ ফিলিপের নিকটে শরণার্থী হইলে ফিলিপ সেই সুযোগে পিলপনিসসে প্রবেশ করিয়া সমুদায় পিলপনিসস হস্তগত করিয়া লইবেন। এই বিবেচনা করিয়া, যাহাতে সন্ধিরূপসলিলসেকদ্বারা শীঘ্র সমরানল নির্ব্বাণ হয়, উহারা সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। ডিমস্থিনিসও ঐ সময়ে এথিনিয়দিগের ভ্রম ভঞ্জন করিয়া দিলেন। তিনি বলিলেন ফিলিপ শমার্থী ও গ্রীসের হিতার্থী নহেন। তাঁহার বরাবর এই ইচ্ছা আছে, এথেন্সনগরীয় প্রাকৃততন্ত্র রহিত করিয়া সমস্ত গ্রীসদেশের অধীশ্বর হন। তাঁহার মনোরথ যে অবিলম্বে পূর্ণ হইবে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে।

ফিলিপের চর ও পক্ষ লোক তৎকালে গ্রীসদেশের সর্ব্বস্থলব্যাপী হইয়াছিল। তাহারা বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে স্বপ্রভুর অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টা করিতে লাগিল। ওদিকে ফিলিপ অন্য অন্য নানা কার্য্য সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি নানা স্থানে নূতন নগর নিবেশিত করিলেন। রাজধানীর সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিলেন। ম্যাসিডোনিয়ায় ও থ্রেসদেশে যত খনি ছিল, তাহাতে লোক নিয়োজিত করিয়া দিলেন এবং ইলিরিকম ও থেসেলি এই উভয় দেশ স্ববশে আনয়ন করিলেন। অনন্তর, তিনি আপ্সিয়া অধিকার করিয়া লইলেন। তিনি আরো দক্ষিণ দিকে যাইতেছিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা সতর্ক ও সাবধান হওয়াতে

তথা হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং যুদ্ধার্থী হইয়া থ্রেসের উপকূলে গমন করিলেন। ঐ স্থানে এথিনিয়দিগের সহিত তাঁহার পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল। কিন্তু তাদৃশ প্রবল শত্রুর দমনার্থ যেরূপ উৎসাহ ও অধ্যবসায় অবলম্বন করা আবশ্যক, এথিনিয়েরা তদবলম্বনে সমর্থ হয় নাই। পক্ষান্তরে, সুচতুর ফিলিপ বাহিরে এইরূপ ভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তিনি শমার্থী, যুদ্ধার্থী নহেন, গ্রীসদেশে যে সমরানল প্রজ্বলিত হয় ইহা কোন ক্রমেই তাঁহার অভীষ্ট নহে। ওদিকে তিনি গোপনে গ্রীসদেশে সমরানল প্রজ্বলিত করিবার সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ মানস এই, গ্রীসদেশে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি গ্রীসদেশ জয় করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, ইয়ুবিয়া এবং মেগারায় ফিলিপের যে প্রভুত্ব ছিল এথিনিয় সেনাপতি ফোশিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াতে তাহা অন্তর্হিত হইল। ফোশিয়ন ইয়ুবিয়ার উদ্ধার সাধন করিলেন। থ্রেসের উপকূলে পুনঃ পুনঃ প্রতিকূল ঘটনা হওয়াতে এথিনিয়দিগের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তাহারা প্রমাদ শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উত্থিত হইল। ঐ সময়ে পারস্যরাজও ফিলিপের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ দেখিয়া অতিশয় ভীত হইয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৩৪০ অব্দে ফিলিপ যখন পেরিন্থস এবং বাইজান্টিয়ম অবরোধ করেন, এথিনিয়েরা তখন যত্নশীল হইয়া কস, রোড্স এবং কাইয়স উপদ্বীপবাসীদিগকে অবরুদ্ধ নগরবাসীদিগের সাহায্যদানে প্রবর্ত্তিত করিল। পারস্যরাজও একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। এথিনিয়েরা ঐ সময়ে গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী যাবতীয় রাজ্যের একতা সম্পাদন নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের যত্ন সফল হয় নাই। যাহা হউক, ফোশিয়ন ঐ সময়ে নিজ বাহুবলে ও বুদ্ধি কৌশলে ফিলিপকে পরাহত করেন। তদ্দর্শনে এথিনিয়েরা সাতিশয় উৎসাহান্বিত হইয়া মাসিডোনিয়ার সহিত কৃতপূর্ব্ব সন্ধি ভঙ্গ করিল। খৃ. পূ. ৩৩৯ অব্দে এই ঘটনা হয়।

ফিলিপ ঐ বর্ষে ডানিয়ুব নদীমুখের অনতিদূরবর্ত্তী সিথিয় জাতির সহিত যুদ্ধ করিতে যান। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন.

নাই। ফিরিয়া আইলেন। স্বদেশে উপস্থিত হইলে পর আম্ফিক্টিয়নি সভার দূতগণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। দূতগণ তাঁহাকে এই সমাচার দিল যে; আম্ফিসাবাসী লক্রিয়েরা আপোলোদেবের নির্দ্দিষ্ট সিরানগরের কিয়দংশ ভূমি ভোগবাসনায় গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিয়াছে; সেই হেতু আম্ফিক্টিয়নি সভা তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থিনী হইয়া আপনাকে প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন; আপনি সৈনাপত্য ভার গ্রহণ করিয়া দেবস্বাপহারী সেই মহাপাতকীদিগের দণ্ডবিধান করুন। ফিলিপ স্বয়ংই চরদ্বারা ঐ যুদ্ধ ঘটনার সূচনা করিয়াছিলেন। অতএব আম্ফিক্টিয়নি সভার দূতগণের প্রার্থনা পরিপূরণ বিষয়ে তাঁহার বৈমুখ্য হইবার সম্ভাবনা কি। একটী নগর জয় করিতে হইলে যত সৈন্য গ্রহণ আবশ্যক হয়, ফিলিপ তদপেক্ষা অধিকতর সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া তৎক্ষণাৎ দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এথিনিয়েরা ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগের একতা সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু, এথেন্স ও থিবিস এই উভয় নগরের যে পরস্পর পূর্ব্ব শত্রুতা ছিল, ফিলিপ তাহার উদ্দীপন করিয়া চেষ্টা বিফল করিয়া দিলেন। অব্যবহিত পরে আম্ফিসানগর গৃহীত হইল। কিন্তু ফিলিপ সসৈন্য হইয়া লক্রিসদেশে অবস্থান করিলেন। সে বৎসর অতীত হইল। নূতন বর্ষ আরম্ভ হইবামাত্র তিনি ইলেটিয়া ও সাইটিনিয়ন এই উভয় নগর অধিকার করিয়া লইলেন। তখন গ্রীসদেশীয়দিগের চৈতন্য হইল। তখন তাহারা তাঁহার দুষ্ট অভিসন্ধি বুঝিতে পারিল। ডিমস্থিনিস ভবিষ্যদ্বাণীর ন্যায় পূর্ব্বে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন, তখন সেই কথা সত্য বলিয়া সকলের বোধ হইল। এথিনিয়েরা ডিমস্থিনিসের পরামর্শানুসারে থিবিসের সহিত মিত্রতা করিল এবং স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ একান্ত যত্নশীল হইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। উহারা অন্য অন্য রাজ্য হইতেও সাহায্য প্রাপ্ত হইল। ফিলিপের সমভিব্যাহারে যত সৈন্য ছিল, গ্রীসদেশীয়দিগেরও প্রায় তত সৈন্য সংগৃহীত হইল। প্রথমে যে সংগ্রাম হয়, গ্রীসদেশীয়েরা তাহাতে জয়ী হইল। ফিলিপ দুই দুই বার

পরাজিত হইয়া অতিশয় ভগ্নোৎসাহ হইলেন। কিন্তু খৃ. পূ. ৩-৩৮অব্দের শরৎকালে কেরোনিয়ার পরিসর ভূমিতে যে মহাসংগ্রাম হয়, ফিলিপ তাহাতে জয়ী হইলেন। যে সকল ব্যক্তি ঐ যুদ্ধে গ্রীসদেশীয়দিগের সেনাপতি হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই সবিশেষ ক্ষমতাবান ছিলেন না। পক্ষান্তরে, ফিলিপ স্বয়ং রণক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন বহুযুদ্ধজেতা সমর বিশারদ আন্টিপেটর এবং মহাসাহস রাজকুমার আলেগজাণ্ডর উভয়ে যুদ্ধকালে মাসিডোনিয় সেনাগণের অধিনায়কতা করেন। সংগ্রাম আরম্ভ হইলে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত কোন পক্ষেই জয় পরাজয় নাই। কিন্তু শেষে মাসিডোনিয়েরা জয়ী হইল। এথেন্সনগরীয় এক সহস্র সৈন্য সমরশায়ী হইল। তদ্ভিন্ন দুই সহস্র বন্দীকৃত হইল। থিবিসনগরীয়দিগেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল।

কেরোনিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ হওয়াতেই ফিলিপের সমস্ত গ্রীসদেশ জয় করা হইল। ফিলিপ সমরবিজয়ী হইয়া জয়োদ্ধত ও গর্ব্বিত না হইয়া তৎকালে অতিশয় সৌজন্য এবং বিনয়নম্রতা প্রদর্শন করিলেন। যে সকল ব্যক্তি রণস্থলে বন্দীকৃত হইয়াছিল, ফিলিপ তাহাদিগের প্রতি সাতিশয় সদয় ব্যবহার করেন এবং নিষ্ক্রয় গ্রহণ ব্যতিরেকে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। এথিনিয়েরাই তাঁহার প্রবল প্রতিপক্ষ হইয়া বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল। কিন্তু তিনি জয়ী হইয়া তাহাদিগের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। প্রত্যুত তিনি তাহাদিগের নিকটে সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধির প্রস্তাব কালে এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি এথেন্সনগরের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়ের পর এথিনিয়দিগের যে বিজাতীয় আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ নিবৃত্তি হইলে তাহারা সন্ধির কথায় কর্ণপাত করিল না, পুনরায় যুদ্ধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিল। ডিমস্থিনিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি তাহাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন। সুতরাং সন্ধি হইবার অণমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। ভয়, বিস্ময় ও রোষ দ্বারা যাবৎ উহাদিগের চিত্ত নিতান্ত আলোড়িত হইতেছিল, তাবৎ উহারা

সন্ধিসংক্রান্ত কথা শ্রবণ ও গ্রহণ করে নাই। কিন্তু যখন ভয়, বিস্ময় ও রোষ উহাদিগের চিত্ত পরিত্যাগ করিয়া দূরগত হইল, তখন উহারা বিবেচনা করিয়া দেখিল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকৃত্য হওয়া ভার হইয়া উঠিবে। অতএব উহারা যুদ্ধ প্রয়াস পরিত্যাগ করিল। ফিলিপ যে নিয়মে সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাই গ্রাহ্য করিল। এথিনিয়দিগকে সেমস উপদ্বীপ পরিত্যাগ করিতে হইল। কিন্তু উহারা তৎপরিবর্ত্তে অরোপস উপদ্বীপ প্রাপ্ত হইল। অপর, খৃ. পূ. ৩৩৭ অব্দের বসন্তকালে করিন্থরাজ্যে যে সভা হইবার কথা ছিল, উহারা সেই সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবে, অঙ্গীকার করিল। ডিমস্থিনিসই কেবল আত্যন্তিক যত্ন করিয়া স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগকে গত যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে তাঁহার সমুদায় যত্ন বিফল হয় বটে, কিন্তু স্বদেশীয় লোকেরা তাঁহার অসামান্য স্বদেশানুরাগের প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীত হইল এবং যে সকল ব্যক্তি রণস্থলে নিহত হইয়াছিল, তাহাদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কালে বক্তৃতা কবিবার ভার তাঁহার উপরে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সবিশেষ সম্মাননা করিল।

কেরোনিয়ার সংগ্রামে জয় লাভের পর ফিলিপের সমস্ত গ্রীসদেশের আধিপত্য লাভ হয়। তিনি মনে করিলে গ্রীসের অন্তঃপাতী সমুদায় রাজ্যেরই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া একাধিপত্য করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সৌজন্য প্রদর্শন করিয়া সেরূপ করেন নাই। ফোশিয়ন, ডিমস্থিনিস এবং লাইকর্গস এই তিন ব্যক্তি প্রধান হইয়া এথেন্সের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ তিন মহাত্মার যত্নাতিশয়, স্বদেশানুরাগ এবং সাধুতা হেতুক গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্য অপেক্ষা এথেন্সের অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি ও সৌভাগ্য সম্পত্তি লাভ হয়। কেরোনিয়ার সংগ্রামকালে থিবিসনগরীয়েরা ফিলিপের সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিয়াছিল। উহাদিগের সেই অপরাধের গুরুতর দণ্ড হইল। মাসিডোনিয় সেনাগণ কাড্মিয়ার দুর্গ অধিকার করিয়া তথায় অবস্থান করিল, এবং, বিয়োশিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্য

অন্য নগরের উপরে থিবিসনগরীয়দিগের যে প্রভুত্ব ছিল, তাহা বিলোপিত হইল। পিলপনিসসে যে যে দেশ প্রধান বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহারাও ফিলিপের অধীনতা স্বীকার করিল। অন্যের কথা কি, স্পার্টানগরও ফিলিপের শাসনপরাধীন হইয়াছিল।

খৃ. পূ. ৩৩৭ অব্দের বসন্তকালে করিন্থরাজ্যে এক সভা হইল। গ্রীসদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী যাবতীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ফিলিপের আজ্ঞানুসারে ঐ সভায় উপস্থিত হইলেন। কেবল স্পার্টার প্রতিনিধিগণ সভায় উপস্থিত হন নাই। ফিলিপ সভাস্থলে পারস্যদেশ জয় করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সভ্যগণ তাঁহাকে প্রধান সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া অসীম ক্ষমতা প্রদান করিলেন। গ্রীসদেশের অন্তর্ব্বর্ত্তী যে রাজ্যকে যে সৈন্য প্রদান করিতে হইবে, তাহা নির্ণীত হইল। অতঃপর অতিপ্রভূতরূপে যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। ফিলিপ আটেলস এবং পার্মিনিও উভয়কে সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কতগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে দিয়া তৎক্ষণাৎ আসিয়ায় পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু তৎকালে গৃহবিবাদ ও ইলিরিকমে বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে স্বয়ং আসিয়ায় যাইতে পরিলেন না। বিবাদনিষ্পত্তি এবং বিদ্রোহশান্তির নিমিত্ত তাঁহাকে কিয়ৎকাল ইয়ুরোপে অবস্থান করিতে হইল। তাঁহার পত্নী ওলিম্পিয়াস বিবাদ করিয়া রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া যান। কিয়ৎকাল উভয়ের বাক্যালাপ ছিল না। ঐ সময়ে উভয়ের পুনরায় প্রণয় হইল। ফিলিপ ওলিম্পিয়াসের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক প্রণয় বদ্ধমূল করিবার অভিপ্রায়ে নিজ প্রিয়তমা কন্যা ক্লিয়োপেট্রাকে ওলিম্পিয়াসের ভ্রাতা এপিরসের অধিপতি আলেগজাণ্ডরের সহিত বিবাহ দিবার প্রস্তাব করিলেন। বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইল। ঐ উপলক্ষে খৃ. পূ. ৩৩৬ অব্দের শরৎকালে ইজিয়ানগরে মহাসমারোহে উৎসব হইল। ফিলিপ উৎসবস্থলে যেমন প্রবেশ করিতেছিলেন পসেনিয়াস নামে এক ব্যক্তি অমনি তাঁহার প্রাণ বধ করিল। বিশেষ কারণ বশতঃ তাঁহার উপরে পসেনিয়াসের রাগ ছিল। যুবরাজ আলেগজাণ্ডরের তৎকালে বিংশতি বর্ষের অধিক বয়স নয়। কিন্তু তিনি পূর্ব্ব,ক-

য়েক বারের যুদ্ধে আপনার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। প্রজাগণ ও সেনাগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। ফিলিপের মৃত্যু হইলে পর প্রজাগণ এবং সেনাগণ তাঁহার রাজ্যাভিষেক নিমিত্ত অত্যন্ত যত্নবান্ হইল। বিশেষতঃ তৎকালে চতুর্দ্দিকে যেরূপ বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিপদ হইতে রাজ্য উদ্ধার করে, আলেগজাণ্ডর ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্য ছিল না। ফিলিপের মৃত্যু সমাচার শ্রবণমাত্র গ্রীসদেশীয়েরা স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিবাদে উন্মুখ হইল। ফিলিপ উত্তরে ও পশ্চিমে যে সমস্ত অসভ্য জাতির স্কন্ধে পারতন্ত্র্য যোক্ত্র নিবেশিত করিয়া যান, তাহারাও তাহা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইল। অন্য কথা কি, রাজসদনমধ্যেই যুবরাজের প্রাণ সংহারের চক্রান্ত হইতে লাগিল। যুবরাজ আলেগজাণ্ডর এই দুস্তর বিপদের সময়ে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন এবং নিজ বুদ্ধি ও ধৈর্য্যগুণে সমুদায় আপদ অতিক্রম করিয়া উঠিলেন।

একাদশ অধ্যায়।

মহাবীর আলেগজাণ্ডর।

মহাবীর আলেগজাণ্ডর প্রসিদ্ধ তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত আরিষ্টটলের শিষ্য। আরিষ্টটল পরম যত্নে তাঁহার অধ্যাপনা কার্য্য সম্পাদন করেন। পঠদ্দশাতেই তাঁহার স্বদেশীয় আচার ব্যবহার পরিবর্ত্ত হইয়া গ্রীসদেশীয়দিগের ন্যায় তাঁহার আচার ব্যবহার হইয়া উঠে। গ্রীসদেশীয় শব্দ শাস্ত্রে তাঁহার মার্জ্জিত বিদ্যা জন্মিয়াছিল। ঐ শাস্ত্রের প্রশংসাগান তাঁহার মুখে সদা শ্রূয়মাণ হইত। ফিলিপের মৃত্যু ও আলেগজাণ্ডরের অভিষেক বার্ত্তা যখন এথেন্সনগরে নীত হইল, তখন ডিমস্থিনিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি মহাহর্ষিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই আজ্ঞা প্রচার করিয়াদিলেন, যে ব্যক্তি ফিলিপের প্রাণবধ করিয়াছেন তাঁহার সবিশেষ সম্মাননার নিমিত্ত তাঁহার মস্তকে জয় মুকুট প্রদান করা যাইবে, এবং ফিলিপ গ্রীসদেশে যে প্রভুত্ব ও প্রা-

ধান্য সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাঁহার পুত্রকে তদ্বিষয়ে বঞ্চিত করা যাইবে। এথিনিয়েরা আনন্দে মত্ত হইয়া যৎকালে এই আজ্ঞা প্রচারিত করে, তৎকালে তাহারা মনে করিয়াছিল আলেগজাণ্ডরের গ্রীসদেশে প্রবেশ পথ অনায়াসেই রুদ্ধ করিতে পারিব। কিন্তু তাহারা তখন আলেগজাণ্ডরের রণপাণ্ডিত্য, ক্ষমতা, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের বিষয় জানিতে পারে নাই।

যে সকল ব্যক্তি রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়াছিল, আলেগজাণ্ডর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রথমতঃ তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফিলিপ যাঁহাকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিয়া আসিয়ায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই আটেলস ফিলিপের দ্বিতীয় পত্নী ক্লিয়োপেট্রার গর্ভজাত পুত্রের পক্ষ হইয়া রাজ্যাধিকার লইয়া বিবাদ আরম্ভ করেন। আলেগজাণ্ডর ঘাতক পাঠাইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন। তিনি এইরূপে রাজ্যার্থী বিবদমান ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া করে করবাল ধারণ পূর্ব্বক থেসেলিতে যাত্রা করিলেন। থেসেলিয়েরা কিয়ৎকাল বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল, শেষে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল এবং এই অঙ্গীকার করিল তিনি যে সময়ে তাহাদিগের নিকটে সৈন্য প্রার্থনা করিবেন, তাহারা তৎক্ষণাৎ পাঠাইয়া দিবে। থেসেলিয়েরা যেমন অধীনতা স্বীকার করিল, আলেগজাণ্ডর অমনি নক্ষত্রবেগে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিলেন। থর্ম্মোপিলিতে উপনীত হইলে আম্ফিকটিয়নিসভা অধীন প্রজার ন্যায় তাঁহার রাজযোগ্য সম্মাননা ও মর্য্যাদা করিল। থিবিস, এথেন্স এবং স্পার্টা এই রাজ্যত্রয়ের প্রতিনিধিগণ ঐ সভায় আগমন করেন নাই। এই হেতু আলেগজাণ্ডর থর্ম্মোপিলি হইতে বিয়োশিয়ায় গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া থিবিসনগরের বহির্দ্বারের অনতিদূরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তাঁহার ক্ষিপ্রকারিতা ও চতুরতা দেখিয়া এথিনিয়েরা চমৎকৃত হইল। পূর্ব্বে উহারা ভ্রান্তিবশতঃ আলেগজাণ্ডরকে বালক বলিয়া অকর্ম্মণ্য অনুমান করিয়াছিল। এক্ষণে উহাদিগের সেই ভ্রম ভঞ্জন হইল। উহারা

অবিলম্বে দূত দ্বারা আলেগজাণ্ডরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিল। আলেগজাণ্ডর উহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করিলেন এবং এই মাত্র বলিলেন করিন্থ রাজ্যে যে সভা হইবে এথিনিয় দূতগণ তথায় উপস্থিত থাকেন। অনন্তর, তিনি ঐ স্থানে গমন করিলেন। তথায় সভা হইল। গ্রীসদেশের অন্তঃপতী যাবতীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ ঐ সভায় উপস্থিত হইলেন। কেবল স্পার্টা নগরীয় প্রতিনিধিগণ সভাস্থলে উপস্থিত হন নাই। সভ্যগণ একবাক্য হইয়া আলেগজাণ্ডরের সহিত মিত্রতা বন্ধন করিলেন। ফিলিপ পারস্য রাজের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবেন বলিয়া ঐ সভায় যেমন প্রধান সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আলেগজাণ্ডরও তেমনি সেনাপতি পদ প্রাপ্ত হইলেন।

গ্রীসদেশীয়েরা অধীনতা স্বীকার করিলে পর আলেগজাণ্ডর খ. পূ. ৩৩৫ অব্দে মাসিডোনিয়ায় ফিরিয়া গেলেন। মাসিডোনিয়ায় পদার্পণ করিয়াই অমনি আবার যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেন। মাসিডোনিয়ার উত্তরে এবং পশ্চিমে যে সমস্ত অসভ্য জাতির বসতি ছিল, তাহারা মাসিডোনিয়া আক্রমণ করে। আলেগজাণ্ডর তাহাদিগের দণ্ডবিধানার্থ তথায় গমন করিলেন এবং স্বল্পকাল-মধ্যে তথায় কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন। অনন্তর, তিনি ইলিরিকমে গমন করিলেন। ইলিরিকম দেশ পর্ব্বত ময়। ঐ স্থানে তাঁহার সৈন্য বারম্বার বিপাকে পড়িতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিজ সাহস ও ক্ষিপ্রকারিতা দ্বারা সমুদায় অতিক্রম করিলেন। ইলিরিকমবাসীরা শেষে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। ইলিরিকম হইতে প্রত্যাগমন করিতে তাঁহার অধিক বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতে গ্রীসদেশে এই জনরব হইল আলেগজাণ্ডর রণস্থলে পরাজিত ও নিহত হইয়াছেন। জনরব শুনিয়া আলেগজাণ্ডরের বিপক্ষগণ অতিশয় হৃষ্ট হইল। পারস্য রাজও ঐ সময়ে গ্রীসদেশীয়দিগকে আলেগজাণ্ডরের সহিত রণে প্রবর্ত্তিত করিবার আশয়ে বিস্তর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার ব্যয়ীকৃত অর্থ সাথক হইল। গ্রীসের অন্তর্ব্বর্ত্তী কতিপয় প্রদেশের লোক যুদ্ধ চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। থিবিস ও এথেন্স এই উভয় রাজ্যের লো-

ক্ষই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্যোগী হইল। ডিমস্থিনিস এবং লা-
ইকর্গস উভয়ে গ্রীসদেশীয় অন্য অন্য রাজ্যের লোকদিগের এই
প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিলেন যে, তাহারা মাসিডোনিয়ার সহি-
ত যুদ্ধ করিয়া আপনাদিগের স্বাধীনতা রক্ষা করে। কাড্মিয়ায়
মাসিডোনিয়াদেশীয় যে সকল দুর্গরক্ষী সৈন্য ছিল, থিবিসনগরীয়ে-
রা তাহাদিগকে অবরোধ করিল এবং মাসিডোনিয় দুই অধিকৃ-
ত পুরুষের প্রাণ বধ করিল। থিবিসনগরীয়েরা এই সকল কাণ্ড
করিতেছে এমন সময়ে আলেগজাণ্ডর তেইশ হাজার সৈন্য সম-
ভিব্যাহারে হঠাৎ বিয়োশিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আ-
লেগজাণ্ডর প্রথমে সন্ধির চেষ্টা করিলেন। কিন্তু থিবিসনগরীয়ে-
রা কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। শেষে আলেগজাণ্ডর থি-
বিসনগর গ্রহণে উদ্যত হইলেন। নগরবাসীরাও প্রাণপণে নগর
রক্ষা করিতে লাগিল। উহারা কিয়ৎকাল অসীম সাহস প্রদর্শন
পূর্ব্বক নগর রক্ষা করিয়াছিল। শেষে আলেগজাণ্ডর নগর অধি-
কার করিয়া লইলেন। নগর অধিকৃত হইলে পর বিপক্ষগণ দে-
বগৃহ এবং মহাকবি পিণ্ডারের বাসগৃহ ব্যতিরিক্ত নগরের যা-
বতীয় গৃহ সমভূমি করিল। কেবল ক্যাড্মিয়া অস্পৃষ্ট ছিল। দে-
ব পূজক ব্যতিরিক্ত সমুদায় নাগরিক লোক দাস বলিয়া বিক্রীত
হইল। থিবিসনগরীয়েরাও একদা হীনবল প্রতিবেশবাসীদিগের
প্রতি তাদৃশ ক্রূরতর ব্যবহার করিয়াছিল। অতএব তাহাদিগের
প্রতি ম্যাসিডোনিয়াদেশীয়েরা এক্ষণে যে নৃশংস ব্যবহার করি-
ল, তাহারা তাহার এক প্রকার যোগ্যপাত্র বটে।

থিবিসনগরীয়দিগের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া গ্রীসদেশী-
য়েরা মহাশঙ্কিত হইল। এথিনিয়েরা বিপক্ষতাচরণে যেমন অগ্র-
সর হইয়াছিল, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেও তেমনি অগ্রসর হইল।
উহারা সর্ব্বাগ্রে দূত প্রেরণ করিয়া আলেগজাণ্ডরের নিকটে ক্ষ-
মাপ্রার্থনা করিল। আলেগজাণ্ডর তাহাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য
করিলেন। কিন্তু এই কথা বলিলেন, এথেন্সনগরের মধ্যে যে সকল
ব্যক্তি আমার বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে যাঁহারা প্র-
ধান, তাঁহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে। ডিমস্থি-

নিস ও লাইকর্গসের কথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। কিন্তু তিনি ঐ কথা লইয়া জিদ করিলেন না। তাহার কারণ এই, পারস্যদেশ জয় করিবার তাঁহার নিতান্ত বাসনা হইয়াছিল। গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত শত্রুতা থাকিলে তাঁহার সেই মনস্কামনা পূর্ণ হওয়া কঠিন হয়। গ্রীসদেশীয়েরা উৎপাত উপস্থিত না করিয়া যদি স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলেই তিনি নিশ্চিন্তমনে পারস্যদেশ জয় করিতে যাইতে পারেন। এথিনিয়েরা গ্রীসদেশের মধ্যে প্রধান। তাহাদিগকে স্বপক্ষে অনুকূল করিতে না পারিলে গ্রীসদেশ সুস্থির রাখা সাধ্যায়ত্ত নহে। এই ভাবিয়া তিনি এথিনিয়দিগের প্রণয় ও প্রসাদ ভাজন হইবার জন্য নিতান্ত যত্নশীল হন। উহাদিগের অনভিমত কর্ম্ম করিয়া উহাদিগের কোপ বৃদ্ধি করা তাঁহার একান্ত অনভিপ্রেত ছিল।

আলেগজাণ্ডর শরৎকালে গ্রীসদেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। যাবৎ শীতকাল পারস্যদেশ আক্রমণের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। খৃ. পূ. ৩৩৪ অব্দের বসন্তকালে তিনি ত্রিশ হাজার পদাতি এবং পাঁচ হাজার অশ্বারোহ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া প্রথমে আম্ফিপলিসে পশ্চাৎ তথা হইতে সেষ্টসে গেলেন। সেষ্টসে বহুসংখ্য জাহাজ প্রস্তুত ছিল। তাঁহার সৈন্যগণ সেই সকল জাহাজ দ্বারা আসিয়ায় উপনীত হইল। আলেগজাণ্ডর এক মহারাজ্য আক্রমণ করিতে চলিয়াছেন। তাঁহার সমভিব্যাহারে তদুপযুক্ত সৈন্য ছিল না। তথাপি জয়লাভবিষয়ে তাঁহার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। পারসীকদিগের যত ক্ষমতা, তাহা তিনি জানিতেন। তিনি যখন আসিয়ায় যাত্রা করেন আণ্টিপেটরকে মাসিডোনিয়ায় রাখিয়া যান। আণ্টিপেটর তাঁহার প্রতিনিধি হইয়া তাঁহার অনবদনাগমনকাল রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। আলেগজাণ্ডর পারস্যরাজ্যের জয়োদ্যত হইয়া যে সময়ে আসিয়ায় যাত্রা করেন, তৎকালে তিনি গ্রীসদেশীয়দিগের নিকটে সাত হাজারের অধিক সৈন্য প্রাপ্ত হন নাই। তদ্ভিন্ন অন্য সমুদায় সৈন্য মাসিডোনিয়া এবং তাঁহার শাসনপরাধীন অন্য অন্য রাজ্য

হইতে সংগৃহীত হয়। তাহার কারণ এই, গ্রীসদেশীয়দিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার অধীনতা স্বীকারে অসম্মত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া যায় এবং পারস্যরাজের নিকটে উপস্থিত হইয়া তথায় সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করে। আলেগজাণ্ডরের অধীনতা স্বীকারে অনিচ্ছু হইয়া যে সকল ব্যক্তি গ্রীসদেশ পরিত্যাগ করিয়া যায়, তাহাদিগের কতগুলি লোকের বিলক্ষণ রণপাণ্ডিত্য ছিল। মেমনন তন্মধ্যে এক জন। পারস্যরাজ তাঁহাকে যাবতীয় পোতসেনার আধিপত্য পদ প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীসদেশীয়দিগের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি আলেগজাণ্ডরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। খৃ. পূ. ৩৩৩ অব্দে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হইল। তাহাতে আলেগজাণ্ডরের যথেষ্ট লাভ জ্ঞান হইল। মেমনন জীবিত থাকিলে আলেগজাণ্ডরের অভিলষিত জয়লাভ কষ্টসাধ্য হইত সন্দেহ নাই।

আলেগজাণ্ডর যৎকালে পারস্যদেশ জয় করিতে যান, ডেরায়স কডোমেনস তৎকালে পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে পারস্যরাজ্য অতিশয় বিশৃঙ্খল ও দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছিল। ২য় আর্টেজরকসিসের সময় অবধি ক্রমশঃ পারস্যরাজ্যের দুরবস্থা হইতে আরম্ভ হয়। যাহারা রাজসভার সভ্যপদে এবং অমাত্য পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদিগের আচরণের কথা শ্রবণ করিলে ঘৃণা জন্মে। সকলেই অর্থলুব্ধ, উচ্ছৃঙ্খল এবং লম্পট ছিল। পারস্যরাজ যে সকল ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত করিতেন, তাহাদিগের সকলে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিত না এবং প্রজাগণের উপরে যার পর নাই অত্যাচার করিত। কিন্তু পারস্যরাজের এরূপ সামর্থ্য ছিল না যে, তাহাদিগকে অপরাধানুরূপ দণ্ডবিধান করিয়া নিজ শাসন পরাধীন করিয়া রাখেন। শাসনকর্ত্তৃগণ যদি প্রজাগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিত, প্রজার জাতি কুল নষ্ট করিত, প্রজার গৃহ সর্ব্বস্ব বিলুণ্ঠিত করিত, আর যথাযোগ্য কালে নিয়মিত কর প্রদান করিত, তাহা হইলে পারস্যরাজ তাহাদিগের অপরাধ গ্রাহ্য করিতেন না। যে যে দেশের প্রজাগণ রাজপুরুষকৃত অত্যাচার সহ্য করিতে

না পারিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইত, রাজা কুপিত হইয়া সেই সেই দেশে শোণিতনদী বাহিত করিতেন। ফলতঃ পারস্যরাজ্য তৎকালে অন্তঃসারবিহীন হইয়া ভঙ্গোন্মুখ পুরাতন অট্টালিকারন্যায় পতনোন্মুখ হইয়াছিল, কেবল শত্রুর আক্রমণরূপ সমীরণ যোগের অপেক্ষা ছিল। ২য় আর্টেজরকসিসের অধিকার অবধি পারস্যরাজ্যের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটিতে আরম্ভ হয়। আর্টেজরকসিসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ওকস রাজ্যাধিকারী হন। ওকস খৃ. পূ. ৩৫৯ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৩৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার যাবদধিকারকাল সমস্ত রাজশক্তি বেগোয়াস নামে এক বর্ষবরের হস্তগত ছিল। ঐ নপুংসক নররূপ রাক্ষস ছিল। ঐ নরাকার রাক্ষস প্রজাগণের উপরে অতিশয় অত্যাচার করে। তন্নিবন্ধন রাজ্যের নানা স্থলে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। শোণিতপ্রিয় রাজা এবং তাঁহার সহচর নৃশংস বর্ষবর উভয়ে অসংখ্য বেতনবদ্ধ সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদিগের দমন করেন। তাহা না করিলে ঐ সময়েই পারস্যরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইত। খৃ. পূ. ৩৫০ অব্দে ফিনিসিয়াদেশীয়েরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইয়া পারস্যরাজনিহিত পারতন্ত্র্য যোক্ত্র নিঃক্ষেপ করে এবং স্বদেশীয় পুরাতনী রাজতন্ত্র প্রণালী পুনঃ প্রচলিত করিয়া ট্রিপালসে রাজধানী স্থাপন করে। তন্মূলক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। পারস্যরাজ সমরে অবতীর্ণ হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্ত ব্যক্তিদিগের হস্ত হইতে সাইডননগর গ্রহণ করিলে পর চল্লিশ হাজার লোক, পারসীকদিগের হস্তে পতিত হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, এই ভয়ে আত্মহত্যা সম্পাদন করে এবং সাইডননগর ভস্মাবশেষীকৃত হয়। তদ্দর্শনে অন্য অন্য নগরের লোক ভীত হইয়া বিদ্রোহপ্রবৃত্তি প্রয়াস পরিত্যাগ করে। একৈকক্রমে সমুদায় নগর পারস্যরাজের বশীভূত হয়। এইরূপে লেবাননপর্ব্বতের চতুষ্পার্শ্বে সমুদায় প্রদেশে পারস্যরাজের অধিকার পুনঃ স্থাপিত হয়। ইজিপ্টদেশেও ঐরূপ ঘটনা হইয়াছিল। ইজিপ্টদেশের রাজা নেক্টেনিবস পারস্যরাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিলে পর পারস্যরাজের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। নেক্টেনিবস প্রথম প্রথম রণস্থলে

জয় লাভ করিয়াছিলেন। শেষে পরাজিত হইয়া ইথিয়োপিয়ায় পলায়ন করেন। ওকস এবং বেগোয়াস ইজিপ্টদেশীয়দিগের প্রতি নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। কাম্বাইসিস যখন প্রথম ঐ দেশ জয় করেন, তখন তিনি তাদৃশ নিষ্ঠুর আচরণ করেন নাই। দ্বাবিংশতি বর্ষ রাজ্যভোগের পর ওকস সপরিবারে বেগোয়াসের হস্তে হত হন। দুই বৎসর পরে ডেরায়স কডোমেনস সিংহাসনে আরোহণ করেন। ডেরায়স স্বভাবতঃ অতিশয় নম্র ও বিনীত ছিলেন। কিন্তু পারসারাজ্য তৎকালে যেরূপ বিশৃঙ্খল ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল তিনি যে, তাহার শাসন করিয়া উঠেন তাঁহার এরূপ যোগ্যতা ছিল না। যাহা হউক, সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিবেচনা করিলেন, দুরাত্মা বেগোয়াস জীবিত থাকিলে আপনার জীবন রক্ষা করা ভার। এই ভাবিয়া তিনি বিষ পান করাইয়া ঐ দুরাত্মার জীবন সংহার করিলেন। ডেরায়স যত দূর সাধ্য প্রজাগণের হিতচেষ্টা করেন এবং রাজধর্ম্মানুসারী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার পূর্ব্বগত রাজগণের কৃত অন্যায় ও অবিনয়ের ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল।

আলেগজাণ্ডর খৃ. পূ. ৩৩৪ অব্দের বসন্তকালে যখন হেলিস্পণ্ট পার হইয়া যান, তখন তিনি কতগুলি কবি, পুরাবৃত্তবিৎ, এবং তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত সমভিব্যাহারে করিয়া লন। তৎকালে তাঁহার মনে এই আশা জন্মিয়াছিল, যাহার কীর্ত্তি থাকে সেই চিরজীবী হয়, যেমন মহাকবি হোমর একিলিসের কৃতি ও কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে চিরজীবিত করিয়া গিয়াছেন, তেমনি তাঁহার সমভিব্যাহারী পণ্ডিতগণও তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তি বর্ণন করিয়া তাঁহাকে চিরজীবিত করিবেন। কিন্তু তাঁহার এই মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। যে যে ব্যক্তি তাঁহার বিষয় লইয়া গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এক ব্যক্তিও মহাকবি হোমরের ন্যায় অসামান্য কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন না। আলেগজাণ্ডর ট্রয়দেশে উপনীত হইয়া, যে সকল বীরপুরুষ ট্রয়দেশীয় সংগ্রামে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের স্মরণার্থ এবং সম্মাননার্থ মহোৎসব ক-

রিলেন। উৎসব স্থলে নানাপ্রকার ক্রীড়াকৌতুকাদি প্রদর্শিত হইল। মহাকবি হোমরবর্ণিত একিলিসের গুণাবলী নিত্যকাল তাঁহার অন্তঃকরণে জাগরূক ছিল। তিনি নিজ শৌর্য্য ও পুরুষকার দ্বারা একিলেসের সমকক্ষতা লাভ করিবেন সতত এই চেষ্টা করিতেন। গ্রীসদেশীয় বীরপুরুষদিগের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহাদিগের প্রশংসাগান তাঁহার মুখে সদা শ্রূয়মাণ হইত। তাহাতে তাঁহার সমভিব্যাহারী গ্রীকেরা তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট ছিল। মাসিডোনিয়াদেশীয় সৈন্যগণও তাঁহার অসামান্য সাহস ও রণপাণ্ডিত্য দর্শন করিয়া অতিশয় তৃপ্ত হইয়াছিল। ফলতঃ তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় কেহই নিরানন্দ এবং তাঁহার প্রতি বিরক্ত ছিল না।

আলেগজাণ্ডর তাদৃশ অনুরক্ত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে খৃ. পূ. ৩৩৪ অব্দে গ্রেনিকসনদীতীরে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে সংগ্রাম হইল। তাদৃশ মহাবীর সেনাপতি ও তাদৃশ অনুরক্ত সৈন্য হইতে যে কত দূর হইতে পারে, ঐ স্থানে তাহা প্রকাশিত ও বিদিত হইল। পক্ষপক্ষীয় অসংখ্য সৈন্য রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু স্বল্পকাল মধ্যেই তাহারা পরাভূত হইল। ঐ যুদ্ধে পারসীকদিগের পরাজয় হওয়াতে টরস পর্ব্বত পর্য্যন্ত আসিয়ামাইনরের প্রায় সমুদায় নগর আলেগজাণ্ডরের হস্তগত হইল। গ্রীসদেশীয় যে সকল ব্যক্তি বেতনবদ্ধ হইয়া পারস্যরাজের নিকটে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, তাহারা কিয়ৎকাল সাহস সহকারে হেলিকার্ণেসসনগরের রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু শেষে আলেগজাণ্ডর বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া ঐ নগর অধিকার করিয়া লইলেন। হেলিকার্ণেসসনগর আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হইলে পর অন্য অন্য নগরের লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ নগর তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, পারস্যরাজ রোড্স উপদ্বীপবাসী মেমনন নামে এক ব্যক্তিকে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া সেনাপতিপদে নিয়োজিত করেন। মেমনন সাতিশয় সাহসসম্পন্ন ছিলেন। তিনি পারস্যরাজ প্রদত্ত স্বর্ণবৃষ্টি করিয়া গ্রীসদেশীয়

দিগকে সমরে সমুৎসুক করিয়াছিলেন। ঐই সময়ে তাঁহার হঠাৎ মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ইজিয় সমুদ্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রধান প্রধান উপদ্বীপ আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হইল। জয়পরম্পরা এইরূপে বীরবর আলেগজাণ্ডরের অঙ্কগামিনী হইলে পর লিডিয়া, কেরিয়া এবং পাম্ফিলিয়ার লোকেরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। যে যে স্থান তাঁহার বশে আসিয়াছিল, তত্রত্য পুরাতন রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয় নাই। আলেগজাণ্ডর যে সময়ে ফ্রিজিয়ার অন্তর্ব্বর্ত্তী গর্ডিয়মনগরের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, তথায় এই জনরব শুনিলেন, একদা ফ্রিজিয়ায় অতিশয় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; ফ্রিজিয়াবাসীরা কোনরূপে বিদ্রোহ নিবারণে সমর্থ না হইয়া জুপিটরের শরণাপন্ন হইল; তাহাদিগের প্রতি জুপিটরের এই আদেশ হইল, তোমরা যে ব্যক্তিকে প্রথমে দেখিতে পাইবে, শকটে আরোহণ করিয়া জুপিটরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছে, তাহাকে যদি রাজপদে অভিষিক্ত কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাদিগের সমুদায় আপদের শান্তি হইবে; এইরূপ দৈববাণী হইলে পর ফ্রিজিয়াবাসীরা প্রথমে গর্ডিয়স নামে এক সামান্য ব্যক্তিকে শকটারূঢ় জুপিটরের মন্দিরে প্রবেশোদ্যত দেখিতে পাইল এবং তাহাকেই রাজপদে মনোনীত করিল; গর্ডিয়স যে শকটে আরোহণ করিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই শকট জুপিটরকে উৎসর্গ করিয়া দিলেন, ঐ শকটের যোক্ত্র শকটের সহিত অতি অদ্ভুত কৌশলে বদ্ধ হইয়াছিল; কেহ তাহা খুলিতে পারিত না; তন্নিবন্ধন এই জনশ্রুতি হয় যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থিবন্ধন মোচন করিতে পারিবে, তাহার আসিয়াখণ্ডের আধিপত্য লাভ হইবে। আলেগজাণ্ডর এই জনরব শুনিয়া করবালহস্তে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই গ্রন্থি ছেদন করিয়া নিজ সেনাগণের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন। অতঃপর তিনি সিলিসিয়ার ভিতর দিয়া বরাবর যাইতে লাগিলেন। সিলিসিয়াদেশ পর্ব্বতময়। ঐ দেশ দিয়া যাইবার সময়ে তাঁহাকে অনেক কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি পথিমধ্যে এক দিন সিড্‌নস নদীর তুষারময় সলিলে অবগাহন করিয়াছিলেন।

তাহাতে তাঁহার অতিশয় পীড়া হইল। ফিলিপ নামে গ্রীসদেশীয় এক জন চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করেন। আলেগজাণ্ডর ঐ পীড়ার সময়ে এক দিন এক খানি পত্র পাইলেন। তাহাতে কাহার নামাক্ষর ছিল না। তাহাতে এই কথা লিখিত ছিল পারস্যরাজ অর্থ দ্বারা ফিলিপকে বশীভূত করিয়াছেন; ঔষধ সেবনের সময়ে আপনি সাবধান হইবেন, ফিলিপ ঔষধে বিষমিশ্রিত করিয়া আপনকার প্রাণ সংহার করিবেন সংকল্প করিয়াছেন। ফিলিপ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যখন আলেগজাণ্ডরের সম্মুখে আনয়ন করিলেন তখন তিনি কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া ঔষধ সেবন করিলেন এবং সেই পত্র খানি চিকিৎসকের হস্তে সমর্পণ করিলেন। চিকিৎসকের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিলে তাঁহার প্রাণ রক্ষা ভার হইয়া উঠিত। তিনি কেবল নিজ ঔদার্য্য হেতু চিকিৎসকের চরিত্রে সন্দেহ না করিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন।

ডেরায়স এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আত্মসুখে নির্ব্বৃত হইয়া সুসা রাজধানীতে নিশ্চিন্তমনে অবস্থিত ছিলেন। মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় শত্রু তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তাঁহার বিপদ আসন্নতরবর্ত্তিনী হইতেছে, এ চিন্তা একবারও তাঁহার চিত্তের উদ্বেগকারিণী হয় নাই। আলেগজাণ্ডর সিলিসিয়ার পর্ব্বতময় প্রদেশ নির্ব্বিরোধে পার হইলেন। অনন্তর, পারস্যরাজ যখন শুনিলেন আলেগজাণ্ডর সিলিসিয়ার দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া সিরিয়ায় প্রবেশোন্মুখ হইয়াছেন তখন তাঁহার প্রমাদ নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখন তিনি সসজ্জ হইয়া প্রভূততর সৈন্যসহকারে সমরাঙ্গনে গমন করিলেন। খৃ. পূ. ৩৩৩ অব্দে ইসসনগরের অনতিদূরে উভয়পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। পারস্যরাজ রণস্থলে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন। হতভাগ্য ভূপতি রণে পরাজিত হইয়া অবশিষ্ট ভয়ক্লিষ্ট সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রাজধানীর অভিমুখে পলায়ন করিলেন। আলেগজাণ্ডর পলায়মান বিপক্ষের পশ্চাৎ ধাবমান না হইয়া প্যালেষ্টাইন এবং ফিনিসিয়া এই উভয় দেশ স্ববশে আনয়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেনাপতি পার্ম্মিনিয়ো ঐ সময়ে ডেমাস্কসনগর

জয় করেন। তথায় অপর্য্যাপ্ত অর্থসম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হয়। ইসসনগরের অনতিদূরবর্ত্তী সংগ্রামে বিস্তর লুণ্ঠিত দ্রব্য লব্ধ হইল। বিস্তর লোক সমরবন্দীকৃত হইল। ডেরায়সের মাতা, তাঁহার স্ত্রী এবং তাঁহার দুই কন্যা আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হন। আলেগজাণ্ডর তাঁহাদিগের প্রতি অতিশয় দয়া ও সৌজন্য প্রদর্শন করেন।

পালেষ্টাইন এবং ফিনিসিয়া এই উভয় দেশ অর্জিত পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া অবিধেয় বিবেচনা করিয়া আলেগজাণ্ডর তাহার জয়োদ্যত হইলেন। কিন্তু তত্রত্য লোকেরা বিনা যুদ্ধে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। অনন্তর, তিনি টায়ারউপদ্বীপবাসীদিগকে অধীনতা স্বীকারের কথা বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু তত্রত্য লোকেরা আপনাদিগে বড় বোধ করিয়া সাহঙ্কার বচনে তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিল। আলেগজাণ্ডর উহাদিগের সাহঙ্কার প্রত্যুত্তর বাক্যশ্রবণ করিয়া ঐ উপদ্বীপ অবরোধ করিলেন। উপদ্বীপ স্ববশে আনয়ন করিতে সাত মাস লাগিল। মূলদেশ হইতে উপদ্বীপ পর্য্যন্ত এক সেতু এবং সেই সেতূপরি উচ্চতর বহুবিধ গৃহ নির্ম্মিত হইল। তথা হইতে তাঁহার সৈন্যগণ উপদ্বীপ আক্রমণ করিল। ওদিকে তাঁহার পোতসৈনিকগণ জলপথ দ্বারা উপদ্বীপ অবরোধ করিল। আলেগজাণ্ডর উপদ্বীপ গ্রহণার্থে অনেক কৌশল করিলেন। উপদ্বীপবাসীরাও তৎপ্রতিবিধানক্ষম প্রতিকৌশল উদ্ভাবন করিয়া তৎসমুদায় প্রতিহত করিল। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিক্রান্ত হইল। শেষে টায়ার উপদ্বীপবাসীরা পরাস্ত হইল। টায়ার বিপক্ষ হস্তে পতিত হইলে পর, থিবসনগরীয়দিগের যেরূপ দুর্দশা ঘটিয়াছিল টায়ারবাসীদিগের সেইরূপ দুর্দশা ঘটিল। যাহারা পলায়নে অসমর্থ হইয়াছিল তাহাদিগের কতক নিহত আর কতক বিক্রীত হইল। অনন্তর, নগর সমভূমি করা হইল। খৃ. পূ. ৩৩২ অব্দে এই ঘটনা হয়। টায়ার উপদ্বীপ বাণিজ্যব্যবসায়ের নাভিস্থল ছিল। ঐ উপদ্বীপ উৎসাদিত হইলে পর আপাততঃ বাণিজ্যকার্য্যের মহীয়সী ক্ষতি হইল। কিন্তু আলেগজাণ্ডর ইজিপ্টদেশ জয় করিয়া নীলনদের মুখে আলেগজাণ্ড্রিয়া নামে যে

নগর নিবেশিত করেন, তথায় বাণিজ্যকার্য্যের বহুল প্রচার হইলে পর সে ক্ষতি শুধরিয়া যায়। গেজানগরীয়েরাও আলেগজাণ্ডরের অধীনতা স্বীকারে বিমুখ হইয়া কিয়ৎকাল সাহসপূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিয়াছিল। শেষে পরাস্ত হইয়া টায়ারবাসীদিগের ন্যায় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইল। পারস্যরাজের উপর ইজিপ্টদেশীয়দিগের বিদ্বেষ ছিল। তাহারা উৎসাহপূর্ব্বক আলেগজাণ্ডরের অধীনতা স্বীকার করিল। পারসীকেরা উহাদিগের অবলম্বিত আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত। আলেগজাণ্ডর সেরূপ না করাতে উহারা তাঁহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইল। অতঃপর আলেগজাণ্ডর ইজিপ্ট হইতে সাইয়োয়ার অন্তঃপাতী ও য়েসিস নগরে গমন করিলেন। ঐ স্থানে জুপিটর আমনের মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেবপূজকগণ তাঁহাকে আমন দেবের পুত্র বলিয়া প্রচার করিয়া দিলেন। আসিয়াখণ্ডে চিরকালই উপধর্ম্মের একাধিপত্য বিরাজমান আছে। উপধর্ম্মবিমোহিত প্রজাগণ ঐ কথায় দৃঢ় প্রত্যয় করিয়া তাঁহাকে নররূপ দেবজ্ঞান করিতে লাগিল। অতএব আসিয়াখণ্ডে তাঁহার জয়লাভ স্বল্পায়াসে সাধিত হইবে, আশ্চর্য্য নহে।

আলেগজাণ্ডর যৎকালে ইজিপ্টদেশে সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, ডেরায়স সে সময়ে সৈন্য সংগ্রহ বিষয়ে যত্নবান হন। সৈন্য সংগৃহীত হইলে পর তিনি পুনর্ব্বার যুদ্ধার্থ উদ্যত হইলেন। এই যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ। পারস্যরাজ যুদ্ধার্থ নির্গত হইবার পূর্ব্বে আলেগজাণ্ডরের নিকটে সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। আলেগজাণ্ডরের সন্ধি করিবার মানস ছিল না। তিনি ইজিপ্টদেশ পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে ইয়ুফ্রেটিস এবং টাইগ্রিসনদী লক্ষ্য করিয়া যাত্রা করিলেন। নদী পার হইয়া গগেমেলায় উপনীত হইলেন। খৃ.পূ. ৩৩১ অব্দে ঐ স্থানে পারসীকদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পারসীকেরা পরাভূত হইল। উভয় পক্ষের সৈন্য সংখ্যার কথা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্য জ্ঞান হয়। আলেগজাণ্ডরের সমভিব্যাহারে যত সৈন্য ছিল পারসীকদিগের পক্ষে

তাহার কুড়ি গুণ অধিক ছিল। কিন্তু উহাদিগের সমর বিষয়ে অভ্যাস ও পটুতা ছিল না। পারসারাজ কেবল কতগুলি অনভিজ্ঞ অব্যবসায়ী লোক ধরিয়া রণস্থলে আনয়ন করিয়াছিলেন। আলেগজাণ্ডর সমরবিজয়ী হইলে পর বাবিলন, সুসা, পর্সিপলিস এবং একবাটানা এই কয় প্রধান নগর তাঁহার হস্তগত হইল। ঐ কয় স্থানে তিনি অপরিমিত অর্থসম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। পর্সিপলিস দাহিত হইল। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা সকল ভূমিসাৎ হইল। ঐ স্থানে অদ্যাপিও সেই বৃহৎ বৃহৎ ভগ্ন অট্টালিকার চিহ্ন বিদ্যমান আছে। তদ্দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ঐ স্থান একদা মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ডেরায়স সমরে পরাজিত হইয়া একবাটানা পরিত্যাগ করিয়া বাকট্রিয়ার পর্ব্বতময় প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। ঐ স্থানে বেশস নামে এক ব্যক্তি কৃতঘ্নতা করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিল। বেশস তাঁহার নিজেরই লোক। ঐ দুরাত্মা শাসনকর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কৃতঘ্ন দুরাত্মা বেশস স্বপ্রভুর প্রাণ সংহার করিয়া স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ করিল। কিন্তু ঐ দুরাত্মা অব্যবহিত পরেই মাসিডোনিয়াদেশীয়দিগের হস্তে নিপতিত হইয়া নিহত হইল। এইরূপে দুরাত্মা বেশসের প্রভুহত্যা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল।

পারস্যদেশ আয়ত্ত হইলে পর আলেগজাণ্ডর ভারতবর্ষে আগমনোদ্যত হইলেন। খৃ. পূ. ৩২৯ অব্দে তিনি ককেসস পর্ব্বতের তুষারাচ্ছন্ন দুর্গম পথ ধরিয়া যাত্রা করিলেন। ঐ দুর্গম পথে গমন কালে তাঁহাকে এবং তাঁহার সৈন্যগণকে অতি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। যাহা হউক, শেষে তিনি ঐ দুর্গম বর্ত্ম অতিক্রম করিয়া কাস্পিয়সাগরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে উপনীত হইলেন। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সমুদায় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। এইরূপ অপ্রতিবদ্ধ জয় লাভ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া হৃষ্টচিত্তে বরাবর অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দিগিজয় করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। জয়ার্জ্জিত জনপদবাসী অসভ্য লোকদিগের সভ্যতালোক সম্পাদন করাও তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল,

যে তৎকালে গ্রীসদেশীয়েরা যেরূপ সভ্যপদবীতে অধিরূঢ় হইয়াছিল, সকল লোকই সেইরূপ সভ্য হয়। অতএব তিনি গ্রীসদেশীয় সভ্যতা সর্ব্বত্র বিস্তারিত করিবার নিমিত্ত আলেগজাণ্ড্রিয়া নাম দিয়া স্থানে স্থানে চারি নূতন নগর স্থাপন করেন। হিরাট ও কান্দাহার এই উভয় নগর তাঁহার স্থাপিত। স্থাপন কালে আলেগজাণ্ডর ঐ দুই নগরের আলেগজাণ্ড্রিয়া নাম দেন। এক্ষণে ঐ নাম পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আলেগজাণ্ডর যে যে স্থানে নূতন নগর স্থাপন করেন, সেই সেই স্থানেই গ্রীসদেশীয় শব্দ ও দর্শনাদি শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন এবং বাণিজ্য কার্য্যের বহুল প্রচার করিয়া দেন। খৃ. পূ. ৩২৮ অব্দে আলেগজাণ্ডর বাকট্রানগরে রকসনা নাম্নী এক কামিনীর পাণি গ্রহণ করেন। ঐ রমণী সৌন্দর্য্য গুণ দ্বারা আসিয়াখণ্ডের রত্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রকসনা বাকট্রানগরীয় এক জন প্রধান লোকের কন্যা। আলেগজাণ্ডর যে সময়ে বাকট্রা জয় করিতে যান, সেই সময়ে তত্রত্য লোকেরা ভয়প্রযুক্ত আপন আপন পরিবার ও ধন সম্পত্তি লইয়া তত্রত্য এক দুর্গ্রহ দুর্গে খৃ. পূ. গ্রহণ করে। ঐ দুর্গ গ্রহণ সময়ে ঐ স্ত্রীরত্ন আলেগজাণ্ডরের হস্তে পতিত হয়।

আলেগজাণ্ডরের যত জয় লাভ হইতে লাগিল, তিনি ততই উৎসাহান্বিত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ সমরখিন্ন ও অতিশয় শ্রান্ত হইয়াছিল। তাহারা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা পরস্পর এই কথা কহিতে লাগিল, রাজার এত জয় হইতেছে তথাপি তাঁহার জয়াকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইতেছে না। কিন্তু আলেগজাণ্ডর কোন কথাই কর্ণগোচর করিলেন না। তৎকালে ইয়ুরোপখণ্ডের প্রায় সর্ব্বস্থলেই এইরূপ লোক প্রবাদ ছিল। সিন্ধুনদ পারে যে দেশ আছে তাহা অতি অদ্ভুত; তথায় অনেক অদ্ভুত পদার্থ ও আশ্চর্য্য কাণ্ড আছে। এই অদ্ভুত জনপ্রবাদ যে অবধি তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল, সে অবধি সেই অদ্ভুত দেশ দর্শন লালসা তাঁহার চিত্তকে একান্ত চপল করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি কোনরূপে নিবৃত্ত হইতে পারিলেন না। সিন্ধুনদ লক্ষ্য

করিয়া সকৌতুকচিত্তে আসিতে লাগিলেন। খৃ. পূ ৩২৭ অব্দে তিনি সিন্ধুনদ পার হইলেন। পঞ্জাবের লোকেরা স্বভাবতঃ পরাক্রমশালী, সাহসবান এবং রণোৎসাহ সম্পন্ন। আলেগজাণ্ডর রণভীরু পারসীকদিগকে যেরূপ স্বল্পায়াসে জয় করিয়াছিলেন ইহাদিগকে সেরূপ অল্প প্রয়াসে পরাভব করিতে পারিলেন না। ইহারা প্রবলরূপে প্রতিপক্ষতাচরণ করিতে লাগিল; শেষে তত্রত্য রাজগণের ঈর্ষ্যা দোষে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হইলে আলেগজাণ্ডরের জয়লাভ অল্পায়াসসাধিত হইল। হাইডাস্পিস (বিপাশা) নদীর পূর্ব্বাংশে তৎকালে পোরস নামে প্রবল প্রতাপান্বিত এক রাজা ছিলেন। ভারতবর্ষীয় রাজগণের মধ্যে কেহই বল, বীর্য্য এবং পরাক্রম অংশে পোরসের সদৃশ ছিলেন না। অন্য অন্য ক্ষুদ্র রাজগণ তাঁহার বিপক্ষ হইয়া আলেগজাণ্ডরের সহিত যোগ করিলেন। আলেগজাণ্ডর পোরসের সহিত সংগ্রাম কামনা করিয়া নদী পার হইলেন। তিনি যৎকালে নদী পার হন, পোরস সে সময়ে সসৈন্য হইয়া নদীর পূর্ব্ব তীরে সসজ্জ ছিলেন। কিন্তু তিনি আলেগজাণ্ডরকে অব্যবহিত করিতে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর, যে যুদ্ধ হইল তাহাতে পোরস স্বয়ং আহত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং তাঁহার বিংশতিসহস্র সৈন্য সমরশায়ী হইল। আলেগজাণ্ডর গ্রীসদেশীয় সভ্যতার প্রভা ভারতবর্ষেও বিস্তারিত করিবার মানসে বিয়ুসিফেলা ও নাইসিয়া নামে দুই নূতন নগর স্থাপন করিলেন। অনন্তর, তিনি হাইফেসিসনদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ এক্ষণে স্পষ্টরূপে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। কাজেকাজেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইল। তিনি ঐ নদীর তীরদেশে প্রস্তরময় দ্বাদশ বেদি নির্ম্মাণ করাইলেন। ঐ বেদিই তাঁহার বিশাল রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা হইল। তিনি পোরস প্রভৃতি উৎখাত রাজগণকে স্বপদে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে প্রতিপ্রয়াণে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রতিগমন কালে মেসপটমিয়াবাসী কতগুলি লোকের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হন এবং হাইডাস্পিস ও সিন্ধুনদের সঙ্গম স্থলে আলেগজাণ্ড্রিয়া নামে এক নগর স্থাপন করেন। পশ্চাৎ ঐ স্থানেই কতগুলি পোত প্র-

স্তুত করাইয়া, যে স্থলে সিন্ধুনদের সাগরের সহিত সংযোগ হইয়াছে, সেই স্থান দেখিতে চলিলেন।

কতক দূর গিয়া আলেগজাণ্ডরের মত পরিবর্ত্ত হইল। তিনি নিজ পোতাধিপতি নিয়ার্কসকে বিলুচি স্থানের ধারে ধারে পোত সম্প্রদায় লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন এবং স্বয়ং সসৈন্য হইয়া গিড্রোসিয়ার অতিবিতত মরু ভূমি দিয়া প্রতিগমন করিতে লাগিলেন। মরুভূমিতে গমন কালে তাঁহার এবং সৈন্যগণের অনন্ত দুরবস্থা হইল। একে বালুকাময় স্থান স্বভাবতঃ দুর্গম। সেই দুর্গম স্থানে গমন জন্য বিজাতীয় পথশ্রম হইতে লাগিল। তাহাতে আবার জল কষ্ট আহারের কষ্ট এবং দিবাকরের অগ্নিময় কিরণে গাত্র দগ্ধ হইতে লাগিল। সেনাগণ ক্ষুধার সময়ে আহার এবং পিপাসার সময়ে জল না পাইয়া দেহ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দুই মাসের মধ্যে বার আনা লোক মরিয়া গেল। যে সকল যোদ্ধা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া অবলীলাক্রমে নানা যুদ্ধে নানা কষ্ট সহ্য করিয়া আসিয়াছে, তাহারাও ঐ ভয়ঙ্কর স্থানে কাপুরুষের ন্যায় দীন ভাবে জীবন পরিত্যাগ করিল। খৃ. পূ. ৩২৬ অব্দে ঐ ভয়ানক ঘটনা হয়। একথা যথার্থ বটে, আলেগজাণ্ডর সেনাগণের দুঃখে দুঃখী হইয়া স্বয়ং সামান্য সৈনিক পুরুষের ন্যায় যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন, এবং সঙ্কল্পিত স্থানে উপনীত হইয়া মহামূল্য উপহার প্রদান ও সুসমৃদ্ধ ভোজদান দ্বারা মৃতাবশিষ্ট সৈনিকগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার ঐ কর্ম্ম অতি অবিবেচকের কর্ম্ম হইয়াছিল সন্দেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি ভয়ঙ্কর মরুভূমিতে রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদিগের প্রীত্যর্থ তিনি যে ভোজ দান করেন, তাহাতেও ইষ্ট ফল না হইয়া অনিষ্ট ফল উৎপন্ন হইল। সেনাগণ বহু দিন পর্য্যন্ত পর্য্যাপ্তরূপে ভোজন করিতে পায় নাই, কেবল কথঞ্চিৎ প্রাণ ধারণ করিয়াছিল। তাহাদিগের তত ক্লেশের পর একবারে যথেষ্ট ভোজনলাভ হওয়াতে অত্যন্ত পীড়া জন্মিল। তাহাতেও অনেকে কালগ্রাসে পতিত হইল।

খৃ. পূ. ৩২৫ অব্দে আলেগজাণ্ডর পারস্যদেশে পুনরুপনীত হই-

লেন। তাঁহার সহচর মাসিডোনিয় যোধগণের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি রণে অপটু ও অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে বহুতর মহামূল্য উপহার প্রদান করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। ক্রেটিরস তাহাদিগকে ইয়ুরোপে লইয়া গেলেন। আলেগজাণ্ডর ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে যে সকল ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত করিয়া আইসেন, তাহারা মনে করিয়াছিল আলেগজাণ্ডর আর ফিরিয়া আসিবেন না, এই ভাবিয়া প্রজাগণের উপরে অতিশয় অত্যাচার করে। আলেগজাণ্ডর এক্ষণে তাহাদিগের অপরাধানুরূপ দণ্ড বিধান করিলেন। অতঃপর তাঁহার মানস হইল, জিত ও জেতা এই উভয় জাতির একতা সম্পাদন করিবেন। বল দ্বারা ঐ মনোরথ সম্পন্ন হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নহে। এই বিবেচনা করিয়া তিনি পারসীকদিগের সহিত পরাজিতের ন্যায় ব্যবহার না করিয়া বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। উহাদিগের অবলম্বিত আচার ব্যবহার এবং ধর্ম্ম বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেন না, বরং ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ গৌরব করিতে লাগিলেন। পারসীকদিগকে সভ্যপদবীতে অধিরোহিত করা তাঁহার একান্ত উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু তিনি তৎসাধনে সমর্থ হন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন, গ্রীস ও মাসিডোনিয়াবাসীদিগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা পারসীকদিগের স্বভাবের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন, কিন্তু তিনি ভ্রান্তিবশতঃ স্বয়ং পারসীকদিগের ব্যবহার অবলম্বন করিয়া মাসিডোনিয়দিগকে পারসীকদিগের ন্যায় নিকৃষ্টস্বভাব করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি পারসীক রাজগণের ন্যায় জাঁকজমক আরম্ভ করিলেন। পারসীকেরা তাঁহার সহচর ও অনুচর হইল। পারসীকেরা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া যেরূপ প্রণাম করিত এবং তাঁহাকে যেরূপ দেবতা তুল্য সম্মান করিত, তিনি মাসিডোনিয়াবাসীদিগের নিকটেও সেইরূপ প্রণাম ও সম্মান লাভের প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, অতঃপর তিনি ইয়ুরোপ ও আসিয়া এই উভয় খণ্ডের লোকদিগের পরস্পর দৃঢ়তর সৌহার্দ্দ বন্ধনের উদ্দেশ করিয়া পরস্পর কন্যা আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত করিবার চেষ্টায়,

অতিশয় যত্নবান্ হইলেন। প্রথমে তিনি ডেরায়সের জ্যেষ্ঠা কন্যা বার্সাইনের পাণিগ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। তাঁহার প্রায় আশী জন সেনাপতি এবং মাসিডোনিয়াদেশীয় দশ সহস্র সৈন্য পারস্যদেশে বিবাহ করিল। পারসীক রমণীগণের পাণিগ্রহণ কালে স্বয়ং রাজা উহাদিগকে যৌতুক ধন দান করিলেন। বিবাহ নির্ব্বাহ হইতে পাঁচ দিন লাগিল। পশ্চাৎ মহাসমারোহে উৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হইল। ঐ সমস্ত ব্যাপারের অনুষ্ঠান হওয়াতে অনেকে তুষ্ট হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু মাসিডোনিয় ও গ্রীসদেশীয় অধিকাংশ লোক বিরক্ত হইল। পরাজিত অসভ্যেরা উহাদিগের সমকক্ষ হইবে, ইহা উহাদিগের নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। অতএব খৃ. পূ. ৪২৫ অব্দে অপিসনগরে সেনাপর্য্যবেক্ষণকালে সৈন্যগণ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আলেগজাণ্ডর ভয় মৈত্র প্রদর্শন ও নিজ বিমৃষ্যকারিতা দ্বারা বিদ্রোহীদমনে সমর্থ হইলেন। ফাইলোটাস বিদ্রোহীদলের অগ্রণী হইয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইল এবং তাঁহার বৃদ্ধ পিতা পার্ম্মিনিয়ো একব্যাটানায় নিহত হইলেন।

পারসীকদিগের এই প্রথা আছে, প্রজাগণ যখন রাজগোচরে উপস্থিত হয়, তখন তাহারা নিয়মানুসারে অগ্রপশ্চাদ্ভাবে রাজাকে প্রণাম করিয়া থাকে। আলেগজাণ্ডর ঐ প্রথা মনোনীত করিলেন। তিনি কি অভিপ্রায়ে ঐ প্রথা মনোনীত করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। যে অভিপ্রায়ে মনোনীত করুন, ঐ প্রথা শেষে তাঁহার এমনি হৃদয়াহ্লাদিনী হইয়াছিল যে, তিনি তৎপরিত্যাগে সমর্থ হইলেন না। তিনি স্বয়ং সিংহাসনে আসীন আছেন, আর প্রজাগণ দেবতার ন্যায় তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিতেছে, যখন তিনি দেখিতেন, তখন তাঁহার অন্তরাত্মা আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকিত। মনুষ্য মাত্রেরই ভ্রমপ্রমাদ আছে। আলেগজাণ্ডরের ঐ বিষয়ে যে ভ্রম জন্মিয়াছিল, সে ভ্রম সংশোধন করা দূরে থাকুক, তাঁহার প্রিয়পারিষদগণ অধম লোকের ন্যায় ঘৃণাকর চাটুবচন প্রয়োগ দ্বারা তাহার ঐ ভ্রম আরো বদ্ধমূল করিয়া দেয়। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার ভ্রম নিরা-

করণের চেষ্টা করিতেন, তাঁহারা তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হইতেন। তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কালিস্থিনিস একদা রাজার তাদৃশ ঘৃণিত আচরণের জন্য স্পষ্টাভিধানে ভর্ৎসনা করেন। তাহাতে রাজা তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া অতিশয় নিষ্ঠুর আচরণ করেন। খৃ. পূঃ. ৩২৪ অব্দে তিনি বাবিলননগর আপনার রাজধানী মনোনীত করিয়া ঐ স্থানে অবস্থান করিলেন। তাঁহার নাম দিগ্‌দিগন্তব্যাপী হইয়াছিল। অতিদূরতর প্রদেশের প্রধান প্রধান রাজ্যের লোকেরাও অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাঁহার নিকটে দূত প্রেরণ করিতে লাগিল। ইয়ুরোপখণ্ডেরও অনেক স্থল হইতে দূতগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করে। অন্যের কথা কি, রোমকেরাও একদা দূতপ্রেরণ দ্বারা তাঁহার সম্মাননা বৃদ্ধি করে। ফলতঃ তিনি অতিশয় যশস্বী হইয়াছিলেন। এদিকে চীন ওদিকে আটলাণ্টিক সমুদ্র, ইহার মধ্যস্থলে যত দেশ আছে, তত্রত্য যাবতীয় লোকই তাঁহার নাম অবগত হইয়াছিল।

দিগ্বিজয় কালে সমর স্থলে আলেগজাণ্ডরকে অশেষবিধ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি তদ্বিষয় হইতে অবসৃত হইয়া ভোগসুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার উৎসব পরম্পরা ধারাবাহিনী হইল। সুসমৃদ্ধ ভোজ, ও নূতন নূতন আমোদকর ক্রিয়ার অহরহঃ অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। রাজা মদপানে মত্ত হইয়া মধ্যে মধ্যে অতিশয় গর্হিত কর্ম্মের আচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শেষে স্বয়ংই তন্নিবন্ধন অতিশয় অনুতাপিত হইতে লাগিলেন। ক্লাইটস নামে তাঁহার এক সাহসসম্পন্ন সেনাপতি ছিলেন। তিনি গ্রেনিকস নদীতীরের সংগ্রাম কালে আলেগজাণ্ডরের প্রাণরক্ষা করেন। এক দিবস ভোজের সময়ে ক্লাইটস আলেগজাণ্ডরকে উপহাস করেন। আলেগজাণ্ডর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই সাহসসম্পন্ন সেনাপতির প্রাণ বধ করিলেন। পশ্চাৎ মদজন্য মত্ততা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলে পর তাঁহার অনুতাপের পরিসীমা ছিল না। যাহা হউক, বিষয়সেবা আলেগজাণ্ডরকে দীর্ঘ কাল মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি পূর্ব্বে যে সমস্ত দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই পরিতৃপ্ত না

হইয়া আরো নূতন নূতন দেশ জয় করিতে অভিলাষী হইলেন। এবং আপনার রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্যালয়াদি স্থাপনের সঙ্কল্প করিলেন। আরব, আফ্রিকা, সিসিলি, ইটালি এবং স্পেন এই কয় দেশ জয় করিবার বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে অনুক্ষণ উদিত হইতে লাগিল। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। অনবরত চিন্তা এবং অসঙ্গত পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া গেল। খৃ. পূ. ৩২৩ অব্দে তাঁহার জ্বর হইল। তিনি একাদশ দিবস জ্বর ভোগ করেন। জ্বরের উপশম না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইল। শেষে ঐ জ্বরই তাঁহার কালস্বরূপ হইল। তিনি দ্বাত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম কালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি মৃত্যু কালে কাহাকেও রাজপদে নিয়োজিত করিয়া যান নাই। আপনার অঙ্গুরীয় মুদ্রা পর্ডিকাসের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। মুমূর্ষু কালে যখন তাঁহার পারিষদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কাহার হস্তে রাজ্যপদ সমর্পণ করিয়া গেলেন। তখন তিনি এই মাত্র উত্তর করিলেন, আমি উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তেই সমর্পণ করিয়াছি। তাঁহার দেহ তৎকালে সমাহিত হয় নাই। তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার দেহ হইতে অন্ত্র নিষ্কাশিত করিয়া গন্ধদ্রব্যে পূরিত করিয়া রাখিলেন। খৃ. পূ. ৩২১ অব্দে ঐ দেহ ইজিপ্টদেশে আলেগজাণ্ড্রিয়ায় নীত হইল। আলেগজাণ্ডর যত নগর নিবেশিত করিয়া যান, তন্মধ্যে ইজিপ্ট-দেশে তাঁহার নিবেশিত নগরই অধিকতর সমৃদ্ধ ও অধিকতর প্রসিদ্ধ।

মাসিডোনিয়ার এবং গ্রীসদেশের ইতিহাস মধ্যেই যে কেবল আ-লেগজাণ্ডরের নাম দৃষ্ট হয় এমত নহে, চীনদেশ অবধি বিলাত প-র্য্যন্ত প্রায় সমুদায় দেশের ইতিহাস ও কাব্য গ্রন্থে তাঁহার নাম দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এবং আসিয়ার অন্তঃপাতী অন্য অন্য স্থানে আলেগজাণ্ডর মহাবীর সেকন্দর বলিয়া প্রসিদ্ধ। অদ্যাপি কথাপ্রসঙ্গে সেকন্দরের কথা উপস্থিত হইলে লোকে চিত্রার্পিতের ন্যায় তদগতচিত্তে তাঁহার গল্প শ্রবণ করে। মহা-

বীর আলেগজাণ্ডর ভুজবীর্য্য দ্বারা বিপক্ষগণকে নির্জ্জিত করিয়া আসিয়াখণ্ডে যে মহারাজ্য অর্জ্জন করিয়া যান, তাঁহার মৃত্যুর পর সেই বিশালরাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। কিন্তু সেই খণ্ড খণ্ড রাজ্য বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত অনুচ্ছিন্ন ছিল,। আর আসিয়াখণ্ডে তাঁহার নবোপনিবেশিত নগর সকলও দীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত অনুৎসন্ন ছিল। ফলতঃ অন্য অন্য খণ্ড অপেক্ষা আসিয়াখণ্ডে তাঁহার কৃতি ও কীর্ত্তি বহু কাল দেদীপ্যমান ছিল। ইহাও আলেগজাণ্ডরের মহিমাবর্ণন স্থলে উল্লেখ করা উচিত যে, ভারতবর্ষ প্রভৃতি যে সকল স্থান পূর্ব্বে ইয়ুরোপখণ্ডের লোকদিগের অবিদিত ছিল, আলেগজাণ্ডর দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সেই সকল স্থানের আবিষ্ক্রিয়া করিয়া ইয়ুরোপখণ্ডের লোকদিগের উৎসাহশক্তি সন্ধুক্ষিত করিয়া যান। তদবধি ইয়ুরোপখণ্ডের লোকেরা আসিয়াখণ্ডে নানা নূতন আবিষ্ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করে এবং সেই প্রসঙ্গে দর্শনাদি শাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইতে আরম্ভ হয়। পূর্ব্বে ভূগোল বিদ্যার বিশুদ্ধতা ছিল না, গ্রন্থকারেরা কেবল মৌখিক গল্প শুনিয়া দেশদেশান্তরের বৃত্তান্ত লিখিয়া গ্রন্থ পূর্ণ করিতেন। আলেগজাণ্ডরের পর অবধি ঐ বিদ্যার সম্যক্ বৃদ্ধি ও বিশুদ্ধি সম্পাদিত হয়। বিশুদ্ধ গণিত শাস্ত্রের সহযোগে যুদ্ধ বিদ্যারও সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইল। আসিয়ামাইনরে এবং ইজিপ্টদেশে বিদ্যাবৃদ্ধি সহকারে বাণিজ্য কার্য্যের সমধিক সমুন্নতি হইল। আলেগজাণ্ডর বিশুদ্ধ গণিত প্রভৃতি লোক হিতকর ব্যবহারোপযোগী দর্শনশাস্ত্রের উন্নতিকল্পে বহুতর অর্থ ব্যয় করেন। তাঁহার সেই অর্থ ব্যয় নিরর্থক হয় নাই। ঐ সকল শাস্ত্রের সবিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এদিকে যেমন দর্শনশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তেমনি শব্দশাস্ত্রের প্রভা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল।

আলেগজাণ্ডর যৎকালে আসিয়াখণ্ডে সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, পিলপনিসসবাসীরা সে সময়ে আলেগজাণ্ডরের অধীনতা পরিত্যাগের চেষ্টা করে। স্পার্টার অধিপতি ৩য় এজিস প্রধান উদ্যোগী হইয়া সকলকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিয়া ফার্ণেবেজস এবং অটোফ্রেডেটিস নামে উভয় পারসীকশাসনকর্ত্তার সহিত

যোগ করেন। পারসীকশাসনকর্ত্তারা অর্থ ও পোতসৈনিক দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিলেন। খৃ. পূ. ৩৩৩ অব্দে পিলপনিসসবাসীদিগের বিদ্রোহপ্রবৃত্তির অনুষ্ঠান হয়। এথিনিয়েরাও বিদ্রোহপ্রবৃত্ত গ্রীসদেশীয়দিগের সাহায্যদানে উদ্যত হইয়া এক শত পোত প্রেরণের আজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু ডেমেডিসের বাক্যানুসারে আজ্ঞা রহিত করিল। এথিনিয়েরা তৎকালে আমোদ প্রমোদে অতিশয় আসক্ত হইয়াছিল, অন্য বিষয়ে অর্থ ব্যয় করিলে, অর্থ বিরহে পাছে আপনাদিগের আমোদ প্রমোদের ব্যাঘাত জন্মে, এই ভয়ে তাহারা অন্যবিষয়ক ব্যয়বিধানে অতিশয় কাতর হইত। এই হেতু তাহারা গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অর্থ ব্যয়েও প্রবৃত্ত হইতে পারিল না। আলেগজাণ্ডর এথিনিয়দিগকে সবিশেষ গৌরব করিতেন। তিনি উহাদিগের সহিত আত্মীয়তা করিবার অভিপ্রায়ে কয়েকবার এথেন্সনগরে জয় সমাচার পাঠাইয়া দেন, এবং, পারসীকেরা এথেন্স হইতে হার্ম্মোডিয়স এবং আরিষ্টজিটনের যে প্রতিমূর্ত্তি লইয়া গিয়াছিল, উহাদিগের হস্ত হইতে সেই প্রতিমূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া এথেন্সে প্রেরণ করেন। এজিস পিলপনিসসবাসী প্রায় সকল লোককেই বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, কেবল মেগালপলিসের লোকেরা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাতে তাহাদিগের সহিত খৃ. পূ. ৩৩১ অব্দে বিদ্রোহীদলের যুদ্ধ হয়। এজিস যুদ্ধে জয়ী হইলেন। যুদ্ধে জয় লাভ হওয়াতে গ্রীসদেশীয়দিগের উৎসাহ নবীকৃত হইল। আলেগজাণ্ডর ঐ সময়ে আসিয়া হইতে অপরিমিত অর্থ পাঠাইয়া দেন। আলেগজাণ্ডরের প্রতিনিধি আণ্টিপেটর অর্থ প্রাপ্ত হইয়া চত্বারিংশৎসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে পিলপনিসস আক্রমণ করিতে গেলেন। মেগালপলিসের অনতিদূরে ইজিনগরে উভয় পক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইলে পর ঘোরতর সংগ্রাম হইল। অধিকতর সাহসসম্পন্ন হইয়াও স্পার্টানগরীয়েরা রণে পরাভূত হইল। স্পার্টারাজ এজিস সমরশায়ী হইলেন। পাঁচ হাজারেরও অধিক স্পার্টানগরীয় সাহসসম্পন্ন সৈন্য রণক্ষেত্রে তনুত্যাগ করিল। পশ্চাৎ স্পার্টানগরীয়েরা ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্ব্বক সন্ধি প্রার্থ-

না করিল। উহাদিগের প্রার্থিত বিষয় করিন্থিয় সভার বিবেচনার্থ সমর্পিত হইল। সভা বিবেচনা করিয়া স্পার্টানগরীয়দিগকে এই আজ্ঞা করিলেন তোমরা মেগালপলিসবাসীদিগের যে ক্ষতি করিয়াছ, তাহার পূরণার্থ তোমাদিগকে দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের টাকা দিতে হইবে।

অতঃপর আলেগজাণ্ডরের মৃত্যু পর্য্যন্ত কতিপয় বৎসর গ্রীসদেশ সুস্থির ছিল। আলেগজাণ্ডর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে ওলিম্পিয়ার উৎসবস্থলে এই ঘোষণা করিয়া দেন, থিবিস ভিন্ন গ্রীসের অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্য অন্য নগর হইতে যে সকল ব্যক্তি বিবাসিত হইয়াছে তাহারা অতঃপর আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিতে পারিবে। এই ঘোষণা করিয়া দেওয়াতে আপাততঃ লোকের এই বোধ হইল, আলেগজাণ্ডর বিবাসিত ব্যক্তিদিগের দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র হইয়াছেন, তাহাতেই এইরূপ ঘোষণা করিতেছেন। বস্তুতঃ বিবাসিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। গ্রীসদেশীয়দিগের উপরে তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। অতএব তিনি এই পন্থা উদ্ভাবন করিলেন, গ্রীসদেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বদেশ হইতে বিবাসিত হইয়া বন্ধুবিরহ জন্য কষ্ট অনুভব করিতেছে, তাহারা যদি আমার যত্নে স্বদেশ গমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা স্বদেশে গিয়া আমার সপক্ষতা করিবে সন্দেহ নাই। গ্রীসদেশ মধ্যে আমার সপক্ষ অধিকাংশ লোক থাকিলে তথায় উপদ্রব ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এই পন্থা উদ্ভাবন করিয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত ঘোষণা করিয়া দেন। কিন্তু তৎকৃত ঘোষণা গ্রীসদেশে তাঁহার স্বহস্তে অগ্নি প্রক্ষেপ তুল্য হইল। গ্রীসদেশীয়েরা তাঁহার ঘোষণা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিংশতি সহস্র বিবাসিত ব্যক্তি স্বদেশে প্রত্যাগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। নির্ব্বাসন কালে উহাদিগের সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া যায়। সেই সম্পত্তি যে সকল ব্যক্তির হস্তগত হইয়াছিল দীর্ঘকাল ভোগ দ্বারা তাহাতে তাহাদিগের মমতা জন্মে। সুতরাং তৎপরিত্যাগ অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তাহারা বাবিলনে আলেগজাণ্ডরের নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া

বিস্তর আপত্তি করিল। কিন্তু দূতগণ অকৃতার্থ হইয়া ফিরিয়া আইল। অতঃপর তাহারা বিদ্রোহানুষ্ঠানের চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল।

ঐ সময়ে হার্পেলস গ্রীসদেশে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে বিদ্রোহানুরাগী ব্যক্তিদিগের আরো উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। হার্পেলস আলেগজাণ্ডরের কোষাধ্যক্ষ ছিল। সে অতুল অর্থসম্পত্তি হস্তগত করিয়া ত্রিশ খান জাহাজ এবং ছয় হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া হইতে গোপনে প্রস্থান করে, এবং অপহৃত অর্থ সম্পত্তি টিনারনে রাখিয়া বরাবর এথেন্সে উপস্থিত হয়। তথায় উপস্থিত হইয়া অর্থলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক এথিনিয়দিগকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকেই তাহার অর্থগ্রহণে উন্মুখ হইল। কিন্তু সে দীর্ঘকাল এথেন্সে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারে নাই। আণ্টিপেটর এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন তোমরা দুরাত্মা হার্পেলসকে আমার হস্তে সমর্পণ কর। হার্পেলস ভয়প্রযুক্ত সে স্থান হইতে প্রস্থান করিল এবং টিনারন হইতে আপন সম্পত্তি গ্রহণ করিয়া বরাবর ক্রিট্ উপদ্বীপে গমন করিল। ঐ স্থানে স্পার্টানগরীয় এক ব্যক্তি তাহার প্রাণ বধ করিয়া তাহার সমুদায় সম্পত্তি হরণ করিল। পশ্চাৎ সে সাইরিনে পলায়ন করিল। হার্পেলস যে সময়ে এথেন্সনগরে গমন করে, সে, সেসময়ে এথিনিয়দিগের বিদ্রোহানুরাগ বর্দ্ধিত করিবার নিমিত্ত অর্থ বৃষ্টি করিয়াছিল। অনেকেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আণ্টিপেটর, কে কে অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। অনুসন্ধান দ্বারা দৃষ্ট হইল, ডিমস্থিনিস প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিরাও অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ডিমস্থিনিসের এক লক্ষ টাকা দণ্ড হইল। তিনি তত অর্থদানে সমর্থ না হইয়া প্রথমে ইজিনায় তথা হইতে ট্রিজিনে পলায়ন করিলেন। ঐ স্থানে তিনি কিয়ৎকাল অবস্থান করেন। পশ্চাৎ এথিনিয়েরা যত্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে নির্ব্বাসন স্থান হইতে পুনরানয়ন করে। তিনি যাবজ্জীবিত কালের মধ্যে এক নিমিষের নিমিত্তও স্বদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন চেষ্টা হইতে বিরত ছিলেন না।

বাবিলনে আলেগজাণ্ডরের মৃত্যু হইয়াছে, এই সমাচার যখন এথেন্সে উপনীত হইল, তখন এথিনিয় প্রজাগণের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। তাহারা আহ্লাদে উন্মত্ত হইয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। মাসিডোনিয়ার আধিপত্য কালে গ্রীসদেশ এক প্রকার সুস্থির ছিল। অতএব, মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়া এথিনিয় প্রজাগণ যে অস্ত্র গ্রহণ করে, ঐশ্বর্য্যশালী ও বহুদর্শী ব্যক্তি মাত্রেরই কোনরূপে এরূপ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহারা প্রজাগণকে মাসিডোনিয়ার সহিত বিপক্ষতাচরণ করিতে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিলেন। কিন্তু প্রজাগণ কোন কথাই কর্ণগোচর করিল না। যুদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। লিয়স্থিনিস নামে এথিনিয় এক ব্যক্তি আট হাজার সৈন্য সমভিব্যাহারে ঐ সময়ে আসিয়া হইতে আসিয়া উপস্থিত হন। লিয়স্থিনিসের রণবিষয়ে সবিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল। এথিনিয় প্রজাগণ তাঁহার আগমনে সাতিশয় প্রোৎসাহিত হইয়া বিদ্রোহানুষ্ঠানে সবিশেষ অনুরাগী হইল এবং তাঁহাকে এই অনুরোধ করিল, যাবৎ যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী সংগৃহীত না হয়, তাবৎ তিনি তাঁহার সহাগত সৈন্যগণকে বিদায় করিয়া না দেন। লিয়স্থিনিস প্রজাগণের প্রার্থনা পরিপূরণ করিলেন। মাসিডোনিয়ার পক্ষে যাহাদিগের আত্যন্তিক পক্ষপাত ছিল, তাহারা নগর হইতে বহিষ্কৃত হইল। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী হাইপিরিডিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি এথিনিয়দিগকে সাংগ্রামিক পোত সংগৃহীত ও সজ্জিত করিবার পরামর্শ দিলেন। এথিনিয়েরা পোত সংগ্রহ পূর্ব্বক সুসজ্জিত করিল এবং গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোকদিগকে স্বমতে প্রবর্ত্তিত করিতে লাগিল। এথিনিয়দিগের অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্য সম্পত্তি সন্দর্শন করিয়া অনেকের মনে মনে ঈর্ষ্যা ছিল। তাহারা উহাদিগের সহিত যোগ করিতে অসম্মত হইল। যে সকল লোক যোগ করিল, তাহাদিগের সৈন্য লইয়া সমুদায়ে ত্রিশ হাজার সৈন্য সংগৃহীত হইল। তন্মধ্যে ইটোলিয়া এবং এথেন্স এই উভয় রাজ্যেরই অধিকাংশ সৈন্য ছিল।

লিয়স্থিনিস প্রধান সেনাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তিনি সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া থর্ম্মপিলির অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বিপক্ষগণ বিয়োশিয়ায় তাঁহার পথ রোধ করিল। কিন্তু তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তিনি বিপক্ষগণকে পরাহত করিয়া পথ করিয়া বরাবর চলিয়া গেলেন এবং থর্ম্মপিলির পথ অধিকার করিয়া লইলেন। এদিকে গ্রীসদেশীয়েরা সমরসাগরে অবতীর্ণ হইল। ওদিকে ইলিরিকম এবং থ্রেসের লোকেরা মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যুগপৎ নানা স্থানে সমরানল প্রজ্বলিত হওয়াতে আণ্টিপেটর বিষম বিপদে পতিত হইলেন। যাহা হউক, তিনি সত্বর সসজ্জ হইয়া যুদ্ধার্থী গ্রীসদেশীয়দিগকে আক্রমণ করিতে গেলেন। ট্রেকিনিয়ানগরের অনতিদূরে উভয় যুদ্ধার্থী পক্ষের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইল। থেসেলিয় অশ্বারোহ সৈন্যগণ লিয়স্থিনিসের সহিত মিলিত হইল। আণ্টিপেটর সমরে সমর্থ না হইয়া পলায়ন করিলেন। তিনি রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া লেমিয়ানগরে প্রবেশ করিলেন। লিয়স্থিনিস ঐ নগর অবরোধ করিলেন। আণ্টিপেটর সর্ব্বতঃ সন্নিরুদ্ধ হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। এথিনিয়েরা তৎকালে জয়লাভ দ্বারা অতিশয় উদ্ধত হইয়াছিল। অতএব উহারা আণ্টিপেটরের কৃত সন্ধি প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল।

অব্যবহিতপরেই যে সকল ঘটনা হইল, তাহাতে এথিনিয়দিগের জ্যায়সী জয়াশা একবারে ছিন্নমূল হইয়া গেল। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ইটোলিয়েরা এথিনিয়দিগের সহিত মিলিত হয়। ইটোলিয়েরা তৎকালে গ্রীসের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোক অপেক্ষা বীর্য্য, অস্ত্র ও লোকবল দ্বারা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিল। উহারা এথিনিয়দিগের সপক্ষ হওয়াতে এথিনিয়দিগের পক্ষ প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু উহাদিগের স্বদেশ মধ্যে হঠাৎ উৎপাত উপস্থিত হওয়াতে উহাদিগের স্বদেশগমন নিতান্ত আবশ্যক হইল। উহারা রণস্থল পরিত্যাগ করিল। লিয়স্থিনিস লেমিয়ার অবরোধ কালে আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই ক্ষত বৃদ্ধি হইয়া ঐ সময়ে তাঁহারও মৃত্যু হইল। আণ্টিফিলস নামে এক যুবা পুরুষ তৎপদে অভিষিক্ত হইলেন।

আণ্টিফিলস বহুদর্শী ও সমরনয়জ্ঞ নহেন। বহু যুদ্ধজেতা রণ-নিষ্ণাত সেনাপতি ব্যতিরেকে তাদৃশ সঙ্কট সময়ে নব্য সেনাপতি দ্বারা জয়লাভ হওয়া কোনক্রমেই সম্ভাবিত নয়। আণ্টিপেটর যুদ্ধার্থী হইয়া যে সময়ে থেসেলিতে প্রবেশ করেন, সে সময়ে তিনি সৈন্য প্রার্থনা করিয়া আসিয়ায় লোক পাঠাইয়া দেন। লিয়োনেটস তাঁহার সেই প্রার্থিত সৈন্য সহকারে ঐ সময়ে আ-সিয়া উপস্থিত হইলেন। লিয়োনেটস সসৈন্য থেসেলিতে প্রবে-শ করিলে পর আণ্টিফিলস লেমিয়ার অবরোধ পরিত্যাগ করি-য়া লিয়োনেটসের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। লিয়োনে-টস সমরশায়ী হইলেন। আণ্টিপেটর ঐ অবসরে লেমিয়া হইতে প্রস্থান করিয়া থেসেলিতে পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগি-লেন। মাসিডোনিয় অপর সেনাপতি ক্রেটিরসও ঐ সময়ে সসৈন্য আসিয়া উপস্থিত হন। আণ্টিপেটর তাঁহার সহিত মিলিত হ-ইয়া সংগ্রামসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। খৃ. পূ. ৩২২ অব্দে ক্রেন-ননগরের অনতিদূরে উভয় বিরোধীপক্ষ পরস্পর সম্মুখীন হইল। তুমুল সংগ্রাম হইল। মাসিডোনিয়াদেশীয়েরা জয়ী হইল। এথি-নিয়েরা পরাজিত হইল। থেসেলিয় যে যে নগর মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়াছিল, তাহারা তৎক্ষণাৎ অধীনতা স্বীকার করিল। গ্রীসদেশীয় যে যে রাজ্যের লোক একত্র সমবেত হইয়া যুদ্ধ ক-রিতে আসিয়াছিল, তাহারাও ক্রমে ক্রমে জেতৃগণের সহিত সন্ধি করিল। ইটোলিয়া ও এথেন্স এই উভয় রাজ্যের লোকেরাই কেবল সন্ধিবিধানে বিমুখ হইল।

আণ্টিপেটর যুদ্ধে জয়ী হইয়া বিয়োশিয়ায় গমন করিয়া এথিনিয়দিগকে কহিলেন যে সকল ব্যক্তি মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ, তাহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ কর। ডিমস্থিনিস, হা-ইপিরিডিস প্রভৃতি কতিপয় স্বদেশানুরক্ত ব্যক্তি নগর পরিত্যা-গ করিয়া পলায়ন করিলেন। এথিনিয়েরা এই অভিপ্রায়ে আ-ণ্টিপেটরের নিকটে কয়েকবার দূত প্রেরণ করিল যে, আণ্টিপে-টর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আত্যন্তিক না করেন এবং কিঞ্চিৎ অনু-গ্রহ প্রকাশ করিয়া সন্ধি করেন। কিন্তু তাহাদিগের দীনভাব

দর্শন করিয়া আন্টিপেটরের অন্তঃকরণ আর্দ্র হইল না। তিনি তাঁহাদিগকে এই কয়েকটী কথা বলিলেন প্রথমতঃ, তোমাদিগের সহিত সন্ধি হইবে না; দ্বিতীয়তঃ, এথেন্সনগরে মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ যে সকল লোক আছে তন্মধ্যে যাঁহারা প্রধান, তাঁহাদিগকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে; তৃতীয়তঃ, যুদ্ধে যত ব্যয় হইয়াছে তৎসমুদায় দিতে হইবে; চতুর্থ, মাসিডোনিয়াদেশীয় সৈন্যগণ মিউনিকিয়ায় অবস্থান করিবে। এথিনিয়েরা তৎকালে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছিল; তাহাদিগকে অগত্যা আন্টিপেটরের বাক্য প্রমাণ করিয়া অধীনতা স্বীকার করিতে হইল। মাসিডোনিয়াদেশীয় সৈন্যগণ মিউনিকিয়ায় প্রবিষ্ট হইল। এথেন্সনগরে তৎকালে যে রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া রাজ্যভার ধনবান্ ব্যক্তিদিগের হস্তগত হইল। সহস্র সহস্র লোক নগর পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল। ডিমস্থিনিস, হাইপিরিডিস প্রভৃতি যে সমস্ত দেশহিতৈষী মহাত্মাগণ নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল। ডিমস্থিনিস নগর হইতে প্রস্থান করিয়া ক্যালরিয়া উপদ্বীপে প্লসাইডনের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, সে স্থানে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল আত্ম রক্ষা করা সহজ নহে। তাঁহার, বিপক্ষহস্তে পতনশঙ্কা প্রাণাত্যয় শঙ্কা অপেক্ষাও অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল। এই নিমিত্ত তিনি তদবধি আপনার সঙ্গে সঙ্গে বিষ রাখিতে আরম্ভ করিলেন। যে সংগ্রাম এইরূপে অবসিত হইল, সেই সংগ্রাম লেমিয় সংগ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সংগ্রামে পরাজয় হওয়াতেই এথিনিয়দিগের স্বাধীনতা এককালে লুপ্ত হইল এবং প্রচলিত রাজ্যতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এথিনিয়েরা এইরূপে আত্মগর্ব্ব হইলে পর আন্টিপেটর এবং ক্রেটিরস উভয়ে ইটোলিয়ায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা অবিলম্বে শুনিতে পাইলেন, আসিয়াখণ্ডে অতিশয় উপদ্রব উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ইটোলিয়া স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়।

আলেগজাণ্ডরের রাজ্যাধিকারীগণ।

আলেগজাণ্ডরের যৎকালে মৃত্যু হয়, তিনি রাজ্যশাসনসমর্থ উত্তরাধিকারী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার একটী অপোগণ্ড পুত্র এবং এক স্ত্রীর গর্ভ ছিল। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে ঐ গর্ভে তাঁহার আর এক পুত্র জন্মে। আর, আরিডিউস নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিলেন। তিনি অতি অকর্ম্মণ্য, ক্ষমতাহীন, অল্পবুদ্ধি। রাজ্যশাসন করিয়া উঠেন তাঁহার এরূপ ক্ষমতা ছিল না। রাজ্যশাসনসমর্থ উপযুক্ত উত্তরাধিকারী না থাকাতে তাঁহার অর্জ্জিত সেই বিশাল রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিগণ পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া শোণিত নদী বাহিত করিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পর বিরোধে আলেগ্জাণ্ডরের বংশ ধ্বংস হইল। শেষে তাঁহারা আলেগজাণ্ডরের সংস্থাপিত মহারাজ্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন দেশ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা হইলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে আলেগ্জাণ্ডর মৃত্যু কালে পর্ডিকাসের হস্তে অঙ্গুরীয় মুদ্রা নিক্ষেপ করিয়া যান। অঙ্গুরীয় মুদ্রা হস্তগত হওয়াতে প্রথমে পর্ডিকাসেরই অতিশয় প্রভুত্ব হইল। তিনি আলেগজাণ্ডরের ভ্রাতা আরিডিউসের প্রতিনিধি হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রভুত্ব ও প্রাদুর্ভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ইজিপ্টের শাসনকর্ত্তা টলেমির সহিত বিবাদ উপস্থিত হইলে, পর্ডিকাস সাহসসম্পন্ন সুবিজ্ঞ ইয়ুমিনিসকে সমভিব্যাহারে করিয়া যুদ্ধ করিতে গেলেন। খৃ. পূ. ৩২১ অব্দে তাঁহার নিজ সৈন্যগণই মেম্ফিসনগরে তাঁহার প্রাণবধ করিল।

এই ঘটনার পর আন্টিগোনস নামে কার্য্যধুরন্ধর গুণসম্পন্ন সমরপ্রবীণ আলেগজাণ্ডরের এক সেনাপতি আসিয়ামাইনর হস্তগত করিয়া লইলেন। ওদিকে আন্টিপেটর এবং তাঁহার পুত্র কাসেণ্ডর উভয়ে মাসিডোনিয়া ও গ্রীস এই উভয় দেশ

অধিকার করিলেন। খৃ. পূ. ৩১৮ অব্দে আণ্টিপেটরের মৃত্যু হইল। আণ্টিপেটর স্বভাবতঃ রূঢ় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ ছিল এবং রাজবংশের প্রতি তাঁহার নিরতিশয় ভক্তি ছিল। তিনি মৃত্যু কালে এপিরসের বৃদ্ধ রাজা পলিস্পর্কনের উপরে রাজবংশের রক্ষকতা কার্য্যের ভার সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে গ্রীস ও মাসিডোনিয়ার আধিপত্য প্রদান করিয়া যান। রাজপরিজনগণ তৎকালে পেলায় এক প্রকার বন্দীকৃত ছিলেন। খৃ. পূ. ৩১৭ অব্দে আলেগজাণ্ডরের মাতা ওলিম্পয়াস আরিডিউসের এবং তাঁহার পত্নী ইয়ুরিডাইসের প্রাণ সংহার করিলেন। আণ্টিপেটরের পুত্র কাসেণ্ডর খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে পলিস্পার্কনকে পদচ্যুত করিলেন এবং প্রস্তর নিক্ষেপ দ্বারা আলেগজাণ্ডরের মাতা ওলিম্পিয়াসের প্রাণ হরণ করিলেন। ঐ দুরাত্মা হইতেই রাজবংশ একবারে ছিন্নমূল হইল। ঐ দুরাচার খৃ. পূ. ৩১১ অব্দে আলেগজাণ্ডরের প্রথমা পত্নী রকসনা এবং তদ্গর্ভজাত আলেগজাণ্ডর নামে তাঁহার এক শিশু সন্তানের প্রাণ সংহার করিল। পশ্চাৎ ৩০৯ অব্দে আলেগজাণ্ডরের দ্বিতীয়া পত্নী বার্সাইন এবং তদ্গর্ভজাত হিরাক্লিজ নামে তাঁহার আর এক পুত্র ঐ দুরাত্মার হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইল। মহাবীর আলেগজাণ্ডরের বংশ এইরূপে লোপ প্রাপ্ত হইল। ইয়ুরোপখণ্ডে যে সময়ে এই সকল কাণ্ড উপস্থিত, আণ্টিগোনস সে সময়ে আসিয়ায় ইয়ুমিনিসের সহিত সমরে ব্যাপৃত ছিলেন। আণ্টিগোনসের দিন দিন প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ইয়ুমিনিস তাঁহার তুল্য প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া কতিপয় বৎসর অসীমসাহসসহকারে সংগ্রাম করিয়াছিলেন। শেষে সমরবন্দীকৃত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। খৃ. পূ. ৩১৬ অব্দে কারাগারেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হইল। বিপুল বিক্রমশালী বীরবর ক্রেটিরসও আণ্টিগোনসের নিকটে পরাস্ত হইয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন। আণ্টিগোনস সমরবিজয়ী হইয়া সুসার কোষগৃহ অধিকার করিয়া লইলেন এবং অপরিমিত অর্থ অধিগত হইয়া সৈন্য সংখ্যা বর্দ্ধিত করিলেন। এত ধনসম্পত্তি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল এবং তাঁহার এত সৈন্য

বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, তিনি অবিলম্বে অপর সেনাপতিগণকে পরাভূত করিয়া স্বয়ং সমস্ত রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন। তিনি যদি নিতান্ত দুরাকাঙ্ক্ষা ও দুরাগ্রহগ্রস্ত না হইতেন, তাহা হইলে তিনি ক্রমে ক্রমে অপর সেনাপতিগণের উপরে প্রাধান্য ও প্রভুত্ব লাভ করিতে সমর্থ হইতেন সন্দেহ নাই। তিনি একবারেই অত্যন্ত লুব্ধ হইয়া আলেগ্জাণ্ডরের সমস্ত সাম্রাজ্য হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়া বাবিলনের শাসনকর্ত্তা সিলিউকসকে পদচ্যুত করিলেন, তাহাতেই তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হইল। সিলিউকস, টলেমি, লাইসিমেকস এবং কাসেণ্ডর এই চারি প্রধানতম সেনাপতি একবাক্য হইয়া আণ্টিগোনস এবং তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়সের বিরোধী হইলেন। অতঃপর ঐ চারি সেনাপতির সহিত আণ্টিগোনসের তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। ঐ সংগ্রাম দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। ইয়ুরোপ ও আসিয়া উভয় স্থলেই সমরানল প্রজ্বলিত হইল। উভয় পক্ষেরই অব্যবস্থরূপে জয় পরাজয় হইতে লাগিল। খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে সংগ্রাম আরম্ভ হইয়া ৩১১ অব্দে শেষ হয়। প্রজ্বলিত সমরানল খৃ. পূ. ৩১২ অব্দে নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়া আইল। ঐ অব্দে সিলিউকস গেজানগরে ডেমিট্রিয়সকে পরাভূত করিয়া ব্যাবিলন অধিকার করিলেন। ডেমিট্রিয়সের পরাজয়ের পর খৃ. পূ. ৩১১ অব্দে আণ্টিগোনস রাজ্যার্থী বিবদমান অপর সেনাপতিগণের সহিত সন্ধি করিলেন। অনন্তর, সেনাপতিগণ আলেগ্জাণ্ডরের অর্জ্জিত সমস্ত সাম্রাজ্য পরস্পর বিভাগ করিয়া লইলেন।

কতিপয় বৎসর পরে পুনরায় আণ্টিগোনসের সহিত টলেমির যুদ্ধ উপস্থিত হইল। খৃ. পূ. ৩০৬ অব্দে সাইপ্রসের অন্তঃপাতী স্যালামিসের অনতিদূরে টলেমি সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। রণস্থলে টলেমির পরাজয় হওয়াতে আণ্টিগোনস এবং তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স উভয়ে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। আণ্টিগোনসের বিপক্ষগণ কাসেণ্ডর, টলেমি এবং লাইসিমেকস ইহাঁরা তিন জনেও ঐরূপ করিলেন। আণ্টিগোনস এবং তাঁহার বিপক্ষগণ সমর হইতে বিরত হন নাই। আণ্টিগোনস ইজিপ্টদেশ আ-

ক্রমণ করিতে গেলেন। কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। ওদিকে তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স রোডস অবরোধ করিতে যান। তিনি নগরনিরোধ কার্য্যে অতিশয় পটু ছিলেন। তথাপি রোডস জয় করিতে পারিলেন না। ঐ উভয়বিধ ঘটনা হওয়াতে উভয় পক্ষেরই জয় পরাজয় কিয়ৎকাল সংশয়স্থল হয়। পশ্চাৎ খৃ. পূ. ৩০১ অব্দে ফ্রিজিয়ার অন্তঃপাতী ইপসসে যে মহাসংগ্রাম হয়. তাহাতেই একবারে সংশয় ছেদ হইয়া গেল। আণ্টিগোনস সমরশায়ী হইলেন এবং তাঁহার পুত্র ডেমিট্রিয়স রণস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। আণ্টিগোনস যে সময়ে সমরশায়ী হন, তৎকালে তাঁহার বয়স অশীতি বৎসর। তাঁহার মৃত্যুর পর সন্ধি হইল। মাসিডোনিয়া, থ্রেস, সিরিয়া এবং ইজিপ্ট এই চারি রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল।

আলেগজাণ্ডরের সেনাপতিগণ যে সময়ে আসিয়া ও অন্য অন্য স্থানে সমরে ব্যাপৃত ছিলেন, গ্রীসদেশীয়েরা বিশেষতঃ এথিনিয়েরা সে সময়ে সুস্থির হইয়া সচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। পলিস্পর্কন কাসেণ্ডরের সহিত বিরোধ কালে গ্রীসদেশীয়দিগকে আত্মপক্ষে আনয়ন করিবার উদ্দেশে উহাদিগের প্রীত্যর্থে এই ঘোষণা করিয়া দেন, যে, গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী যে সকল রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইয়াছে তৎসমুদায় অদ্যাবধি পুনরায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে; এবং যে রাজ্যে যে প্রকার রাজ্যতন্ত্র প্রচলিত ছিল, সেই রাজ্যে সেই রাজ্যতন্ত্র পুনঃ প্রচলিত হইবে; আর যে সকল ব্যক্তি গ্রীসদেশ হইতে বিবাসিত হইয়াছে তাহারা পুনরায় স্বদেশে আসিতে পারিবে। পলিস্পর্কন যে উদ্দেশে এই ঘোষণা করিয়া দেন, তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। মিউনিকিয়ায় মাসিডোনিয়দেশীয় যে সৈন্যদল অবস্থিত ছিল, কাসেণ্ডর নাইকেনর নামে এক ব্যক্তিকে তাহার অধ্যক্ষতাপদে নিয়োজিত করেন। নাইকেনর পলিস্পর্কনের ঘোষণা বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন। তিনি মিউনিকিয়া পরিত্যাগ করিলেন না। এথিনিয় অভিজাতদল তাঁহার সহায়তা করিতে লাগিল। ফোসিয়ন তাঁহার সপক্ষ হইলেন। অভিজাতদলের সহিত অপর

দলের শত্রুতা ছিল। অভিজাতদল নাইকেনরের সপক্ষতা করিতেছে দেখিয়া অপরদল অতিশয় কুপিত হইয়া উঠিল এবং ফোসিয়ন ও তাঁহার বন্ধুগণের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করিল যে, ফোসিয়ন এবং তাঁহার বন্ধুগণ রাষ্ট্রবিপ্লাবনে উদ্যত হইয়াছে। অনন্তর, ফোসিয়নের প্রাণদণ্ডের অনুজ্ঞা হইল। তিনি খৃ. পূ. ৩১৭ অব্দে অম্লানবদনে হেমলকের রসপান করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন।

কাসেণ্ডর আসিয়া হইতে অর্থ, জাহাজ এবং সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইহার অব্যবহিত পরেই পাইরিয়ুসে প্রবিষ্ট হইলেন। পলিস্পার্কনও ঐ সময়ে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি তথায় দীর্ঘকাল অবস্থান করিলেন না। নিজ পুত্র আলেগজাণ্ডরকে কাসেণ্ডরের সহিত যুদ্ধ করিতে অনুমতি দিয়া স্বয়ং বিংশতিসহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে করিয়া পিলপনিসসে গমন করিলেন। তিনি মেগালপলিস ব্যতিরিক্ত সমুদায় পিলপনিসস জয় করিলেন। এথিনিয়েরা উভয় বিপক্ষের মধ্যে পতিত হইয়া নির্ভর নিপীড়িত হইল। শেষে উহারা এথেন্সনগরের স্বাধীনতা লাভের প্রার্থনা করিয়া কাসেণ্ডরের সহিত সন্ধি করিল। কাসেণ্ডর সন্ধি কালে, উহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে অঙ্গীকার প্রতিপালন করেন নাই। অব্যবহিত পরেই ফেলিরনের সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী ডেমিট্রিয়সকে এথেন্সনগরের শাসনকর্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ডেমিট্রিয়স খৃ. পূ. ৩১৮ অব্দে শাসিতৃপদপ্রাপ্ত হইয়া ৩০৭ অব্দ পর্য্যন্ত এথেন্সনগর শাসন করেন। তাঁহার যাবৎ শাসন কাল এথেন্সনগরের সৌভাগ্যের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধি হয়। প্রজাগণ প্রথম প্রথম তাঁহার শাসনে অতিশয় তুষ্ট হইয়াছিল। তাহারা তাঁহার প্রতি এমনি অনুরক্ত হইয়াছিল যে, তাঁহার সম্মাননার্থ তিন শত ষাটি প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে। কিন্তু শেষে তিনি অতিশয় যথেচ্ছাচারী হইয়াছিলেন। তন্নিবন্ধন লোকে তাঁহাকে অতিশয় ঘৃণা করে।

পলিস্পার্কন গ্রীসদেশীয়দিগকে স্বপক্ষে প্রবর্ত্তিত করিবার আশয়ে উহাদিগের প্রীতার্থে পূর্ব্বে যেরূপ গ্রীসদেশের স্বাধীনতা

প্রদানের ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, আন্টিগোনস ও টলেমি ইহাঁরাও সেইরূপ গ্রীসদেশীয়দিগের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইয়া ঐরূপ ঘোষণা করিয়া দেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গর্জ্জনমাত্র সার হইল। কাসেণ্ডর খৃ. পূ. ৩১৫ অব্দে থিবিসনগরের পুনর্নির্ম্মাণের আদেশ করিয়া যে প্রকার গ্রীসদেশীয়দিগের পরম প্রেমাস্পদ হইয়াছিলেন, আন্টিগোনস প্রভৃতি নিষ্ফল ঘোষণাদ্বারা সেরূপ হইতে পারেন নাই। কাসেণ্ডর এইরূপে গ্রীকদিগের প্রীতিভাজন হইয়া পলিস্পার্কনের সহিত সৌহার্দ্দ করিলেন। পূর্ব্বে পিলুপনিসস কাসেণ্ডরের হস্তগত ছিল। আন্টিগোনস তাহা অধিকার করিয়া লন। কাসেণ্ডর তাহার উদ্ধারার্থ যত্নবান হইলেন। তন্নিবন্ধন যুদ্ধ উপস্থিত হইল। কাসেণ্ডর ঐ যুদ্ধে পলিস্পার্কনের উপরে প্রধান সৈনাপত্য ভার সমর্পণ করিলেন। তাহাতে উভয়ের প্রণয় বদ্ধমূল হইল। পিলপনিসসে যে সময়ে এই সকল কাণ্ড অনুষ্ঠিত হইতেছিল, টলেমি সেই সময়ে গ্রীসদেশে উপনীত হইয়া ইয়ুবিয়া, বিয়োশিয়া, ফোসিস এবং লক্রিস এই কয় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। কাসেণ্ডর তাঁহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে না পারিয়া মাসিডোনিয়ায় প্রস্থান করিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আলেগজাণ্ডরের রাজ্যার্থী পরস্পর বিবাদমান সেনাপতিগণ একবাক্য হইয়া খৃ. পূ. ৩১১ অব্দে সন্ধি করেন। তৎকালে সন্ধির নিয়ম মধ্যে গ্রীসদেশের স্বাধীনতা প্রদানের কথা উল্লিখিত ছিল। কিন্তু তৎকালকৃত সন্ধির নিয়মসমুদায় দীর্ঘকাল প্রতিপালিত হয় নাই। সন্ধিকর্ত্তারা আপনাদিগের স্বার্থসিদ্ধি নিমিত্ত যত দিন ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন, তত দিন প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পশ্চাৎ সন্ধি ভঙ্গ করেন। যাহা হউক, মাসিডোনিয়া রাজ্য কাসেণ্ডরের হস্তগত থাকাতে গ্রীসদেশে তাঁহার সবিশেষ প্রভুত্ব ছিল। খৃ. পূ. ৩০৮ অব্দে তিনি টলেমির সহিত স্বতন্ত্র সন্ধি করিয়া এই নিয়ম করিলেন যে, গ্রীসদেশের যে অংশ যিনি জয় করিয়াছেন, তিনি সেই অংশের অবিরোধিত আধিপত্য প্রাপ্ত হইবেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কাসেণ্ডর ডেমিট্রিয়সকে এথেন্সনগরের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত করেন। ডেমিট্রিয়স আপনার সদ্গুণ ও সুশীলতা দ্বারা প্রথম প্রথম প্রজাগণের স্নেহভূমি হইয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রশংসিত হইয়াছিলেন। শেষে তিনি স্বেচ্ছাচারী হইয়া সকলের ঘৃণিত হন। তিনি যে সময়ে উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার অবলম্বন করেন, আণ্টিগোনসের পুত্র ডেমিট্রিয়স সেই সময়ে বহুতর পোত সমভিব্যাহারে হঠাৎ পাইরিয়সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, আমি গ্রীসদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন করিতে আসিয়াছি। অপর, তিনি এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিলেন, এথেন্সে পূর্ব্বে যে প্রাকৃততন্ত্র প্রচলিত ছিল, আমি সেই রাজ্যতন্ত্র পুনঃ প্রচলিত করিয়া দিব। এথিনিয়েরা ঐ কথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত প্রায় হইল এবং ডেমিট্রিয়সকে পরম সমাদরে এথেন্সনগরে লইয়া গেল। খৃ. পূ. ৩০৭ অব্দে এই ঘটনা হয়। কাসেণ্ডরের নিয়োজিত শাসনকর্ত্তা ডেমিট্রিয়সের উপরে তৎকালে প্রজাগণের আত্যন্তিক বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। কিন্তু উহারা তাঁহার প্রতি অত্যাচার অথবা তাঁহার অপমান করে নাই। উহারা তাঁহাকে এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বলিল। তিনি অনবমানিত ও অক্ষত শরীরে নগর হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে থিবিসনগরে, তথা হইতে ইজিপ্টদেশে গমন করিলেন। যাহা হউক, আণ্টিগোনসের পুত্র ডেমিট্রিয়স কাসেণ্ডরের নিয়োজিত সৈন্যগণের হস্ত হইতে মিয়ুনিকিয়া অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহাকে অস্ত্রবল প্রয়োগ দ্বারা ঐ স্থান স্ববশে আনয়ন করিতে হইল। ডেমিট্রিয়স এথেন্সনগরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, "এথেন্সনগরে প্রাকৃততন্ত্র প্রচলিত করিয়া দিবেন।" এক্ষণে ঐ নগরে তাঁহার অবিরোধিত স্বামিত্ব লাভ হইলে সেই প্রতিশ্রুত প্রতিপালন করিলেন এবং এথিনিয় প্রজাগণকে অপরিমিত শস্যসম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিলেন। মনোরথ পূর্ণ হওয়াতে এথিনিয়েরা একবারে আনন্দসাগরে মগ্ন হইল, এবং কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইয়া ডেমিট্রিয়সের ও তাঁহার পিতার যথেষ্ট সাধুবাদ ও যৎপরোনাস্তি

সম্মান করিল। কিন্তু এথিনিয়দিগের এই আনন্দ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ডেমিট্রিয়স কিয়ৎকালমাত্র এথেন্সনগরে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অতি ত্বরায় এথেন্স পরিত্যাগ করিলেন। এথিনিয়দিগেরও গৃহবিবাদ পুনরুপস্থিত হইল।

এদিকে ডেমিট্রিয়স এথেন্স পরিত্যাগ করিলেন। ওদিকে, এথেন্সে মাসিডোনিয়ার পক্ষ ও অনুরক্ত যে সমস্ত ব্যক্তি ছিল, তাহাদিগের সহিত এথিনিয় স্বাধীনতালোলুপ প্রজাগণের বিবাদ আরম্ভ হইল। ডিমস্থিনিসের ভাগিনেয় ডিমকেরিস এথিনিয় স্বাধীনতালুব্ধ প্রজাগণের অধিনায়ক ছিলেন। ডিমস্থিনিসের ন্যায় তাঁহারও স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও আন্তরিক স্নেহ ছিল। তিনি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ অত্যন্ত যত্নশীল হইলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা দীর্ঘকাল স্বাধীনতা সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয় নাই। ডেমিট্রিয়স এথেন্স পরিত্যাগ করিয়া বরাবর আসিয়াখণ্ডে গমন করিলেন এবং তথায় সমরে ব্যাপৃত হইলেন। কাসেণ্ডর ও তাঁহার সহচরগণ ঐ অবসরে গ্রীসদেশে পুনরায় স্বপ্রভুত্ব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। কাসেণ্ডর পলিস্পর্কনকে পিলপনিসস জয় করিতে পাঠাইয়া দেন। তিনি পিলপনিসসের অধিকাংশ স্থান হস্তগত করিয়া লইলেন। এদিকে কাসেণ্ডর স্বয়ং আটিকা আক্রমণ করিয়া এথেন্সনগর অবরোধ করিলেন। ডিমকেরিস অসীম ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া নগর রক্ষা করিলেন। ডেমিট্রিয়সও রোডসবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিয়া বৃহৎ একদল জাহাজ সমভিব্যাহারে ঐ সময়ে অলিসে উত্তীর্ণ হইলেন। অলিসে অবতীর্ণ হইয়াই কাসেণ্ডরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহাকে সমরে পরাভূত করিলেন। গ্রীসদেশীয়েরা পুনরায় স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। উহারা আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া ডেমিট্রিয়সের যৎপরোনাস্তি সম্মান করিল এবং করিন্থ রাজ্যে সভা করিয়া তাঁহার উপরে প্রধান সৈনাপত্য ভার সমর্পণ করিল। অবিচ্ছিন্ন জয় পরম্পরা দ্বারা তাঁহার স্বভাবের পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তিনি অতিশয় গর্ব্বিত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইয়া উঠিলেন। তিনি ঔদ্ধত্য বশতঃ লোকপ্রিয় স্বদেশানুরক্ত মহা-

ত্যা ডিমকেরিসকে এথেন্স হইতে বিবাসিত করিয়া দিলেন। তিনি স্বল্পকালমাত্র এথেন্সে ছিলেন। ঐ স্বল্পকাল মধ্যে যেরূপ জঘন্য কাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রজাগণ তাঁহার উপরে নিতান্ত বিরূপ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল। তিনি যে, পুনরায় এথিনীয় প্রজাগণের প্রীতিলাভে সমর্থ হইবেন, এরূপ সম্ভাবনা ছিল না।

ডেমিট্রিয়স কাসেণ্ডরের হস্ত হইতে গ্রীসদেশ গ্রহণ করিয়া যে সময়ে উত্তরাভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে আসিয়ায় ডাকিয়া পাঠান। তিনি দ্রুতপদে আসিয়ায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কাসেণ্ডর, টলেমি, সিলিউকস এবং লাইসিমেকস এই চারি প্রধানতম সেনাপতি একবাক্য হইয়া তাঁহার পিতার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে খৃ. পূ. ৩০১ অব্দে ইপসসে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে আন্টিগোনস প্রাণত্যাগ করেন; লাইসিমেকস এবং সিলিউকস তাঁহার রাজত্ব বিভাগ করিয়া লন এবং ডেমিট্রিয়স গ্রীসদেশে পলায়ন করেন। ডেমিট্রিয়স গ্রীসদেশে উপনীত হইয়া ঐ স্থানে পুনরায় আপনার আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কৃতার্থতালাভ করিতে পারিলেন না। এথিনিয়েরা তাঁহার অসদাচরণের নিমিত্ত অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল। অতএব তাঁহাকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দিল না। পিলপনিসস্থেরও প্রায় সমুদায় লোক কাসেণ্ডরের পক্ষ হইয়াছিল। সুতরাং তিনি তথায় অধিকার প্রাপ্ত না হইয়া থ্রেসদেশে গমন করিলেন। ঐ স্থানে গিয়া লাইসিমেকসের হস্ত হইতে কর্সোনিসস বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং সিলিউকসের সহিত মিত্রতা করিয়া তাঁহার সহায়তা দ্বারা আসিয়াখণ্ডের অনেক স্থান আয়ত্ত করিয়া লইলেন। ঐ সময়ে লিয়োকেরিস নামে এক ব্যক্তি কাসেণ্ডরের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এথেন্সনগরের রাজত্ব হস্তগত করিয়া লয় এবং প্রজাগণের উপরে যৎপরোনাস্তি অত্যাচার আরম্ভ করে। ডেমিট্রিয়স লিয়োকেরিসের অত্যাচার সমাচার প্রাপ্ত হইয়া দ্রুতপদে এথেন্সনগরে গমন করিলেন এবং বিক্রম পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া নগর অধিকার করিয়া লইলেন। টলেমি রাজ্যাপহারী লিয়োকেরিসের

সাহায্যার্থ আসিয়াছিলেন। তিনি প্রস্থান করিলেন। খ. পূ. ২৯৫ অব্দে এই ঘটনা হয়। ডেমিট্রিয়স নগর অধিকার করিয়া নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। এথিনিয়েরা ইহার পূর্ব্বে ডেমিট্রিয়সকে নগর মধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় নাই। অতএব উহাদিগের মনে মনে এই শঙ্কা জন্মিয়াছিল, ডেমিট্রিয়স এই অবসরে সেই ক্রোধ প্রকাশ করিবেন। কিন্তু ডেমিট্রিয়স নগর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাদিগের পূর্ব্বাপরাধ মার্জ্জনা করিলেন এবং আহার বিরহে ম্রিয়মাণ প্রজাগণকে বিভাগক্রমে প্রচুর শস্য প্রদান করিলেন; দেখিয়া সকলে বিস্ময়াপন্ন হইল।

ডেমিট্রিয়স এইরূপে ঔদার্য্য ও দয়া প্রদর্শন করিলে পর এথিনিয় প্রজাগণ অতিশয় প্রীত হইল। অনন্তর ডেমিট্রিয়স, যদি কালান্তরে আমাকে পুনরায় উৎপাতগ্রস্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কা করিয়া এথেন্সের রক্ষার্থ মিয়ুনিকিয়ায় এবং পাইরিয়ুসে সৈন্য রাখিয়া দিলেন। ঐ উভয় স্থানে সেনা স্থাপিত করিয়া তিনি পিলপনিসসে যাত্রা করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া একবারে স্পার্টার পুরদ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু নিম্ন লিখিত কারণ বশতঃ তাঁহাকে ত্বরায় ফিরিতে হইল। কাসেণ্ডর ফিলিপ, আণ্টিপেটর এবং আলেগজাণ্ডর নামে তিন পুত্র রাখিয়া খৃ. পূ. ২৯৬ অব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। ফিলিপ রাজ্যাধিকারী হন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। পর বৎসর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার দুই ভ্রাতা আণ্টিপেটর এবং আলেগজাণ্ডর উভয়ে রাজ্যপদ লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিলেন। আণ্টিপেটর বোধ করিলেন তাঁহার মাতা থেসেলনাইস. আলেগজাণ্ডরের পক্ষে পক্ষপাতিনী হইয়াছেন। এই বোধ করিয়া তিনি মাতৃহত্যা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর, আলেগজাণ্ডর এপিরসের অধিপতি পির্হস এবং ডেমিট্রিয়সের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ডেমিট্রিয়স আলেগজাণ্ডরের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র দ্রুতপদে মাসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইলেন। ওদিকে আণ্টিপেটর সাহায্যার্থী হইয়া লাইসিমেকসের নিকটে গমন করিলেন এবং তথায় নিহত হইলেন। আলেগজাণ্ডর দেখিলেন ডেমিট্রিয়স মাসিডোনিয়ায়

থাকিলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল নহে। অতএব তিনি তাহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ডেমিট্রিয়স তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন এবং খৃ. পূ. ২৯৪ অব্দে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। পির্হসও আলেগজাণ্ডরের প্রার্থনানুসারে মাসিডোনিয়ায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ডেমিট্রিয়স তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন।

ডেমিট্রিয়স সাত সৎসরকাল মাসিডোনিয়ায় রাজত্ব করেন। তাঁহার যাবদধিকারকাল গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায় রাজ্যের লোকেই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। ডেমিট্রিয়স কেবল মাসিডোনিয়ার আধিপত্য লাভে পরিতৃপ্ত না হইয়া আপন রাজ্য বৃদ্ধি করিবার সংকল্প করিলেন। আসিয়াখণ্ডে তাঁহার পিতা এবং তিনি স্বয়ং যে যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, তাহা হস্তান্তরিত হইয়া যায়। তিনি সেই সকল রাজ্য পুনর্ব্বার জয় করিবার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন। অনন্তর, তিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি যে যে রাজ্য আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তত্রত্য রাজগণ পির্হসের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। পির্হস তাহাদিগের প্রার্থনানুসারে সমর ভূমিতে গমন করিলেন। মাসিডোনিয়ার লোকেরা পির্হসের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিল। অতএব রণক্ষেত্রে উভয় বিরোধিপক্ষের পরস্পর সাক্ষাৎকার হইলে পর ডেমিট্রিয়সের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পির্হসের দিকে গমন করিল। অল্লায়াসেই তাঁহার জয় লাভ হইল। খৃ. পূ. ২৮৭ অব্দে তিনি মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল মাসিডোনিয়ার রাজত্ব ভোগ করিতে পারেন নাই। সাত মাস পরে লাইসিমেকস তাঁহাকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন। লাইসিমেকস পাঁচ বৎসর কাল মাসিডোনিয়ায় আধিপত্য করিয়াছিলেন। খৃ. পূ. ২৮৬ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ২৮১ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়। ডেমিট্রিয়স মাসিডোনিয়ায় আর প্রত্যাগমন করেন নাই। পির্হসের নিকটে পরাজয়ের পর অবধি উত্তরোত্তর

তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে লাগিল। তিনি নানা স্থানে নানা বিপদ্ ও কষ্ট ভোগ করিয়া শেষে সিলিউকসের নিকটে পরাস্ত হইয়া সম্ববন্দীকৃত হইলেন। এবং খৃ. পূ. ২৮৩ অব্দে তিনি সিরিয়াদেশে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

পির্হস যৎকালে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন এথিনিয়েরা সে সময়ে পুনরায় স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করে। মিউনিকিয়া, পাইরিয়ুস প্রভৃতি স্থানে মাসিডোনিয়াদেশীয় যে সমস্ত সৈন্য স্থাপিত ছিল, তাহারা দূরীকৃত হইল। অব্যবহিতোপরে ইলিউসিসের অনতিদূরে মাসিডোনিয়াদেশীয়দিগের সহিত যুদ্ধ হইল। এথিনিয়েরা জয়ী হইল। এথিনিয়েরা বড় লোক বলিয়া তাহাদিগের প্রতি পির্হসের অতিশয় ভক্তি ছিল। তাহারা যে, স্বাধীনতা লাভে সমর্থ হয়, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। অতএব তিনি তাহাদিগের স্বাধীনতা বিনাশের চেষ্টা করিলেন না। তাহারা অতঃপর দীর্ঘকাল পরম সুখে স্বাধীনতা ভোগে নির্ব্বৃত হইয়াছিল। ডিমকেরিস বিবাসন স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কর্ত্তৃত্বকালে এথেন্সনগরের পুনরায় সৌভাগ্যের উদয় হইল। লাইসিমেকস ও মাসিডোনিয়ার রাজপদে অধিরূঢ হইয়া এথেন্সনগরের রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। তিনি এথিনিয়দিগের সহিত বন্ধুবৎ ব্যবহার করেন। থ্রেসদেশে এবং আসিয়ায় লাইসিমেকসের যে রাজত্ব ছিল, তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন নাই; মাসিডোনিয়ার সহিত তাহার যোগ করিয়া দেন। তিনি পাঁচ বৎসর মাসিডোনিয়ার রাজত্ব ভোগ করিয়াছিলেন; শেষে তাঁহার গৃহবিবাদই তাঁহার নিধনের নিদান হইল; তিনি আর্সিনোইনাম্নী আপনার দ্বিতীয়া পত্নীর বাক্যের বশীভূত হইয়া আপনার গুণবান্ পুত্র আগাথক্লিসের প্রাণ বধ করেন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু আসন্নতরবর্ত্তী হইল। আগাথক্লিসের পত্নী লাইসাণ্ড্রা মাসিডোনিয়া হইতে পলাইয়া সিলিউকসের শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার নিকটে এই প্রার্থনা করিলেন তিনি সহায় হইয়া বৈরনির্য্যাতন করেন। ঐ উপলক্ষে খ. পূ. ২৮১ অব্দে সার্ডিসের অন-

তিদূরে সিলিউকসের সহিত সংগ্রাম হইল। লাইসিমেকস পরাজিত ও নিহত হইলেন। লাইসিমেকস সমরশায়ী হইলে পর সিলিউকস মাসিডোনিয়ার রাজপদ গ্রহণে উৎসুক হইলেন। কিন্তু টলেমিসোটরের পুত্র টলেমিসিরানস লাইসিমেকিয়ার অনতিদূরে তাঁহার প্রাণ বধ করিলেন। সিলিউকস নিহত হইলে পর টলেমি সিরানস মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং মৃত লাইসিমেকসের পত্নীর পাণিগ্রহণে অভিলাষী হইলেন। লাইসিমেকসের পত্নীর এরূপ ইচ্ছা ছিল না যে, টলেমিকে বিবাহ করেন। অগত্যা বিবাহ করিতে হইল। দুরাত্মা টলেমি তাঁহার সমক্ষেই তাঁহার গর্ভজাত লাইসিমেকসের পুত্রের প্রাণ বধ করিল। ঐ দুরাত্মা দুই বৎসরের অধিক রাজত্ব করিতে পারে নাই।

ঐ সময়ে কেল্‌ট নামে এক প্রসিদ্ধ জাতি বাসার্থী হইয়া নানাস্থান পরিভ্রমণ করে। কতক লম্বার্ডির প্রশস্ত পরিসর ভূমিতে গমন করে; আর কতক হিমসপর্ব্বতের দক্ষিণ প্রায়োদ্বীপে অবতীর্ণ হয়। খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে ঐ জাতির একদল মাসিডোনিয়া আক্রমণ করিতে গেল। মাসিডোনিয়ার তদানীন্তন ভূপতি টলেমিসিরানস সসৈন্য হইয়া বিপক্ষ সম্মুখীন হইলেন। অনন্তর, ঘোরতর সংগ্রাম হইল। টলেমিসিরানস যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। সস্থিনস নামে তাঁহার একজন সাহসসম্পন্ন সেনাপতি জয়োদ্ধত বিপক্ষগণের দমনে সমর্থ না হইলে বিপক্ষগণ মাসিডোনিয়ার সিংহাসন অধিকার করিয়া লইত সন্দেহ নাই। সস্থিনিসের ভুজবীর্য্য দ্বারা নির্জ্জিত হইয়া অরাতিগণ প্রস্থান করিল। ঐ জাতির আর একদল ডেলফির মন্দির বিলুণ্ঠিত করিবার মানস করিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিল, আর একদল ইটোলিয়ায় গেল। গ্রীসদেশীয়েরা আক্রমণোদ্যত বিপক্ষগণের আগমন সমাচার শ্রবণ করিয়া আত্মরক্ষার্থ রণসজ্জা করিল। খৃ. পূ. ২৭৯ অব্দে বিপক্ষগণ ডেলফির সমীপবর্ত্তী হইল। কিন্তু জরকসিসের আক্রমণ কালে যেরূপ ঝড়, বৃষ্টি, শিল এবং পর্ব্বত হইতে বড় বড় প্রস্তর ও শৃঙ্গ ভগ্ন হইয়া পতিত হওয়াতে ঐ নগর রক্ষিত হইয়াছিল, এবারেও সেইরূপে অদ্ভুত কাণ্ড উপস্থিত হইল। বিপক্ষগণ ভয়ে বিহ্বল হ-

ইল। উহাদিগের মহীয়সী ক্ষতি হইল। উহাদিগের রাজা ব্রেনস নিহত হইলেন। হতাবশিষ্ট বিপক্ষগণ নানাস্থানী হইয়া পড়িল। কতক ডেনিয়ুব নদীতীরে বাস করিল। কতক থ্রেসদেশে গেল। কতক আসিয়ামাইনরে গিয়া বসতি করিল।

টলেমিসিরানস সংগ্রামে নিহত হইলে পর ভূতপূর্ব্ব ভূপতি ডেমিট্রিয়সের পুত্র আন্টিগোনস গোনাটাস খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ঐ রাজ্য তাঁহার হস্তগত ছিল। মধ্যে দুই বৎসর কেবল তাঁহার রাজত্বের বিচ্ছেদ হয়। পির্হস ইটালি হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাসিডোনিয়ার রাজ্যপদ আন্টিগোনস গোনাটাসের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া মাসিডোনিয়ার রাজপদে পুনরায় অধিরূঢ় হন। দুই বৎসর রাজত্বের পর তিনি আর্গসে যুদ্ধ করিতে গিয়া নিহত হইলেন। আন্টিগোনস গোনাটাস পুনরায় মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। পির্হস যে সময়ে মাসিডোনিয়ায় রাজত্ব করেন, সেই সময়ে এথিনিয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিল। আন্টিগোনস গোনাটাস পদস্থ হইয়া এথেন্স নগর স্ববশে আনয়ন করিবার সংকল্প করিলেন। যুদ্ধে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি এথিনিয়দিগকে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন, পূর্ব্বে যেমন মিউনিকিয়া, পাইরিয়ুস প্রভৃতি স্থানে মাসিডোনিয় সৈন্য অবস্থাপিত ছিল, এখনও সেইরূপ অবস্থান করে। এথিনিয়েরা ঐ কথা অগ্রাহ্য করিল। খৃ. পূ. ২৬৯ অব্দে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এথেন্সনগর অবরুদ্ধ হইল। স্পার্টানগরীয়েরা এবং ইজিপ্ট দেশের রাজা এথিনিয়দিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। তথাপি উহারা আত্মরক্ষণে শক্ত হইল না। সাত বৎসর অবরোধের পর নগর অধিকৃত হইল। মাসিডোনিয় সৈন্যগণ অবস্থিতির নিমিত্ত মিয়ুনিকিয়া, পাইরিয়ুস এবং (১) মিয়ুজিয়ম এই কয় স্থানে প্রবেশ করিল। যাহা হউক, আন্টিগোনস এথিনিয়দিগের প্রতি

(১) মিয়ুজিয়ম, চিত্রশালিকা। এথেন্সনগরে এক পর্ব্বতের উপরে এক চিত্রশালিকা ছিল। যে স্থানে ঐ চিত্রশালিকা ছিল, ঐ স্থান কালক্রমে এমনি প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে যে, ঐ স্থানেরই মিয়ুজিয়ম নাম হইয়া যায়।

য়ে পিলপনিসস আক্রমণ করেন উহারা সে সময়ে একবার কেবল আপনাদিগের পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় অসামান্য সাহস প্রকাশ করিয়াছিল।

৪র্থ এজিস খৃ. পূ. ২৪৪ অব্দে স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্পার্টানগরের পূর্ব্বোক্ত শোচনীয় অবস্থা দর্শন করিয়া তাহার সংশোধন ও উন্নতি সাধন বিষয়ে যত্নবান্ হইলেন। লাইকর্গস নামে ইফর পদারূঢ় এক ব্যক্তি এবং নব্য সম্প্রদায় তাঁহার সংকল্পিত কার্য্যের সিদ্ধি বিষয়ে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন। যে সমস্ত দরিদ্রগণ ঋণজালে জড়িত হইয়া অতিশয় আপদগ্রস্ত হইয়াছিল, এজিস তাহাদিগের উদ্ধারার্থ কতিপয় নিয়ম নির্দ্ধারিত করিলেন। পূর্ব্বে স্পার্টার আদি ব্যবস্থাপক লাইকর্গস স্পার্টা ও লেকোনিয়ার ভূমি বিভাগ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এজিস দীনগণের হিতার্থ পুনরায় ভূমি বিভাগ করিতে উদ্যত হইলেন। স্পার্টার প্রকৃত নাগরিক লোকের সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এজিস লেকোনিয়া জনপদ বাসী লোক লইয়া সেই সংখ্যা পূরণ করিবার মানস করিয়া স্পার্টানগরীয়দিগের নিমিত্ত বিভাজ্য ভূমির সাড়ে চারি হাজার অংশ রাখিলেন এবং লেকোনিয়াবাসীদিগকে পনর হাজার অংশ দিবার সংকল্প করিলেন। এজিস স্বদেশের হিত কামনা করিয়া ঈদৃশ ও অন্যাদৃশ বহুবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। স্পার্টার অপর রাজা লিয়োনিডাস তাঁহার প্রক্রান্ত কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু তিনি কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যুত, তিনি পদচ্যুত হইলেন এবং স্পার্টারাজ্যের সীমা হইতে দূরীকৃত হইলেন। এজিস স্বদেশের কল্যাণ কামনা করিয়া যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা যে সম্পন্ন করিয়া তুলিবেন এরূপ বোধ হইতে লাগিল। তৎকালে যে যে বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল, তৎসমুদায় অতিক্রম করিলেন। অনন্তর, সমর গমন রূপ অন্তরায় উপস্থিত না হইলে তাঁহার ইষ্টসিদ্ধি হইত সন্দেহ নাই। একিয়দিগের সহিত সংগ্রাম উপস্থিত হওয়াতে তাঁহাকে রণাঙ্গনে গমন করিতে হইল। ঐ অবসরে এজিসের বিপক্ষগণ লিয়োনিডাসকে স্পার্টানগরে আ-

ময়ন করিল, এবং এজিস রণস্থল হইতে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল। তাঁহার পত্নী এজিয়াটিসও তাঁহার ন্যায় স্পার্টানগরের অবস্থা সংশোধন কল্পে দৃঢ়ানুরাগিণী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুকাল অবধি বরাবর তাঁহার এই চেষ্টা ছিল, যদি তিনি কোনরূপে স্বামীর প্রারব্ধ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন। ৩য় ক্লিয়োমিনিস খৃ.পূ.২৩৬ অব্দে স্পার্টার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এজিয়াটিস তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। ক্লিয়োমিনিস আজিয়াটিসের প্রোৎসাহন বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া এজিসের প্রারব্ধ কার্য্য বলপ্রয়োগ দ্বারা সম্পন্ন করিলেন। ইফর নামা অধিকৃত পুরুষেরাই ঐ বিষয়ের বিষম বিপক্ষ ছিলেন। ক্লিয়োমিনিস প্রথমে তাঁহাদিগের উপাংশু বধ সম্পাদন করিয়া উক্ত সংকল্পিত বিষয়ের সাধন কল্পে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সমস্ত ব্যক্তি ঋণজালে জড়িত হইয়া দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের উদ্ধারার্থ এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন যে, অতঃপর আর কাহাকে পূর্ব্বকৃত ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। আর, তিনি বিনা বিরোধে ভূমির বিভাগ ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তিনি যে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন তাহাতেই কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে এমনি বোধ হইতে লাগিল যে, স্পার্টানগরের ভূতপূর্ব্ব শুভ দিন অবিলম্বে পুনরুদিত হইবে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, ঐ সময়ে একিয় মৈত্রী বদ্ধ ব্যক্তিদিগের সহিত স্পার্টার সংগ্রাম উপস্থিত হয়। সংগ্রামানলে স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিস পতঙ্গ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন, এবং স্পার্টানগরের সম্ভাবিত শুভ লাভের আশা ভস্মীভূত হইল।

গ্রীসদেশের মধ্যে যে সময়ে স্পার্টা ও এথেন্স প্রভৃতির প্রাধান্য ও প্রাদুর্ভাব হয়, একেইয়ারাজ্য তৎকালে সামান্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। কালান্তরে ঐ রাজ্যের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। একেইয়ার অন্তঃপাতী বারটী নগর একবাক্য হইয়া অতিপূর্ব্বকালে পরস্পর মৈত্রীবন্ধন করে। কিন্তু প্রথম প্রথম উহাদিগের দ্বারা গ্রীসদেশের উপকার দর্শে নাই। ঐক্য অংশেও উহাদিগের দৃঢ়তা ছিল না। মাসিডোনিয়েরা যে সময়ে গ্রীস-

দেশে আধিপত্য বিস্তারিত করে, সেই সময়ে উহাদিগের এই বোধ হইল, দৃঢ়তর ঐক্য ব্যতিরেকে গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার সম্ভাবনা নাই। অতএব ঐক্যবিধান বিষয়ে উহারা সাতিশয় যত্নবান হইল। দ্বাদশ নগরের মধ্যে কেবল চারিটী নগরের লোকে মাসিডোনিয়দিগকে গ্রীসদেশ হইতে দূরীভূত করিয়া দিবার আশয়ে খৃ.পূ. ২৮০ অব্দে দৃঢ়তররূপে মৈত্রীবন্ধন করিল। খৃ.পূ. ২৭৫ অব্দে অন্য অন্য নগরের লোকেও উহাদিগের সহিত সঙ্গত হইল। উত্তরোত্তর উহাদিগের প্রভাব বৃদ্ধি হইতে লাগিল। খৃ.পূ. ২৫১ অব্দে উহাদিগের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠিল। ঐ অব্দে আরেটস স্বজন্মভূমি সিসিয়ন নগরের লোকদিগকে লওয়াইয়া উহাদিগের সহিত মিলিত হইলেন। উহারা আরেটসকে আপনাদিগের দলের সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে প্রতিষ্ঠিত করিল। যে যে রাজ্য উহাদিগের সহিত মিলিত হইত, তৎসমুদায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত না হইয়া একরাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। এক ব্যক্তি সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে নিয়োজিত হইতেন। ইজিয়ননগরই রাজকার্য্য পর্য্যালোচনার প্রধান স্থান ছিল। যে যে নগরের লোকে উক্ত মৈত্রীবন্ধনেবদ্ধ হইত, তাহারা বর্ষে বর্ষে সভাস্থলে প্রতিনিধি প্রেরণ করিত। কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে মৈত্রীবন্ধন বদ্ধ সম্প্রদায় নগরের মত গ্রহণ করিতে হইত; কিন্তু মত গ্রহণ কালে প্রধান ও অপ্রধান বলিয়া ইতর বিশেষ বিবেচনা ছিল না। কি ক্ষুদ্র কি বৃহৎ সম্প্রদায়নগরেরই মত তুল্যরূপে গৃহীত হইত। যিনি সর্ব্বাধ্যক্ষতা পদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন যুদ্ধস্থলে তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা ছিল। দুই প্রধান অধিকৃত পুরুষ সর্ব্বাধ্যক্ষের কার্য্যসহায় ছিলেন। আর, সর্ব্বাধ্যক্ষের কার্য্য সহায়িনী এক সভা ছিল। প্রতি নগরের এক এক ব্যক্তি ঐ সভার সভ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইতেন।

ইটোলিয়াদেশীয়েরাও ঐ সময়ে ঐরূপ মৈত্রী বন্ধন করে। উহাদিগের মৈত্রী একিয়দিগের মৈত্রীর অনুকরণ মাত্র। আকার্ণেনিয়া, থেসেলি এবং পিলপনিসস এই কয় স্থানের কতক, ফোসিসদেশের সমুদায় লোক, সেফালেনিয় উপদ্বীপবাসীরা এবং ওজোলি-

বাসী লক্রিয়েরা উহাদিগের সহিত মিলিত হয়। তাহাতে ইটোলিয় মৈত্রীর সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। ইটোলিয় মৈত্রীবন্ধন বদ্ধ ব্যক্তিদিগের থর্ম্মসনগরে বার্ষিক সভা হইত। গ্রীসদেশের হিতানুষ্ঠানই যেরূপ একিয়দিগের উদ্দেশ্য ছিল, ইটোলিয়দিগের সেরূপ ছিল না। উহারা স্বার্থচিন্তনেই তৎপর ছিল। ইটোলিয়েরা অতিশয় সাহসিক ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। সভ্যতা অংশে গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী অন্য অন্য রাজ্যের লোক অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট ছিল। উহারা কখন কখন গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থী হইয়া ভিন্নদেশীয় বিপক্ষগণের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইত। কিন্তু গ্রীসদেশের স্বাধীনতা রক্ষা উহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। রণস্থলে বিলুণ্ঠন লাভ লোভেই উহারা সমরে অগ্রসর হইত। উহাদিগের স্বভাব অতিশয় কদর্য্য, রূঢ় ও কলহপ্রিয়। উহারা এমনি অব্যবস্থিত ছিল যে, কেহই বিশ্বাস করিত না।

খৃ.পূ. ২৫১ অব্দে আরেটস একিয় মৈত্রীর সর্ব্বাধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি ঐ মৈত্রীর জীবাত্মাস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার মতানুসারেই সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। তিনি বারো বার সর্ব্বাধ্যক্ষতাপদ প্রাপ্ত হন। গ্রীসদেশের অন্তঃপাতী প্রায় সমুদায় রাজ্যই ঐ সময়ে এক একজন রাজ্যাপহারীর হস্তগত হইয়াছিল। মাসিডোনিয়ার রাজগণ উহাদিগের সবিশেষ সহায়তা করেন। তাহাতেই উহারা অতিশয় প্রদৃপ্ত হইয়া উঠে। রাজ্যাপহারীদিগকে রাজচ্যুত করিয়া গ্রীসদেশের স্বাধীনতা সম্পাদন করাই আরেটসের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। অতএব তিনি বিপুলতর প্রযত্ন সহকারে সমীহিত সিদ্ধিবিষয়ে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার নিজের সাহস ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা ছিল না, কিন্তু তিনি বিবেকশক্তি এবং বক্তৃতাশক্তি দ্বারা অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মাসিডোনিয়াদেশীয় যে সৈন্যদল এক্রকরিন্থস পর্ব্বতে অবস্থাপিত ছিল, আরেটস খৃ. পূ. ২৪৩ অব্দে তাহাদিগকে তথা হইতে দূরীভূত করিয়া দিলেন, এবং করিন্থ ও মেগারার লোকদিগকে সম্মত করিয়া একিয় মৈত্রীর নিয়মবদ্ধ করিলেন। খৃ. পূ. ২২৬ অব্দে আরেটসের যত্নেই ট্রিজিন, এপিডরস, ফ্লাইয়স, হর্ম্মিয়নি এবং আ-

র্গস এই কয় স্থানের লোক একিয় মৈত্রীর নিয়মবদ্ধ হয়। ইহার তিন বৎসর পূর্ব্বে আরেটস এথিনিয়দিগকে মাসিডোনিয়ার হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া দেন। আরেটস এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ঐ সময়ে ইটোলিয়েরা একিয়দিগের সহিত শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হয়। উহারা একিয়দিগের এমনি বিপক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল যে, একিয়দিগকে পরাভব করিবার মানসে মাসিডোনিয়ার অধিপতি আন্টিগোনস গোনাটাসের সহিত সন্ধি করিল। ঐ সময়ে স্পার্টারও সবিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া উঠে। স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিস স্বদেশের অবস্থা সংশোধন বিষয়ে যত্নবান্ হইয়া যে যে উপায় অবলম্বন ও ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, তদ্দ্বারা স্পার্টানগরীয়দিগের কেবল যে, অবস্থা সংশোধিত হইয়াছিল এরূপ নহে, উহাদিগের প্রভাবও অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়াছিল। উহারা প্রতিবেশবাসীদিগকে অনায়াসে স্ববশে আনয়ন করিতে সমর্থ হইল। আর্গস এবং ম্যান্টিনিয়ানগর উহাদিগের হস্তগত হইল। পূর্ব্বে সমস্ত পিলপনিসসবাসীদিগের উপরে স্পার্টানগরের যেরূপ অখণ্ডিত ও অবিরোধিত একাধিপত্য ছিল, ক্লিয়োমিনিস সেইরূপ আধিপত্য লাভে লোলুপ হইলেন। ওদিকে আরেটসেরও পিলপনিসস অধিকার করিবার মানস হইয়াছিল। এক বিষয়ে উভয়ের লোভ হওয়াতে উভয়ের বৈর অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কোন পক্ষই ন্যূনতা স্বীকার করিল না। আরেটস স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত যুদ্ধ সংকল্প করিয়া খৃ. পূ. ২২৪ অব্দে মাসিডোনিয়ার অধীশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। মাসিডোনিয়দিগকে গ্রীসদেশ হইতে দূরীভূত করিবার উদ্দেশেই একিয়েরা পরস্পর মৈত্রী করে, কিন্তু আরেটস জিগীষাপরবশ হইয়া সে উদ্দেশ্য ভুলিয়া গেলেন এবং স্বয়ং উদযোগী হইয়া মাসিডোনিয়দিগকে গ্রীসদেশে আনয়ন করিতে উদ্যত হইলেন।

মাসিডোনিয়ার অধিপতি আন্টিগোনস গোনাটাস খৃ. পূ. ২৩৯ অব্দে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ডেমিট্রিয়স রাজ্যাধিকারী হন। ডেমিট্রিয়স খৃ. পূ.

২২৯ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া ফিলিপ নামে এক পুত্র রাখিয়া দেহ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যু কালে ফিলিপ বয়ঃপ্রাপ্ত হন নাই। অতএব আন্টিগোনস ডোসন নামে এক ব্যক্তির উপরে তাঁহার রক্ষকতা কার্য্যের ভার সমর্পিত হয়। আন্টিগোনস ডোসন রাজপ্রতিনিধি হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। আরেটস স্পার্টার সহিত যুদ্ধার্থী হইয়া আন্টিগোনস ডোসনের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনিও সাহায্যদান করিবেন বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিস প্রথম প্রথম রণস্থলে কৃতকার্য্য হইতে লাগিলেন। তিনি একিয় মৈত্রীবদ্ধ ব্যক্তিদিগকে যুদ্ধত্রয়ে পরাজয় করিলেন। বহুতর নগর তাঁহার হস্তগত হইল। অনন্তর, তিনি এক্রকরিন্থস দুর্গ অবরোধ করিলেন। তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, বিপক্ষগণ যদি সন্ধি করিতে চায়, তাহা হইলে তিনি সন্ধি করিয়া বিবাদ শেষ করেন। কিন্তু আরেটস সন্ধি না করিয়া এক্রকরিন্থস দুর্গ মাসিডোনিয়দিগের হস্তে সমর্পণ করিতে উদ্যত হইলেন। আন্টিগোনস ডোসন ঐ দুর্গ অধিকার করিতে আগমন করিলেন। ইটোলিয়েরা থর্ম্মপিলির পথ রুদ্ধ করিয়াছিল। তন্নিবন্ধন তাঁহাকে অনেক ঘুরিয়া আসিতে হইল। তিনি করিন্থে উপনীত হইলে পর স্পার্টারাজ ক্লিয়োমিনিস বিপক্ষতাচরণে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়াতে তাঁহাকে স্পার্টানগরে ফিরিয়া যাইতে হইল। অতএব তিনি আন্টিগোনসকে পরাহত করিতে পারিলেন না। খৃঃপূ. ২২৩ অব্দের বসন্তকালে আন্টিগোনস আর্কেডিয়ায় গমন করিলেন এবং আরেটসের সহিত মিলিত হইয়া কতিপয় নগর হস্তগত করিয়া লইলেন। ক্লিয়োমিনিস তাঁহার জয় কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হইলেন না। যাহা হউক, খৃ পূ ২২২ অব্দে স্পার্টারাজের পক্ষে কিঞ্চিৎ সুবিধা হইয়াছিল। কিন্তু সে সুবিধা কতিপয় দিনমাত্র স্থায়ী হয়। অনতি দীর্ঘকাল পরে আন্টিগোনস ত্রিশ হাজার সৈন্য লইয়া লেকোনিয়া আক্রমণ করিলেন। ক্লিয়োমিনিস তৎকালে স্পার্টার উত্তরে সেলাসিয়ায় শিবির স-

নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। খৃ. পূ. ২২১ অব্দে ঐ স্থলে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। স্পার্টানগরীয়েরা যুদ্ধে পরাজিত হইল। মেগালপলিসের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ফাইলপিমেন যুদ্ধ কালে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সাহস ও পুরুষকার দ্বারা যুদ্ধে একিয়দিগের জয় লাভ হইল। ক্লিয়োমিনিস কতিপয় অশ্বারোহ সৈন্যসহ রণস্থল হইতে প্রস্থান করিয়া স্পার্টানগরে গমন করিলেন। কিন্তু ঐ স্থানে আত্মবিপদ আশঙ্কা করিয়া তিনি আলেগজাণ্ড্রিয়ায় আত্মবন্ধু ৩য় টলেমির নিকটে গমন করিলেন। তাঁহার মনে এই আশা ছিল যে, বন্ধুর নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। কিন্তু অব্যবহিত পরেই তাঁহার বন্ধুর মৃত্যু হইল। তাঁহার সমুদায় আশা বিফল হইল। টলেমির মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যাধিকারী হইলেন। টলেমির পুত্র অতি উচ্ছৃঙ্খল, অব্যবস্থিতচিত্ত এবং অধার্ম্মিক ছিল। তাহার নিকটে সাহায্য প্রাপ্তি দূরে থাকুক ঐ অধার্ম্মিক, ক্লিয়োমিনিসকে এক প্রকার বন্দীকৃত করিয়া রাখিল। আলেগজাণ্ড্রিয়াবাসী প্রজাগণ টলেমির পুত্রকে অতিশয় ঘৃণা করিত। অতএব ক্লিয়োমিনিস এবং তাঁহার বন্ধুগণ প্রজাগণকে বিদ্রোহে প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তদ্বিষয়ে কৃতকৃত্য হইতে পারিলেন না। খৃ. পূ. ২২০ অব্দে আত্মহত্যা সম্পাদন করিলেন। ক্লিয়োমিনিসের মাতা এবং তাহার সন্তানেরা তাঁহার সমভিব্যাহারে আলেগজাণ্ড্রিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। ক্লিয়োমিনিসের মৃত্যুর পর তাঁহারাও নিহত হইলেন। অন্টিগোনস, সেলাসিয়ার যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া স্পার্টানগর অবিরোধে অধিকার করিলেন। কিন্তু তিনি স্পার্টানরের ভূতপূর্ব্ব প্রভাব ও মহিমা স্মরণ করিয়া তত্রত্য প্রজাগণের প্রতি ক্রূরাচরণে পরাঙ্মুখ হইলেন। উহাদিগের পূর্ব্বতন রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী পুনঃ প্রচলিত হইল এবং ইফর পদ পুনঃ স্থাপিত হইল। কেবল রাজবংশ বিলুপ্ত হইল এবং স্পার্টানগরে মাসিডোনিয় সৈন্য অবস্থাপিত হইল। অন্টিগোনস যৎকালে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, সে সময়ে ইলিরিকমবাসীরা তাঁহাকে স্বরাষ্ট্রে অ-

অনুপস্থিত দেখিয়া মাসিডোনিয়া আক্রমণ করে। তন্নিমিত্ত আন্টি-গোনসকে সত্বর মাসিডোনিয়ায় ফিরিয়া যাইতে হইল।

সেলাসিয়ার যুদ্ধে পরাভব হওয়াতে স্পার্টানগরের প্রভাব ও গৌরব যেমন লুপ্ত হইল, একিয় মৈত্রীরও তেমনি স্বাধীনতা দূরগত হইল। এক্রকরিন্থস দুর্গ মাসিডোনিয়দিগের হস্তগত হ-ইল এবং গ্রীসদেশে উহাদিগের প্রভুত্ব লাভ হইল। উহাদি-গের অমতে একিয়মৈত্রীর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার সামর্থ্য ছিল না। এ সমুদায়ই আরেটসের অদূরদর্শিতার ফল। আন্টি-গোনস ডোসন খৃ. পূ. ২২০ অব্দে দেহ পরিত্যাগ করেন। ডে-মিট্রিযসের পুত্র ৫ম ফিলিপ ঐ অব্দে মাসিডোনিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সতর বৎসর মাত্র। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় উৎসাহ সম্পন্ন, ক্ষিপ্রকারী এবং সমর প্রিয় ছিলেন। খৃ. পূ. ২২০ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১৭৯ অব্দে শেষ হয়। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালের মধ্যে তিনি অসামান্য সমরপ্রাবীণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের আরম্ভেই ইটোলিয় ও স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত মাসিডো-নিয় ও একিয়দিগের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লাইকর্গস নামে এক ব্যক্তি অর্থ দ্বারা ইফরদিগকে বশীভূত করিয়া স্পার্টার রাজ-পদে অধিষ্ঠিত হন এবং ইটোলিয়দিগের সহিত যোগ করিয়া একিয় ও মাসিডোনিয়দিগের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত করেন। ইটোলিয়েরা আর্কেডিয়া আক্রমণ করিলে পর আরেটস স-সৈন্য হইয়া সমরাঙ্গনে গমন করিলেন। কিন্তু তিনি রণস্থলে পরা-জিত হইলেন। ইটোলিয়েরা যুদ্ধে জয়ী হইয়া অবিরোধে দেশ বিলুণ্ঠন করিল। খৃ. পূ. ২২০ অব্দে এই ঘটনা হয়। অনন্তর বৎসরত্রয় ব্যাপী হইয়া একিয়দিগের সহিত ইটোলিয়দিগের যে মহাসংগ্রাম হয়, এই যুদ্ধই তাহার আরম্ভ। ঐ সংগ্রামে বিয়ো-শিয়া, ফোসিস, এপিরস, আকার্নেনিয়া ও মেসেনিয়া এই কয় দে-শের লোক এবং মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ একিয়দিগে-র সহায়তা করেন। পক্ষান্তরে ইলিস ও স্পার্টার লোকেরা ইটো-লিয়দিগের সহায় হয়। খৃ. পূ ২১৯ অব্দে ফিলিপ একদল

সেনা সমভিব্যাহারে করিয়া ইটোলিয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং একিলোয়স নদী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিলেন। ঐ বৎসর শীতকালে ইটোলিয়েরা যে সময়ে এপিরস ও একেইয়া আক্রমণ করিতে যায়, ফিলিপ সেই সময়ে ইলিস ও আর্কেডিয়া আক্রমণ করিলেন এবং ইটোলিয়দিগের অধিকৃত তত্রত্য দুর্গ সকল ভগ্ন করিলেন। খৃ পূ ২১৮ অব্দের বসন্তকালে ফিলিপ পুনরায় ইটোলিয়ায় প্রবেশ করিলেন এবং ঐ দেশের রাজধানী থর্ম্মস অধিকার করিয়া পিলপলিসসের দক্ষিণ সীমা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। অনন্তর ফিলিপ যেমন পিলপলিসস পরিত্যাগ করিলেন, এদিকে ইটোলিয়েরা একিয়দিগকে আক্রমণ করিল। একিয়েরা ফিলিপের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিল। কিন্তু ফিলিপ, তৎকালে ইটালিতে হানিবলের সহিত রোমকদিগেব যে সংগ্রাম হইতেছিল, তাহাতে অভিনিবিষ্ট হন। এই হেতু তিনি একিয়দিগের সাহায্য দানে উন্মুখ হইলেন না। তিনি গ্রীসদেশের যুদ্ধ হইতে অবসৃত হইতে অভিলাষী হইয়া খৃ পূ ২১৭ অব্দে ইটোলিয়দিগের সহিত সন্ধি করিলেন। ইটোলিয়েরা তাঁহাকে আকার্নেনিয়া ছাড়িয়া দিল। তদ্ব্যতিরিক্ত আর যে যে দেশ তাহারা জয় করিয়াছিল, সে সমুদায় আপনাদিগের হস্তে রাখিল। একিয়েরা ফিলিপের এই আচরণে অতিশয় অসন্তুষ্ট হইল। আরেটস ঐ বিষয় লইয়া ফিলিপের সহিত বাদানুবাদ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি অধিককাল ফিলিপকে বিরক্ত করিতে পারেন নাই। ফিলিপ বিষ পান করাইয়া খৃ পূ ২১৩ অব্দে তাঁহার প্রাণ সংহার করেন।

ফিলিপের যুদ্ধ বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ ছিল। গ্রীসদেশের যুদ্ধে তাঁহার বিজয় কণ্ডূ বিনোদিত না হওয়াতে তিনি রোমকদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইতে সাতিশয় সমুৎসুক হইলেন। খৃ পূ ২১৬ অব্দে ক্যানির রণক্ষেত্রে রোমকদিগের সহিত হানিবলের যে সংগ্রাম হয়, তাহার পর ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করিলেন। ফিলিপ হানিবলের সহিত সন্ধি করাতে রোমকদিগের মনে এই আশঙ্কা জন্মিল, পাছে মাসিডোনিয়েরা রোম

আক্রমণ করে, এই ভয়ে উহারা টারেণ্টমে একদল জাহাজ রাখিয়া দিল। পর বৎসর রোমকেরা ইলিরিকমের অন্তঃপাতী কতিপয় নগর ফিলিপের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিল। কিন্তু তৎকালে রোমে যে দারুণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, রোমকেরা তাহাতে ব্যতিব্যস্ত ছিল। উহাদিগের এরূপ অবসর ছিল না যে, উহারা ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। অতএব উহারা ইটোলিয়দিগকে ফিলিপের সহিত সমরে প্রবর্ত্তিত করিবার অভিপ্রায়ে খৃ. পূ. ২১১ অব্দে ইটোলিয়দিগের সহিত সন্ধি করিল। ইটোলিয়েরা রোমকদিগের সাহায্য বল দর্পিত হইয়া সোৎসাহ চিত্তে ফিলিপের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীসদেশের কতক লোক ফিলিপের, আর কতক লোক ইটোলিয়দিগের পক্ষ হইল। গ্রীসদেশীয়েরা এইরূপে জিগীষাপরবশ হইয়া পরের নিমিত্ত স্বজাতির ও স্বজাতির শোণিত পাত করিতে লাগিল। রোমকেরা সহায় হইয়া কতিপয় যুদ্ধে ইটোলিয়দিগকে জয়ী করিয়া দিয়াছিল। জয় লাভ হওয়াতে উহারা অতিশয় গর্ব্বিত ও উদ্ধত হইয়া উঠিল। এই নিমিত্তই এথেন্সের লোকেরা সন্ধিরূপ সলিলসেক দ্বারা সমরানল নির্ব্বাণ করিবার বহুতর প্রয়াস পাইয়াও কৃতকৃত্য হইতে পারিল না। প্রথমে রোমকেরা ইটোলিয়দিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল, শেষে সাহায্য দানে বিরত হইল। সুতরাং ইটোলিয়েরা আর ফিলিপের সহিত যুদ্ধ করিতে শক্ত হইল না। তাহাদিগকে কাজে কাজেই ফিলিপের সহিত তাঁহার ইচ্ছামত সন্ধি করিতে হইল। খৃ. পূ. ২০৫ অব্দে ঐ সন্ধি হয়। অনন্তর, খৃ. পূ. ২০৪ অব্দে ফিলিপেরও রোমকদিগের সহিত সন্ধি হইল। সন্ধির নিয়মানুসারে রোমকেরা ইলিরিকমের কতক অংশে অধিকার প্রাপ্ত হইল। সন্ধিবিধান কালে উভয় পক্ষ সম্মত হইয়া এই নিয়ম করিল, কেহ কাহার মিত্রের উপরে অত্যাচার করিতে পারিবে না।

যে সময়ে গ্রীসের উত্তরাংশে যুদ্ধ চলিতেছিল, সে সময়ে পিলপনিসসে সমরানল নির্ব্বাণ ছিল না। ফাইলপিমেন খৃ. পূ. ২০৮ অব্দে একিয় মৈত্রীর সর্ব্বাধ্যক্ষ হন। তিনি দণ্ডনীতি বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ছিলেন। যুদ্ধ বিষয়েও তাঁহার অসামান্য

প্রাবীণ্য ছিল। স্পার্টানগরের সহিত একিয়দিগের যে যুদ্ধ ঘটনা হয়, সেই যুদ্ধেই তিনি আপনার অসামান্য সমরপ্রাবীণ্যের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। স্পার্টা রাজ্যাপহারী লাইকর্গসের মৃত্যুর পর মেকানিডাস নামে এক ব্যক্তি খৃ. পূ. ২১১ অব্দে স্পার্টার রাজ্যাধিকার হস্তগত করিয়া লয়। মেকানিডাস রাজ্য প্রাপ্তির পর অবধিই একিয়দিগের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করেন। উভয় পক্ষের বিদ্বেষভাব ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া খৃ. পূ. ২০৭ অব্দে ম্যাণ্টিনিয়ার অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। সেই সংগ্রামে মেকানিডাস ফাইলপিমেনের নিকটে পরাস্ত হইল। ঐ অব্দেই নেবিস নামে অপর দুরাত্মা স্পার্টার রাজ্যাধিকার হস্তগত করিয়া লয়। ঐ দুরাত্মা শোণিতপ্রিয় নরাকৃতি রাক্ষস ছিল। দুরাত্মারা প্রজাগণের উপরে যত প্রকার অত্যাচার করিতে পারে, ঐ দুরাত্মা স্পার্টানগরীয়দিগের উপরে সে সমুদায় অত্যাচার করিয়াছিল।

রোমকদিগের সহিত ফিলিপের সন্ধি হইয়াছিল। বোধ হয় তিনি মনের সহিত সে সন্ধি করেন নাই। বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে সন্ধি করিলে তিনি কখন সন্ধির নিয়মোল্লঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হইতেন না। সন্ধির নিয়ম মধ্যে উল্লিখিত ছিল, এক পক্ষ অন্য পক্ষের মিত্রগণের প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবেন না। কিন্তু ফিলিপ সে নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই। ইজিপ্ট দেশের রাজা টলেমি এফিফেনিস রোমকদিগের আশ্রিত ও অনুগত ছিলেন। ইজিয় সমুদ্রের উত্তরাংশে তাঁহার যে রাজ্যাধিকার ছিল, ফিলিপ তাহা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন এবং অনতিবিলম্বে এথেন্সনগর অবরোধ করিলেন। তিনি যে কারণে এথেন্স অবরোধ করেন, সে কারণ এই, আকার্ণেনিয়াদেশীয় দুই যুবা পুরুষ কিয়ৎকাল এথেন্সনগরে অবস্থান করে। একদা এথিনিয় প্রজাগণের এই বোধ হইল, ইলিউসিসে যে ধর্ম্মক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, ঐ দুই যুবা পুরুষ নিষিদ্ধ আচরণ দ্বারা তাহার অপবিত্রতা সম্পাদন করিয়াছে। অতএব উহারা রাগান্ধ হইয়া ঐ দুই ব্যক্তির প্রাণহত্যা করিল। তন্নিবন্ধন আকার্ণেনিয়েরা অতিশয় রোষপরবশ, হইয়া বৈরনি-

র্যাতনার্থী হইল। উহারা মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপের নিকটে সাহায্যপ্রার্থনা করিল। ফিলিপ সাহায্যদান করিলেন। অনন্তর; উহারা আটিকা আক্রমণ করিয়া বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিল। ফিলিপ এথিনিয়দিগের বিপক্ষ হইয়া আকার্ণেনিয়দিগের সহায্য দান করেন। এথিনিয়েরা সেই রাগে ফিলিপের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। রোড্সের লোকেরা এবং পর্গেমসের রাজা আটেলস উহাদিগের সহায়তা করিতে লাগিলেন। ফিলিপ এথিনিয়দিগের যুদ্ধের অনুষ্ঠান দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একদল জাহাজ লইয়া এথেন্স অবরোধ করিতে গেলেন। এথিনিয়েরা তত্রত্য রোমীয় পোত সৈনিকগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া ফিলিপকে পরাহত করিল। ফিলিপ সেই রাগে আটিকাদেশে সম্মুখে যাহা পাইলেন তাহাই বিনষ্ট করিতে লাগিলেন। অনন্তর, এথিনিয়েরা সাহায্যার্থী হইয়া রোমনগরে দূত প্রেরণ করিল। রোমকেরা কন্সলপদারূঢ় সল্পিসিয়স গাল্বাকে খৃ. পূ. ২০০ অব্দে গ্রীসদেশে পাঠাইয়া দিল। এইরূপে মাসিডোনিয়ারস হিত রোমকদিগের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। প্রথম যুদ্ধে যে যে রাজ্যের সহিত যে পক্ষের মিত্রতা হইয়াছিল, এ যুদ্ধেও সেই সেই রাজ্যের সহিত সেই পক্ষের মিত্রতা হইল। প্রথম প্রথম রোমকেরা রণস্থলে সমুচিত উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। কিন্তু খৃ. পূ. ১৯৮ অব্দে কুইণ্টিয়স ফ্লেমিনাইনস সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হন। পূর্ব্বে একিয়দিগের সহিত ইটোলিয়দিগের শত্রুতা ছিল। ফ্লেমিনাইনস প্রথমে উভয় জাতির ঐক্য সম্বিধান করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিলেন। অনন্তর, অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি এপিরস হইতে থেসেলিতে গেলেন। ফিলিপ মাসিডোনিয়ায় প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, তিনি ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু তৎকালে সন্ধি হইল না। খৃ. পূ. ১৯৭ অব্দে সাইনস্কেফালির অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ফিলিপ সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হইলেন। ইটোলিয়েরা যুদ্ধকালে অসীম সাহস ও পুরুষকার প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতেই জয় লাভ হইল। শেষে এই নিয়মে সন্ধি

হইল যে গ্রীসদেশের অন্তর্বর্ত্তী যে যে নগরে ফিলিপ সৈন্য রাখিয়াছেন, সে সে স্থানে অতঃপর আর সৈন্য রাখিতে পারিবেন না। এক্রকরিন্থস, ডেমিট্রিয়াস এবং ক্যালসিস এই তিন স্থানে রোমীয় সেনাগণ অবস্থিতি করিবে। এই নিয়মে যে সন্ধি হইল, খৃ. পূ. ১৯৬ অব্দে রোমীয় সেনেট নাম্নী মহাসভা তাহাতে সম্মতি প্রদান করিলেন। এথিনিয়েরা পেরস, ইম্ব্রস, ডিলস এবং সাইরস এই কয় উপদ্বীপের অধিকার প্রাপ্ত হইল। এবং ইজিনা আটেলসের হস্তগত হইল। ইটোলিয়েরা এই সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হইয়া স্পষ্টই বলিতে লাগিল ফ্লেমিনাইনস গ্রীসদেশীয়দিগের স্বাধীনতা প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমীয় সৈন্যগণ যদি এক্রকরিন্থস প্রভৃতি স্থানে অবস্থিতি করে তাহা হইলে গ্রীসদেশীয়দিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা কই হইল।

করিন্থ ভূকন্ধরায় (ইস্থমসে) তিন বৎবর অন্তর যে উৎসব বিধির অনুষ্ঠান নিয়ম ছিল, খৃ. পূ. ১৯৬ অব্দে মহাসমারোহে সেই উৎসব বিধি অনুষ্ঠিত হইল। গ্রীসদেশীয়েরা দর্শনার্থী হইয়া উৎসবস্থলে আগমন করিল। ফ্লেমিনাইনস উৎসবস্থলে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন, অদ্যাবধি গ্রীসদেশ স্বাধীন হইল। ঘোষণা বাক্য শ্রবণ করিয়া গ্রীসদেশীয়েরা অহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। হানিবল সিরিয়ার অধিপতি আন্টিয়োকসকে যুদ্ধে প্রোৎসাহিত করাতে তিনি ঐ সময়ে যুদ্ধের বিবিধ আয়োজন করেন, এবং স্পার্টা রাজ্যাপহারী নেবিস আর্গসের স্বাধীনতা প্রদানে অসম্মত হয়। এই উভয় কারণে ফ্লেমিনাইনসকে কিয়ৎকাল গ্রীসদেশে অবস্থান করিতে হইল। ফ্লেমিনানইস একিয়দিগের সহিত যোগ করিয়া আর্গস স্ববশে আনয়ন পূর্ব্বক স্পার্টানগর আক্রমণ করিলেন। ওদিকে, রোড়স ও পর্গেমসের পোত সৈনিকগণ লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী সমুদ্র তীরবর্ত্তী যাবতীয় নগর অধিকার করিয়া লইল। এই সকল ক্ষতি হওয়াতে নেবিসকে অগত্যা সন্ধি করিতে হইল। খৃ. পূ. ১৯৫ অব্দে ঐ সন্ধি হয়। নেবিসকে অনেক টাকা দিতে হইল, এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী যাবতীয় নগরের স্বাধীনতা প্রদান করিতে হইল। কিন্তু নেবিস স্পার্টার রাজ্যাধিকার হইতে বহিষ্কৃত হয়

নাই। ফ্লেমিনাইনস যৎকালে নেবিসকে জয় করেন, একিয়েরা সে সময়ে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিল। নেবিস স্বাধিকার হইতে বহিষ্কৃত না হওয়াতে উহারা অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিতে লাগিল যে ফ্লেমিনাইনস নেবিসের প্রতি অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন। ইটোলিয়েরাও ঐ কথা বলিল।

এক্রকরিন্থস প্রভৃতি দুর্গত্রয়ে রোমকদিগের যে সৈন্য ছিল, খৃ. পূ. ১৯৪ অব্দে রোমকেরা তথা হইতে সে সৈন্য লইয়া গেল। গ্রীসদেশের স্বাধীনতা লাভ হইল। কিন্তু নেবিস স্পার্টার সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিল বলিয়া ইটোলিয়েরা অতিশয় অসুখিত ছিল। তাহারা নেবিসের নিধন কামনা করিয়া যুদ্ধে তাহার প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিল। নেবিস উহাদিগের প্রোৎসাহন বাক্যে প্রোৎসাহিত হইল এবং ফ্লেমিনাইনস লেকোনিয়ার অন্তঃপাতী যে সমস্ত নগর তাহার হস্ত হইতে একিয়দিগকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার উদ্ধার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাতে একিয়দিগের সহিত নেবিসের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ফাইলপিমেন একিয়দিগের সেনাপতি হইয়া স্পার্টানগর অবরোধ করিলেন। ইটোলিয়েরা নেবিসকে সাহায্য দান করিতে আইল। কিন্তু নেবিসকে সাহায্য দান করা উহাদিগের উদ্দেশ্য নহে। উহারা তাহাকে বধ করিয়া দুর্গ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু স্পার্টানগরীয়েরা বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক আক্রমণ করিয়া অপহৃত দুর্গের উদ্ধার সাধন করিল এবং প্রায় ইটোলিয়াদেশীয় সমুদায় লোককে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিল। নগরমধ্যে তুমূল গোলযোগ উপস্থিত হইল। ফাইলপিমেন ঐ সুযোগে স্পার্টানগরী ও লেকোনিয়াদেশ অধিকার করিয়া লইলেন এবং তত্রত্য লোকদিগকে একিয়মৈত্রীর নিয়মে বদ্ধ করিলেন। খৃ. পূ. ১৯২ অব্দে এই ঘটনা হয়।

রোমকদিগের উপরে ইটোলিয়দিগের অতিশয় বিদ্বেষ বুদ্ধি ছিল। অতএব উহারা সিরিয়ার অধিপতি আণ্টিয়োকসের নিকটে এই কথা বলিয়া পাঠাইল যে গ্রীসদেশ জয় করা কঠিন ব্যাপার নহে, তিনি যদি জয়ার্থী হন গ্রীসদেশ স্বল্পায়াসেই তাঁহার

হস্তগত হইতে পারে। আণ্টিয়োকস খৃ. পূ. ১৯২ অব্দে সসৈন্য গ্রীসদেশে উপস্থিত হইলেন। অনেকেই তাঁহার সহিত মিলিত হইল। কিন্তু রণস্থলে যে ক্ষিপ্রকারিতা ও বিবেচনা আবশ্যক, আণ্টিয়োকস তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই; বিশেষতঃ তাঁহার সমভিব্যাহারে অধিক সৈন্য ছিল না। সুতরাং তিনি যে উদ্দেশে গ্রীসদেশে গমন করিয়াছিলেন, সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করিতে পারিলেন না। খৃ. পূ. ১৯১ অব্দের বসন্তকালে তিনি থর্ম্মপিলির পথে রোমীয়কন্সল এসিলিয়স গ্লেব্রিয়োর নিকটে পরাস্ত হইলেন। অনন্তর, তিনি আসিাখণ্ডে প্রস্থান করিলেন। আণ্টিয়োকসের সহিত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই রোমকেরা অপর যুদ্ধে ইটোলিয়দিগকে পরাজিত করিল। ইটোলিয়েরা সমরে পরাভূত হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিল। খৃ. পূ. ১৯০ অব্দে আপাততঃ ছয় মাস কাল নিয়মে সন্ধি হইল। ছয় মাস অতীত হইলে ইটোলিয়েরা পুনরায় বিপক্ষতাচরণ আরম্ভ করিল। রোমকেরা এবারেও জয়ী হইল। ইটোলিয়দিগকে সমরপরাভূত হইয়া অগত্যা ন্যূনতা স্বীকার করিয়া সন্ধি করিতে হইল। রোমকেরা যুদ্ধের ব্যয় বলিয়া উহাদিগের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ গ্রহণ করিল এবং অন্য অন্য রাজ্যের সহিত উহাদিগের যে মৈত্রী ছিল, তাহা পরিত্যাগ করাইল। ফলতঃ ইটোলিয়েরা যে ঐক্যের প্রভাবে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, রোমকদিগের নিকটে পরাজয়ের পর তাহার প্রভাব একবারে দূরগত হইল।

ফাইলপিমেন যৎকালে স্পার্টানগর অবরোধ করেন, তাহার কতিপয় বৎসর পরে (খৃ. পূ. ১৮৮ অব্দে) পিলপনিসসের উপকূলবর্ত্তী একটী নগর লইয়া স্পার্টানগরীয়দিগের সহিত একিয়দিগের পুনরায় বিরোধ উপস্থিত হইল। উভয় বিরোধীপক্ষই রোমকদিগের উপরে ঐ বিষয়ের মীমাংসা ভার সমর্পণ করিল। কিন্তু রোমকেরা স্পষ্ট উত্তর প্রদান করিল না। শেষে ফাইলপিমেন স্পার্টানগরে গিয়া, যে সকল ব্যক্তি একিয়মৈত্রীর বিপক্ষ হইয়াছিল, তন্মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে নিহত করিলেন; নেবিস যাহাদিগকে বিবাসিত করিয়া দিয়াছিল

তাহাদিগকে স্পার্টানগরে আগমনের অনুমতি দিলেন, এবং তত্রত্য রাজ্যতন্ত্রপ্রণালীর পরিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। লাইকর্গস স্পার্টানগরে যে রাজ্যতন্ত্রপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া যান, ফাইলপিমেন তাহা রহিত করিয়া তথায় প্রাকৃততন্ত্র প্রচলিত করিয়া দিলেন। ফাইলপিমেন ঐরূপ আচরণ করাতে স্পার্টানগরীয়েরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু প্রতীকার করিবার ক্ষমতা না থাকাতে উহারা ক্রোধ সম্বরণ করিয়া রাখিল।

মেসেনিয়াদেশীয়েরা একিয়দিগের অধীন ছিল। খৃ. পূ. ১৮৩ অব্দে উহারা বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। ফাইলপিমেন বিদ্রোহবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মেসেনিয়ায় যাত্রা করিলেন। কিন্তু মেসেনিয়াদেশীয় কতিপয় অশ্বারোহ সৈন্য পথিমধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিল। পশ্চাৎ তাঁহাকে মৃতপ্রায় মেসেনিনগরে লইয়া গেল। মেসেনিয়েরা তৎকালে ক্রোধে অন্ধ হইয়াছিল। উহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিল। অনন্তর, একটী পাত্র বিষে পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে ধৃত হইল। তিনি অম্লানবদনে এবং স্থিরচিত্তে বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক পলিবিয়সের পিতা লাইকর্টাস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি মেসেনিয়াদেশ জয় করিলেন। মেসেনিয়েরা ফাইলপিমেনের প্রাণ বধ করিয়াছিল, তাহাদিগের সেই অপরাধে লাইকর্টাস তত্রত্য প্রধান ব্যক্তিদিগের প্রাণদণ্ড করিলেন।

মাসিডোনিয়ার অধিপতি ফিলিপ আপনার ন্যূনতা স্বীকার করিয়া রোমকদিগের আদিষ্ট নিয়মানুসারে সন্ধি করেন। সেই সন্ধির পর তিনি কিয়ৎ কাল স্থির হইয়া ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষ দশায় রোমকদিগের সহিত পুনরায় যুদ্ধ করিবার সংকল্প করিলেন। যুদ্ধের উদ্‌যোগ হইতে লাগিল। কিন্তু ডেমিট্রিয়স এবং পর্সিউস নামে তাঁহার দুই পুত্রের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি সমরসাগরে অবতীর্ণ হইতে পারিলেন না। পর্সিউস অতিশয় ধূর্ত্ত ছিলেন। তিনি আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার

প্রাণ সংহারের মানস করিয়া পিতাকে বলিলেন, ডেমিট্রিয়স আপনকার প্রাণসংহারের চেষ্টা করিতেছেন। বৃদ্ধ রাজা পর্সিউসের প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিলেন না, তাহার বাক্য ধ্রুব জ্ঞান করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলেন। অকৃতাপরাধে ডেমিট্রিয়সের প্রাণদণ্ড হইল। পর্সিউসের প্রবঞ্চনা ক্রমশঃ প্রকাশ হইয়া পড়িল। রাজা যখন জানিতে পারিলেন, ডেমিট্রিয়সের অপরাধ ছিল না, তিনি কেবল পর্সিউসের কুহকে পড়িয়া পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছেন, তখন তিনি শোকে নিতান্ত অভিভূত হইলেন। শোকশঙ্কু তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। খৃ. পূ. ১৭৯ অব্দে তিনি দেহ ত্যাগ করিলেন। পর্সিউস রাজ্যাধিকারী হইলেন। রোমকদিগের উপরে তাঁহারও বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল। অতএব তিনি পিতার প্রারব্ধ যুদ্ধোদ্যোগ পরিত্যাগ করিলেন না। যুদ্ধের আয়োজন হইতে লাগিল। সাত বৎসর অতীত হইয়া গেল। পর্সিউসের অনেক গুণ ছিল। কিন্তু তাঁহার দুই প্রধান দোষ ছিল। এক দোষ এই, তিনি আপনাকে বড় জ্ঞান করিতেন। দ্বিতীয়, যে সময়ে অর্থ ব্যয় করা অতি আবশ্যক, সে সময়েও তিনি অর্থ ব্যয় করিতেন না।

পর্সিউস ইলিরিকম, থ্রেস, সিরিয়া, বিথিনিয়া, এপিরস ও থেসেলি এই কয় দেশের রাজা ও রাজপুত্রগণের সহিত এবং কার্থেজিয় ও ডেনিয়ুনদীতীরবর্ত্তী কেলটজাতীয়দিগের সহিত মিত্রতা করিলেন। গ্রীসদেশীয়দিগের প্রায় কাহারও এরূপ সাহস ছিল না যে, রোমের বিপক্ষ হইয়া তাঁহার সহিত যোগ করিতে পারে। গ্রীসদেশের মধ্যে কেবল বিয়োশিয়েরা তাঁহার সহিত মিলিত হইল। পর্সিউস তাদৃশ সহায়সম্পন্ন হইয়া খৃ. পূ. ১৭১ অব্দে সমরসাগরে অবতীর্ণ হইলেন। যুদ্ধারম্ভের পর প্রথম তিন বৎসর কোন পক্ষেই জয় পরাজয় হয় নাই। রোমকদিগের সহিত আরব্ধ সংগ্রাম দীর্ঘকাল ব্যাপী হওয়াতে গ্রীসদেশীয়েরা রোমকদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া পর্সিউসের পক্ষ অবলম্বন করে, এরূপ আকার হইয়া উঠিল। কিন্তু তাঁহার কার্পণ্য দোষ প্রযুক্ত নূতন মিত্রতা লাভ দূরে থাকুক, তাঁহার পূর্ব্ব মিত্রগণও

তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। শেষে তিনি একাকী হইয়া পড়িলেন। খৃ পূ ১৬৮ অব্দে পিড্‌নানগরে রোমীয় সেনাপতি ইমিলিয়স পলসের সহিত সংগ্রাম হইল। ঐ সংগ্রামে পর্সিউস সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। রণস্থলে তাঁহার বহুতর ক্ষতি হইল। পর্সিউস পরাজিত হইয়া নিজ সম্পত্তি লইয়া স্যামোথ্রেস উপদ্বীপে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি তথায় ধৃত হইলেন। পলস তাঁহার প্রতি নৃশংস ব্যবহার করেন নাই। তাঁহাকে ইটালিতে লইয়া গেলেন। জয় মহোৎসব কালে পর্সিউস তথায় উপস্থিত থাকাতে পলসের অতিশয় গৌরব বৃদ্ধি হইল। পর্সিউস আর স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারেন নাই। ইটালিতে থাকিয়াই তাঁহাকে জীবন যাপন করিতে হইল। মাসিডোনিয়াদেশ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চারি অংশে বিভাজিত হইল। প্রজাগণ করদায়ী হইল এবং তথায় একনায়ক রাজ্যতন্ত্র পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃততন্ত্র স্থাপিত হইল।

মাসিডোনিয়ার সহিত রোমকদিগের যে শেষ যুদ্ধ হয়, সে যুদ্ধেও একিয়েরা রোমের পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করে। কিন্তু এবারে তাহাদিগের ইচ্ছা ছিল না যে, তাহারা মাসিডোনিয়ার বিপক্ষ হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। এই হেতু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেই পর্সিউসের আনুকূল্য করে। রোমকেরা অগ্রে তাহা জানিতে পারে নাই। শেষে একিয়েরা আপনারাই পরস্পর শত্রুতা করিয়া ঐ কথা প্রকাশ করিয়া দিল। ঐ বিষয় প্রকাশ হইয়াপড়িলে একেইয়ার অন্তঃপাতী যাবতীয় নগরে দোষীর অনুসন্ধান হইতে লাগিল। পরিশেষে এক সহস্রেরও অধিক লোক অভিযুক্ত হইয়া রোমে প্রেরিত হইল। প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক পলিবিয়সও সেই সমভিব্যাহারে ছিলেন। রোমকেরা অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বাস্তবিক দোষ আছে কি না, বিবচনা না করিয়া উহাদিগকে সত্যঙ্কারস্বরূপ দীর্ঘকাল ইটালিতে আটক করিয়া রাখিল। সহস্রাধিক লোকের মধ্যে কেবল তিন শত লোক জীবিত ছিল। উহারা খৃ. পূ. ১৫০ অব্দে স্বদেশে প্রতিগমনের অনুমতি প্রাপ্ত হয়। যুদ্ধ কালে ইটোলিয়েরাও একিয়দিগের ন্যায় মা-

সিডোনিয়ার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া রোমকদিগের সন্দেহ জন্মে। অতএব উহারা একিয়দিগের অপেক্ষাও ইটোলিয়দিগের প্রতি অধিকতর নৃশংস ব্যবহার করিল। পাঁচ শত পঞ্চাশ জন প্রধান লোক নিহত হইল, এবং অনেকে কারারুদ্ধ হইল।

গ্রীসদেশের প্রতি রোমকদিগের যে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ ছিল, এথিনিয়দিগের হইতেই তাহা ধ্বংসিত হইল। এথিনিয়েরা দারিদ্র্য নিবন্ধন ওরোপস নামে একটী নগর বিলুণ্ঠন করে। ঐ নগর উহাদিগের অধিকৃত। রোমীয় সেনেটনাম্নী সভায় উহাদিগের নামে অভিযোগ হইল। সেনেটের সভ্যগণ সিসিয়োনিয়াদেশীয় কতিপয় ব্যক্তির উপরে ঐ বিষয়ের তত্তানুসন্ধান করিবার ভার সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এথিনিয়েরা সেনেটের প্রেরিত ব্যক্তিদিগের নিকটে প্রত্যর্থীরূপে উপস্থিত হইতে অসম্মত হইল। তাহাতে উহাদিগের দশ লক্ষ টাকা দণ্ড হইল। উহারা তাদৃশ গুরুদণ্ডদানে অসমর্থ হইয়া রোমে দূত প্রেরণ করিল এবং সেনেটের নিকটে এই প্রার্থনা করিল দণ্ড রহিত হয়। সেনেটরেরা উহাদিগের প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কৃপা করিলেন। অতঃপর দুই লক্ষ টাকা দণ্ড দানের আদেশ দিলেন। খৃ. পূ. ১৫৫ অব্দে এই ঘটনা হয়। উহার অব্যবহিত পরেই এথিনিয়েরা ওরোপসনগরবাসীদিগের উপরে পুনরায় অত্যাচার আরম্ভ করিল। ওরোপসনগরবাসীরা এবারে একিয়দিগের নিকটে এথিনিয়দিগের অত্যাচার নিবারণের প্রার্থনা করিল। একিয়েরা ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিল, যদি এথিনিয়েরা পুনর্ব্বার ওরোপসবাসীদিগকে কিছু বলে, তাহা হইলে তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল হইবে। এথিনিয়েরা ভয়প্রযুক্ত ওরোপসবাসীদিগের উপরে অধিকতর অত্যাচারের আচরণ হইতে বিরত হইল।

খৃ. পূ. ১৪৯ অব্দে থ্রেসদেশীয় অতিনীচ বংশোদ্ভব আণ্ড্রিস্কস নামে এক ব্যক্তি ফিলিপ নাম গ্রহণ করিয়া মাসিডোনিয়া রাজ্যার্থী হইল, এবং এই বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিল, আমি মৃত রাজা পর্সিউসের পুত্র। মাসিডোনিয়েরা রোমকদিগের নিহিত

পারতন্ত্র্যযোক্ত্র বহনে অসমর্থ হইয়াছিল। অতএব উহারা জাল ফিলিপের কথা যথার্থ বোধ করিয়া পালে পালে তাহার সহিত মিলিত হইতে লাগিল। অবিলম্বে রোমকদিগের সহিত জাল ফিলিপের সংগ্রাম উপস্থিত হইল। ফিলিপনামধারী আণ্ড্রিস্কস প্রথম প্রথম যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। খৃ. পূ. ১৪৮ অব্দে সিসিলিয়স মিটিলসের নিকটে পরাজিত হইল। জালফিলিপ জয়োৎসব কালে সমভিব্যাহারে থাকিলে দর্শনার্থী ব্যক্তিদিগের কুতূহল এবং আপনার গৌরব বৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া মিটিলস উহাকে রোমে লইয়া গেলেন। মাসিডোনিয়া রাজ্য রোমের অধিকারভুক্ত হইল। যে সময়ে জাল ফিলিপের সহিত রোমকদিগের সংগ্রাম হয়, সে সময়ে গ্রীসদেশীয়েরা পরস্পর বিবাদ হইতে বিরত ছিল না। মিটিলস উহাদিগের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই কথা বলেন তোমরা আপনা আপনি বিবাদ করিয়া কেন অনর্থক কষ্ট পাইতেছ; বিবাদ পরিত্যাগ কর; আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদিগের যাহাতে ভাল হয় সে চেষ্টা করিব; তোমাদিগের যাহার অপরাধ আছে, রোমীয় সেনেটে তাহার বিচার হইবে। অনন্তর, যখন রোমীয় দূতগণ করিন্থীয় সভায় সমাগত একিয়দিগের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন একিয়েরা দূতগণের প্রতি অনাস্থা ও অনাদর প্রদর্শন করিল। দূতগণ অবমানিত হইয়া ফিরিয়া গেলেন। মিটিলস পুনরায় দূত প্রেরণ করিলেন। এবারেও দূতগণ কৃতার্থতা লাভে সমর্থ হইলেন না। আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি হয়। একিয়েরা চৈতন্যশূন্য হইয়া রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিল। মিটিলস খৃ. পূ. ১৪৭ অব্দে মাসিডোনিয়া ও থেসেলিদেশ স্ববশে আনয়ন করিয়া সসৈন্য বিয়োশিয়ার অভিমুখে গমন করিলেন। একিয় মৈত্রীর সর্ব্বাধ্যক্ষ (ষ্ট্রেটিগস) ক্রিটোলেয়স থর্ম্মপিলি অধিকার করিবার বাসনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় পৌঁছিতে তাঁহার অনেক বিলম্ব হইয়া গেল। তিনি থর্ম্মপিলির পথ রোধ করিতে পারিলেন না। অনন্তর, হিরাক্লিয়ার অনতিদূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইল। ক্রিটোলেয়স পরাভূত হইয়া প্রস্থান করিলেন। তিনি লক্রিসদেশে গিয়া সৈন্য

সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এবারেও পরাজিত হইলেন, এবং যে সময়ে রণস্থল হইতে প্রস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে নিহত হইলেন।

অবিমৃষ্যকারিতার ফল হাতে হাতেই ফলিয়া থাকে। একিয়েরা যেমন অবিমৃষ্যকারীর কর্ম্ম করিয়াছিল, তেমনি তাহাদিগের সমুচিত প্রতিফল হইল। ক্রিটোলেয়সের মৃত্যু হইলে পর উহারা নিতান্ত হতাশ হইল। এদিকে মিটিলস উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; ওদিকে একদল সৈন্য রোম হইতে আসিয়া পিলপনিসসে উপস্থিত হইল। নবাগত সৈন্যগণ দেশ উৎসন্ন করিয়া ফেলিল। ক্রিটোলেয়সের মৃত্যুর পর ডাইয়ুস তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি একিয়দিগের হতাবশিষ্ট সৈন্যগণকে করিন্থের অনতিদূরে একত্র সংগৃহীত করিলেন এবং দ্বাদশ সহস্র দাসের হস্তে অস্ত্র দিয়া সেনামধ্যে সমাবেশিত করিলেন। মিটিলস কিয়ৎকাল বিয়োশিয়ায় অবস্থান করিয়া থিবিসনগরীয়দিগকে দণ্ডপ্রদান করিলেন। থিবিসনগরীয়েরা একিয়দিগের পক্ষ হইয়া পূর্ব্ব যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল, সেই অপরাধে উহাদিগের নগর বিনাশিত হইল। অনন্তর, তিনি মেগারার অভিমুখে গমন করিলেন এবং পুনরায় সন্ধিরূপ সলিলসেক দ্বারা প্রজ্বলিত সমরানল নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা বিফল হইল। মোহান্ধ ডাইয়ুস কোন কথাই গ্রহ করিলেন না। ইতিমধ্যে নিয়মিত সময় পূর্ণ হওয়াতে মিটিলসের সৈনাপত্য কর্ম্মের ভার হস্তান্তরগত হইল। মমিয়স তৎকর্ম্মের ভার প্রাপ্ত হইলেন। মমিয়স অতিশয় নির্দ্দয় ও রূঢ় স্বভাব ছিলেন। পর দুঃখে তাঁহার দুঃখ বোধ ছিল না। তিনি খৃ. পূ. ১৪৬ অব্দে তেইশ হাজার পদাতি এবং তিন হাজার পাঁচ শত অশ্বারোহ সৈন্য লইয়া একবারেই করিন্থভূকন্ধরা (ইস্থমস) অধিকার করিলেন। অনন্তর, করিন্থের অনতিদূরে লিউকোপেট্রায় যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতেই চিরকালের মত গ্রীসদেশীয়দিগের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল। ডাইয়ুস প্রাণনিস্পৃহ হইয়া অনন্য সাধারণ পুরুষকার ও সাহস সহকারে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

পশ্চাৎ তিনি যখন দেখিলেন রণস্থলে প্রায় সকলেই নিহত হইয়াছে, তখন তিনি নিতান্ত হতাশ হইয়া কতিপয় সহচর সমভিব্যাহারে করিয়া স্বজন্মভূমি মেগালপলিসে গমন করিলেন। তিনি ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রথমে স্বহস্তে আপন স্ত্রীর প্রাণবধ করিলেন এবং স্বয়ং বিষ পান ও গৃহে অগ্নিদান করিলেন। যুদ্ধের তিন দিন পরে মমিয়স করিন্থনগরে প্রবেশ করিয়া নগর ভস্মীভূত করিবার আদেশ দিলেন এবং নগর মধ্যে যত পুরুষ ছিল সকলকে নিহত করিয়া অবশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে দাস বলিয়া বিক্রয় করিলেন। করিন্থ রাজ্য রোমকদিগের সাধারণ সম্পত্তি হইল। করিন্থনগর ভস্মাবশেষ হইলে পর রোমীয় সেনাগণ পিলপনিসস বিলুণ্ঠিত, উৎসাদিত ও দাহিত করিল। পিলপনিসসের অন্তঃপাতী অনেকগুলি নগরের করিন্থনগরের ন্যায় দুর্দশা ঘটিল। যাহা হউক, রোমকদিগের যে নিয়ম ছিল কোন দেশ নূতন জয়লব্ধ হইলে তাহা রোমকদিগের অধিকৃত রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত, সল্লার সময় পর্য্যন্ত গ্রীসদেশ সে নিয়মানুসারে জয়লব্ধ জনপদ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। গ্রীসদেশীয়দিগের অবাধ্যতার দণ্ডবিধানার্থ প্রথমে যে ক্রূরতর ব্যবহার অবলম্বিত হইয়াছিল, শেষে তাহা শিথিলীকৃত হইল। যাহা হউক, পূর্ব্বে কি রাজত্ব, কি বিদ্যা, কি অন্য বিষয় সর্ব্বাংশেই গ্রীসদেশীয়দিগের যেরূপ সর্ব্বপ্রাধান্য ছিল, লিউকোপেট্রায় পরাজয়ের পর অবধি সে প্রাধান্য এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল। বিশেষের মধ্যে এই, কোন কোন স্থানে বিদ্যার কিঞ্চিৎ অনুশীলন ছিল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

আসিয়ায় এবং ইজিপ্টে মহাবীর আলেগজ্‌জাণ্ডরের উত্তরাধিকারীগণের রাজত্ব।

খৃঃ পূঃ ৩০১ অব্দে ইপসসে মহাবীর আলেগজাণ্ডরের সেনাপতিগণের পরস্পর যে যুদ্ধ হয়, তাহার পর আলেগজাণ্ডরের অর্জ্জিত অতিবিশাল সেই অখণ্ডিত মহারাজ্য খণ্ডিত হইয়া মাসিডোনিয়া, সিরিয়া, ইজিপ্ট এবং থ্রেস এই চারি রাজ্য হয়। মা-

সিডোনিয়ার বৃত্তান্ত উল্লিখিত হইয়াছে। সিলিউকস এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সিরিয়ায় দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। ইজিপ্টদেশে টলেমির আধিপত্য হয়। আর, থ্রেসদেশ লাইসিমেকস অধিকার করিয়া লন। এতদ্ভিন্ন আসিয়ামাইনরে পন্টস, পর্গেমস, বিথিনিয়া প্রভৃতি কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়াছিল। লাইসিমেকস্ অধিক কাল থ্রেসদেশে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। থ্রেস রাজ্য স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া দীর্ঘকাল পরিগণিত হয় নাই। কিন্তু রোমকেরা যাবৎ প্রবল হইয়া না উঠিয়াছিল, তাবৎ সিরিয়া এবং ইজিপ্ট এই উভয় রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল।

সিলিউকস সিরিয়া রাজ্যের আদি স্থাপয়িতা। তিনি নাইকেটর উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি খৃ. পূ. ৩১২ অব্দে ব্যাবিলনের উদ্ধারসাধন করেন। ঐ অবধি তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হয়। সিলিউকস দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া এবং যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া শেষ সিন্ধুনদ অবধি হেলিস্পণ্ট পর্য্যন্ত সমুদায় দেশ স্বাধিকার ভুক্ত করিয়া লন। সিলিউকস যত দূর স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তত্তাবৎ দেশই সিরিয়া রাজ্য বলিয়া বিনির্দ্দেশিত হয়। কিন্তু যে দেশ পূর্ব্বাবধি সিরিয়া বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সেই স্থান রাজার বাসস্থান হইল। সিলিউকস ঐ দেশে ওরোণ্টিস নদীর উপরে আণ্টিয়ক নামে এক সুসমৃদ্ধ রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। সিলিউকস টাইগ্রিস নদীর উপরে সিলিউসিয়া নামে অপর যে নগর নিবেশিত করেন, তদ্ভিন্ন অন্য কোন নগর আণ্টিয়কের তুল্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল না। সিলিউকস ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ আণ্টিয়ক ও সিলিউসিয়া ব্যতিরিক্ত আরো প্রায় চল্লিশটী নগর স্থাপন করেন। ঐ সকল নগর স্থাপিত হওয়াতে আসিয়াখণ্ডে গ্রীসদেশীয় সভ্যতা প্রভূতরূপে বিস্তারিত হয়। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সিলিউকস মাসিডোনিয়া রাজ্য হস্তগত করিবার অভিলাষ করেন। তন্নিবন্ধন যুদ্ধ উপস্থিত হয়। সিলিউকস সেই যুদ্ধে খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে লাইসিমেকিয়ায় টলেমি সিরানসের হস্তে হত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আণ্টিয়োকস

সোটর রাজ্যাধিকারী হইলেন। খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ২৬৫ অব্দে শেষ হয়। আসিয়াখণ্ডের রাজা রাজপারিষদ ও রাজসভাসদগণের প্রায়ই অব্যভিচরিতরূপে যে সমস্ত দোষ ঘটিয়া থাকে, আন্টিয়োকস সোটরের রাজত্বকালে প্রায়ই সেই সমস্ত দোষের প্রচুররূপে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। আন্টিয়োকস সোটরের উত্তরাধিকারীগণও ঐ সকল দোষের হস্ত হইতে মুক্ত ছিলেন না। এতদ্দেশীয় রাজগণের প্রায় এইরূপ রীতি দেখিতে পাওয়া যায়, কি রাজা, কি মন্ত্রী, কি পারিষদ, কি সভাসদ সকলেই বিজাতীয় সৌখীন হইয়া পড়েন। প্রায় কেহই আন্তরিক যত্ন সহকারে নীতিমার্গের অনুসরণ করেন না। তাঁহারা প্রায়ই পরদার গমন, পরধনাপহরণ এবং অন্যায়াচরণ প্রভৃতি গুরুতর দোষে দূষিত হন। রাজগণ চাটুকারদিগের চাটুবচন শ্রবণে অতিশয় প্রীত হন, লোকেও রাজগণের মনোরঞ্জন নিমিত্ত নিতান্ত নির্গুণ ও নিস্তেজস্ক কাপুরুষের ন্যায় রাজগণের অনুবৃত্তি করিয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি রাজার প্রিয় পাত্র এবং যে সকল রমণী রাজার প্রিয়তম হয়, তাহাদিগেরই অধিকতর প্রাদুর্ভাব দৃষ্টিগোচর হয়। আসিয়ার সমৃদ্ধতর প্রদেশ হইতে অপরিমিত অর্থ সংগৃহীত হওয়াতে সিরিয়ার রাজগণও ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বোদিত দোষ সমুদায়ে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।

আসিয়ামাইনরবাসী কেলট জাতির সহিত সংগ্রামে আন্টিয়োকস সোটর দেহ বিসর্জ্জন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আন্টিয়োকস থিয়স নামে তাঁহার পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। খৃ. পূ. ২৬১ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ২৪৬ অব্দে শেষ হয়। তাঁহার রাজত্ব কালের মধ্যে ইজিপ্টদেশের সহিত একবার যুদ্ধ হয়। আর্সেসিস নামে এক ব্যক্তি পার্থিয়া রাজ্য তাঁহার হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ করে এবং বাক্‌ট্রিয়ার লোকেরা তাঁহার অধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। এই উভয়বিধ কারণে তাঁহার রাজ্যের সীমা অনেক হ্রাস হইয়া গেল। পঞ্চদশ বৎসর রাজত্ব ভোগের পর তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রাণ

সংহার করিল। আণ্টিয়োকস থিয়সের পর ক্যালিনিকস উপাধি দ্বারা বিখ্যাত ২য় সিলিউকস সিরিয়া রাজ্যের অধিকারী হইলেন। তিনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই প্রথমে আপন বিমাতার এবং বৈমাত্রেয় ভ্রাতার প্রাণ বধ করিলেন। তন্নিবন্ধন ইজিপ্ট-দেশের অধিপতি টলেমি ইউর্জ্জিটিসের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইল। টলেমি, সিলিউকসকে সমরে পরাভূত করিয়া সিরিয়া রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। অনন্তর, যুদ্ধার্থী হইয়া টাইগ্রিস নদী অতিক্রম করিয়া গমন করিলেন। কিন্তু বহু দূর গমনে সমর্থ হইলেন না। তাঁহাকে ত্বরায় স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইল। সিলিউকস সেই অবসরে আপনার নষ্ট রাজ্যের অধিকাংশ উদ্ধার করিলেন। তাঁহার ভ্রাতা আণ্টিয়োকস হাইরাক্স আসিয়ামাইনরে স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করাতে, উভয় ভ্রাতায় যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আণ্টিয়োকস রণস্থলে পরাভূত হইলেন। অতঃপর সিলিউকস পার্থিয়া ও বাক্ট্রিয়া রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিলেন না। পর্গেমসের অধিপতি আটেলস ঐ সময়ে সিরিয়া রাজ্যের কতক অংশ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া স্বরাজ্য সীমার অন্তর্গত করিয়ালন। সিলিউকস অশ্ব হইতে হঠাৎ পতিত হইয়া খৃ. পূ. ২৬২ অব্দে দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ৩য় সিলিউকস সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি স্বভাবতঃ অতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিও ভাল ছিল না। তাঁহার দুই সেনাপতি এক পরামর্শী হইয়া খৃ. পূ. ২২৩ অব্দে তাঁহার প্রাণ সংহার করিল।

৩য় সিলিউকসের মৃত্যু হইলে পর তাঁহার ভ্রাতা ৩য় আণ্টিয়োকস সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ১ম সিলিউকসের পর অবধি যত লোক সিরিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করেন, তন্মধ্যে কেহই তাঁহার তুল্য ক্ষমতাশালী ছিলেন না। তিনি মহান্ এই উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি খৃ. পূ. ২২৩ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৮৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি যে সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন, তৎকালে তাঁহার

পঞ্চদশ বর্ষের অধিক বয়ঃক্রম হয় নাই। তাঁহার পূর্ব্বগত রাজগণ যে সকল ব্যক্তিকে শাসনকর্ত্তৃত্বপদে নিয়োজিত করিয়া যান, তাহাদিগের অনেকে তাঁহাকে বালক দেখিয়া বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইল। তিনি প্রথমে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিলেন। পশ্চাৎ ফিনিসিয়া ও পালেষ্টাইন এই উভয় দেশ ইজিপ্টরাজের হস্ত হইতে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইল না। খৃ. পূ. ২১৭ অব্দে গেজায় যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে তিনি সে চেষ্টা পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর তিনি আসিয়ামাইনরে একিয়ুসের সহিত সমরে লিপ্ত হইলেন। একিয়ুস কিয়ৎকাল আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। শেষে খৃ. পূ. ২১৪ অব্দে আণ্টিয়োকসের নিকটে পরাস্ত হইলেন। আসিয়ামাইনরের পূর্ব্বাংশে যে যে প্রদেশ বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়, সে সমুদায় স্ববশে আনয়ন করিবার চেষ্টায় আণ্টিয়োকসের খৃ. পূ. ২১২ অবধি ২০৫ অব্দ পর্য্যন্ত সাত বৎসর অতিবাহিত হয়। অনেক স্থলেই তাঁহার জয় লাভ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি পার্থিয়া ও বাক্‌ট্রিয়া এই উভয় রাজ্য স্ববশে আনয়ন করিতে পারিলেন না। ঐ দুই রাজ্যের সহিত সন্ধি করিয়া ফেলিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ইজিপ্টদেশের সহিত পুনরায় সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন। সিলি-সিরিয়া এবং প্যালেষ্টাইন এই উভয় দেশ তাঁহার হস্তগত হইল। খৃ. পূ. ১৯৬ অব্দে তিনি ইউরোপে গমন করিলেন এবং থ্রেসদেশের অন্তঃপাতী কর্সোনিসস অধিকার করিয়া লইলেন। রোমকেরা কর্সোনিসস মাসিডোনিয়দিগকে ফিরিয়া দিতে কহিল। কিন্তু আণ্টিয়োকস হানিবলের পরামর্শে রোমকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন। হানিবল খৃ. পূ. ১৯৫ অব্দে তাঁহার নিকটে গমন করিয়াছিলেন। আণ্টিয়োকস কেবল যে রোমকদিগের কথা অগ্রাহ্য করিলেন এরূপ নহে, তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবারও উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি খৃ. পূ. ১৯২ অব্দ পর্য্যন্ত ঐ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারেন নাই। ঐ অব্দে ইটোলিয়েরা তাঁহাকে গ্রীসদেশ জয়ার্থ আহ্বান করে। তিনি পুনরায়

ইউরোপে গমন করিলেন। আণ্টিয়োকস আসিয়াখণ্ডে যত যুদ্ধ করেন, তাহাতে যেরূপ পৌরুষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, গ্রীসদেশে গিয়া সেরূপ পারিলেন না। খৃ. পূ. ১৯১ অব্দে থর্ম্মপিলিতে পরাজিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর তিনি আর যুদ্ধে জয় লাভে সমর্থ হন নাই। তাঁহার পোত সৈনিকগণও দুই বার পরাজিত হয়। অবশেষে তিনি খৃ. পূ. ১৯০ অব্দে সিপাইলস পর্ব্বতের অবিদূরে ম্যাগনিসিয়ার সন্নিহিত সংগ্রামে সিপিয়োর হস্তে পরাস্ত হইলেন। এই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে সিরিয়া রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আণ্টিয়োকসকে টরস পর্ব্বতের পশ্চিম সমুদায় প্রদেশ এবং সেনাঙ্গহস্তী ও পোতসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে হইল এবং তিন কোটি টাকা দিতে হইল। ইহার কতিপয় বৎসর পরে তিনি এক সুসমৃদ্ধ দেবালয়ের সম্পত্তি হরণ করিতে যান। তথায় নিহত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ৪র্থ সিলিউকস রাজত্ব প্রাপ্ত হইলেন। খৃ.পূ. ১৮৭ অব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১৭৫ অব্দে রাজত্ব শেষ হয়।

সিরিয়ার অন্তঃপাতী বহুতর প্রদেশ আণ্টিয়োকসের হস্ত বহির্ভূত হইয়া যায়। তাহাতে সিরিয়া রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা ও মহিমার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। যাহা হউক, ঐ রাজ্য ঐ অবস্থায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। মহান্ আণ্টিয়োকসের পর যে যে ব্যক্তি সিরিয়ার সিংহাসনে অধিরূঢ় হয়, তাহারা সকলেই অতিশয় জঘন্য ও অকর্ম্মণ্য। তাহারা এরূপ একটী কর্ম্মও করিতে পারে নাই, যে ইতিহাস গ্রন্থে সেই কর্ম্মের কথা উল্লেখ করা যায়। ফিনিসিয়া এবং প্যালেষ্টাইন এই উভয় দেশের অধিকার লইয়া ইজিপ্টদেশের সহিত মধ্যে মধ্যে তাহাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয় এই মাত্র। মহান্ আণ্টিয়োকসের পর অবধি রোমকেরা ক্রমে ক্রমে সিরিয়া রাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। শেষে খৃ. পূ. ৬৫ অব্দে পম্পি ১৩শ আণ্টিয়োকসকে পদচ্যুত করিয়া সিরিয়ারাজ্য রোমের অধিকারভুক্ত করিয়া লন। যে রাজ্য ধর্ম্মসাম্য, জাতিসাম্য অথবা অন্যবিধ একতাবিধায়ক ব-

ন্ধন দ্বারা দৃঢ়তররূপে বদ্ধ হয়, সেই রাজ্যই সহজে সুশাসনে অ-বস্থিত সুতরাং স্থায়িতা প্রাপ্ত হয়। অন্যথা অস্ত্রবল প্রয়োগ দ্বারা তাহা স্ববশে রাখিতে হয়। সিরিয়া রাজ্যমধ্যে ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগের বসতি ছিল। অতএব অস্ত্র বল প্রয়োগ ব্যতিরেকে ঐ রাজ্য সুশাসনে রাখিবার অন্য উপায় ছিল না। যিনি প্রথম সিরিয়ারাজ্য সংস্থাপন করেন, তাঁহার পর অবধি সিরিয়ার রাজগণের সমররসজ্ঞতা ও রণপাণ্ডিত্য অন্তর্হিত হইয়া যায়। অতএব ঐ রাজ্য যে দীর্ঘকাল একের হস্তগত থাকি-বে, ইহা কোনরূপেই সম্ভাবিত নহে। ঐ রাজ্যের অন্তর্গত যে যে প্রদেশের লোকেরা আপনাদিগের স্বাধীনতা সমর্থনে সমর্থ হই-য়াছিল, তাহারাই স্বাধীন রহিল। তদ্ব্যতিরিক্ত আর সমুদায় প্রদেশ রোমকদিগের হস্তগত হইল।

পূর্ব্বে পার্থিয়া ও বাক্‌ট্রিয়া সিরিয়ার অন্তর্গত ছিল। পশ্চাৎ ঐ উভয় রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। পার্থিয়া ও বাক্‌ট্রিয়া ভিন্ন আসিয়ামাইনরের অনেক ক্ষুদ্র রাজ্য সিরিয়া-রাজের হস্তবহির্ভূত হইয়া যায়। লাইসিমেকস আসিয়ামাইন-রের অধিকাংশ স্থান স্বাধিকৃত গ্রেসরাজ্যের অন্তর্গত করিয়া ল-ন। কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার অধিকৃত আসিয়ামাইনরের অন্তর্ব্বর্ত্তী অধিকাংশ প্রদেশই তাঁহার হস্তবহির্ভূত হইয়া সিলিউকসের হস্তে পতিত হয়। আর কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হই-য়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যে যে প্রদেশ স্বা-ধীনতা প্রাপ্ত ও স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহার বিব-রণ এই ; (১) গ্যালেশিয়ারাজ্য, কেল্‌টজাতির যে দল মাসিডো-নিয়া এবং গ্রীসদেশ বিলুণ্ঠিত ও উৎসাদিত করিয়া আসিয়ামাই-নরে গমন করে, তাহারাই খৃ. পূ. ২৮০ অব্দে আঙ্কিরার অনতি দূরে সিলিউকসকে জয় করিয়া গ্যালেশিয়া রাজ্য স্থাপন করে। (২) পর্গেমস, আটেলস ও ইউমিনিস এই দুই ব্যক্তি পর্গেমসের আদি রাজা; তাঁহারা অতিসদ্বিবেচক এবং সাহসসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহাদিগের অধিকার কালে পর্গেমসের সীমা চতুর্দ্দিকেই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আলেগজাণ্ড্রিয়ায় যেরূপ বিদ্যার অনুশীলন এবং বি-

ন্যায় গৌরব ছিল, পর্গেমসেও সেইরূপ ছিল। পর্গেমসের রাজগণ প্রজার হিতানুষ্ঠানে সদা যত্নবান্ ছিলেন এবং সাধারণ ধন ব্যয় দ্বারা বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন। পর্গেমসে এক প্রসিদ্ধ পুস্তকালয় ছিল। পর্গেমসের রাজগণ রোমকদিগের মিত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। ৩য় ও ৪র্থ আটেলস্ রোমকদিগের নিতান্ত অনুগত ছিলেন। তাঁহারা প্রিয়বাদী ও চাটুকার কাপুরুষের ন্যায় রোমকদিগের অতিশয় অনুবৃত্তি করিতেন। ৪র্থ আটেলস মৃত্যুকালে পর্গেমস রাজ্য রোমকদিগকে দান করিয়া যান। (৩) বিথিনিয়া, পর্গেমস রাজ্য যে সময়ে স্থাপিত হয়, বিথিনিয়া রাজ্যও সেই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। বিথিনিয়ারাজ্য দীর্ঘকাল অখণ্ডিতছিল। ৩য় নিকমিডিস খৃ.পূ. ৭৪ অব্দে মৃত্যুকালে ঐ রাজ্য রোমকদিগকে দান করিয়া যান। (৪) আর্মেনিয়া, মহান আণ্টিয়োকসের শেষ দশায় আর্মেনিয়া রাজ্যের লোকেরা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়। পণ্টস ও ক্যাপাডোসিয়া এই উভয় রাজ্য প্রথমে পারস্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পশ্চাৎ ঐ উভয় রাজ্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হয়।

লেগসের পুত্র টলেমিসোটর খৃ পূ ৩২৩ অব্দে ইজিপ্টদেশের শাসন কর্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হন। পর্ডিকাসের মৃত্যুর পর তিনি সিলি-সিরিয়া এবং ফিনিসিয়া এই উভয় দেশ জয় করিয়া আপন রাজ্যের অন্তর্নিবেশিত করেন। সাইপ্রস উপদ্বীপের অন্তঃপাতী স্যালামিস নগরে ডেমিট্রিয়সের সহিত তাঁহার যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে পরাজয় হওয়াতে সাইপ্রস উপদ্বীপ তাঁহার হস্ত বহির্ভূত হইয়া গেল। যাহা হউক, তিনি আণ্টিগোনস এবং ডেমিট্রিয়সের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া খৃ. পূ. ৩০৬ অব্দে ইজিপ্টদেশের রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পর পর উত্তরাধিকারীগণ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ঐ রাজ্যের উপভোগে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইপ্সসের যুদ্ধের পর তিনি স্বরাজ্যের উন্নতি কল্পে বিশেষরূপে মনোনিবেশ করিলেন। শিল্প, শব্দ ও দর্শনশাস্ত্রের সমধিক অনুশীলন হইতে লাগিল। টলেমির অধিকার কালে ইজিপ্টদেশে যুদ্ধ ও নৌবিদ্যার সমধিক চর্চ্চা হয়। আলেগজাণ্ড্রিয়ায় তাঁহার

রাজধানী ছিল। তথায় বাণিজ্যকার্য্যের অতিশয় প্রাচুর্য্য হয়। তিনি রাজসদন সংযুক্ত করিয়া একটী চিত্রশালিকা (মিয়ুজিয়ম) নির্ম্মাণ করেন। ঐ স্থানে এক প্রসিদ্ধ পুস্তকাগার এবং পণ্ডিতগণের বাসস্থান করিয়া দেন। টলেমি এবং তাঁহার অব্যবহিতপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারীদ্বয় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি কল্পে সাতিশয় যত্নবান ছিলেন। স্বদেশের ইষ্টসাধন কল্পে স্বদেশীয় ব্যক্তিদিগের বিশিষ্ট মনোযোগ ও যত্ন ব্যতিরেকে কেবল বিদেশীয় ব্যক্তির যত্নে সম্যক সৌভাগ্য লাভ হয় না। আর যদিও সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহা কখন চিরস্থায়ী হয় না। টলেমি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদ্বয় ইজিপ্টের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বিপুলতর যত্ন দ্বারা রাজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। কিন্তু ইজিপ্‌শিয়েরা তাঁহাদিগের প্রারব্ধ কার্য্যের সহায়তা করিত না। তাহারা তাঁহাদিগকে বিদেশীয় বলিয়া ঘৃণা ও দ্বেষ করিত, সুতরাং সেই শ্রী অধিক দিন স্থায়িনী হয় নাই। ইজিপ্‌শিয়েরা স্বদেশের হিতসাধনকল্পে মনোযোগ না করাতে টলেমির উত্তরাধিকারীদিগের উত্তরোত্তর প্রযত্ন শৈথিল্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে টলেমির উত্তরাধিকারীগণ টলেমির সংকল্পিত ইজিপ্টের হিতচেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়গণকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত রাজ্যের সমস্ত আয় অসদ্বিষয়ে বিনিয়োজিত করিতে আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে আলেগজাণ্ড্রিয়ার যে রাজসভায় নিয়ত কাল সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ এবং সদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান কল্পনা ও জল্পনা হইত, সেই রাজসভা শেষে অসদালাপ, অসৎপ্রসঙ্গ এবং অসদ্বিষয়ের অনুষ্ঠান কল্পনা স্থান হইয়া উঠিল।

টলেমি সোটর খৃ. পূ. ২৮৫ অব্দে আপনার কনিষ্ঠ পুত্র টলেমি ফিলাডেল্‌ফসকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া খৃ. পূ. ২৮৩ অব্দে দেহ পরিত্যাগ করেন। টলেমি ফিলাডেল্‌ফস ২৮৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ২৪৭ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। টলেমি সিরানস ও টলেমি মিলিয়েজর নামে তাঁহার দুই ভ্রাতা ছিলেন। তাঁহারা রাজ্যাধিকারে বঞ্চিত হইলেন। ফিলাডেলফসের দীর্ঘকাল রাজত্বের মধ্যে অধিক যুদ্ধ ঘটনা হয়

নাই। সিরিয়ারাজ্যের সহিত ইজিপ্টের যে চির বিরোধ ছিল, ফিলাডেলফসের অধিকার কালে সে বিরোধের বাধ হয় নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি রোমকদিগের সহিত সন্ধিবিধান করেন। তাঁহার দীর্ঘতর রাজত্ব কালের অধিকাংশ সময়ই রাজ্যের কুশলচিন্তায় ব্যয়িত হয়। তিনি অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁহার নিকটে বিদ্বান ব্যক্তিদিগের সমধিক প্রশ্রয় ও আদর ছিল। তাঁহার প্রতিপোষকতা গুণ প্রভাবে শিল্প ও শব্দ বিদ্যার সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হয়। তাঁহার পিতা যে বিদ্যালয়াদি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহার উৎসাহদান ও যত্ন দ্বারা তাহার সবিশেষ উন্নতি হয়। তাঁহার অধিকার কালে আলেগজাণ্ড্রিয়ায় প্রাকৃতিক ইতিহাস অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে অধীত এবং দর্শন শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচিত হয়। তাঁহার রাজত্ব কালে ইজিপ্টদেশীয়দিগের পুরোহিত ম্যানিথো গ্রীকভাষায় ইজিপ্টদেশের ইতিহাস লেখেন, এবং রাজার আদেশ ক্রমে ইহুদিদিগের ধর্ম্মপুস্তক গ্রীকভাষায় অনুবাদিত হয়। তিনি ইথিয়োপিয়া, আরেবিয়া এবং লিবিয়া এই কয় দেশের কতক অংশ, এবং ফিনিসিয়া সিলি-সিরিয়া, সাইপ্রস, লাইসিয়া, কেরিয়া এবং সাইক্লেডিস্ নামে প্রসিদ্ধ কতিপয় উপদ্বীপ ইজিপ্টরাজ্যের সহিত সংযোজিত করেন, তাহাতে তাঁহার রাজ্য বহু দূর বিস্তৃত হয়। পূর্ব্বোক্ত কয়েক দেশের অধিকাংশ স্থানেই তিনি নূতন নগর নিবেশিত করেন। সাইরিনদেশও বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার হস্তগত হয়। ইথিয়োপিয়া প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যের সীমামধ্যে সমাবেশিত হওয়াতে তাঁহার প্রভুশক্তি ও সৌভাগ্যসমৃদ্ধির ও সাতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাঁহার এবং তাঁহার পারিষদ ও সভাসদগণের চরিত্র সর্ব্বতোভাবে দোষ সম্পর্ক শূন্য ছিল, এরূপ বোধ হয় না। ফলতঃ তাঁহার অধিকার কাল অবধিই আলেগজাণ্ড্রিয়ার রাজসভায় কুক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অনীতি সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হয়।

টলেমি ফিলাডেল্‌ফসের জ্যেষ্ঠ পুত্র টলেমি ইউর্জ্জিটিস খৃ. পূ. ২৪৭ অব্দে ইজিপ্টের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। ইজিপ্ট আর সিরিয়া এই উভয় রাজ্যের পরস্পর চির বৈর ছিল। সিরিয়া

রাজের সহিত অভিনব ভূপতির সংগ্রাম ঘটনা হইল। ইজিপ্ট-রাজ যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভারতবর্ষ ও বাক্‌ট্রিয়া এই উভয় দেশ সিরিয়ারাজের হস্ত হইতে স্বহস্তে আনয়ন করিলেন। তিনি যৎকালে সিরিয়ারাজের সহিত সমরে ব্যাপৃত ছিলেন সেই সময়ে শ্রবণ করিলেন, ইজিপ্টদেশে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। ঐ সমাচার শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া সত্বর স্বদেশে প্রতিগমন করিতে হইল। ঐ সময়ে তাঁহার পোত সৈনিকগণও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বাংশে সংগ্রামে ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়াছিল। তাহারাও সমরনৈপুণ্য ও পৌরুষ প্রকাশ করিয়া রণস্থলে জয়ী হইল। যাহা হউক, তিনি সিরিয়ার অন্তর্গত যে যে দেশ জয় করিয়া লইয়াছিলেন, তৎসমুদায় পুনরায় সিরিয়া-রাজের হস্তে পতিত হইল। সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকল কেবল তাহার বশবর্ত্তী ছিল। টলেমি ইউর্জ্জিটিসও নিজ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া রোমকদিগের সহিত সদ্ভাব রাখিয়াছিলেন এবং নানা নূতন গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আলেগজাণ্ড্রিয়ার পুস্তকাগারের গ্রন্থ সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। খৃ.পূ. ২২২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইল। ঐ অব্দে তাঁহার পুত্র টলেমি ফাইলপেটর সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। ফাইলপেটর খৃ.পূ. ২০৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজত্বের আরম্ভ অবধি ইজিপ্ট-রাজ্যের ভগ্ন দশা হইতে আরম্ভ হইল। রাজা মন্ত্রিগণের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া স্বয়ং ভোগসুখে আসক্ত হইলেন। মন্ত্রিগণ যথেচ্ছ ব্যবহার আরম্ভ করিল। দিন দিন রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইতে লাগিল। সিরিয়ার অধিপতি মহান্ আণ্টিয়োকস ইজিপ্টরাজ্যের তাদৃশ দুর্দ্দশা দর্শনে প্রোৎসাহিত হইয়া ফিনিসিয়া ও সিলি সিরিয়া এই উভয় দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। কিন্তু আণ্টিয়োকস ঐ উভয় দেশ দীর্ঘকাল স্ববশে রাখিতে পারেন নাই। শেষে তিনি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইজিপ্টরাজের সহিত সন্ধি করিলেন। অতঃপর টলেমি ফাইলপেটর লোক লজ্জা এবং রাজধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া একবারে ব্যসনে মগ্ন হইলেন। তাঁহার উপপত্নীগণ ও প্রিয়পারিষদগণেরই সাতিশয় প্রাদুর্ভাব

হইয়া উঠিল। তাহারা যা ইচ্ছা তাই করিতে লাগিল। রাজা যথাবিধি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন, প্রায়ই এরূপ অবসর পাইতেন না। কিন্তু বিদ্যাবিষয়ে তাঁহার কিঞ্চিৎ আমোদ ও অনুরাগ ছিল। তিনি সাধ্যানুসারে বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন।

ফাইলপেটর, টলেমি এফিফেনিস নামে এক পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র রাখিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। টলেমি এফিফেনিস খৃ. পূ. ২০৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ১৮১ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সিরিয়ার ও মাসিডোনিয়ার অধিপতি ইজিপ্টরাজকে বালক দেখিয়া তাঁহার অধিকৃত সিলি-সিরিয়া, সাইক্লেডিস বলিয়া প্রসিদ্ধ কতিপয় উপদ্বীপ এবং থ্রেসের অন্তঃপাতী কতিপয় প্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। শিশুরাজার মন্ত্রীগণ অনুগ্রহাপেক্ষী হইয়া ঐ বিষয় রোমকদিগের কর্ণগোচর করিল। রোমকেরা সিরিয়া ও মাসিডোনিয়ার রাজাকে এই কথা বলিলেন, তোমরা ইজিপ্টরাজের অধিকৃত যে যে প্রদেশ গ্রহণ করিয়াছ তৎসমুদায় তাঁহাকে ফিরিয়া দিতে হইবে। উক্ত ভূপতিদ্বয় ভয়-প্রযুক্ত ইজিপ্টরাজের সহিত ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া ফেলিলেন। টলেমি এফিফেনিস খৃ.পূ. ১৯৩ অব্দে সিরিয়ারাজ বংশীয় ক্লিয়োপেট্রা নাম্নী এক কামিনীর পাণি গ্রহণ করিলেন। যাবৎ তিনি বিজ্ঞ ও বৃদ্ধ মন্ত্রীগণের উপদেশানুসারে চলিয়াছিলেন, তাবৎ সকল বিষয়ই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বৃদ্ধ ও বিজ্ঞ মন্ত্রীগণের উপদেশানুসরণ ক্রমে ক্রমে তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশকর হইয়া উঠিল। তিনি অবিলম্বে বিষ দ্বারা মন্ত্রীগণের প্রাণসংহার করিয়া ব্যসনে আসক্ত ও যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইল। শেষে তাঁহার নব্য মন্ত্রিগণ বিষপান করাইয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিল।

টলেমি এফিফেনিসের মৃত্যু কালে টলেমি ফাইলমিটর নামে তাঁহার এক অপোগণ্ড পুত্র ছিল। খৃ.পূ. ১৮১ অব্দে ঐ বালক সিংহাসনে অধিরূঢ় হইল। টলেমি ফাইলমিটর ১৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। তাঁহার মাতা ক্লিয়োপেট্রা

প্রতিনিধি হইয়া সমুদায় রাজকার্য্য পর্য্যালোচন ...র বিমল ও উজ্জ্বল প্রভা
গিলেন। তাঁহার প্রতিনিধিত্বকালে রাজ্যমধ্যে ... ধর্ম্মের প্র...া ক্রমশঃ মন্দ
লযোগ ছিল না। খৃ. পূ. ১৭৩ অব্দে ক্লিয়ো... ...সনা ও প্রথা বিস্তীর্ণ হইয়া
য়াতত্ত্ব ইজিপ্ট রাজ্যের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা ভ
ইলমিটরের কতিপয় অনুপযুক্ত অসচ্চরিত্র প্রি
নিক্ষিপ্ত হইল। অতঃপর যে সকল ব্যক্তি ইজিপে
আরোহণ করে, তন্মধ্যে এক ব্যক্তিও উপযুক্ত
ছিল না। তাহাদিগের বিষয় বর্ণন করিতে গেলে
হাদিগের অনুষ্ঠিত পাপক্রিয়া ও দুশ্চরিত্রতার বি
তে হয়। অতএব তাহাদিগের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া
বিশেষ লাভ জ্ঞান হইতে পারে না। তাহাদিগে
ক্ষমতা এবং চরিত্রের বিষয়ে এই মাত্র বলিলেই প
পারে যে, তাহাদিগের তুল্য জঘন্য রাজা কখন সি
...তাহাদিগের সকলেই অব্যভিচ
মকদিগের একান্ত আজ্ঞাবহ ছিল। ইজিপ্টরাজ্য
দীর্ঘকাল ছিল। শেষে খৃ. পূ. ৩০ অব্দে অসতী ক্লি
ত্মহত্যা সম্পাদন করিলে পর ইজিপ্টরাজ্য
কারভুক্ত হইল।

মহাবীর আলেগজাণ্ডরের পিতা ফিলি
গ্রীসদেশ স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হয়। তদ
গের মনের ভাব ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতে
গ্রীসদেশের প্রায় সর্ব্বস্থলেই প্রাকৃততন্ত্র প্রচলিত
গণের রাজ্যে স্বামিত্ব ছিল। প্রতি ব্যক্তিই রাজ্যের
মঙ্গল এবং রাজ্যের অমঙ্গলে আত্ম অমঙ্গল জ্ঞান ক
স্বের স্বার্থে যত যত্ন হয়, পরার্থে প্রায় তত হয় না
যাবৎ উহাদিগের হস্তগত ছিল, তাবৎ উহাদিগে
উন্নতিকল্পে আন্তরিক যত্ন ও রাজ্যের প্রতি বিজাতী
ছিল। কিন্তু গ্রীসদেশে যখন মাসিডোনিয়ার ও রো
পত্য হইল, তখন তত্রত্য লোকদিগের মনের সেই
পরিবর্ত্ত হইয়া গেল। তাহাদিগের রাজ্যাধিকার যে

ফল দর্শে নাই। উত্তরোত্তর তত্ত্বজ্ঞানের বিমল ও উজ্জ্বল প্রভা বৃদ্ধি হওয়াতে সেই পুরাতন কল্পিতধর্ম্মের প্রথা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া গেল। অদ্বিতীয় পর ব্রহ্মের উপাসনা প্রথা বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল।

সম্পূর্ণ।